দ্য মহাভারত সিক্রেট

ক্রিস্টোফার সি ডয়েল

অনুবাদ :
মাসুম আহমেদ আদি
জেসি মেরী কুইয়া

মাসুম আহমেদ আদি

মাসুম আহমেদ আদি'র জন্ম ১৯৮৮ সালের ৩ অক্টোবর নরসিংদীতে। নিজেকে বইপোকা দাবি করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। প্রচুর বই পড়তে ভালোবাসেন। লেখালেখির শুরুটাও বইয়ের রিভিউ লিখেই। তারপর কাছের মানুষদের উৎসাহে বিভিন্ন সংকলনে গল্প লিখেছেন। বর্তমানে একটি সফটওয়্যার ডেপেলপমেন্ট কোম্পানিতে কর্মরত আছেন।

অনুবাদক

জেসি মেরী কুইয়া পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ থেকে শেষ করেছেন স্নাতকোত্তর।

মূলত বই পড়ার আনন্দ থেকেই লেখালেখি করার আগ্রহ।

প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ : *দ্য শারলোকিয়ান, দি অটোমান সেঞ্চুরিস্, দৌজ্ ইন পেরাল্, ঈগল ইন দ্য স্কাই*। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৌলিক রচনা লেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

jasy_1984@yahoo.com

www.pathagar.com

দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস্ কলেজের স্নাতক ক্রিস্টোফার সি ডয়েল অর্থনীতিতে ডিগ্রি নেয়া ছাড়াও আই আই এস, কলকাতাতে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করেছেন। শৈশব থেকেই পড়তে পছন্দ করেন জুল ভার্ন, এইচ জি ওয়েলস্, আইজ্যাক আসিমভ, রবার্ট হেইনলেন, জে আর আর টোকেইন, রবার্ট জর্দান আর টেরী ব্রুকস প্রমুখ এর লেখা।

অসংখ্য পত্র পত্রিকায় ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস বিষয়ে আর্টিকেল লেখা ছাড়াও নিয়মিত বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন ক্রিস্টোফার। এছাড়া ইউ এস বেসড প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে ভারতে স্ট্র্যাটেজিক কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠার কাজে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির সাথেও কাজ করেছেন। এর পাশাপাশি একজন সার্টিফায়েড এক্সিকিউটিভ কোচ হিসেবে, কর্মস্থলের উন্নয়ন কাজে সিনিয়র এক্সিকিউটিভদেরকে সাহায্য করেন।

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ক্রিস্টোফার একজন মিউজিশিয়ান; গড়ে তুলেছেন মিড লাইফ ক্রাইসিস নামে ব্যান্ড, যারা ক্ল্যাসিক রক উপস্থাপন করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

বর্তমানে স্ত্রী, কন্যা আর পোষা দুই কুকুরকে নিয়ে গুড়গাঁওতে বাস করছেন ক্রিস্টোফার সি ডয়েল।

মহাভারতের রহস্য, এই লেখকের প্রথম উপন্যাস।

ক্রিস্টোফার সি ডয়েল সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন:

www.facebook.com/authorchristophercdoyle

http://christophercdoyle.com

www.pathagar.com

দ্য মহাভারত সিক্রেট

[মহাভারতের গোপন রহস্য]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্য মহাভারত সিক্রেট

[মহাভারতের গোপন রহস্য]

মূল : ক্রিস্টোফার সি ডয়েল

অনুবাদ
মাসুম আহমেদ আদি
জেসি মেরী কুইয়া

www.pathagar.com

দ্য মহাভারত সিক্রেট
[মহাভারতের গোপন রহস্য]
মূল : ক্রিস্টোফার সি ডয়েল
অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

© প্রকাশক

সংশোধিত সংস্করণ
একুশে বইমেলা ২০১৭
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৬

রোদেলা ৩৯২

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে রাকিবুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
http: //rokomari.com/rodela

বর্ণবিন্যাস
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে
আল-কাদের প্রিন্টিং প্রেস
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪০০·০০ টাকা মাত্র

THE MAHABHARAT SECRET BY CHRISTOPHER C DOYLE
Translated by Masum Ahmed Adi & Jasy Mary Quiah
First Published *Ekushe Boimela 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100.
Cover Design by Rokibul Hasan
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web: www.rodela prokashani.com

Price: Tk. 400.00 Only US $ 10.00

www.pathagar.com

ও, দুর্যোধন! ও মহান কুরু!
দেবতারা আমাদের উপর আরও একবার সদয় হয়েছেন!
আমরা পাণ্ডবদের জন্য নীরব মৃত্যু বহন করে নিয়ে যাব
কেউ দেখবে না, কেউ শুনবেও না,
মৃত্যুর পদধ্বনি তারা নিজেরাও জানবে না
আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেব তাদের শহর
ধ্বংস করে দেব তাদের সেনাবাহিনী
কুরুক্ষেত্রে আমরাই বিজয়ী হবো!
আনন্দ করো ও কুরু, জয় নিশ্চিত এখন তোমার হাতে!

সংগৃহীত

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

আমার মা-বাবা-কে,

যাঁরা আমাকে পড়ার আনন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন,
এবং আমার লেখক হিসেবে বেড়ে উঠার দিনগুলোতে লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন
'দ্য মহাভারত সিক্রেট' বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় যারা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে,
তাদের মধ্যে আমার স্ত্রী শর্মিলা ও কন্যা শায়ানায়া ছিল আমার বিশিষ্ট শ্রোতা।
বইটি লেখা ও গবেষণায় ব্যস্ততার সময় তাদের সান্নিধ্য থেকে আমার অনুপস্থিতির
ঘাটতিও তারা সহজভাবে পূরণ করেছে।
এই বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের সহায়ক উপকরণ, কৌশলগত যান্ত্রিক
সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা অপরিহার্য ছিল
এবং ভারতের ইতিহাস ও উপকথা সম্পর্কে শায়ানার চমৎকার ধারণা
আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

–ক্রিস্টোফার সি ডয়েল

www.pathagar.com

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

অসংখ্য মানুষের সাহায্য বিনা এই বই হয়তো কখনো আলোর মুখ দেখতে পেত না। সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

আর্তিকা বকশি আর গুর্বিশা আহুজা, দুজনেই এই বইয়ের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পড়েছেন আর মূল্যবান সব মন্তব্য করেছেন।

আমার গবেষণা আর প্লটের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোকবিজ্ঞানের অংশটুকুকে বৈধতা দিয়েছে হার্মিত এস. আহুজার কাছ থেকে পাওয়া অপটিকস পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত অমূল্য সব তথ্য।

ভারতের পুরো একটি শহর অপসারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানিয়েছেন সুধীর রাজপাল।

ওয়েবসাইট তৈরিতে অসম্ভব সাহায্য করেছেন আনন্দ প্রকাশ আর ডেনজিল ও' কনেলের কাছ থেকে পেয়েছি অসাধারণ সব বিপণন আইডিয়া।

কাভারের চমৎকার নকশা করেছেন ঋতু রাঠোর আর আনন্দ প্রকাশ। গল্পটাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য দুজনকেই জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

এছাড়া, ধৈর্য ধরে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া আর দৃশ্যগুলোকে গভীর করে তোলা বিশেষ করে বাস্তবসম্মত চূড়ান্ত দৃশ্য নির্মাণের জন্যে কৌশলগত তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য হলেন জেরাল্ড নর্ডলি, প্যাট ম্যাকইয়েন, কেভিন এন্ড্রু মারফি, জে স্টোয়িন, জিনজার কাদেরাকে, ফ্রান্সেসকা ফ্লিন, মাইক মস্কো, বার্ট রিচ্চি, এলিজাবেথ জিলিগান, ফিলিস র‍্যাডফোর্ড, ক্যারেন মিলার , সিন্ডি মিশেল আর বব ব্রাউন এবং আমার লেখকদের গবেষণা দলের সব সহকর্মী।

ওম বুকস ইন্টারন্যাশনালের সকলকে জানাচ্ছি অ্যা বিগ থ্যাঙ্ক : অজয় মাগো আর দীপা চৌধুরী আমার লেখার উপরে বিশ্বাস করে প্রকাশ করেছেন এই বই। সম্পাদক ঈপ্সিতা সেনগুপ্ত নাগ, যিনি আমার লেখাকে ঘষা-মাজা করে বর্ণনাকে করে তুলেছেন প্রাণবন্ত।

সর্বোপরি এই বই লেখার ব্যাপারে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার প্রতিই আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ। একই সাথে যে কোনো ধরনের ভুল আর কাহিনি বর্জনের দায়িত্বও আমার।

লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

২৪৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

গভীর জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড় সারির প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মহান সম্রাট অশোক আর তাঁর মন্ত্রী সুরসেন। তাঁরা পাহাড়ের দিকে এগোবার আগেই সাথে আসা অল্প কয়েকজন সৈন্যকেও পিছনে ফেলে এসেছেন। সুরসেন গোপনে আবিষ্কার-স্থল পরিদর্শন করে আসার সাথে সাথেই মাত্র দশদিন আগে পাটলিপুত্র থেকে রওনা দিয়েছে পুরো দল।

মন্ত্রী সুরসেনের রিপোর্ট পাওয়ার পর থেকেই গুহা আর এর ভেতরের সবকিছু নিজের চোখে দেখার জন্যে ব্যাকুল সম্রাট অশোক তৎক্ষণাৎ পাটলিপুত্র ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সুরসেন রাজি হয়ে যান সম্রাটকে পথ দেখাতে।

নালা হিসেবে ব্যবহৃত গুহার প্রবেশ পথে পা রাখলেন সম্রাট অশোক আর সুরসেন।

চারপাশের নরম আর মোলায়েম আলো দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন সম্রাট। কিন্তু গুহার ভিতরে প্রবেশ করে ভীষণ বিস্ময়ের সাথে যা দেখলেন তার সাথে আর কিছুরই কোনো তুলনা চলে না।

কিছুক্ষণ মূর্তির মত স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহান সম্রাট অশোক। কী দেখবেন তা সুরসেনের কাছ থেকে আগে থেকে জানা সত্ত্বেও সামনের দৃশ্য দেখে যেন পুরোপুরি অবশ হয়ে গেলেন তিনি।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠার পর নিঃশব্দে পুরো গুহা ঘুরে এলেন সম্রাট; পরীক্ষা করে দেখলেন প্রতিটি ইঞ্চি।

আর ঠিক তখনই তাঁরা আবিষ্কার করলেন দ্বিতীয় রহস্যটি। এই রহস্য এতটাই ভয়ংকর যে, সম্রাটের মনে হল এটা আবিষ্কার না হলেই বুঝি বেশি ভালো হত—এটা এমন এক রহস্য যা ধ্বংস করে দিতে পারে পৃথিবী।

২৪২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

প্রাসাদের উঠানের মাঝখানে জড়ো করা গাছের ছালের উপর লেখা বইয়ের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী সুরসেন। এই জায়গাটা নির্বাচন করার কারণ হল এটা অশোকের দাদা চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত প্রাসাদের প্রাচীন

www.pathagar.com

আর নির্জন জায়গা। খুব কম লোকই এখন আসে এখানে। বেশির ভাগই পছন্দ করে অশোকের তৈরি প্রাসাদের নতুন অংশ।

পাশে দাঁড়ানো লেখকের দিকে ফিরলেন সুরসেন। শোকাতুর দৃষ্টিতে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। সবগুলোই মহাভারতের কপি; যা গত দুই বছর ধরে পুরো সাম্রাজ্য থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে। গুপ্ত গুহার সেই রহস্য আবার লুকিয়ে ফেলার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সম্রাট মনস্থির করেছেন সমস্যার মূলে যাবার—

মহাভারত

এই মহাকাব্যের পাতায় পাতায় লেখা হয়েছে অশোকের আবিষ্কারের পেছনের সত্যিকার কাহিনি; আর তাই গোপন রহস্যসহ পুরো গল্পটিকেই চিরকালের মত কবর দিতে চান সম্রাট; প্রজাদের মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে চান এর স্মৃতি।

রাজ্যের সুদূরতম প্রান্তে পাঠিয়েছেন রাজকীয় দূত; যেন বাদ না যায় একটি কপিও।

"এই-ই সব? আর কিছু বাকি নেই তো?" জানতে চাইলেন মন্ত্রী সুরসেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথা নাড়লেন লেখক। তিনি জানেন এরপর কী ঘটতে চলেছে।

"জ্বালিয়ে দাও সবকিছু" আদেশ দিলেন সুরসেন।

প্রাসাদের দেয়ালের সাথে লাগানো মশাল খুলে এনে আগুন ধরিয়ে দিলেন লেখক। শুকনো পাতার বই তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠল; কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো স্তূপটা হয়ে উঠল এক লকলকে অগ্নি-শিখা।

ফুঁপিয়ে উঠলেন লেখক। রাজকীয় আদেশ পালন করলেও এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। কেউই পারেনি।

এর কারণ জানেন শুধু সুরসেন; আর জানেন মন্ত্রী পারিষদের আটজন সঙ্গী। তবে গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে সম্রাট অশোকের কাছে সবাই প্রতীজ্ঞাবদ্ধ।

মহাকাব্যকে গ্রাস করে নেয়া গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে সুরসেনের মাথার ভেতরে বেজে উঠল সম্রাটের প্রতিটি কথা, "এর মাঝে উল্লেখ থাকা গোপন রহস্য হারিয়ে যাক মানুষের জ্ঞান থেকে; পরবর্তী পৃথিবী জানবে মহাভারতের কথা, কিন্তু কখনোই জানবে না এর গভীরে গোপন অন্ধকার সেই রহস্য"।

৫০০ খ্রিস্টাব্দ

রাজবীরগড়

ছেলেটার হাতে একটা পয়সা দিয়ে পাল বললেন, "এবারে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই এখান থেকে যাও।"

www.pathagar.com

পুরস্কার পেয়ে খুশিতে এক দৌড় দিল ছেলেটা।

চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলেন পাল। তার মানে পাথরের বইটা পাওয়া গেছে; এর গল্প আর ব্রাদারহুডের মধ্যকার সম্পর্কও জানা হয়ে গেছে।

কেউ একজন ব্রাদারহুড সম্পর্কে জানে। জানে ওর সম্পর্কেও।

আর এখন, ওকে শেষ করে দিতে পিছু নেবে ওরা।

খুব দ্রুত নিজের সবকিছু গুছিয়ে নিলেন পাল। সম্বল বলতে অবশ্য তেমন কিছুই নেই। এগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাও নেই তার। ব্রাদারহুডের বেশ কিছু গুপ্তধনের রক্ষক হলেন পাল যা রাজবীরগঁড়ে আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। এগুলোকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। আর, কোথায় যেতে হবে তাও সে জানে।

উত্তর-পশ্চিমে বহু মাইল গেলে, বামিয়ানে পাওয়া যাবে ছোট্ট একটা আশ্রম। ব্রাদারহুডের যে দুজন সদস্যকে পাল চেনে, সেখানেই থাকে তাদের একজন; সন্তাল, একজন সন্ন্যাসী।

সবকটি বই আর মেটাল ডিস্ক সন্তালের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই শর্তে রাজি হয়েই ব্রাদারহুডে যোগ দিয়েছিলেন পাল। আর যে দুজন সদস্য তাকে নিজেদের সত্যিকার পরিচয় দিয়েছিল সন্তাল তাদেরই একজন। যে কোনো রকম ঝুঁকির মুখে এই রহস্য অন্যদের কাছে স্থানান্তর করার দায়িত্বও তাদের।

অবিচলিতভাবে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পেছন দিককার বনের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পাল। বনের একেবারে গভীরে প্রাকৃতিক এক গুহার ভেতরে লুকানো আছে বই আর মেটাল ডিস্ক, যা নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করার শপথ নিয়েছেন তিনি।

জীর্ন একটা চামড়ার ব্যাগে সবকিছু ভরে নিয়ে গলার সাথে ঝুলিয়ে নিলেন পাল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি; সামনে পড়ে আছে বামিয়ানের পথে এক দীর্ঘ যাত্রা।

যা হয়ত তাকে নিয়ে যাবে মৃত্যুর কাছে।

মার্চ, ২০০১

সারা বিশ্বের টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে একটা ব্রেকিং নিউজ

"বামিয়ানের বুদ্ধদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে তালিবান।"

সংবাদ পাঠিকার চেহারা সরে গিয়ে দেখানো হল সংক্ষিপ্ত একটা ভিডিও। "মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই রিলিজ হওয়া এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে– তালিবানরা মূর্তি দুটোকে উড়িয়ে দিয়েছে। দেড় হাজার বছরের পুরনো মূর্তিগুলোর ধ্বংসস্তূপ দেখে আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে পুরো বিশ্ব।"

www.pathagar.com

প্রাচীন মূর্তিগুলোর এরকম ধ্বংস কখনোই কাম্য নয়। কিন্তু ধ্বংসাবশেষের মাধ্যমে যা প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সারা অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ড। তালিবানদের রিলিজ করা ভিডিও টেপটাতে মূর্তিদুটোর পেছন দিয়ে চলে যাওয়া শূন্য গুহাগুলো একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী আছে দেড় হাজার বছর ধরে লুকিয়ে থাকা এই গুহাগুলোতে?

প্রত্নতাত্ত্বিক আর ইতিহাসবিদদের মনেও একই প্রশ্ন...।

"নিশ্চিত না হলেও বামিয়ানে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, একটি গুহার মাঝে পাওয়া গেছে প্রাচীন এক নর-কংকাল; যেটির বয়সও প্রায় দেড় হাজার বছর পুরনো। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আর কোনো তথ্য না থাকলেও খুব শিঘ্রই বিস্তারিত জানানো হবে।"

www.pathagar.com

দ্য মহাভারত সিক্রেট

[মহাভারতের গোপন রহস্য]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১
বর্তমান সময়

প্রথম দিন
নয়াদিল্লী থেকে ১৩০ কি.মি. দূরে জোনগড় দুর্গ, ভারত

পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কেল্লার স্টাডি রুমে বসে চিন্তিত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন বিক্রম সিং। এইমাত্র কথা বলেছেন দুনিয়ার অপর প্রান্ত ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে'তে বসবাসরত ভাতিজা বিজয়ের সাথে।

লম্বা-চওড়া সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী বিক্রমের তারুণ্যমাখা মুখখানা দেখলে মনে হয় বয়স বুঝি পয়ষট্টির চেয়েও বিশ বছর কম। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেবল সাদা চুলের জট। দুর্ভাগ্যজনক এক গাড়ি দুর্ঘটনায় বিজয়ের মা-বাবার মৃত্যুর পর মাত্র পনের বছর বয়সেই ওকে পড়াশোনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেন তিনি। তারপর থেকেই অস্থির হয়ে থাকেন প্রতি সপ্তাহে ওর সাথে কথা বলার জন্য।

আজ এত বছর পরেও বিক্রমের অবাক লাগে ভেবে যে, মর্মান্তিক সেই ঘটনাটা আসলেই কোনো দুর্ঘটনা ছিল কিনা। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলেও ট্রাক ড্রাইভারকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই সময় গাড়িতে না থাকাতেই বেঁচে গিয়েছে বিজয়।

মাথা নাড়লেন বিক্রম সিং। নাহ, হয়ত একটু বেশিই ভাবছেন তিনি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে তাঁর মাথার উপরেও বিশাল বড় এক খাঁড়া ঝুলছে। কে জানে, হয়ত এটা পনের বছর আগেও ছিল? আর এই ভয়েই নয়া দিল্লীতে নিজের আরামদায়ক অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে এসেছেন এখানে, জোনগড় দুর্গে।

নিজের অজান্তেই চোখ চলে গেল ডেস্কের পাশে রাখা নিউজ ক্লিপিংস আটকানো নরম বোর্ডটার দিকে। গত দুই বছরে বিশ্বজুড়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন আটজন, যাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর মতো নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত : বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী আর স্থপতি।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালে পোখরানে, ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট বিক্রম সিং। দশ বছর আগে জোনগঁড়ে চলে আসার পর থেকে একেবারে হাল আমলের প্রযুক্তি দিয়ে সুসজ্জিত করে তুলেছেন পুরো কেল্লা। বছরের পর বছর ধরে কাজ করে ঠিক ৫০০ বছর আগেকার মতোই দুর্ভেদ্য করে তুলেছেন এটাকে।

কাছে টেনে নিলেন নিজের ল্যাপটপ। দ্রুত হাতে পাসওয়ার্ড টাইপ করে মেইলবক্সে ঢুকে, অসংখ্য ই-মেইলের ভিড়ে খুঁজছেন বিশেষ একটি মেইল। এই তো পেয়ে গেছেন। বহুবার পড়া মেইলটাকে আবারো পড়লেন। ছয় মাস আগে সর্বশেষ খুনটার পরেই এসেছিল এই মেইল। পড়তে গিয়ে আবারো হিম হয়ে গেল শরীরের রক্ত।

মেইলটা পাবার পর থেকেই ভাবছেন বিজয়ের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবেন, ওকেও গুপ্ত রহস্যটা জানাবেন। কিন্তু কেন যেন কিছুতেই সাহসে কুলোচ্ছে না; এতে করে বিজয়ের জীবনটাও বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবে হয়ত সঠিক সময়টা আসলেই জানাবেন।

চেয়ার ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে দূরের বিশাল পাহাড়গুলোর দিকে তাকালেন বিক্রম, পাদদেশে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা গ্রাম। কাপে চুমুক দিতেই ঠোঁটে লাগল ঠাণ্ডা, বিস্বাদ চা।

বহুদূরের কিছু একটাতে আটকে গেল চোখ। ভালোভাবে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। চাঁদহীন অন্ধকার রাতে জানালা দিয়ে নিচের পাথুরে পাহাড়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন একটা বিন্দু।

মনোযোগ দিয়ে দেখলেন পুরো এলাকা। নাহ্, কোথাও কোনো নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন রাস্তা থেকে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে দুটো আলোর বিন্দু। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন বিক্রম সিং। কে হতে পারে? অল্প কয়েকজন বন্ধুর কেউই আগে থেকে না জানিয়ে এভাবে আসবে না। নিচের পাথুরে ঢালটাকে আবারো দেখলেন। আর কোনো নড়াচড়া নেই!

কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারে তাকিয়ে হারিয়ে গেলেন নিজের ভাবনার জগতে। এরপর কিছু একটা মনে হতেই স্টাডি রুম ছেড়ে দুর্গের প্রবেশ মুখের দিকে দৌড় দিলেন। পাহাড়ের দিক থেকে এগিয়ে আসা আলোটা দেখার পর থেকে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। যদি কোনো গাড়িও হয়, এখানে এই সময়ে এটার থাকার কথা না। আর তারপরে কেনই বা উধাও হয়ে গেল? সদর দরজা খুলে অন্ধকারে তাকালেন বিক্রম সিং। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। অন্ধকার বাগান জুড়ে শুধুই নিস্তব্ধতা।

www.pathagar.com

কিন্তু ফেরার জন্য ঘুরতেই জমে গেলেন বিক্রম।

সযত্নে পরিচর্যা করা লনের ঠিক পেছনেই কেল্লার বাইরের দেয়াল। বিশ ফুট উঁচু এই বিশাল পাথুরে দেয়াল পাহাড়ের উপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে ঘিরে রেখেছে পুরো দুর্গ। সেই প্রাচীন আমল থেকেই রুখে আসছে সব শত্রু। দেয়ালের উপর লাগানো আছে ভারী এক কাঠের দরজা। একমাত্র এই পথ দিয়েই এই দেয়াল পার হওয়া যাবে।

দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সময় তালাবদ্ধ করা থাকে এই দরজা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজার একটা পাল্লা।

ইটের খোয়া বিছানো রাস্তায় লাফিয়ে নামল পাঁচটা ছায়া। একজন আবার থেমে গিয়ে সোজাসুজি তাকাল সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিক্রমের দিকে।

তাঁর অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হ্যাক হয়েছে বুঝতে পেরেই আতঙ্কে জমে গেলেন বিক্রম সিং। কিন্তু এখন আর অন্যকিছু ভাবার সময় নেই। দ্রুত পায়ে ফিরে এসে অ্যালার্ম চালু করে সুরক্ষিত করলেন সামনের দরজা। মনের মাঝে কেবল একটাই চিন্তা ঘুরছে।

"ওরা আমাকে খুন করতে এসেছে।"

তার মানে পাহাড়ের উপর আলো দেখে গাড়ির ব্যাপারে যা ভেবেছিলেন তাই ঠিক। বয়সের তুলনায় দ্রুত দৌড়ে হলের পথ আর পাথুরে সিঁড়ি পার হয়ে চলে এলেন স্টাডি রুমে; তারপরেও তেমন একটা হাপাচ্ছেন না তিনি।

মাথায় বইছে চিন্তার ঝড়। অদ্ভুত সব সন্দেহ আর আতঙ্কে দুলছে মন।

জানেন এরা কিসের খোঁজে এখানে এসেছে। এটাও জানেন যে প্রধান ফটক এত সহজে খুলে ফেলার পর দোরগোড়ায় লাগানো নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদের কাছে কোনো বাধাই নয়। বাটলারও ছুটিতে গেছে। তাই সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকারও উপায় নেই। নিজের জন্য ভয় পাচ্ছেন না তিনি।

শুধু গোপন রহস্যটা কিছুতেই তাদের হাতে দেয়া চলবে না।

কিন্তু এটা সাথে নিয়ে মরলেও চলবেনা। নিজের ভাগ্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই। সেটা দশ বছর আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

স্টাডি রুমে ঢুকে দরজায় দুটি তালা লাগিয়ে দিলেন বিক্রম। বুঝতে পারছেন এদেরকে থামাতে পারবেন না; কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার বদৌলতে যে মূল্যবান সময়টুকু পাবেন তাকে কাজে লাগাতে হবে।

গোপন রহস্যটা অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করতে হবে।

আর এজন্য একমাত্র একজনকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। চেয়ারে বসে গভীরভাবে দম নিলেন বিক্রম সিং। মনে মনে আউরে নিলেন ছয় মাস

www.pathagar.com

আগেই ঠিক করে রাখা শব্দগুলো। উদ্দেশ্য সফল করতে চাইলে সংবাদটাতে কোনো ভুল করা চলবে না।

কেটে যাচ্ছে একের পর এক মিনিট। ল্যাপটপের কীবোর্ডের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে আঙ্গুল। টাইপ করতে করতেই শুনতে পেলেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে পদশব্দ। নিজেদের উপস্থিতি লুকোবার কোনো চেষ্টাই নেই তাদের। টাইপ করা লেখাটা বার বার পড়তে গিয়ে বিক্রমের কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাম।

হঠাৎ করেই খুলে গেল স্টাডি রুমের দরজা। ভেতরে এলো তীক্ষ্ণ চোখ আর ক্লিন-শেভ করা সুদর্শন এক লোক। পেছনে এলো তিনজন স্থূলকায়, দাঁড়িওয়ালা, সাথে কালো ডাফেল ব্যাগ হাতে খাঁটো আর কৃশকায় আরেকজন।

"তোমার সাথে আবার দেখা হয়ে ভালো লাগছে বিক্রম" অমায়িকভাবে বলে উঠল দলের নেতা। "যদিও মনে হচ্ছে না যে তুমিও তাই ভাবছ।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডেস্কের ওপাশে চেয়ারের উপর গিয়ে বসে পড়ল লোকটা।

"আমি জানতাম তুমি আসবে ফারুক।" বহুকষ্টে নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করলেন বিক্রম।

"তাহলে ওটা কোথায়? হস্তান্তর করার জন্য নিশ্চয় তৈরি করে ফেলেছ?"

কোনো কথা না বলে অবজ্ঞা দেখিয়ে তাকিয়ে রইলেন বিক্রম আর ডান হাত দিয়ে আস্তে করে ক্লিক করলেন মাউস।

ফারুকের নজর এড়ালো না ব্যাপারটা। মাউসের উপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল বিক্রমের দিকে।

"চাবিটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?" আবারো জানতে চাইলো ফারুক। "এই গোপন রহস্যটার জন্য নিশ্চয়ই মরতে চাও না।"

বুকের গভীর থেকে দম নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লেন বিক্রম। যেন নিজেকে স্থির করলেন।

"এই চাবিটা তোমার নয় ফারুক। আর আমাকে মারলেই যে এটা পাবে তাও নয়। তোমার হাতে খুব বেশি অপশন (বিকল্প ব্যবস্থা) নেই। তাই আমাকে বাঁচিয়েই রাখতে হবে।"

হালকা একটা শব্দ করল ল্যাপটপ। সাথে সাথে কম্পিউটার নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল ফারুক। বিক্রম থামাতে চাইলেও চেয়ারের তিন দিক থেকে এসে তাঁকে আটকে ফেলল তিন দাঁড়িওয়ালা। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাউসের দিকে হাত বাড়াল ফারুক।

মাউসের ক্লিক ক্লিক শব্দ ছাড়া, পরবর্তী কয়েক মিনিট সীসার মত ভারী নীরবতায় ভরে রইল রুমের বাতাস।

www.pathagar.com

"কোনো অপশনস্ নেই?" অবশেষে চোখ তুলে তাকাল ফারুক। "আমার তো মনে হয় এইমাত্র আমাদের হাতে চাবিটা তুলে দিয়েছে।" হেসে ফেলল ফারুক। "আর এর ফলে তোমার প্রয়োজনও ফুরালো।"

শূন্য হয়ে গেল বিক্রমের ভেতরটা।

ওরা তার ধোঁকাবাজি ধরে ফেলেছে। তার মানে কি চাবিটাও পেয়ে যাবে?

কিন্তু সাহস হারালেন না বিক্রম সিং! "তুমি এটা কখনোই খুঁজে পাবে না। এর জন্য ধাঁধার সবকটি অংশই দরকার। আর এই কারণেই দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এ রহস্য গোপনই থেকে গেছে"।

চেহারাতে খানিক সন্দেহ দেখা দিলেও সাথে সাথে তা আড়াল করে ফেলল ফারুক। "এর চেয়েও কম সময়ে আমরা কী পেয়েছি তা দেখলে তো তুমি অবাক হয়ে যাবে।" ইশারা করতেই নিজের ডাফেল ব্যাগ খুলে কালো রঙের ধাতব কিছু একটা ফারুকের দিকে এগিয়ে দিল সঙ্গে আসা ফ্যাকাসে চোহারার লোকটা।

ফারুকের হাতে ধরা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেলেন বিক্রম সিং। "এটা অসম্ভব!" ডেস্ক ধরে নিজেকে সামলালেন বিক্রম। কণ্ঠের আতঙ্ক কিছুতেই লুকাতে পারলেন না।

কদর্য এক বাঁকা হাসি দিয়ে ধাতব জিনিসটা থেকে চোখ তুলে বিক্রমের দিকে তাকাল ফারুক, "তার মানে তুমি জানো এটা কী। আশা করছি ব্যক্তি হিসেবেও তুমি ধর্মভীরু। দেবতার ব্যবহার্য এক প্রাচীন অস্ত্রের হাতে মৃত্যুবরণের সুযোগ তো আসলে সবার ভাগ্যে হয় না।"

বিক্রমের মনে ক্ষীণ আশা জাগল যে তিনি হয়ত এদেরকে প্রতিহত করার জন্য পরিকল্পনাটা ভালোই করেছেন। নয়তো এখন যে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই করার নেই।

www.pathagar.com

২
প্রথম দিন

সান জোসে, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএ

পরপর পাঁচবার আওয়াজ করে নতুন মেইল আসায় বিরক্তিতে ভ্রু-কুঁচকে ল্যাপটপের দিকে তাকাল বিজয়। এই তো মাত্র পনের মিনিট আগে আংকেলের সাথে কথা হয়েছে; তাহলে এত রাতে আবার কেন মেইল করেছেন?

শেষমেশ কৌতূহলেরই জয় হল। হাতের রিপোর্টটা একপাশে রেখে মেইলগুলো পৌঁছার ক্রমানুসারে খুলে ফেলল বিজয়। কিন্তু প্রথমটা পড়ে আগামাথা কিছুই বুঝল না। শুধু দুটা ক্যারেক্টার।

৯!

দুর্বোধ্য মেইলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুলে ফেলল দ্বিতীয়টা। আশা করল এবার হয়ত কিছু বোঝা যাবে। কিন্তু এটা তো আরও বেশি আজগুবি।

যেভাবে দেখায় সেভাবে আসলে সবসময় সবকিছু হয় না। তাই মাঝে মাঝে তোমাকে খুব গভীরে যেতে হবে। ভগবত গীতা পড়ো; এটিই জ্ঞানের আঁধার। বিভিন্ন বিষয় একসাথে মিশে থাকলেও গীতা-ই আমাদেরকে ভবিষ্যতে বাঁচতে শেখায় আর তোমাকেও নিয়ে যাবে জ্ঞানের সেই দরজা অব্দি যা তোমাকে পার হতে হবে। মায়ার মহাসমুদ্রে সব সময়ে পাবে সত্যের এক দ্বীপ।

ধীরে ধীরে তৃতীয় মেইলটা ওপেন করেও ধাঁধার কোনো কিনারা করতে পারল না বিজয়। প্রথম দুটির মতই এটাও একই ধরনের হেঁয়ালিতে ভরা।

আমি সবসময় মহান অশোকের নীতি মেনে চলেছি। অনুনয় করছি তুমিও তাই করবে। সারা জীবন আমাকে তারা যেভাবে সাহায্য করেছে, বিশ্বাস করো, তোমাকেও তেমনি নিয়ে যাবে আবিষ্কারের এক দীর্ঘ যাত্রাতে।

মাথা দোলাতে লাগল বিজয়। যেন তাহলেই বুঝতে পারবে যে আঙ্কেল কেন তাকে ভগবত গীতা আর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এক ভারতীয় রাজার কথা বলে গেছেন।

www.pathagar.com

চার নম্বর মেইলটা খোলার আগে খানিক দ্বিধা করলেও নিজের উপর জোর খাটালো বিজয়। আর পড়ার পরে বিস্ময় বদলে গেল এক নিরেট বিভ্রান্তিতে।

যদি আমার কিছু হয়ে যায় তুমিই খুঁজে বের করবে ৯। যদি এর গভীর অর্থের খোঁজ করো, তাহলেই পেয়ে যাবে। দুই হাজার বছরের ইতিহাস যা গত পঁচিশ বছর ধরে আমি সামলে রেখেছি তা এবার তোমার হাতে। সত্যের রাস্তা অনুসরণ করে মায়ার মাঝেই পথ খুঁজে পাবে।

এবারে চিন্তায় পড়ে গেল বিজয়। একটু আগে কথা বলার সময়েও তো আঙ্কেল ভালোই ছিলেন। গলার স্বরে তো কোনোরকম সমস্যাই আঁচ করা যায়নি। আর পঁচিশ বছর ধরে কী সামাল দিয়ে আসছেন? বিজয় জানে যে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতের ভাষার উপরেও আঙ্কেলের বেশ ভালো দখল আছে। দুই হাজার বছরের ইতিহাস বলতে কী কোনো প্রাচীন ভাষাকেই বুঝিয়েছেন? কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

কিন্তু তিনি তো এমন ভীমরতিতে ভোগার মানুষ নন। বিজয়ের কোম্পানির সোলার থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস বানানোর প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করার সময়েও বরাবরের মতই গুরুত্বপূর্ণ সব মন্তব্য দিয়েছেন আঙ্কেল।

অনিশ্চিতভাবে মাউসের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিজয়ের হাত। আর একটা মাত্র মেইল বাকি আছে। খানিক দোনোমনো করে অবশেষে খুলেই ফেলল। আগের মতই অদ্ভুত একটা সাংকেতিক বার্তা; মাত্র চারটা শব্দ লেখা।

টক টু গ্রেগ হোয়াইট।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না বিজয়। ইন্ডিয়াতে এতক্ষণে রাত এগারোটার বেশি বাজার কথা। এ সময়ে এরকম অর্থহীন সব বার্তা পাঠানোর অর্থ কী ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল বিজয়। বেজে উঠল ফোন। সহকারী জোয়ান প্রজেক্ট পর্যালোচনা সভার কথা মনে করিয়ে দিল। শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল বিজয়। এত রাতে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে আঙ্কেল, আর বাটলারও নিশ্চয় কাজ শেষ করে চলে গেছে। তাই ঠিক করল, পরে সন্ধ্যাবেলায় ফোন দেবে। তখন ইন্ডিয়াতে সকাল হবে। ই-মেইলের রহস্য আপাতত রহস্যই থাক।

দ্বিতীয় দিন

নিউইয়র্ক, ইউএসএ

টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে জেগে উঠল টেরেন্স মারফি। গালি দিতে দিতে রিসিভারের জন্য হাত বাড়াল। কিছুক্ষণ আগে মাত্র মধ্য এশিয়া থেকে রেড-আই নির্দেশিত কাজ শেষ করে ফিরেছে। ভেবেছে এবার একটু আরাম করে ঘুমাবে। কিন্তু লাইনের ওপাশের কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম চটে গেল ওর।

www.pathagar.com

"মারফি," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ইউরোপীয় কণ্ঠস্বরের মালিক, "তোমার জন্য জরুরি একটা কাজ আছে।"

"ইন্ডিয়া!" সবশুনে বিস্মিত হয়ে গেল টেরেন্স।

"হ্যাঁ। এক্ষুণি দিল্লী চলে যাও। আজ রাতেই শিকাগো থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধরে দিল্লী যেতে হবে।"

"উদ্দেশ্য?"

মনোযোগ দিয়ে সমস্ত নির্দেশনা শুনে নিল ও।

"আর ফিরে এসে আপনাকে রিপোর্ট করব?" অবশেষে জানতে চাইল; উত্তরটা শুনেও তেমন আশ্চর্য হল না।

কথোপকথন শেষ হতেই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মারফি। এই মালিকের হয়ে গত দশ বছর ধরেই সে কাজ করছে। নজরদারি, গুপ্তহত্যা, অপহরণ আর দমন-পীড়নের মত বিশেষ কাজ নিয়ে ঘুরেছে সারা দুনিয়া। কিন্তু এবারের মত এরকম কাজ আর কখনো পায়নি।

www.pathagar.com

৩

চতুর্থ দিন

জোনগড় দুর্গ

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে বিজয়। এখনো বিশ্বাস করতে পারছেনা না যে আঙ্কেল মারা গেছেন। মারা যাননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে; মনে হতেই সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল রাগ।

উদ্ভট সেই বার্তাগুলো আর এই মৃত্যুসংবাদ, সবকিছু একই দিনে পেয়েছে। আঙ্কেলের আইনজীবী হোমি মেহ্‌তা ফোন করে স্টাডি রুমে পাওয়া মৃতদেহের কথা জানিয়েছেন। কাটা মাথাটা শরীর থেকে একেবারে আলাদা ছিল।

পুরো স্টাডি তছনছ করলেও অন্য কক্ষগুলোতে হাতও দেয়নি দুর্বৃত্তেরা। শিকাগো থেকে সোজা দিল্লীর ফ্লাইট ধরে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছেছে বিজয়। অফিসের কিছু কাজ সামলে আজ রাতেই এসে পড়বে ওর বিজনেস পার্টনার কলিন।

আজ সকালেই আবার অন্তেষ্টিক্রিয়া পালন করার ফলে বিমানের ক্লান্তি কাটাবার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। শেষকৃত্যে খুব কম লোকই এসেছিলেন। আঙ্কেলের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা এমনিতেই ছিল সীমিত, তার উপরে আবার গত কয়েক বছরে একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করায় প্রাক্তন সহকর্মী আর পরিচিত জনদের সাথে দূরত্বই বেড়েছে কেবল। তারপরেও নিজ দেশের হেডলাইন হওয়া এই মৃত্যু সংবাদ নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চ্যানেলগুলো।

অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানকারী শেষ ব্যক্তিটিও চলে গেলেন। অল্প দু-একজন শুধু রয়ে গেছেন। আইনজীবী হোমি মেহতা ছাড়াও আছেন বিক্রম সিংয়ের খুব কাছের বন্ধু ডা. শুকলা আর তাঁর মেয়ে রাধা। পয়ষট্টি বছর বয়স হলেও ডা. শুকলার চোখ জোড়া বেশ তীক্ষ্ণ আর সদা সচকিত। অন্যদিকে বছর বিশেকের মেয়ে রাধা পাতলা গড়ন আর মাথা ভর্তি লম্বা কালো চুল। ঘন পাপড়ি ভেদ করে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সমবেদনায় ভরা বাদামি রঙের বড় বড় দু'খানা চোখ। মেয়েটার মুখের গড়ন বেশ ভালো।

www.pathagar.com

"কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন..." অবশেষে মুখ খুললেও কথা শেষ করতে পারল না বিজয়। গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠল কান্না। বুকের মাঝে উথলে উঠল নানা অনুভূতি। শৈশব থেকেই আঙ্কেলের স্নেহভাজন বিজয় উনার কাছে শুনত প্রাচীন ভারতের লোককাহিনি; ওর বাবা-মায়ের মৃত্যু দুজনকে আরও কাছে এনে দিয়েছিল।

বিক্রম সিং-এর আইনজীবী হোমি গতদিনের বেশির ভাগটাই স্থানীয় পুলিশের সাথে কেল্লায় কাটালেও, তাদের কাছে মামলার তদন্ত করার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তেমন কিছুই ছিল না।

মাত্র তিনজন কনস্ট্যাবল নিয়ে আসা জোনগড় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তো সাথে সাথেই জানিয়েছে যে রাজধানী জয়পুরের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। তাই জয়পুর থেকে জোনগঁড়ে এসেছে বিশেষ তদন্ত দল। কিন্তু বিজয় শেষকৃত্যানুষ্ঠান থেকে ফেরার আগেই হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করে সমস্ত আলামত নিয়ে গেছে তারা; যদিও তাদের ধারণা এগুলো তেমন কোনো কাজে আসবেনা।

"বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি" বলে উঠলেন হোমি, "তাই খুনের উদ্দেশ্যটাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে পরিকল্পনাটা বেশ নিখুঁত ছিল। তারা জানত যে বাটলার ছুটিতে গেছে, আর এমন একটা সময় বেছে নিয়েছে যখন অন্য পরিচারকদের কেউই থাকবে না। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হল, বিক্রমের ল্যাপটপ ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায়নি। পুরো স্টাডি রুমের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে আছে; পুরো মেঝেতে বই আর ফাইল ফেলে রাখলেও অন্য রুমলোতে কেউ হাত দেয়নি। তার মানে ওরা নির্দিষ্ট কিছু একটা খুঁজছিল। এমন কিছু যা স্টাডিতে পাবে বলেই ধরে নিয়েছিল।"

"কোনো রকম ভাঙচুর ছাড়াই প্রতিটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা হয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস দুর্বৃত্তেরা টেকনোলজী সম্পর্কে ভালোই জানে।" কাঁধ ঝাঁকালেন হোমি। "আমি তো ভেবে অবাক হতাম যে, তোমার আঙ্কেল কেন এই অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা লাগিয়েছেন। এর জন্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে।"

"আপনার কি ধারণা আঙ্কেল ওদেরকে চিনতেন?" বিমান ভ্রমণের ক্লান্তি সত্ত্বেও সম্ভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখতে চাইছে বিজয়। "হয়ত উনিই তাদেরকে ঢুকতে দিয়েছেন?"

মাথা নাড়লেন হোমি। "দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা শুনে জয়পুরের পুলিশ নিজেদের সাথে একজন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেছিল। সিকিউরিটি লগের রিপোর্ট স্পষ্ট জানাচ্ছে যে প্রতিটি লেভেলেই বাইরে থেকে সূক্ষ্ম হাতের কারুকার্য দ্বারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নষ্ট করা হয়েছে।" "আর তারপর,

www.pathagar.com

এ ধরনের একটা মৃত্যু!" কণ্ঠের আতঙ্ক লুকাতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন হোমি। "জানি" বিড়বিড় করে উঠল বিজয়, "উনার শিরোশ্ছেদ করেছে।" গলা ধরে এলো।

"কিন্তু এখানে আরও কিছু আছে" আমতা আমতা করে উঠলেন হোমি, "আমি সত্যি দুঃখিত যে জানাতে হচ্ছে, কিন্তু আমি আসলে– আমি চাইনি, আসলে আগে তোমাকে বলতে পারিনি।" আবারো চুপ করে গেলেন তিনি।

"উনার মাথা কেটে ফেললেও মেঝেতে কোনো রক্ত পাওয়া যায়নি।"

পুরো ব্যাপারটা হজম করতে গিয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল সবাই।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন ডা. শুকলা। "হয়ত যাবার আগে মেঝে মুছে গেছে।" তার কথায় বোঝা গেল, তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, খুন করার পরে লোকগুলো আবার মেঝে মোছার কষ্টও করবে।

"না। মোছার মতো কোনো রক্তই ছিল না।" এখনো দ্বিধা করছেন হোমি।

"তাহলে কি...? ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল বিজয়।

খুব সাবধানে শব্দ বাছাই করে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন হোমি; যেন ভয় পাচ্ছেন যে, কেউ উনার কথা বিশ্বাস করবে না, "গলার কাছে রক্তবাহী শিরা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে!"

"মানে?" আইনজীবীর কথা কিছুই বুঝতে পারল না বিজয়।

"ঠিক যেন গলা কাটার সাথে সাথে কোনো পদার্থ কিংবা গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক ফোঁটা রক্তও পড়েনি। শারীরিকভাবে অসম্ভব হলেও এ মুহূর্তে এটিকে অস্বীকার করার মতও কোনো উপায় নেই।"

হতবুদ্ধির মত বসে আছে বিজয়। নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছে মাথায়। কেল্লাটাকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন আঙ্কেল। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর তার উপরে সেই মেইলগুলোর ধাঁধা তো আছেই। হোমির কাছে শোনা সবকিছু ভেবে দেখার পর মনে হল মৃত্যুর কাছাকাছি সময়েই আঙ্কেল বার্তাগুলো পাঠিয়েছেন; হয়ত খুন হবার ঠিক আগ মুহূর্তে।

আঙ্কেল কি ওকে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন? মেইলগুলোতে কি কোনো গোপন সংবাদ আছে? কিভাবেই বা তা খুঁজে পাবে বিজয়?

ব্রুনো বেগারের ডায়েরি

সাদা রঙের বড় ধরনের নরম সোফাটাতে বসলেন গ্রেগ হোয়াইট। আরামদায়ক সোফাতে নিজের লম্বা আর হালকা-পাতলা দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে তাকালেন রুমের চারপাশে। সাধারণ হলেও ফার্নিচারে রুচিবোধের ছাপ স্পষ্ট। মনের মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে একের পর এক ঘটনা, যা তাকে নিয়ে এসেছে দিল্লী বর্ডারের কাছে অবস্থিত এই খামার বাড়িতে। তিন দিন

www.pathagar.com

আগে বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে নিজ অফিসে একটা ফোন পেয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট। পরের দিন সকালেই বোস্টন ছাড়তে হবে, এই শর্তে পেয়েছেন ভারত ভ্রমণের আমন্ত্রণ। সাধারণ পরিস্থিতিতে এরকম জঘন্য প্রস্তাব নগ্নভাবে মানা করে দিলেও দুটি কারণে এবার রাজি হয়ে গেলেন তিনি। প্রথম কারণটি হল, এই ভ্রমণে ফান্ড পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষ করে মগধ সাম্রাজ্যের প্রতি তিনি বেশ আগ্রহী। তাই এই ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো মানে হয় না। দ্বিতীয় কারণটি হল, তাঁর নিমন্ত্রণ কর্তা, যার খামার বাড়িতে এখন বসে আছেন। প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান পৌরাণিক কাহিনিগুলোর একটি, সম্রাট অশোকের সময়কাল নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদের অবহেলা করার সাধ্য নেই। অন্য সবকিছু ভুলে এই একটি মাত্র কারণেই রাজি হয়ে গেছেন প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট।

রুমে প্রবেশ করল বেশ বড়সড় একজন মানুষ। উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি। চুলগুলো ছাইরঙা হলেও শরীর বেশ ফিট, বয়সের ভারে পেশিগুলো কেবল খানিকটা নরম হয়েছে। ভদ্রলোকের চমৎকার স্যুট আর সিল্কের টাই দেখে নিজের সাময়িক পরিহিত পোশাকের দিকে তাকালেন হোয়াইট।

"ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া।" রুমের মধ্যে গমগম করে উঠল শক্তিশালী ব্রিটিশ টানের সাথে মেশানো গভীর-পুরুষালি কণ্ঠ। বিশাল হাতখানা বাড়িয়ে হোয়াইটের সাথে করমর্দন করলেন তাঁর নিমন্ত্রণ-কর্তা।

"আ...থ্যাঙ্ক ইউ" দ্বিধায় পড়ে গেলেন হোয়াইট, ভারতীয় রাজপরিবারকে সম্ভাষণের রীতি সম্পর্কে তিনি তেমন কিছুই জানেন না। কেননা তাঁর এই নিমন্ত্রণ-কর্তা রাজবীরগঁড়ের প্রাক্তন মহারাজা; অত্যন্ত বিখ্যাত এই ব্যবসায়ী দু'দশক আগে রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর থেকে সরকারের উপরেও বেশ প্রভাব খাটাচ্ছেন।

প্রফেসর হোয়াইটের অস্বস্তি বুঝতে পারলেন মহারাজা। "আমি ভীম সিং" নিজে থেকেই জানালেন, "প্লিজ আমাকে 'ভীম' ডাকবেন। আমি এতসব ফর্মালিটিতে বিশ্বাস করি না। তবে হ্যাঁ, জনসমক্ষে দেখা হলে অনুরোধ করতাম আমাকে 'মহামান্য' ডাকার জন্য। এত সহজে আমার কাছে পৌঁছানো যায় ভাবনাটা প্রজাদের ক্ষেত্রে তেমন সুখকর নয়।"

মাথা নাড়লেও হোয়াইট খেয়াল করলেন যে প্রজাদের ব্যাপারে ভীম সিং "প্রাক্তন" শব্দটা ব্যবহার করেননি।

"এত কম সময়ের নোটিশে ইন্ডিয়া উড়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ।" টেবিল থেকে রুপার বেল তুলে নিয়ে আস্তে করে ঝাঁকালেন ভীম সিং।

www.pathagar.com

যেন সবকিছু তৈরিই ছিল, এমনভাবে সাথে সাথে রুপার ট্রেতে করে রুপার টি-পট আর দুটো কাপ নিয়ে ঘরে এলো উর্দিধারী পরিচারক।

হাত নেড়ে ইশারা করতেই চা পরিবেশন করে চলে গেল পরিচারক। ভীম সিং বলে চললেন, "আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন বলে আমি সত্যি আনন্দিত। এই প্রজেক্টে আপনার জ্ঞান সত্যিই বেশ দরকার।"

সরাসরি বিষয়টা নিয়েই কথা বলবেন বলে ঠিক করলেন প্রফেসর হোয়াইট, "গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলতে আপনার সেক্রেটারি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন? ভদ্রলোকের মতে আপনি এমন কিছু পেয়েছেন যা পুরাণের কাহিনিকে বাস্তব বলে প্রমাণ করেছে।"

উত্তর না দিয়ে আবারো বেল বাজালেন মহারাজা। সাথে সাথে ভেতরে চলে এলো পরিচারক।

"ওই বইটা নিয়ে এসো" মাত্র দুই ফুট দূরের সাইড টেবিলের উপর পড়ে থাকা পুরনো আর শতচ্ছিন্ন একটা চামড়ায় মোড়া নোটবুকের দিকে ইশারা করলেন ভীম সিং। কিনারে ক্ষয়ে গেছে নোটবুকের পাতা আর চামড়ার কাভারও বেশ কোঁচকানো আর নোংরা।

বিস্মিত হয়ে গেলেন হোয়াইট। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিতেও বুঝি মহারাজার সম্মানে বাধে! রাজকীয় হালচাল কিছু না বুঝলেও এটাও ঠিক যে আগে কখনো কোনো মহারাজার সাথে দেখা হয়নি।

পরিচারক চলে যাবার পর, দুজনের সামনে রাখা টেবিলের উপর বইটাকে রেখে মহারাজা বললেন "একবার দেখুন"।

নির্দেশ মতো কাজ করলেন হোয়াইট।

"প্রাক্তন ইউ এস আর্মি অফিসারের পরিবার থেকে এই নোটবুক পেয়েছে আমার এক পরিচিতজন। তিনি ছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্যের জন্য ন্যুরেমবার্গের এক্সিস ক্রিমিনালিটি প্রসিকিউশনে ইউএস কাউন্সেলের (ন্যুরেম বার্গ হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যে নিয়োজিত একজন বিচারক) সদস্য। জার্মানি থেকে নিজ দেশে ফেরার সময়ে এক ট্রাংক ভর্তি নাৎসি ডকুমেন্টের সাথে এটাকেও নিয়ে এসেছেন অফিসার।"

"ইংরেজিতে লেখা হয়নি" খানিক নেড়েচেড়ে দেখলেন প্রফেসর হোয়াইট। "জার্মানে লেখা একটা ডায়েরি। যদিও ভিন্ন হাতে লেখা কিছু ইংলিশ নোটও আছে।"

মাথা নাড়লেন ভীম সিং। "হ্যাঁ আর এর সবকিছুকে আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েছি।"

"কার ডায়েরি?"

"ব্রুনো বেগারের নাম শুনেছেন?"

www.pathagar.com

"বিভিন্ন জাতি নিয়ে গবেষণাতে আগ্রহী জার্মান নৃতত্ত্ববিদ? যিনি তিব্বতে গবেষণা করেছিলেন? বিশ্বাস করতেন যে সেখানেই পাওয়া যাবে আর্য্যদের জাতিগত উৎপত্তির সূত্র?"

"হ্যাঁ, উনিই। এই ডায়েরিতে তিব্বতের সব অভিযানের রেকর্ড লিখে গেছেন। আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছে লাসা থেকে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত টেম্পল অব দ্য টুথে থাকাকালীন তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।"

"জোরে জোরে পড়ুন" ডায়েরির নির্দিষ্ট একটা পাতা দেখিয়ে জানালেন ভীম সিং।

খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"লাসা থেকে ২০০ মাইল দূরে টেম্পল অব দ্য টুথ নামে একটা মন্দির খুঁজে পেয়েছি। সন্ন্যাসীদের একজন গোপন একটা সমাধিক্ষেত্র দেখিয়ে দেয়ায় ভারতের প্রাচীন কিছু ডকুমেন্টসও আবিষ্কার করেছি। তবে প্রধান সন্ন্যাসীর প্রচণ্ড রাগ দেখে বুঝতে পেরেছি এটা কতটা গোপন। কেউ হাত দিতে পারে না। সন্ন্যাসীর মতে সংস্কৃতে লেখা ডকুমেন্টসগুলো ৫০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। বর্তমান মন্দির যে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছে, সমাধিক্ষেত্রটা সেখানেই ছিল। অরিজিনাল মন্দিরে, ভারতের কোনো ব্রাদারহুডের এক সদস্য আরও প্রাচীন ডকুমেন্টস থেকে কপি করা এই লেখা নিয়ে এসেছিল।"

ডায়েরি থেকে চোখ তুলে তাকালেন হোয়াইট। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য খুব কাছ থেকে তাকিয়ে আছেন ভীম সিং। হোয়াইট জানালেন, "কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু চূড়ান্ত কিছু বলে তো মনে হচ্ছে না।" এখনো পুরোপুরি মনঃপুত হয়নি।

আবারো পড়ে দেখার নির্দেশ দিলেন মহারাজা। এবারে অদ্ভুত একটা লেখা দেখিয়ে বললেন, "এটা সংস্কৃতে লেখা পদ্যের অনুবাদ।"

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় সাহায্য হবে ভেবে সংস্কৃত শিখেছেন হোয়াইট। পড়তে গিয়ে তাই বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল চোয়াল।

"দ্যাটস্ রাইট!?" এই প্রতিক্রিয়া দেখবেন বলেই আশা করছিলেন তার নিমন্ত্রণ কর্তা। "এখানে, এটা দেখুন।" হোয়াইটকে আরেকটা পাতা দেখালেন। আগেরটার চেয়েও আরো দীর্ঘ সংস্কৃত বর্ণনা পাওয়া গেল।

"গোপন সমাধিতে যাবার রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। আমাদের বন্ধু সন্ন্যাসী জানিয়েছে, 'অরিজিনাল ডকুমেন্টস যখন লেখা হয়েছিল তার সমসাময়িক গড়ে উঠেছে ৯ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে এক গোপন ব্রাদারহুড সংস্থা'। 'এতে উড়ন্ত যান আর তীর সম্পর্কেও লেখা আছে, যা কিনা প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম'। আমি পুরো লেখাটার কপি করেছি। পরে প্রফেসর ওয়াস্টকে দেখিয়ে অনুবাদ করাবো।"

www.pathagar.com

হোয়াইটের দৃষ্টিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল প্রত্যাশা আর উত্তেজনা। "তার মানে এটা সত্যি!" বিশ্বাসই করতে পারছেন না হোয়াইট, "৯-এর পৌরাণিক কাহিনি শুধু একটা মিথ্ (রূপকথা) নয়।" হঠাৎ করেই মনে উদয় হল আরেক চিন্তা, "কিন্তু ক্ষতিকারক উড়ন্ত তীর আর মেশিন বলতেই বা কী বুঝিয়েছেন? এটা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।"

"মোটেই না।" উত্তরে জানালেন ভীম সিং।

"আপনি মহাভারত পড়েছেন? মহাভারতে এরকম অসংখ্য সব উড়ন্ত তীর আর মেশিনের বর্ণনা পাবেন যেগুলো কিনা এক আঘাতে হাজারো যোদ্ধা মেরে ফেলাসহ পুরো শহর ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারত। আপনি 'বিমান পর্বের' নাম শুনেছেন? মহাভারতের হারিয়ে যাওয়া সেই বই, কথ্য-যুগের পর থেকে যেটির আর কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি? খুব কম লোকই এ সম্পর্কে জানে। প্রায় দুর্ঘটনাই বলতে পারেন আমার এক পূর্ব-পুরুষ এটি দেড় হাজার বছর আগে আবিষ্কার করেছেন।"

মাথা নাড়লেন হোয়াইট।

"ভালো, তার মানে আপনাকে গোড়া থেকে সবকিছু জানাতে হবে।" ঘড়ির দিকে তাকালেন ভীম সিং। "এক কাজ করুন। দুপুরের খাবারে চলে আসুন। তখন সবকিছু বলব, ঠিক আছে?"

"আরেকটা ব্যাপার মি. গ্রেগ। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন প্রজেক্ট। আমরা জানি যে লোককাহিনির ৯-এর পুরোটাই সত্যি। কিন্তু সরকার এখনি জনগণকে কিছু জানাতে চায় না। তাই বিশ্বাস করছি আপনি পুরো ব্যাপারটা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন। কেননা চারপাশে এমন সব বিপজ্জনক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা ৯-এর রহস্য হাতে পাবার জন্য খুন পর্যন্ত করতে পারে। টেম্পল অব দ্য টুথে কী হয়েছিল জানেন?"

প্রফেসর হোয়াইটের চেহারা দেখে বোঝা গেল তিনি কিছুই জানেন না।

"তের বছর আগে মন্দিরের সব সন্ন্যাসীকে নির্বিচারে খুন করা হয়েছে। সবসুদ্ধ ২১জন সন্ন্যাসী মারা গেছে। আর ডায়েরিতে বেগার যে ডকুমেন্টের কথা লিখে গেছেন তা হাওয়া হয়ে গেছে। ৯ সম্পর্কে সত্যিটা তাই অন্য কেউ হয়তো জানে। তারা নিশ্চয় বসে থাকবেনা, হয়তো খোঁজ শুরু করে দিয়েছে।"

এতক্ষণে হোয়াইটের মুখ দেখে বোঝা গেল প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত বিপদের কথা আঁচ করতে পেরেছেন।

"অন্য আরেকজনও আছে, সে জানে যে গল্পটা সত্যি।" ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন হোয়াইট, "আমার এক বন্ধু আছে, বিক্রম সিং। জোনগড় নামে একটা জায়গায় থাকে, এখান থেকে বোধহয় তেমন দূরে নয়।"

www.pathagar.com

"বিক্রম সিং?" ভ্রু-কুঁচকে ফেললেন মহারাজা। "দ্য নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট? তিনি কিভাবে ৯-এর কথা জানেন?"

কাঁধ ঝাঁকালেন হোয়াইট। "কয়েক বছর আগে আমাকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি তাদের সত্যটা জানেন।"

বিক্রম সিংয়ের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল, "আমার কোনো ধারণাই ছিল না।" হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় আপনি জানেন না যে বিক্রম সিং মাত্র তিন দিন আগেই খুন হয়েছেন? কেল্লার ভেতরে তাঁর গলা কাটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে।"

"ওহ্ লর্ড!" প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন প্রফেসর হোয়াইট, "না, আমি জানি না...আমাকে কেউ জানায়নি...ওহ্ ঈশ্বর!"

"আপনার কি ধারণা ৯-এর সম্পর্কে জানাটাই তাঁর হত্যার কারণ হয়েছে?" গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলেন হোয়াইট, "আমাকে তাহলে জোনগড় যেতে হবে। উনি আমার বেশ ভালো বন্ধু ছিলেন।"

"ঠিক আছে, আমরা একসাথে যাবো।" প্রস্তাব জানালেন মহারাজা। "বিক্রমের সাথে কয়েকবার দেখা হলেও আমি আসলে উনাকে ভালোভাবে চিনতাম না, কাল সকালেই রওনা দিব। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

স্তম্ভিত ভাবটা এখনো কাটাতে পারছেননা প্রফেসর হোয়াইট। "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি হোটেলে ফিরে যাই। আমি...আমার আসলে কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার। ডিনারের নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আশা করি বুঝতে পারছেন।"

"অফ কোর্স" সহানুভূতি মাখা গলায় জানালেন ভীম সিং, "আমি আসলে দুঃখিত। খবরট ঠিক এভাবে দেয়া উচিত হয়নি। আমি আসলে বুঝতেই পারি নি।"

হোটেলে ফিরতে ফিরতে এই পনের মিনিট ধরে হোয়াইট কেবল বিক্রম সিং-এর কথাই ভাবলেন। মনে পড়ে গেল বিক্রমের কাছে ৯-এর কথা আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের সত্যিকার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জানতে পেরে হোয়াইট কতটা উপহাস করেছিলেন। আর এখন তো বিক্রম নিজেই খুন হয়েছেন।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে হোটেলে পৌঁছে নিজের রুমে চলে এলেন হোয়াইট। কিন্তু একি!, হাট করে খোলা দরজা। ভেতরে কি হাউজকিপিং স্টাফ আছে?

খুব সন্তর্পণে কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন হোয়াইট। সবকিছু তো ঠিকঠাক জায়গা মতোই আছে। ধূর, নিজেকে শাসালেন হোয়াইট। আসলে ভীম সিংয়ের সাবধান বাণী আর বিক্রম সিংয়ের খুনের কথা শুনে মনের মাঝে সব আজগুবি চিন্তা আসছে।

www.pathagar.com

হয়ত হাউজকিপিং স্টাফ কাজ শেষ করে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যে সকালবেলা অভিযোগ করবেন। এখনকার জন্য বড়সড় একটা স্কচ দিয়ে হালকা ডিনার সারবেন যেন সকালবেলা জলদি উঠতে পারেন। তার উপরে আবার বিমান ভ্রমণের ধকল তো আছেই।

রুমে ঢুকে ডাবল লক্ করে দরজা আটকে দিলেন হোয়াইট। বিছানার উপর জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে নিচু হয়ে খুললেন মিনি বার। হঠাৎ করেই ছোট্ট রেফ্রিজারেটরের উপর একটা ছায়া দেখতে পেলেও পিছনে ফেরার সুযোগ আর পেলেন না; ঘাড়ের কাছে শক্ত কিছুর আঘাত খেয়ে চেতনা হারালেন, মুহূর্তে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

www.pathagar.com

৪
চতুর্থ দিন

জোনগড় দুর্গ

"সবকিছুর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ হোমি" সদর দরজা পর্যন্ত বিক্রম সিং-এর আইনজীবীকে এগিয়ে দিতে দিতে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল বিজয়।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন হোমি, "আগামী কয়েক দিনের ভেতর দিল্লী এলে আমাকে জানাবে। তোমার আঙ্কেলের উইলের পেপারওয়ার্ক শেষ করার জন্য একটা মিটিঙের ব্যবস্থা করব। অথবা তুমি চাইলে এখানেও নিয়ে আসতে পারি। যেভাবে তোমার সুবিধা হয়।"

লিভিং রুমে (বৈঠকখানা) ফিরে এলো বিজয়। ডা. শুকলা আর রাধা বসে আছে। বাবা-মেয়ে দুজনেই বিজয়কে সঙ্গ দিতে আজ রাতে থেকে যেতে চেয়েছে।

"আপনারা থেকে গেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ, আজ রাতে কেল্লায় একা থাকাটা আসলেই বেশ কষ্টকর হত।" "ঘড়ির দিকে তাকাল বিজয়। আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। ৫:৪৫ মিনিটে কলিনের ফ্লাইট এসে পৌঁছাবে। বাটলারকে বলে আপনারা ডিনার করে নিয়েন। আমি ফিরে এসে খাব।"

ঠিক দু'ঘণ্টা পরে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ট্যারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের টি-৩ টার্মিনালের পার্কিং লটে গাড়ি নিয়ে ঢুকল বিজয়। আঙ্কেলের বিএম ডব্লিউ পার্ক করে অ্যারাইভাল হলের (আগত যাত্রীদের সমাগম কক্ষ) দিকে দৌড় দিল।

এ সময়টাতে খুব বেশি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের শিডিউল না থাকায় চারপাশে লোকজনের চাপ কমই দেখা যাচ্ছে। হাতে গোনা কয়েকজন কেবল শিকাগো থেকে আসা আমেরিকান এয়ার লাইন্সের যাত্রীদেরকে নিতে এসেছে।

বিজয় চারপাশে দ্রুত একবার নজর বোলাতেই দেখতে পেল লম্বা, সোনালি চুলের এক তরুণ, ল্যাপটপ আর বড়সড় হলুদ রঙা একটা স্যুটকেস টানতে টানতে অপেক্ষারত দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে। হেসে মাথা নাড়ল

www.pathagar.com

বিজয়। কলিনকে না দেখতে পেলেও ওই উজ্জ্বল হলুদ স্যুটকেস মিস্ করার কোনো উপায় নেই।

এমআইটি'তে পরিচয় হওয়া কলিন বেকার আর বিজয় দুনিয়ার দুপ্রান্ত থেকে এলেও এখন সবচেয়ে কাছের বন্ধু। একসাথে এমআইটি ফুটবল আর রাগবি টিমে খেলা দুবন্ধুর রসবোধও বেশ প্রখর যা ওদের বন্দুত্বকে আরো মজবুত করেছে। গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরি না খুঁজে সান জোসেতে একসাথে খুলে বসেছে টেকনোলজি ফার্ম। যা বর্তমানে থার্মোইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যবহার করে সূর্যের আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তর করার কাজ করে যাচ্ছে।

আরো অনেক দিকেই দুজনের বেশ মিল; দুজনেই বেশ লম্বা, কাঁধ যথেষ্ট চওড়া আর অ্যাথলেটে আগ্রহী; বছরে অন্তত একমাস একসাথে ট্র্যাকিং, সাইক্লিং কিংবা ক্যাম্পিং করার জন্য বাইরে যায়। দুজনেই এত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় যে, তাদের টেকনোলজিকাল মানসিকতার সাথে ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না। এ কারণে যে কোনো ধরনের রিস্ক নিতেও কখনো পিছপা হয় না। কিন্তু এখানেই শেষ দুজনের সাদৃশ্য। একদিকে কলিনের চুল সোনালি, চোখ নীল আর দেখতে ফিল্ম স্টারদের মতো। অন্যদিকে বিজয়ের মাথা ভর্তি কালো চুল, আর সচরাচর দেখা যায় না এতটাই সুদর্শন। প্রতিটা পার্টির প্রাণ হল কলিন; অন্যদিকে বিজয় বেশ চুপচাপ।

"কলিন!" বিজয়ের কণ্ঠ শুনে ঘুরে এদিকে তাকাল লম্বা আমেরিকান তরুণ। সাথে সাথে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল মিষ্টি হাসি; চোখে চিক চিক করে উঠল আন্তরিকতা।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল দুই বন্ধু।

আশে-পাশের মানুষকে দেখিয়ে হাত নাড়ল কলিন। "আমি তো ভেবেছিলাম ভারতের জনসংখ্যা না জানি কত বেশি, আমাকে সম্ভাষণ জানাতে আরো বেশি লোক আশা করেছিলাম। মাত্র এই কয়জনকেই পেলে?"

কপট রাগের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিজয়, "কাম অন, চলো এখান থেকে বের হই।"

একসাথে হেঁটে বি এম ডব্লিউর দিকে এগোল দুজন। "উমম নাইস কার।" স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কলিন। "একেবারে লেটেস্ট সেভেন সিরিজ মডেল। তোমার আঙ্কেলের?"

মাথা দোলালো বিজয়। "মাত্র কয়েক মাস আগেই কিনেছিলেন।" একটু থেমে যোগ করল, "উনি গাড়ি অসম্ভব ভালোবাসতেন। কিন্তু সাধ্য থাকা সত্ত্বেও একসাথে একটার বেশি কখনো কিনতেন না। আমার ধারণা, দুর্গে কেবল একটা গাড়ি রাখার জায়গা আছে বলেই।"

www.pathagar.com

"আমরা কি সোজা ওখানেই যাবো?" জানতে চাইল কলিন। "সত্যিকারের একটা ভারতীয় দুর্গে থাকার জন্য আমার আর তর সইছে না।"

"তোমার ভালোই লাগবে। ৫০০ বছরের পুরনো এবং শহরের চেয়ে শান্তি পূর্ণ।"

দিল্লী আর জয়পুরকে সংযোগ করা মহাসড়কে উঠে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল বিজয়।

"একেবারে নিউ ইয়র্কের মতো।" মন্তব্য করল কলিন, "মানে চারপাশে বেশ ঠাসাঠাসি অবস্থা।"

মুচকি হাসল বিজয়। বি এম ডব্লিউর ভেতর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে রাস্তার ট্রাফিকের শব্দ।

কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ করেই চওড়া হয়ে গেল মহাসড়ক; রাস্তায় অন্যান্য গাড়ির গতিও অনেক কমে গেল।

"মাই গড, দেখো কী অবস্থা" ভীত চোখ দুটো মেলে সামনে বাস, কার আর ট্রাকের মহাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল কলিন।

"এটা টোল প্লাজা (যেকানে পথশুল্ক নেয়া হয়)" গাড়ির জটলা সত্ত্বেও এঁকেবেঁকে কোনোমতে এগোচ্ছে বিজয়; তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল, "সামনে এটার মতোই খারাপ আরেকটা আছে।" "তোমাকে আসলে কয়েকটা কথা বলতে চাই" বহুকষ্টে নিজের গাড়ির লাইন খুঁজে নিল বিজয়। এত এত যান বাহনের সুনামী কেমন করে যেন নিজের নিজের লেন ঠিক করে আলাদা আলাদা টোল গেইটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গত তিনদিনে ঘটে যাওয়া সবকিছু সবিস্তারে খুলে বলল বিজয়। কলিনও মনোযোগ দিয়ে শুনল।

"ওহহো!" অবশেষে দম নিয়ে বলল কলিন, "তোমার আঙ্কেলের ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক। আশা করছি অচিরেই জানা যাবে কে করেছে আর কেনইবা করেছে। কিন্তু তোমার আঙ্কেল তোমাকে কেন মেইলগুলো পাঠিয়েছে, তা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।"

ভ্রু কুঁচকে ফেলল বিজয়। "আমার আসলে কেন যেন মনে হচ্ছে আঙ্কেল আমাকে কিছু একটা বলতে চেয়েছেন। ধরো যে, তিনি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছিলেন। অ্যালার্ম সিস্টেমও সতর্ক করে দিয়েছিল যে হ্যাকড হয়েছে। ফলে তিনিও বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন। এরকম সময়ে তাঁর জন্য কী স্বাভাবিক ছিল? হয়ত এই কারণেই ভেবেছেন যে আমার জন্য কোনো সূত্র রেখে যাবেন। ই-মেইলের মধ্যে লুকানো একটা বার্তা। যেন, যেই তাঁকে হত্যা করুক না কেন স্টাডিতে যা খুঁজছিল তা কিছুতেই না পায়। কিন্তু এখন কোথা থেকে যে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না।"

www.pathagar.com

হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণস্বরে চেচিয়ে উঠল কলিন, "লুক আউট!" পাশের টোল গেইট থেকে ছুটে এসে ওদেরকে ওভারটেক করে গেল কালো কাঁচের জানালাওয়ালা একটা কালো মার্সিডিজ। যাবার সময় ইচ্ছে করেই যেন লাগিয়ে দিল বি এম ডব্লিউর গায়ে।

"ব্লাডি ইডিয়ট!" রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির গতি কমাল বিজয়; তাকিয়ে দেখল ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল মার্সিডিজ। ফ্লাইওভারে উঠে বিজয় একেকবার একেক লেন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। দেখে তো কলিন থ। "আসলে ভারতে স্লো-মুভিং আর ফাস্ট-মুভিং সব ধরনের গাড়ি এক সাথেই চলে" বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল এর কারণ, "এখানে ফার্স্ট লেনের ধারণাটা এখনো আসেনি। তবে থিওরি অনুযায়ী আছে ঠিকই।" এবারে নিজেকে শুধরে দিল বিজয়। হাসতে হাসতে রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে আবারো লেন বদলের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু বাম লেনে আসতেই মুছে গেল মুখের হাসি। প্রায় সাথে সাথে ডানদিকের গাড়িটাকে ওভারটেক করে আবার আগের লেনে চলে এলো। "এবার কী?" বিজয়ের অস্বস্তি দেখতে পেয়েছে কলিন।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও একটা কালো ফোর্ড সারাক্ষণ আমাদের পিছনে লেগে আছে।" আয়নার দিকে তাকিয়ে বাম দিকে দু লেন সরে এলো বিজয়।

ঝট করে একবার পিছনে তাকিয়েই আবার সোজা হয়ে বসল কলিন। "ঠিকই ধরেছ। ফোর্ডটা এইমাত্র দুই লেন বদল করেছে। এখন ঠিক আমাদের পেছনে।"

"আচ্ছা, ব্যাটাকে তাহলে একবার বাজিয়ে নেয়া যাক।" ঘুরপাক খেতে খেতে একেবারে ডানদিকের শেষ লেনে চলে এলো বিজয়। পাগলের মত হর্ন বাজাতে শুরু করেছে অন্য গাড়িগুলো। ঠিক একইভাবে অন্য ড্রাইভারদের ক্রোধের তোয়াক্কা না করেই সরে এসেছে ফোর্ডটাও।

ফোর্ডের পিছনে লাগার কারণ বুঝতে না পারলেও চিন্তিত হয়ে পড়ল বিজয়। 'গুড়গাঁওতে গুন্ডারা গাড়ি থামিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়' এরকম অনেক কাহিনি শুনেছে সে। আড়াআড়িভাবে বাম দিকের সবচেয়ে কাছের এক্সিটের দিকে ছুটল ও বি এম ডব্লিউ নিয়ে।

"ফোর্ড এখনো পেছন থেকে সরেনি" পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল কলিন।

হঠাৎ করেই গাড়ি নিয়ে মহাসড়কের একদিকে ছড়িয়ে থাকা গ্রামের রাস্তায় নেমে এলো বিজয়। কিন্তু সাথে সাথে পড়ে গেল গরু, কুকুর, বাই-সাইকেল, ট্রাকটর, কার আর ভ্যানের ভিড়ে। দুপাশে দোকান থাকায় মাঝখানের রাস্তাটা দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে প্রতিটা বাহন।

www.pathagar.com

একইভাবে মেঠোপথে নিজের গতি কমাতে বাধ্য হল পিছু নেয়া ফোর্ড। "কোনদিকে যাচ্ছো জানো তো?" জানতে চাইল কলিন।

মাথা নাড়ল বিজয়। "কোনো আইডিয়াই নেই। শুধু এই টিকটিকিটাকে লেজ থেকে খসাতে চাইছি। যেই হোক না কেন, উদ্দেশ্য সুবিধের নয়।"

ট্রাফিক জ্যামের ভেতর একটু ফাঁক পেয়ে গেল বিজয়। রাস্তা থেকে নেমে গেছে সরু একটা গলি। কংক্রিটের রাস্তাটাতে খুব বেশি হলে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারবে। বিজয় শুধু আশা করছে বিপরীত দিক থেকে যেন কোনো গাড়ি চলে না আসে।

"ফোর্ড এবারেও পিছু নিয়েছে" বিজয়কে জানাল কলিন; গভীরভাবে দম নিয়ে ঝড়ের গতি তুলল বিজয়।

গলির একেবারে শেষ মাথায় চলে এসেছে বি এম ডব্লিউ। সামনেই বড় রাস্তা।

"ডানে নাকি বামে?" জানতে চাইল বিস্মিত বিজয়।

"ফোর্ড এখনো পিছু ছাড়েনি। বাম দিকেই থাকো" সতর্ক করে দিল কলিন।

এক্সিলেটরে পা চেপে ধরতেই লাফ দিয়ে সামনে ছুটে বড় রাস্তায় পড়ল গাড়ি।

"ধুত্তোরি!"

ডানদিক থেকে সোজা এগিয়ে আসছে কালো একটা মার্সিডিজ আর বিপরীত দিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে আরেকটা কালো ফোর্ড।

"অবস্থা সুবিধের ঠেকছে না।" মাথা নাড়ল কলিন।

"ওরা প্ল্যানমতোই এগোচ্ছে। সেই টোল প্লাজা থেকে ঝামেলা করছে মার্সিডিজটা।"

মাথা নাড়ল বিজয়। রাস্তার উপর আঠার মত সেটে রয়েছে চোখ। রিয়ার ভিউ মিররে তাকাতেই দেখা গেল পেছন দিকে দ্রুত বেগে পাশাপাশি এগিয়ে আসছে দুটো ফোর্ড। ইউ-টার্ন নিয়ে প্রথমটার সাথে যোগ দিয়েছে দ্বিতীয়টা। মার্সিডিজটা কোথায় গেল?

হঠাৎ করেই সামনের রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। প্রায় কোনো গাড়ি নেই বললেই চলে। ফ্লোরের সাথে এক্সিলারেটর চেপে ধরল বিজয়। ইঞ্জিনে শক্তি পেতেই দ্বিগুণ জোরে ছুটল গাড়ি। কিন্তু ট্রাফিক না থাকায় ফোর্ডগুলোও একই সুবিধা পাচ্ছে।

সামনেই একটা গোলচত্বর।

ধাঁধায় পড়ে গেল কলিন। "তুমি গতি কমাবে না?"

www.pathagar.com

কঠোর মুখে মাথা নাড়ল বিজয়। "দ্রুত গতিতে ঠিকই টার্ন নিতে পারবে এই গাড়ি। অন্তত ফোর্ডের চেয়ে তো ভালো পারবেই। ভারী হওয়াতে ওরা এই চেষ্টা করার সাহস পাবেনা।"

মুচকি হাসল কলিন। "তাই তো চাই। এয়ারপোর্টে যে ধরনের সম্ভাষণ জানিয়েছ তার থেকে এই-ই ভালো। বেশ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেলল বিজয়। স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, শরীরে এড্রেনালিনের প্রবাহটা ভালোই লাগছে। যাই হোক রাস্তার দিকে মনোযোগ দিল এবার। এদেরকে পিছ থেকে ছাড়াতেই হবে। যেই হোক না কেন!

গোলচত্বর একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখনো দূরত্ব কমায়নি ফোর্ড। মনে হচ্ছে বিজয়ের প্ল্যান কাজে দেবে। আর এক মিটার। তৈরি হয়ে নিল বিজয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের কোণে কালো একটা ঝলক ধরা পড়ল।

কালো মার্সিডিজ!

ড্রাইভার নিশ্চয়ই ডান দিকের সার্ভিস রোড ধরে বি এম ডব্লিউর পাশাপাশিই চলেছে এতক্ষণ। ফোর্ডগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত বিজয় খেয়ালই করেনি কখন একই দিকে এসে গেছে মার্সিডিজ।

গোলচত্বরে ওদের আগে পৌঁছে মোড় নেয়ার মুখে সোজা বি এম ডব্লিউর পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"সাবধানে!" কলিনও দেখে ফেলেছে মার্সিডিজ।

কিন্তু বিজয়ের হাতে আর কোনো পথ নেই। একই সাথে দুটো কাজ করল। ব্রেকে পা দিয়ে বাম দিকে সরে এলো যেন সংঘর্ষ এড়ানো যায়। তীব্র শব্দে আর্তনাদ করে উঠল বি এম ডব্লিউর টায়ার। অল্পের জন্য মার্সিডিজকে ছাড়িয়ে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

থামতে না থামতেই প্রচণ্ড শব্দে বি এম ডব্লিউর সাথে এসে ধাক্কা খেল ফোর্ড।

এয়ার ব্যাগ বেলুনের মত ফুলে উঠতেই সিট থেকে উড়ে সামনে গিয়ে ধাক্কা খেল বিজয় আর কলিন।

"তুমি ঠিক আছো?" তাড়াতাড়ি বিজয়ের দিকে তাকাল কলিন।

"আই-থিঙ্ক সো" উত্তরে জানাল বিজয়, "শুধু ভয়াবহ ধাক্কা খেয়েছি।"

গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। ধারণা করল অন্তত পাঁচজন আছে একসাথে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে নাইন এম এম মিনি উজি সাব-মেশিনগান দেখে থ্রিলড (রোমাঞ্চিত) হল কলিন, খুব কাছ থেকে মিনিটে ১৭০০ রাউন্ড পর্যন্ত গুলি ছুড়তে সক্ষম এই অস্ত্র।

www.pathagar.com

অ্যাক্সিডেন্ট দেখে আশে পাশে কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক ভিড় করলেও অস্ত্র দেখে আবার সাথে সাথে সরে পড়ল তারা। মজা দেখার জন্য গতি খানিকটা কমালেও মেশিনগান দেখে গতি বাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দুটো গাড়ি।

সশস্ত্র লোকগুলোর সামনে একা পড়ে রইল দুই বন্ধু।

দলের একজন কর্কশ কণ্ঠে অদ্ভুত একটা ভাষায় বাকিদেরকে কয়েকটা নির্দেশ দিল; বোঝা গেল সে-ই দলনেতা। টান দিয়ে বি এম ডব্লিউর দরজা খুলে টেনে-হিঁচড়ে কলিন আর বিজয়কে বাইরে বের করে আনল লোকগুলো। এরকম পরিস্থিতিতে বাধা দেয়াটা বোকামি হবে ভেবে দুজনেই চুপ করে রইল।

ওদের গাড়ির উপর আছড়ে পড়া ফোর্ডটার দিকে নজর দিল বিজয়। এস ইউ ভি-টা (স্পোর্ট ইউটিলিটি ভ্যাহিকল) দুমড়ে মুচড়ে গেলেও অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসেছে ড্রাইভার। একটু খোঁড়াচ্ছে শুধু।

কলিন আর বিজয়ের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ঠেলে নিয়ে দ্বিতীয় ফোর্ডের পিছনে তুলে দিল লোকগুলো।

বাইরে দেখা গেল বি এম ডব্লিউর হুইলে গিয়ে বসল একজন। নেতার কাছ থেকে নির্দেষ শুনে গাড়ি নিয়ে চলে গেল লোকটা। লিডার আর বাকি সবাই মার্সিডিজে চড়ে বসার পর বন্দিদের চোখ বেঁধে ফোর্ডে উঠে এলো দুজন।

কয়েক মিনিটের মাথায় আবার মহাসড়কে উঠে এলো পুরো কনভয় (গাড়িবহর)। পেছনে পড়ে রইল ভাঙা ফোর্ড।

এস ইউ ভি'র ভেতরে অসহায়ভাবে বসে রইল বিজয় আর কলিন। তারা এখন বন্দি। কিন্তু কারা করল? কেন করল?

www.pathagar.com

৫

২৪৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য

ভ্রু থেকে ঘাম মুছে ফেললেন মন্ত্রী সুরসেন। গত তিন ঘণ্টা ধরে জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাতে হচ্ছে। বর্ষাকাল হওয়ায় আবহাওয়াও বেশ স্যাঁতস্যাঁতে। কানের কাছে গুনগুন করছে মশা-মাছি। পথটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে যাচ্ছে দেখে গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন সুরসেন।

একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে পুরো জঙ্গল। সুরসেনের কাছে মনে হল এই ভ্রমণ শেষের আবিষ্কার দেখার জন্য দম আটকে অপেক্ষা করছে পুরো অরণ্য আর এর বাসিন্দারা।

খেয়াল করে দেখেছেন গত কয়েক ঘণ্টাতে ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে চারপাশের জঙ্গল।

"এই তো, এসে গেছি।" হঠাৎ করেই থেমে গেল এতক্ষণ বনের মাঝে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা লোকটা। সামনের ঘন তালপাতায় ছাওয়া বৃক্ষরাজির দিকে ইশারা করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে আসা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হাত তুললেন মন্ত্রী সুরসেন। থেমে গিয়ে সবাইই তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে গেল। "এখানেই থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

"কিন্তু হুজুর" দ্বিধায় পড়ে গেছে সৈন্য প্রধান। "আপনার একা যাওয়াটা কি ঠিক হবে?"

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সুরসেন, "একাই আমি নিরাপদ থাকব। তবে যদি আমি এক নাদীর (১ ঘণ্টা) মাঝে না ফিরি তাহলে পিছু নেবে।"

নিজের নির্দেশ জানিয়েই আগে বাড়লেন মন্ত্রী সুরসেন। লতাপাতার পর্দা সরাতেই দেখা গেল নিচে ঘন পাতার মাঝে হারিয়ে গেছে গোপন একটা গিরিখাত। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিচে নামতে শুরু করলেন; অন্যদের কাছ থেকে তাঁকে অদৃশ্য করে দিল পেছনের লতা-পাতার ঝাড়।

www.pathagar.com

তরবারি বাড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন সুরসেন। ঝরা আর মরা পাতা দিয়ে ঢেকে আছে পুরো জঙ্গলের মেঝে। পুরো বনের মাঝে এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। উপরের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলেন এর কারণ। গাছের পাতা ভেদ করে উপরে পাথুরে কোনো কাঠামো দেখা যাচ্ছে; হবে হয়ত কোনো ছোটখাটো পাহাড় যেটার ছায়া পড়েছে জঙ্গলের এ-প্রান্তে।

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে একেবারে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত। কিন্তু পাশ দিয়ে প্রায় ষাট ফুট চওড়া একটা পাথরের আড়ালে আবার হারিয়ে গেছে।

পাহাড়ের দিকে এগোতে গিয়েও দ্বিধায় পড়ে গেলেন সুরসেন। দাঁড়িয়ে রইলেন পাহাড় আর পাথরের ফাটলের সামনে। কোনো মতে কেবল একজন মাত্র মানুষ যেতে পারবে আর তারপরেই অন্ধকার এক খোলা জায়গা।

ভেতরে পা দিয়ে উঁকি দিলেও নিকষ কালো অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না।

শক্ত হাতে তরবারি আঁকড়ে ধরে তরবারি আর অন্য হাতের সাহায্যে এগিয়ে চললেন তিনি। যতটুকু বুঝতে পারলেন প্যাসেজটা খুব সরু, তার কাঁধ থেকে সামান্য একটু চওড়া। কেমন যেন আটকে পড়ার অনুভূতি হলেও ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন সুরসেন। জোর করে মাথা থেকে এ চিন্তা সরিয়ে দিলেন যে একটা পাহাড়ের নিচে আছেন, উপরে ঝুলে আছে টনকে টন পাথর।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করেই হাওয়া হয়ে গেল প্যাসেজের দেয়াল। বুঝতে পারলেন চওড়া হয়ে গেছে চারপাশ। আর প্রায় সাথে সাথে অন্ধকার কেটে গিয়ে দেখা গেল হালকা আলো। মনে হচ্ছে যেন কোনোভাবে উপরের পাহাড় ভেদ করেও এতটা গভীরে চলে এসেছে সূর্যের আলো।

সুরসেন এতক্ষণে দেখতে পেলেন নিজের চারপাশ। সুরঙ্গের মত জায়গাটা কি প্রাকৃতিকভাবেই এমন হয়েছে না কোনো মানুষের তৈরি বুঝতে না পারলেও এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আগেও মানুষ এসেছিল; নয়তো সুরঙ্গের দেয়াল আর মেঝে এতটা মসৃণ হবার কথা না।

খুব সাবধানে এগোচ্ছেন সুরসেন। প্রতিবার পা ফেলার আগে সামনে দেখে নিচ্ছেন। অশরীরী কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবছেন না; ভয় পাচ্ছেন মানুষের তৈরি কোনো ফাঁদের জন্য, যা হয়তো এ জায়গাটাকে সুরক্ষিত করার জন্য বানানো হয়েছিল। মাথা আর শরীর বেয়ে দরদর করে নামা ঘামে পরনের পোশাক ভিজে একাকার। আগের মতই হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল সুরঙ্গ। সামনেই বেশ বড় একটা গুহা। কোনোভাবে এখানেও এসে পৌঁছেছে হালকা আলো। বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন সুরসেন। মাথার উপর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে

www.pathagar.com

গুহার ছাদ। অতদূরে আলো পৌঁছাচ্ছে না, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কোনো দেয়ালও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু পাথুরে এই চেম্বারের আকার তাঁকে অবাক করেনি; বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন সামনের দৃশ্য দেখে।

মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল একটা হিম শীতল স্রোত। কেমন এক ধরনের উৎসাহ আর ভয়ের মিশ্র আবেগে ছেয়ে গেল মন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

এবার বুঝতে পেরেছেন মহান সম্রাট অশোকের সাবধান বাণী আর তাঁর গোপন নির্দেশ।

প্রাচীন রূপকথার পুরোটাই সত্যি!

সামনেই পড়ে থাকা গুহার সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে পুরো পৃথিবী।

www.pathagar.com

৬
বর্তমান সময়

চতুর্থ দিন
গুড়গাঁও

ফোর্ড থামতেই সোজা হয়ে বসল বিজয় আর কলিন। দীর্ঘ পথে সারাক্ষণই ভেবেছে এরা কারা আর ওদেরকে নিয়ে কী করতে চায়।

"একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত" নিচুস্বরে জানাল বিজয়, আশা করছে সামনে বসে থাকা লোকগুলো ওর কথা শুনতে পাবে না, "ওরা ভারতীয় নয়, কোন ভাষায় কথা বলছে তা না জানলেও এটুকু বুঝতে পারছি এটা আমাদের কোনো ভাষা নয়।"

"ওরা বহু আগে থেকেই আমাদেরকে অনুসরণ করছিল, বোধহয় এয়ারপোর্ট থেকেই।" কলিন যোগ করল।

"হুম, পুরোটাই পূর্ব-পরিকল্পিত।" একমত হল বিজয়। "সম্ভবত লোকালয় পেরিয়ে মড়াসড়কে উঠলেই আমাদেরকে ধরার মতলব করেছিল। কিন্তু আমি মড়াসড়ক থেকে নেমে যাওয়ায়, বাধ্য হয়ে প্ল্যান পরিবর্তন করতে হয়েছে। এটা ছিল আসলে পাগলামি। এতটা বেপরোয়া ছিল লোকগুলো যে, মার্সিডিজ কিংবা ফোর্ডের আঘাতে আমরা মারাও যেতে পারতাম।"

"আমি ভেবে পাচ্ছিনা তারা আমাদের কাছে কী চায়?" শান্তভাবে বলল কলিন। "এমন কিছু আমার কাছে নেই, যা কারো আগ্রহের কারণ হতে পারে। তোমার বেলাতেও একই কথা খাটে।"

হঠাৎ করেই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কেঁপে উঠল বিজয়, "তোমার কি মনে হয়, আঙ্কেলের খুনিদের সাথে এদের কোনো যোগসাজশ আছে?" চোখ বাঁধা থাকলেও বিজয় বুঝতে পারল কলিনেরও একই ধারণা।

ফোর্ডের পেছনের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর লোকগুলো দুজনকে টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে একটা দালানের ভেতরে নিয়ে গেল।

চোখের বাধন খুলে দিতে, ওরা নিজেদেরকে জানালাবিহীন একটা রুমে আবিষ্কার করল। একটি মাত্র টিউবলাইট দিয়ে রুমটা হাল্কা আলোকিত।

www.pathagar.com

বাতাসে ভেসে বেড়ানো কটু গন্ধে বুঝতে পারল এটা অনেকদিন থেকে অব্যবহৃত। রুমের তিনটা চেয়ারের দুটোতে ওদেরকে দ্রুত বেধে ফেলল গুন্ডাগুলো।

"এরপর কী করবে?" ওদেরকে রুমে রেখে লোকগুলো চলে যেতেই অবাক হয়ে বলল বিজয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এলো চারজন লোক। দুজনের হাতে উজি দেখা যাচ্ছে।

নতুন চেহারার মাঝারি গড়নের, ক্লিন শেভড, হাসি হাসি কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখের এক আগন্তুক তৃতীয় চেয়ারটা টেনে ঠিক দুই বন্দির সামনা-সামনি বসে পড়ল। চালচলনে বোঝা গেল সে-ই দলের নেতা। কয়েক মিনিট বন্দিদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। একইভাবে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিজয়। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ভয় পেলেও চেহারাতে তা প্রকাশ হতে দিল না। যদি তার ধারণা ঠিক হয় তাহলে এরই মাঝে যথেষ্ট হয়েছে; নিজেকে আর কলিনকে আর কোনো বিপদে ফেলতে চায় না।

"তুমি জানো আমি কী চাই।" সামনে ঝুঁকে কঠোর দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে তাকাল লোকটা, "চাবিটা কোথায়?"

"চাবি?" কিছুই বুঝতে পারছে না বিজয়।

শক্ত হয়ে গেল লোকটার চোখ মুখ। ভয়ংকর হয়ে উঠল দৃষ্টি, "আমার সাথে চালাকি করার চেষ্টা করবে না।" সতর্ক করে দিল দলের নেতা।

"আমি সত্যিই জানি না যে আপনি কিসের কথা বলছেন" অসহায়ের মত মাথা নাড়ল বিজয়। কেমন করে বোঝাবে এই লোকটাকে?

বিজয়ের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই স্থূলকায় একজনের দিকে ইশারা দিল নেতা, আর সাথে সাথে এগিয়ে এসে বিজয়ের বাম গালে উজি দিয়ে বাড়ি দিল লোকটা। দরদর করে রক্ত ঝড়তে লাগল।

"এখনো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?"

"আবারো মাথা নাড়ল বিজয়। চেষ্টা করছে চোখের জল আটকাতে। যতটা না ব্যথা তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে।

চেয়ার টেনে বিজয়ের কাছে চলে এলো নেতা। দুজনের হাঁটু প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করে ফেলেছে।

"আমার কথা শোনো বিজয় সিং" হিসহিস করে উঠল নেতার কণ্ঠ, "আমি জানি তোমার আঙ্কেলের কাছে চাবিটা ছিল।"

কথাটা শোনার সাথে সাথে মাথা ঘুরিয়ে আশেপাশে দেখে নিল বিজয়। বুঝতে পারল অন্য লোকগুলোও তাকে দেখছে। এরাও আঙ্কেলকে চিনত।

www.pathagar.com

কিন্তু হঠাৎ করে ওর এই সতর্কতাকে ভুল বুঝল প্রশ্নকর্তা, "আহ্, তার মানে তুমি জানো। আঙ্কেল তোমাকে পদ্যগুলোসহ ডিস্কটার কথা জানিয়ে গেছে, তাই না? আর কেমন করে চাবি খুঁজতে হবে ই-মেইলে তার সূত্রও রেখে গেছে। তাই না?।" এবার বেশ মরিয়া হয়ে উঠল নেতা, "কোথায় ওটা? হোয়্যার ইজ দ্য কী?"

নিজের আবেগ সংযত করতে যুদ্ধ করতে হল বিজয়কে। এই লোকগুলোই আঙ্কেলের খুনি, জানতে পারার সাথে সাথে প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গিয়ে এখন প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। কিন্তু ওকে খুব সাবধান হতে হবে। কোনোরকম গড়বড় হলেই ওকে আর কলিনকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না এরা। মাথার ভিতর একটা প্ল্যান ঘুরছে।

"ফাইন" কণ্ঠস্বর নিচু করে অবশেষে বলে উঠল যেন কাঁপুনিটা টের পাওয়া না যায়; একই সাথে আশা করছে ওর বুদ্ধিতে কাজ হবে, "ইউ আর রাইট।" বুঝতে পারল কলিনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সামনের লোকটার দিকেই চেয়ে রইল বিজয়।

"আঙ্কেল আমাকে ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন" স্বীকার করে নিল, "কিন্তু আমি এখনো এগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। সময়ই পাইনি।" কথাগুলো আসলেই সত্যি হওয়াতে ওর গলার স্বরেও তা প্রকাশ পেল।

"ইমতিয়াজ" পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাকাসে চেহারার লোকটাকে ডাকল নেতা, "তোমার কাছে থাকা প্রিন্ট-আউটটা ওকে দাও।" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মনোযোগ সহকারে তাকাল বিজয়ের দিকে। অবশেষে জানাল, "কিছু সময়ের জন্য ধরো, তোমার কথাই মেনে নিলাম। ই-মেইলগুলো পড়ে মর্মোদ্ধার করার জন্য তোমাকে সারা রাত দেয়া হবে। সকালের মধ্যেই কিন্তু উত্তর চাই। পরের বার মারুশ হয়ত এতটা সদয় নাও হতে পারে।"

বিজয়ের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হাসল স্থূলকায় লোকটা। ইমতিয়াজকে নিয়ে রুম থেকে চলে গেল নেতা।

পাথুরে মুখ আর কঠিন দৃষ্টিওয়ালা দুই গার্ড দাঁড়িয়ে রইল । কয়েক মিনিট পরেই একটা কাগজ নিয়ে এসে বিজয়ের ডান হাতে ধরিয়ে দিল ইমতিয়াজ।

হাতের কাগজটার দিকে তাকাল বিজয়। ওর দিকে তাকিয়ে আছে পরিচিত শব্দগুলো।

"আপনি এগুলো কোথায় পেয়েছেন?" ইমতিয়াজের কাছে জানতে চাইল বিজয়।

"বিক্রম সিংয়ের ল্যাপটপে। আর ফারুক যা বলে তাই করে। তাই কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করে দাও। আঙ্কেলের সাথে কী করেছেন তা নিশ্চয়ই দেখেছ।"

www.pathagar.com

দুই গার্ডকে সাথে নিয়ে ঘুরে চলে গেল ইমতিয়াজ। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে বোল্ট টেনে দেয়া হল।

বিজয়ের দিকে তাকাল কলিন। "আশা করি কী করছ তা তুমি ভালোভাবেই জানো। এরা কিন্তু ছোটখাটো পাড়ার গুন্ডা নয়।"

ওর কথা শুনতেই পেল না বিজয়। ইমতিয়াজের দেয়া কাগজটার দিকে তাকিয়ে ডুবে গেল আপন চিন্তায়।

"তার মানে এই ইমেইলের মাঝেই সূত্র রেখে গেছেন আঙ্কেল" তন্ময় হয়ে বলে উঠল বিজয়, "আর এখন এও জানি যে ওরা স্টাডিতে কী খুঁজছিল। লোকটার কথানুযায়ী একটা চাবি। কিন্তু এর মানে কী?" ঝট করে কলিনের দিকে তাকাল বিজয়। "কিন্তু সে কথা এখন থাক। সকাল হওয়া পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা সময় তো হাতে পাওয়া গেল। এই ফারুক লোকটাই আঙ্কেলকে খুন করেছে। তবে, এই মুহূর্তে, চাবি নিয়ে ভাবার সময় নেই। আমাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে।"

"কিভাবে?"

কাঁধ ঝাঁকাল বিজয়। "জানি না। ভেবে বের করতে হবে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি যদি না বেরোয় ধরে নাও আমরা মৃত। "

বসে বসে দুজনেই কিছুক্ষণ চিন্তা করল। রুমের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনের দৃষ্টি। চেয়ারে বাঁধা অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল বিজয়। পা-দুটো মুক্ত থাকায় আর চেয়ারটাও হালকা হওয়ায় পুরো রুমের দেয়াল আর দরজা পরীক্ষা করে দেখল। নাহ, কোনো রাস্তা পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে কলিনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। খুব কাছ থেকে তাকিয়ে দেখল হাতের বাঁধন। কব্জি দুটো আটকানো; কিন্তু হাত কিংবা আঙ্গুলগুলো মুক্ত।

"পেয়ে গেছি।"

বন্ধুর দিকে তাকাল বিজয়। "কোনো বুদ্ধি কি বের করে ফেলেছ?" ফিরে এসে কলিনের পাশে বসে পড়ল। আস্তে আস্তে বিজয়ের কাছে সরে এলো কলিন। এমনভাবে বসল দুজন যাতে তাদের হাত এখন সামনা-সামনি থাকে আর কলিন যেন বিজয়ের হাতের নাইলনের দড়ি ধরতে পারে।

শামুকের গতিতে এগোতে লাগল সময়। কিছুতেই কথা শুনছে না দড়ির গিট। কলিনের ভ্রু বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম।

হাত দুটো টনটন করছে। কব্জি কেটে বসে যাচ্ছে বাঁধন। হাত দিয়ে কাজ করাতে ব্যথা আরও বাড়ছে, কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে।

কতক্ষণ পার হয়েছে জানারও কোনো উপায় নেই। ফারুক কখন আবার ফিরে আসে কিছুই বলা যায় না; তাই মরিয়া হয়ে উঠল দুই বন্ধু।

www.pathagar.com

হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল কলিন। জানে সময় শুধু নষ্টই হচ্ছে কিন্তু কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। দাঁতে দাঁত চেপে গিটে হাত চালাল, যেন ইচ্ছাশক্তির জোরে খুলে যাবে।

হঠাৎ করেই দরজার বাইরে কারো পদশব্দ শোনা গেল। কানে এলো বোল্ট খোলার আওয়াজ। সময় শেষ বুঝতে পেরে জমে গেল বিজয়। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীর দিয়ে, হাত-পা অবশ হয়ে গেল । দরজায় দেখা দিল মারুশ। পেছনে ফারুক। ই-মেইলের মর্মোদ্ধার না করে ওরা পালানোর চেষ্টা করছিল জানতে পারলে কী করবে ফারুক?

ফুঁপিয়ে উঠল কলিন। অবশেষে সার্থক হয়েছে ওর প্রচেষ্টা। মুক্ত হয়ে গেছে বিজয়ের ডান হাত। দ্রুত বাম হাতের দড়িটা ধরে টান দিল বিজয়। ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে ডান হাতের আঙ্গুল। কিন্তু শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ নিজেকে মুক্ত করার শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। আর ঠিক সেই সময় ফারুককে নিয়ে রুমে ঢুকল মারুশ।

বিজয় হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে বুঝতে পেরেই বড় বড় হয়ে উঠল লোকটার চোখ। কিন্তু রিয়্যাক্ট করার আগেই ক্ল্যাসিক রাগবি স্টাইলে বিশাল লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজয়। স্থূলকায় কাঁধের উপর এত জোরে আঘাত করল যে অস্ত্র তোলার কোনো সময়ই পেল না মারুশ। প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝেতে আছাড় খেল। মেঝেতে মাথা দিয়ে পড়াতে মুহূর্তের মাঝেই স্থির হয়ে গেল দেহ।

বিজয় যখন গার্ডের সাথে লড়ছে, তখন চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থাতেই বিস্মিত ফারুকের উপর হামলা করল কলিন। নেতাও মাত্রই বুঝতে পেরেছে যে মুক্ত হয়ে গেছে দুই বন্দি। কলিনের থাবড়া খেয়ে মেঝের উপর ধপাস করে পড়ল ফারুক। বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

"সবটুকু ক্রেডিট আসলে তোমাকে দিতে চাইছিলাম না" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল কলিন। মারুশের উজি তুলে নিয়ে ফারুকের দিকে দৌড় দিল বিজয়। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের কম সময় দাঁড়িয়ে থেকে খানিক দ্বিধা করেও সাহস করে ফারুকের মাথায় ঠেকাল উজির হাতল। বাড়ি মেরে অচেতন করে দিল।

বন্ধুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে হাসল বিজয়। কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় হাতে একেবারে নেই। ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে যে সচকিত হবার আগেই লোক দুটোকে কাবু করা গেছে। ইমতিয়াজ কিংবা অন্য গার্ডেরা এসে পড়ে কিনা তাই বা কে জানে।

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে কব্জি ঘসতে লাগল কলিন। দরজার কাছে এগোল দুই বন্ধু। সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। দেখা গেল একটা

www.pathagar.com

করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে এই রুম। সিলিং থেকে একটু পর পর ঝুলছে বাল্ব। সন্তর্পণে হেঁটে এসে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেল দুজনে।

মনে হচ্ছে এই রুমটা বিল্ডিংয়ের একেবারে নিচের তলাতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে কেউ দুদ্দাড় করে নেমে আসে কিনা। কিন্তু না, কোনো শব্দ নেই।

ভাগ্য যেন এবারেও সহায় হয়; মনে মনে আশা করল বিজয়। কলিনের দিকে তাকিয়ে দুই বন্ধু একসাথে সিঁড়িতে পা রাখল। মারুশের উজিটা এখনো বিজয়ের হাতে রয়ে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে নামল দুই বন্ধু। এখনো কারো পাত্তা নেই। পুরো বিল্ডিং একেবারে নিশ্চুপ। সামনেই বেশ বড়সড় একটা লিভিং রুমে এসে শেষ হয়ে গেল সিঁড়ি; অন্তত ফার্নিচার দেখে তো তেমনই মনে হচ্ছে।

আশেপাশে এখনো কোনো মানুষের দেখা পাওয়া গেল না। রুমের চার পাশে থাকা জানালা গলে ভেতরে এলো প্রভাতের প্রথম সূর্যরশ্মি।

এগুলোরই একটা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দুমড়ানো বি এম ডব্লিউটা দেখে বিজয়কে ইশারা করল কলিন। মাথা নাড়ল বিজয়। তার মানে গাড়িটা এখানে আসতে পারলে, বাইরেও যেতে পারবে।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেলল সদর দরজা। পাল্লার কব্জা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠতেই ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ একজন।

বরফের মত জমে গেল দুই বন্ধু।

আবারো চিৎকার করে উঠল লোকটা।

আর তারপরই যেন পুরো নরক ভেঙে পড়ল। সাথে সাথে উপরের তলা থেকে নেমে আসল বহু পায়ের আওয়াজ।

সিঁড়ি দিয়ে কে নামছে দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ওরা। লাফ দিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো। ইগনিশনে চাবিটা ঝুলছে দেখে খুশি হল।

তারপরেরও ঝুঁকি নিয়ে একবার পেছনে তাকাল বিজয়। সারারাত আটকে ছিল এই বিল্ডিংয়ের ভেতরে। চারপাশের শূন্য ভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তিন তলা দালানটা আর বহুদূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের সারি। তারা কোথায় যে আছে কিছুই বুঝতে পারল না।

উজিটাকে ছুঁড়ে ফেলে গাড়িতে ঢুকে গেল বিজয়। এর মধ্যেই প্যাসেঞ্জার সিটে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে কলিন। চাবি ঘোরাতেই জীবন্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন। এক্সিলেটরে পা দিল বিজয়। নরম মাটির রাস্তায় ধুলার মেঘ ছড়াল টায়ার।

নিজের সিটে বসে পেছনের বাড়িটার দিকে তাকাল কলিন। খোলা দরজায় উদয় হয়েছে দুজন। একজনের হাতের উদ্যত উজি এবারে বি এম ডব্লিউর দিকে তাক করছে।

www.pathagar.com

"ওয়াচ আউট!" চিৎকার করে উঠল কলিন, "ওরা আমাদেরকে গুলি করছে।"

উন্মাদের মতো হুইল ঘোরাচ্ছে বিজয়। আশেপাশে শিস কাটছে বুলেট। এঁকেবেঁকে এগোনোতে গায়ে লাগছে না একটাও। তারপরেও পেছনের উইন্ডশিল্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ফেন্ডারে লাগল বুলেট। দুজনেই উবু হয়ে বসে আছে যার যার আসনে। আশা করছে নিশানা খুঁজে পাবে না বুলেট।

গতি বাড়াবার জন্য শেষ চেষ্টা করল বিজয়। লাফ দিয়ে সামনে ছুটছে গাড়ি। আশীর্বাদই বলতে হবে, ফুয়েল ট্যাংক মিস করে গেল গুলি।

কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার দুপাশে বাড়িঘর দেখে বিজয় বুঝতে পারল যে গুড়গাঁওতে পৌঁছে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। আপাতত নিরাপদ।

www.pathagar.com

৭

পঞ্চম দিন

জোনগড় দুর্গ

ভীম সিং কিছুক্ষণ চিন্তিত ভঙ্গিতে দুমড়ানো বি এম ডব্লিউটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চুরমার হয়ে গেছে পেছনের উইন্ডশীল্ড, বুট আর ফেন্ডারও আস্ত নেই, এখানে সেখানে বুলেটের গর্ত। উনার সঙ্গী এসেও মনোযোগ দিয়ে দেখলেন ভাঙা-চোরা গাড়িটাকে।

অবশেষে জোনগঁড়ে পৌঁছে কেল্লার বিশাল প্রবেশদ্বারের সামনের রাস্তাতেই গাড়িটাকে ফেলে গেছে বিজয়। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে দু-বন্ধু। কেল্লার ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল উদ্বিগ্ন ডা. শুকলা আর রাধার হাসিমাখা মুখ।

সকালবেলাতেই লোকাল পুলিশ স্টেশনে ফোন করে দিয়েছে ডাক্তার-কন্যা। বিজয়ের সেলফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে মিসিং পারসন রিপোর্ট ফাইল (জিডি) করেছে।

বসার ঘরে বসে আছে বিজয় আর কলিন। নতুন অতিথিদেরকে নিয়ে এলো বাটলার। দুজন এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে আছে যেন নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না বাসায় ফিরে এসেছে। বিজয়ের গালের কাটা অংশে সেলাই করা প্রয়োজন। বি এম ডব্লিউ ড্রাইভ করে গুড়গাঁওতে মেডিকেলে যাবার কথা বেশ কয়েকবার বলেছে রাধা; কিন্তু ওর কথা পাত্তাই দেয়নি বিজয়। কোনোমতে জোনগড় ফিরে আসতে পারলেও গুড়গাঁওতে যাওয়া-আসার ধকল সামলানোর মত অবস্থায় নেই গাড়িটা।

তার উপরে বিজয়ের মাথায় কেবল আঙ্কেলের ইমেইলের কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি?

"প্লিজ, উঠে দাঁড়াতে হবে না" সোফা থেকে উঠতে বিজয়ের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ভীম সিং। নিজেই বিজয়ের কাছে হেঁটে গিয়ে তাঁর আর সঙ্গীর পরিচয় দিলেন। "রাজবীরগড় থেকে এসেছি আমি ভীম

www.pathagar.com

সিং আর ইনি বোস্টন ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট।"

উনার সঙ্গীর পরিচয় শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল বিজয়ের। হ্যান্ডশেক করার জন্য এগিয়ে এলেন হোয়াইট। শেষ ইমেইলটাতে গ্রেগ হোয়াইটের সাথেই কথা বলার জন্য জানিয়েছিলেন আঙ্কেল! বহুবার ভাবতে চেষ্টা করেছিল যে, কে এই লোক? তখন কোনো কিনারাই পায়নি। অবাক লাগছে যে ধাঁধার সমাধান নিজেই হেঁটে এসেছেন ওর দোরগোড়ায়!

সম্বিৎ ফিরে পেতেই বাড়িয়ে দিল হাত, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, প্রফেসর।"

"গ্রেগ, প্লিজ" বললেন হোয়াইট। "তোমার সাথেও পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছে বিজয়। তোমার আঙ্কেল আমার বেশ ভালো বন্ধু ছিলেন। খবরটা পেয়ে তাই খুব খারাপ লাগছে।"

"হ্যাঁ," হোয়াইট পাশে এসে বসার পর বললেন ভীম সিং। "ব্যাপারটা সত্যিই বেশ দুঃখজনক। বিক্রমকে খুব ভালোভাবে চিনতাম সেই দাবি করব না। কিন্তু...যাই হোক, আমাদের কর্ম ক্ষেত্রটা আসলে একই ছিল; তাই কয়েকবার দেখাও হয়েছিল। উনি সত্যিই বেশ ভালো মানুষ ছিলেন।"

গ্রেগ হোয়াইটের দিকে তাকাল বিজয়। ভদ্রলোককে খুব পরিচিত লাগছে। কিন্তু আগে তো কখনো তাদের দেখা হয়নি। তখনই মাথায় এলো কথাটা।

"আপনি তো ও'হেয়ার থেকে দিল্লী আসার পথে আমার ফ্লাইটেই ছিলেন, তিন দিন আগে। আমি ছিলাম ২-বি। আমেরিকান এয়ারলাইন্স।"

ভ্রু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন হোয়াইট, "তিন দিন আগে, হ্যাঁ, আমার ফ্লাইট ছিল। থ্রি-এইচ। পুরোটাই ভীমের অবদান। উনিই আমার নিমন্ত্রণ কর্তা এবং সমস্ত খরচ বহন করেছেন। কিন্তু সরি, তোমাকে দেখে সত্যিই চিনতে পারিনি।"

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ভীম সিং। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ফ্লাইটে বিজয় আর হোয়াইট একে অন্যকে চিনেছিলেন কিনা সেটা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। "বাইরে গাড়িটা দেখেছি। কী হয়েছিল?" একে একে বিজয় আর কলিনের দিকে তাকালেন ভীম সিং। দেখলেন দুজনের মুখে আতঙ্কের ছায়া, বিজয়ের কাটা গাল আর দুজনের হাতের কব্জিতে দড়ির বাঁধনের দাগ।

মাথা নাড়ল বিজয়। "কলিনকে এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় নিয়ে আসার সময় গাড়ির উপর হামলা করে আমাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল একদল লোক।"

www.pathagar.com

ভয় পেয়ে গেলেন মহারাজা। হোয়াইটের দিকে তাকাতেই দেখলেন প্রফেসরের মুখেও ফুটে উঠেছে আতঙ্ক।

গত রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বিজয়। কেমন করে পালিয়েছে তাও জানাল। শুধু বলল না চাবির কথাটা।

"তোমরা আসলে অসম্ভব ভাগ্যবান।" গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন মহারাজা। "শুনে তো মনে হচ্ছে এরা বেশ বিপজ্জনক ক্রিমিনাল। কিন্তু তোমাদেরকে কিডন্যাপ করল কেন? কী চায়?"

বিজয় উত্তর দেবার আগেই একজন পুলিশকে নিয়ে দরজায় দেখা দিল বাটলার।

"আমি ইন্সপেক্টর রওনক সিং" রুমে ঢুকতে ঢুকতে ঘোষণা করলেন পুলিশ সদস্য। মধ্য বয়স্ক লোকটার মুখে ঘন দাঁড়ি আর বহু বছর ধরে পান চিবোনোর ফলে কালো দাঁত। "মিসিং পারসনস্ রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে এসেছি। কে হারিয়ে গেছে?"

উঠে দাঁড়াল রাধা।

"আমিই পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিলাম। উনারা সারারাত ধরে মিসিং ছিলেন।" বিজয় আর কলিনকে দেখিয়ে বলল।

"কিন্তু এখন তো ফিরে এসেছে। আপনার উচিত ছিল আমাদেরকে জানানো। তাহলে আমার সময়টা নষ্ট হত না।" বিরক্ত হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন ইন্সপেক্টর।

"ওয়েট আ মিনিট" উঠে দাঁড়ালেন ভীম সিং। "আমি রাজবীরগঁড়ের মহারাজা। উনাদেরকে গতরাতে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আপনার কিছু করার নেই? বহুকষ্টে আর ভাগ্যের সাহায্যে বেচারারা পালিয়ে এসেছেন।"

ঘুরতে গিয়েও থেমে গেলেন রওনক সিং। ভীম সিংয়ের কথা আগেও শুনেছেন। ভালোভাবেই জানেন যে মহারাজা একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর উনার প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা জোনগঁড়ের মত ছোট্ট পুলিশ ষ্টেশনেও পৌঁছে গেছে। তাই বুঝতে পারলেন মহারাজাকে ক্ষেপানোটা ঠিক হবে না।

"আপনাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল?" খালি একটা চেয়ারে বসতে বসতে বিজয়কে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে আরও বিস্তারিত খুলে বলুন।"

কিডন্যাপিং-এর ঘটনাটা আবার বলল বিজয়।

"ফারুক আর ইমতিয়াজ" চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বিড়বিড় করলেন রওনক সিং; "আর আপনাদেরকে গুড়গাঁওয়ের একটা বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল?"

www.pathagar.com

মাথা নাড়ল বিজয়।

"তবে তো এটা আমার এলাকার বাইরে। গুড়গাঁওয়ের পুলিশকে জানাতে হবে।" আবারো চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। "আপনি একটা এফ আই আরও রেজিস্টার করবেন না?" জানতে চাইলেন ভীম সিং।

খানিক চুপ করে থেকে খুব সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন রওনক সিং, "উনাদেরকে কিডন্যাপ করে গুড়গাঁওতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাই তদন্ত করে বিল্ডিংটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব গুড়গাঁও পুলিশের। আর যদি আমি এফ আই আর রেজিস্টার করিও, শুধু প্রথম নাম দিয়ে কিভাবে দুজন লোককে খুঁজে বের করব? জানেন ইন্ডিয়াতে কতজন ফারুক আর ইমতিয়াজ আছে?"

ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন ভীম সিং, "আমার ধারণা তারপরেও আপনার সাহায্য করা উচিত। এফ আই আর রেজিস্টার করুন, যেন কেসটাকে সিরিয়াসলি নেয় গুড়গাঁও পুলিশ। ঈশ্বরের দোহাই, ভেবে দেখুন ওরা খুনও হতে পারত। গুড়গাঁও পুলিশের ব্যাপারটা আমি দেখব।" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, "এটুকু আমার উপর ছেড়ে দাও।"

অবশেষে মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর। "ঠিক আছে স্যার। আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই হবে। কিন্তু দয়া করে আমার কাছে এর বেশি কিছু আশা করবেন না।"

পুলিশের কর্তা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ভীম সিং; তারপর বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন, "উনার কথা অবশ্য ঠিক। আমারও মনে হয় না যে মাত্র প্রথম নামের উপর ভিত্তি করে দুজন লোককে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলে তাঁর সাথে একমত হওয়াটাও উচিত ছিল না। তাহলে কেসটাকে কখনোই সিরিয়াসলি নিতেন না।"

"এই কারণেই ফারুকের দাবি সম্পর্কে কিছু বলিনি।" তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল বিজয়। প্রফেসর হোয়াইটকে দেখার পর থেকে ফারুকের চাবির কথা আর তার নিজের কাছে রাখা তথ্য লুকিয়ে রাখতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। অবশেষে ঠিক করল, আঙ্কেলেরও যদি এই ইচ্ছেটাই ছিল যে বিজয় প্রফেসর হোয়াইটের সাথে কথা বলবে, তাহলে চাবির বিষয়টা এই প্রত্নতত্ত্ববিদকে খুলে বলাটাই উচিত হবে। হোয়াইট হয়ত এমন কিছু বলতে পারবেন যাতে করে আঙ্কেলের ই-মেইলগুলো বোঝাটাও সহজ হবে।

আগ্রহী চোখে ভ্রু উঁচু করে তাকালেন ভীম সিং।

"হ্যাঁ। সে একটা চাবি এবং পদ্য লেখা একটা ডিস্ক চাইছিল। তাঁর ধারণা আঙ্কেল বুঝি আমাকেই চাবিটা দিয়ে গেছেন।"

www.pathagar.com

এবার স্পষ্টতই আগ্রহী হয়ে উঠলেন ভীম সিং। তাকালেন হোয়াইটের দিকে, "আমার মনে হয় ওকে সবকিছু খুলে বলা দরকার।" প্রত্নতত্ত্ববিদকে জানালেন মহারাজা।

মাথা নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট।

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম যদি আপনি রাজি না হন।"

অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকাল বিজয়, আর প্রফেসর হোয়াইটের প্রশ্ন শুনে তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

"কখনো ৯-জন অজানা ব্যক্তির কথা শুনেছ?"

এক অনিশ্চিত আতঙ্কের অধ্যায়

করিডরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পরিচালকের অফিসের দিকে এগোতে লাগলেন ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর অতিরিক্ত পরিচালক ইমরান কিড়বাঈ। জরুরি তলব করেছেন বস। চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের ইমরানের চোখ জোড়া একেবারে অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিতে পারে আর মুখের দাড়িও বেশ ঘন আর কালো। সারাক্ষণ বসে থাকতে হয়, ব্যুরোর এরকম চাকরি সত্ত্বেও নিজেকে এখনো বেশ ফিট রেখেছেন।

কী এমন জরুরি কাজ পড়েছে ভাবতে ভাবতেই নক্ করলেন ডিরেক্টরের দরজায়। তারপর ভেতরে উঁকি দিলেন। অধৈর্য ভঙ্গিতে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করলেন ডিরেক্টর অর্জুন বৈদ্য। উনার বিপরীত দিকে সামনে খোলা ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে লাল চুলো এক বিদেশি।

আগন্তুকের পাশের চেয়ারে বসে কৌতূহল নিয়ে লোকটার দিকে তাকালেন ইমরান।

"উনি মাইকেল ব্লেক" পরিচয় করিয়ে দিলেন অর্জুন, "সি আই এ। আমার মনে হয় বাকিটা উনি নিজের মুখেই বলুন।"

খুব ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে ইমরানের দিকে তাকালেন ব্লেক। "আমাদেরকে এক সম্ভাব্য সন্ত্রাসী আক্রমনের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে ঘটে যাওয়া হাই লেভেলের এক গুপ্তহত্যার প্রাইম সাসপেক্টের (প্রধান সন্দেহভাজন) ফোন ট্যাপ করা হয়েছে। লোকটার নাম টেরেন্স মারফি। কার জন্য কাজ করে এখনো জানতে না পারলেও আশা করছি ইলেকট্রনিক সার্ভেলেইন্স ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে পারলে সে'ই আমাদের মূল হোতার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। আর এগুলোও জানতে পেরেছি।"

ল্যাপটপের একটা অডিও ফাইলে ক্লিক করলেন ব্লেক। শুরু হল একটা রেকর্ড করা প্লে-ব্যাক।

www.pathagar.com

"মারফি" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ দিল কেউ একজন। "তোমার জন্য একটা কাজ আছে। খুবই জরুরি।" থেমে গেল কণ্ঠটা। "ভারতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেখানে কর্মরত আমাদের পার্টনারের সাহায্য প্রয়োজন।"

"ভারত!" সবিস্ময়ে বলে উঠল মারফি।

"হ্যাঁ। এক্ষুণি দিল্লী চলে যাও। আজ রাতেই ও'হেয়ার টু নিউ দিল্লীর ফ্লাইট ধরবে। আমেরিকান এয়ারলাইন্স।"

"উদ্দেশ্য?"

রেকর্ডটা শেষ হয়েছে এই বলে: "ফ্লাইটে উঠার আগে তোমার হাতে পুরো বিস্তারিত নির্দেশ পৌঁছে যাবে। আমাদের পার্টনার ফারুক সিদ্দিকী নামে এক লোকের আন্ডারে কাজ করছে। এখনকার মত শুধু এটুকুই জেনে রাখো।"

"রিপোর্ট কি আপনার কাছেই করব?"

"নেগেটিভ। সরাসরি নির্দেশদাতা একজন সদস্যের কাছে রিপোর্ট করবে। উনিও ভারতে আছেন, ব্যক্তিগতভাবে পুরো অপারেশনটা পর্যবেক্ষণ করছেন। তুমিও উনার সাথেই কাজ করবে আর তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে।"

"আরেকটা শেষ কথা। প্রত্নতত্ত্ব আর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে খানিক পড়াশোনা করে যাও। কাজে লাগবে।"

কলার রেখে দিতেই কেটে গেল ফোন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে ব্লেকের দিকে তাকালেন ইমরান। "আরও কিছু আছে, তাই না? এটুকু শুনে তো তেমন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অন্তত কাজ শুরু করার মতোও যথেষ্ট না।"

দেঁতো হাসি হাসলেন ব্লেক। "এ ব্যাপারে আমিও একমত। প্রথমবার শোনার পর আমরাও এতকিছু ভেবে দেখিনি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ফারুক সিদ্দিকীর নাম শুনেছেন?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ইমরান। "এই নামে ভারতে ভুরি ভুরি লোক আছে।"

ইমরানের দিকে ল্যাপটপ ঘুরিয়ে দিলেন ব্লেক। "এটা দেখুন। পাকিস্তানে বিন লাদেনের গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা একটা সিডির মধ্যে এই ভিডিও ক্লিপটা পেয়েছি।" একটা ভিডিও ফাইলে ক্লিক করতেই চালু হয়ে গেল ভিডিও ক্লিপটা।

ছবিটা ঘোলা; বোঝাই যাচ্ছে বেশ অপটু হাতে তৈরি হয়েছে এই রেকর্ডিং, কিন্তু তারপরেও আল কায়েদার নতুন লিডার আল জাওয়াহিরির চেহারা ভুল করার কোনো উপায় নেই। উনি আরবিতে কথা বললেও ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে আরেকটা কণ্ঠ।

www.pathagar.com

"ইরাক আর আফগানিস্তানের ইসলামিক জীবন ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমাদের মূল্য দিতে হবে।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন আল জাওয়াহিরি, তুলে ধরলেন একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। "অবিশ্বাসীদেরকে মরতেই হবে। ওদের ধারণা ওরাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইসলামিক দুনিয়ার হাতে এখন এমন এক অস্ত্র এসেছে যা মানবজাতি আগে কখনো চোখেই দেখেনি। এই অস্ত্রই ইসলামের বিজয় অর্জন করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে!"

এরপর তাকালেন মুখে উদাসীন ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনের দিকে, লোকটা এতটাই অনাগ্রহ ভাব দেখাচ্ছে যেন জোর করে তাকে এই শো'তে আনা হয়েছে। "ভ্রাতৃগণ" বলে চললেন আল জাওয়াহিরি, "ইনি ফারুক সিদ্দিকী। পাকিস্তানে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরিতে যারা সাহায্য করেছেন উনি তাদেরই একজন। এই মাত্র যা বললাম সেটার জামিনদারও তিনি।"

বিব্রতকর ভঙ্গিতে কাশি দিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকাল ফারুক। "আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে আর শক্তিশালী মহল থেকে খরচ-পত্রও পাচ্ছি। মানুষ যা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি এমন ডিজাইনের অস্ত্র তৈরি করা এখন কোনো ব্যাপারই না। এরই মাঝে অস্ত্রের নমুনাও তৈরি হয়ে গেছে। এসব অস্ত্র তৈরির ফ্যাক্টরিও নির্মাণ করা হচ্ছে। আর একবার এই ফ্যাক্টরি তৈরি হয়ে গেলেই পৃথিবীতে যথার্থ জায়গা দখল করার জন্য ইসলামকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না!"

কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা একদল সশস্ত্র লোক আকাশের দিকে অটোমেটিক অস্ত্র তুলে চিৎকার করে উঠতেই আচমকা শেষ হয়ে গেল ভিডিও ক্লিপটা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ইমরান। সিদ্দিকীর মুখের উপর শেষ হওয়া ভিডিওর শেষ অংশটুকু বেশ মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখলেন। কিন্তু ২০০৩ সালে পাকিস্তানে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির সাথে জড়িত আর তারপর থেকে নিখোঁজ পাকিস্তানি বিজ্ঞানী ফারুক সিদ্দিকীর কথাই যে ব্লেক বলছেন তা এতক্ষণ বুঝতে পারেননি। সবাই জানে যে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার গোপনীয়তা জানার জন্যই সন্ত্রাসীরা ফারুককে কিডন্যাপ করেছে কিংবা মেরে ফেলেছে। ওর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। অথচ এখন দেখা গেল আল জাওয়াহিরির সাথে আল কায়েদার ভিডিওতে ঠিকই আছে।

"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না" সোজাসোজি মূল বিষয়ে চলে এলেন ইমরান, "ও কোন অস্ত্রের কথা বলেছে? আর ওইসব ফ্যাক্টরিগুলোই বা

www.pathagar.com

কোথায়? আমাদের গোয়েন্দারা এরকম কোনো নির্মাণাধীন বিল্ডিং খুঁজে পায়নি কোথাও। আপনারা কি কিছু শুনেছেন?"

মাথা নাড়লেন ব্লেক। "নো আইডিয়া। খুব সাবধানে অস্ত্রের বর্ণনা এড়িয়ে গেছে ফারুক আর অনিশ্চিত ভাবটাও ইচ্ছেকৃত। হয়ত এটা নতুন জিহাদীদেরকে আকর্ষণ করার জন্য আল-কায়েদার কৌশলগত শ্রেষ্ঠতার অঙ্গীকার। পুরো দলটাকে চাঙ্গা করার জন্য এটা হয়ত জীর্ণ কায়েদার কোনো নতুন উদ্যোগ।"

"তার মানে ফোন ট্যাপ আর ভিডিওর সাধারণ বিষয় হল ফারুক" সারাংশ টানলেন ইমরান, "আপনার কি ধারণা দুজনে একই ব্যক্তি?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ব্লেক। "হতে পারে। চূড়ান্ত কিছু বলা কঠিন। মারফির ট্যাপ, ভিডিও ক্লিপ আর পাকিস্তানে লস্কর-ই তৈয়বার গোপন আস্তানা রেইড করার পর উদ্ধারকৃত কিছু ডকুমেন্টস একসাথে মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ওই সব ডকুমেন্টস অনুযায়ী ফারুক সিদ্দিকী নামে পাকিস্তানে একজন এলইটি লিডার আছে। আর একথা তো সবাইই জানে যে আল কায়েদার সাথে এলইটির যোগসাজশ রয়েছে। এমনকি এ দল আল কায়েদাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়।" চুপ করে থেকে নিজের কথার গুরুত্ব বোঝার সময় দিলেন বাকিদেরকে। "আপনি যেমনটা বলেছেন, ভারতে অজস্র ফারুক সিদ্দিকী থাকতে পারে" আবার শুরু করলেন ব্লেক। এবারে খানিকটা সামনে ঝুঁকে এলেন। "ফারুকের নাম থাকা ডকুমেন্টসগুলোতে বেশ বড়সড় এলইটি প্ল্যানের কথা উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত কিছু লেখা হয়নি। কী হবে যদি তারা একই ব্যক্তি হয়? বিজ্ঞানী ফারুক সিদ্দিকী কি একটা একে ৪৭-এর জন্য নিজের ল্যাব কোট ছেড়ে এলইটি লিডার হয়ে যাবে? কী হবে যদি মারফির ট্যাপে থাকা এই লোকটা কোনো ভারতীয় নয় বরঞ্চ একজন পাকিস্তানি? হয়ত মারফিকে তাদের সাথে ভারতে এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেই পাঠানো হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটাতে কোনো ভুল নেই, কারণ মারফি এর আগে মধ্যপ্রাচ্যেও কাজ করেছে।"

"সত্যিই তাই।" অর্জুনের দিকে তাকালেন ইমরান।

"যদি এক্ষেত্রে কোনো লিঙ্ক থেকে থাকে, তাহলে আমাদেরকে তা খুঁজে বের করতেই হবে।" সমাপ্তি টানলেন পরিচালক। "কিড়বাঈ, কাজটা তোমার। চেক্ করে দেখো সত্যিই কী ঘটছে। মারফিকে খুঁজে পেলেই ফোন ট্যাপ করো। জানতে হবে সে কার সাথে কথা বলে। যদি আমাদের ধারণা সত্যি হয়

www.pathagar.com

তাহলে বেশ বড় ধামাকাই হতে যাচ্ছে আর যে করেই হোক একে থামাতেই হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাব।"

মাথা নাড়লেন ইমরান। এরই মাঝে নিজের প্ল্যান সাঁজিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে দুটি প্রশ্ন।

কেন একজন পথভ্রষ্ট পাকিস্তানি নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী এলইটির সদস্য হলেন? আর উনি ভারতেই বা কী করছেন?

www.pathagar.com

৮
পঞ্চম দিন

জোনগড় দুর্গ

ভ্রু-কুঁচকে মাথা নাড়ল বিজয়। ৯জন অজানা ব্যক্তি...কেন যেন বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে শব্দগুলো।

"কে তারা?" জানতে চাইল।

"৯জন অজানা ব্যক্তির ব্রাদারহুড বেশ প্রাচীন একটা গোপন সামাজিক সংগঠন, সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন, ২৩০০ বছর আগেকার।" প্রফেসর হোয়াইট থামতেই সিধে হয়ে বসল বিজয়। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। "তার মানে তুমি তাদের কথা শুনেছ।" মন্তব্য করলেন হোয়াইট।

"না, তা না।" ধীরে ধীরে উত্তর দিল বিজয়। "কিন্তু এই সংখ্যাটি, ৯-, আঙ্কেল যেদিন খুন হয়েছেন সেদিনই আমাকে পাঠানো ই-মেইলে লিখেছিলেন। এর মানে তখন বুঝতে পারিনি; কিন্তু আপনার মুখে ৯ জনের কথা শুনে চমকে গেছি। মনে হচ্ছে আঙ্কেল এই গোপন সামাজিক সংগঠনটির কথাই বলতে চেয়েছেন।"

"তোমার আঙ্কেল ৯-এর অস্তিত্বে সত্যিই বিশ্বাস করতেন" জানালেন প্রফেসর হোয়াইট। "বিভিন্ন সময়ে আমাকেও বলেছিলেন এ কথা; কিন্তু তুমি বলতে চাইছো যে ৯ সম্পর্কে তোমাকে তিনি মেইল করে গেছেন?"

"বলতে থাকুন" অধৈর্য ভঙ্গিতে বলে উঠল বিজয়, "এই গোপন সংগঠন সম্পর্কে আমাকে আরও কিছু জানান প্লিজ।"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল প্রফেসর হোয়াইট বিজয়ের কাছ থেকে ই-মেইল সম্পর্কে আরও কিছু শুনতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারপর কিছু না বলে রুমের চারপাশে চোখ বোলালেন, "সম্রাট অশোক দ্য গ্রেট সম্পর্কে নিশ্চয় শুনেছ।"

বাক্যটা প্রশ্নবোধক না হলেও মাথা নাড়ল রাধা। "খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাস করতেন পৌরাণিক এই ভারতীয় রাজা। জনশ্রুতি আছে যে, ভয়ঙ্কর এই

www.pathagar.com

যোদ্ধা সিংহাসনের জন্য নিজ ভাইদেরকেও হত্যা করেছিলেন। বর্তমান ভারতের প্রায় সবটুকু পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তৃতির জন্য ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কেবল দক্ষিণের সামান্য কিছু অংশ, এখনকার পাকিস্তান আর আফগানিস্তান ছাড়া। কলিঙ্গ ছিল সর্বশেষ বিজয় অভিযান, বর্তমানের উড়িষ্যা। কলিঙ্গ যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই হাজার হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছে। এত মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে অনুতপ্ত অশোক সহিংসতার পথ ছেড়ে অবশেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় পরবর্তী জীবনে মহান এই রাজা সর্বদা প্রজাদের কল্যাণেই কাজ করতেন। বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতের বাইরেও প্রচারের মাধ্যমে প্রসারিত করে গেছেন। তাঁর পুত্র মহিন্দ্র শ্রীলংকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ধর্ম্মার বাণী পাথরে খোঁদাই করে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন পুরো রাজ্যে!"

হেসে ফেললেন প্রফেসর হোয়াইট, "ভেরি গুড। জেনে ভালো লাগল যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ থেকে ২২৩ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন করে গেছেন মহান সম্রাট অশোক। আর উনি সত্যিই এক রূপকথার নায়ক। কিন্তু অশোকের কাহিনি রূপকথা হিসেবেই থেকে যেত যদি না প্রথমবারের মত তাঁর অধ্যাদেশ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করে অনুবাদ না করতেন জেমস্ প্রিন্সেপ। অশোকের নাম উল্লেখ করা আছে এরকম আরেকটি অধ্যাদেশ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হবার পরে ইতিহাসের সেই সম্রাট সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল যাঁকে উনিশ শতক পর্যন্ত কেবল একটা লোককাহিনি হিসেবেই বিবেচনা করা হত।"

"কিন্তু সম্রাট অশোক সম্পর্কে পৌরাণিক আরেকটি কাহিনি আছে যা তেমনভাবে কেউ জানে না আর ইতিহাসবিদগণ মেনে নেননি" এবার আলোচনায় যোগ দিলেন ভীম সিং, "বলা হয় যে তিনি একটা গোপন সংঘ গড়ে তুলেছিলেন, ৯জন অজানা ব্যক্তিকে নিয়ে এক ভ্রাতৃসংঘ, ব্রাদারহুড। ইতিহাসে লেখা আছে, অশোকের রাজত্বকালে যখন চারপাশে ধর্ম আর শান্তির আবহ বিরাজ করছিল তখন গোপনে চর্চা করা হত বিজ্ঞান। বিশ্বাস করা হয় যে, সহিংসতার পথ পরিত্যাগ করার পর সম্রাট অশোক চেয়েছিলেন যেন মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি কোনো হত্যা, ধ্বংস কিংবা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয়।"

"পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, ইতিহাসে উল্লেখিত সব রকমের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ডকুমেন্টস্ রচনা করার দায়িত্ব দেয়া হয় ভ্রাতৃসংঘের এই ৯ জনকে। প্রাচীন সব লেখা পড়ে ও গবেষণা করে সম্পন্ন করতে হয়েছিল এই কাজ; যেন ভুল কোনো ব্যক্তির হাতে না পৌঁছায় এই জ্ঞান।"

www.pathagar.com

"পরবর্তীতে এই ৯ জনের মৃত্যুর পরে নতুন সদস্যদের উপর বর্তায় এই গুরু দায়িত্ব, বেছে নেয়া হয় ভারতের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদেরকে। লোকমুখে শোনা যায় জগদীশচন্দ্র বসুর মত মহান ভারতীয় বিজ্ঞানীও ৯-এর অস্তিত্বের কথা জানতেন আর বিশ্বাসও করতেন। সম্ভবত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তাদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। আর এই কারণেই বলা হয় যে বসু নিজেও ছিলেন এই ৯ জনের একজন।"

"কিন্তু এটা তো সত্যি নয়" বাধা দিলেন প্রফেসর হোয়াইট। "বহু শতক আগেই মারা গেছেন ব্রাদারহুডের এই ৯ জন। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী গত ১৫০০ বছর ধরেই ব্রাদারহুডের আর কোনো সদস্য জীবিত নেই।"

"সত্যিই তাই" স্বীকার করলেন ভীম সিং, "আমরাও সেকথাই জানি; কেননা আমার পূর্বপুরুষ, রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজা ৫০০ খ্রিস্টাব্দেই ৯ জনের সর্বশেষ সদস্যের অন্তর্ধানের কথা লিখে গেছেন। উনার দরবারের জ্যোতির্বিদ জানিয়েছিলেন যে তিনিই ছিলেন জীবিত সেই সদস্য আর ঝুঁকি থাকায় নিজ জীবনের নিরাপত্তাও চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ কিছু করার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন সেই রাজজ্যোতিষি।"

"৯-এর রূপকথা সম্পর্কে আমিও শুনেছি" বিড়বিড় করে বললেন ডা. শুকলা, "তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে বইও লিখে গেছেন।"

মাথা নাড়লেন ভীম সিং, "রূপকথা অনুযায়ী এরকম বইয়ের সংখ্যাও ৯।"

আঙ্গুল গুনে গুনে জানালেন, *"সাইকোলজি ও সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, অ্যালকেমি বা কেমিস্ট্রি, কমিউনিকেশন, গ্রাভিটি, কসমোলজি, লাইট এবং সোসিওলজি।"*

একমত হয়ে মাথা নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট। অন্যেরা কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মহারাজার দিকে। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও ভীম সিংয়ের মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ কারো মুখ থেকে শোনায় কথাগুলোকে তেমন আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে না।

"আমি দুঃখিত যদি বেফাঁস কিছু বলে বসি" এতক্ষণে কথা বলল কলিন, "কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে আপনার মত পদমর্যাদার ভারতীয় রাজপরিবারের একজন সদস্য এমন গল্পে বিশ্বাস করেছেন।" রুমের অন্য ভারতীয়দের মতো ভীম সিংয়ের উপস্থিতিকে তেমন একটা গ্রাহ্য করল না কলিন, "২০০০ বছর আগে লেখা হয়েছে কেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি আর গ্র্যাভিটির বই...আমি জানি ভারতের ইতিহাস বেশ মহান আর প্রাচীন আমলেও এখানকার বিজ্ঞান অনেক প্রসার লাভ করেছিল, তাই বলে ব্যাপারটা একটু বেশিই অতিরঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে না? আমরা সবাই জানি যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

www.pathagar.com

নিউটনের আবিষ্কার আর মাইক্রোবায়োলাজি...সেসময় তো মাইক্রোস্কোপই ছিল না।"

"ওহ, বলছি না যে আমি এসবে বিশ্বাস করি" ওদের দ্বিধা দেখে হাসলেন ভীম সিং, "শুধু রূপকথার কথাগুলোই জানাতে চেয়েছি। এর মানে তো এই না যে রূপকথা পুরোটাই সত্যি।"

"তারপরেও আঙ্কেল এতে বিশ্বাস করতেন।"

মাথা নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট, "আমি কখনোই তা বলিনি। বিক্রম ৯-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাদের লেখা ৯ টা বই কিংবা অন্য সব কল্প-কাহিনি মেশানো রূপকথায় না। তবে হ্যাঁ, কোনো একভাবে ৯-এর সত্যটা জানতে পেরেছিলেন।" ভীম সিংয়ের দিকে তাকালেন প্রফেসর হোয়াইট।

"তাহলে দেখতেই পাচ্ছো" আলোচনার লাগাম নিজের হাতে নিলেন মহারাজা, "দ্য গ্রেট অশোক কোনো এক মহান রহস্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য গড়ে তুলেছিলেন ব্রাদারহুড; যার শেকড় সেই প্রাচীনকালেই প্রোথিত। ৯ জনকে এমন এক রহস্য সুরক্ষিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন অশোক, যা তাঁর মতে প্রকাশিত হলে পৃথিবীতে ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারত। ৯-এর সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত গল্প আর পুরাণেও পাওয়া গেছে এই মহারহস্য গোপন করার কাহিনি।"

"কী এই রহস্য?" জানতে চাইল রাধা।

"আমরা জানি না।" কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর হোয়াইট।

"যদি রহস্যটা না-ই জানেন তাহলে কিভাবে বলছেন যে, এই গুপ্তবিদ্যাকেই পাহারা দিয়ে রেখেছিল ব্রাদারহুড?" আবারো প্রশ্ন করল রাধা।

ভীম সিংয়ের কাছ থেকে পাওয়া চামড়ার নোটবুকটা বের করে সেন্টার টেবিলের কাঁচের উপরে রাখলেন প্রফেসর হোয়াইট। সবাইই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিন্তু কেউ স্পর্শ করল না; যেন এটা কোনো অভিশপ্ত কিছু।

"তোমরা আর্নস্ট্ শফার'র নাম শুনেছ?" কারো উদ্দেশ্যে নয়, এমনিই প্রশ্ন করলেন ভীম সিং।

হোয়াইট ছাড়া বাকি সবাই মাথা নাড়ল।

"ওকে, হোয়াট এবাউট আহনেনার্ব?"

"হ্যাং অন, আর্য জাতি সম্পর্কে জানার জন্য হিটলার এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল না?" স্কুলে পড়া ইতিহাসের বিদ্যা ঝাড়ার চেষ্টা করল বিজয়।

"ঠিক" স্বীকার করলেন ভীম সিং। "১৯৩৫ সালে ফ্রেডেরিক হিয়েলশারকে এই আহ্নেনার্ব কিংবা পিতৃ পুরুষের পুরুষাণুক্রমিক উত্তরাধিকার পর্যবেক্ষণ

www.pathagar.com

ব্যুরো প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন হিটলার। এদের একটা উদ্দেশ্য ছিল আর্য জাতির উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করা। বিশেষ করে তিব্বত।"

"১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভয়ংকর এস এস নামের সুরক্ষা সৈন্য দলের সাথে জুড়ে দেয়া হয় এই প্রতিষ্ঠান।"

"১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দু'বার তিব্বত অভিযানে আসেন আর্নস্ট শফার; তবে উদ্দেশ্য ছিল নিজের শিকার আর বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করা।"

যাইহোক তিব্বতীয় সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বারের মত তিব্বত অভিযানের স্পন্সর করে আহনেনার্ব। শফারের তৃতীয় অভিযানের একজন সদস্য হলেন নৃতত্ত্ববিদ ব্রুনো বেগার, যিনি জাতিগত গবেষণা কাজে আগ্রহী ছিলেন। বস্তুত, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেই তিব্বতে একটা রিসার্চ প্রজেক্টের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বেগার, আর শফার অভিযানের অংশ হিসেবে তিব্বতীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিব্বতে নরমুন্ড (Skulls) নিয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।"

এবার নোটবুকের দিকে ইশারা করলেন, "এটাই ব্রুনো বেগারের ডায়েরি আর এটাতেই, যা দেখেছেন আর গবেষণা করেছেন তার সবকিছু লিখে রেখে গেছেন।" সংক্ষেপে টেম্পল অব দ্য টুথে বেগারের আবিষ্কার সম্পর্কেও জানালেন।

নোটবুকটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন ডা. শুকলা। মাঝে মাঝে থেমে আবার কিছু কিছু অংশ পড়েও দেখলেন। বেগারের কপি করা সংস্কৃত একটা ব্যাখ্যা পড়ে আলোকিত হয়ে উঠল তাঁর চোখ মুখ।

"আপনি সংস্কৃত পড়তে পারেন?" পদ্যগুলোর প্রতি ডা. শুকলার মনোযোগ দেখে জানতে চাইলেন ভীম সিং।

ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে চোখ না সরিয়েই মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা, "কলেজে থাকার সময়ে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। বিক্রম আর আমি দুজনেই; অতীত নিয়ে আসলে আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। পালি, প্রাকৃত, মাগদ্বী আর সংস্কৃত। এমনকি খারোস্তি পর্যন্ত। এসব অবশ্য ওর নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হবারও আগের কথা। ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ।" হাতের পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে শেষ মন্তব্যটা করলেন।

"ওয়েল, তাহলে তো অন্যদের সুবিধার্তে আপনিই অনুবাদ করে শোনাতে পারবেন।"

চারপাশে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা। খানিক গলা খাঁকারি দিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন,

www.pathagar.com

"আমি সুরসেন, ৯ জন অজানা ব্যক্তির গোপন গ্রন্থাগার আবিষ্কারের এই রেকর্ড রেখে যাচ্ছি। গৌরবময় সেই ব্রাদারহুড, যা সৃষ্টি করেছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মহান সম্রাট অশোক, দেবানামপিয়া, পিয়ারাসি। এই আবিষ্কার সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না; কেননা শত্রুর হাতে পড়ার ভয়ে আমি কী খুঁজে পেয়েছি সে সম্পর্কে কোনো রেকর্ড রাখতে বারণ করেছেন সম্রাট; এই কারণেই তৈরি হয়েছিল ব্রাদারহুড। কিন্তু কেমন করে এই আবিষ্কার করলাম সে সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই রেকর্ড রেখে যেতে হবে।"

"সম্রাটের নির্দেশমত জঙ্গলবাসী লোকটাকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়েছি আজ দশ দিন হয়ে গেল। এরপর তাকে আর সঙ্গী সৈন্যদেরকে পিছনে রেখে খুব সাবধানে চলে এসেছি জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত এই পাহাড়ের পাদদেশে। সামনে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা প্রবেশমুখ, পাহাড়ের পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গর্ত। বিশাল বড় এক পাথুরে দেয়াল থাকায় চট্ করে চোখে পড়ে না। খোলা মুখ দিয়ে ভেতরে অন্ধকারে পা রাখলাম। কুসংস্কারে বিশ্বাস না থাকায় প্রেতাত্মার ভয় পাই নি; কিন্তু জানি না সামনে কী আছে। কেননা সামনে কী আছে আমি আসলেই জানতাম না।"

"কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই একটা মজার ব্যাপার ঘটল। অদ্ভুত এক ধরনের নরম আর মোলায়েম আলো আমাকে পথ দেখিয়ে প্যাসেজ দিয়ে গুহামুখের কাছে নিয়ে গেল। গুহার ভেতরে ঢুকতেই যা দেখলাম, নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রাজ্ঞ সম্রাট যেমনটা বলেছিলেন, এরকম কোনো আবিষ্কার ধ্বংস করে দিতে পারে গোটা পৃথিবী। তাই আমি আর কিছুই বলব না।"

চোখ তুলে তাকালেন ডা. শুকলা। "অ্যামেজিং" উত্তেজনায় কাঁপছে তাঁর দুটো হাত। আবারো পড়তে শুরু করলেন নোটবুক।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো বিজয়। "আপনারা কেমন করে ২০০০ বছর ধরে গোপনে থাকা একটা গোপন সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে এতকিছু জানতে পেরেছেন?"

হেসে ফেললেন ভীম সিং। "এটা খুবই স্পর্শকাতর একটা তথ্য বিজয়। তবে তোমাদের সাথে একটা ব্যাপার শেয়ার করতে পারি, সরকারের এমন একটা প্রজেক্টের সাথে আমি জড়িত যা ৯-এর রহস্যকে সুরিক্ষত করার চেষ্টা করছে। বহু শতক আগেই শেষ হয়ে গেছে ব্রাদারহুড। কিন্তু এখন এই গোপনীয়তার পেছনে লেগেছে অন্য লোক। আর সরকারের ইচ্ছে যেমনটা অশোক চেয়েছিলেন সেরকমভাবেই গোপন থাকুক এই গুপ্ত বিষয়। যদি অশোক এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার উপর

www.pathagar.com

এতটাই নিঃসন্দেহ ছিলেন তাহলে কিছুতেই যেন তা ভুল কোনো হাতে না পড়ে সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে।"

"আমাকে এসব বলার পেছনেও নিশ্চয় আপনার কোনো কারণ আছে?" মহারাজার কাছে জানতে চাইল বিজয়।

"বেশ কয়েকটা কারণ আসলে। প্রথমত, ৯ জন অজানা ব্যক্তি বহুদূর পথ পাড়ি দিয়েছিলেন এই গুপ্ত বিষয়টা গোপন করার জন্য। বিভিন্ন ধাঁধা আর সূত্রের মাধ্যমে এমন জটিল একটা ব্যবস্থা তৈরি করে গেছেন, যেন অত্যন্ত কঠিন এই প্রশ্নের উত্তর কয়েকজনের কাছে খণ্ড খণ্ড অংশ হিসেবে ছড়িয়ে থাকার ফলে কোনো সদস্যই একা কখনো জায়গাটা খুঁজে না পায়। ধাঁধার প্রথম অংশে আছে পদ্য খোঁদাই করা এমন এক মেটাল ডিস্ক যার অর্থোদ্ধার কেবল একটি নির্দিষ্ট চাবির সাহায্যেই করা সম্ভব।"

"এই সবকিছুই ডায়েরিতে লেখা আছে" একমত হলেন ডা. শুকলা। "একটা ধাতব চাকতি, একটা চাবি, পাথরের তৈরি একটা বল আর একটা ধাঁধা পাজলের চারটা অংশ।" নিজেকে আবার শুধরে নিয়ে জানালেন, "সরি, দুটো ধাতব চাকতি। উনারা একটা অবিকল নকলও রেখে গেছেন। কোনোভাবে একটা যদি হারিয়ে যায় হয়ত এই কারণে।

"তার মানে আপনারা বলতে চাইছেন ফারুক আর তার শয়তান দোসরগুলো ৯-এর গুপ্ত রহস্য খুঁজছে আর এই কারণেই আঙ্কেলকে খুন করেছে?" বড় বড় হয়ে গেল বিজয়ের চোখ।

"তুমি আমাদেরকে বলেছ যে ফারুক চাবিটা খুঁজছে। তোমাকে সবকিছু খুলে বলার এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। কোনোভাবে দুটো ধাতব চাকতির একটা তার হাতে এসেছে; যদিও কিভাবে এসেছে সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। বোঝাই যাচ্ছে তোমার আঙ্কেলের কাছে থাকা এই তথ্যের জন্যেই তিনি খুন হয়েছেন আর তোমাদেরকেও অপহরণ করা হয়েছিল। এই ফারুক যেই হোক না কেন যদি বিশ্বাস করে যে তোমার আঙ্কেল চাবির অবস্থান জানেন আর তা তোমাকেই বলে গেছেন, তাহলে তোমার জানা উচিৎ তুমি কতটা বিপদে আছো। বিক্রম কি এরকম কিছু করেছেন?"

"না, আঙ্কেল কখনোই চাবির বিষয়ে কিছু বলেননি।" ই-মেইলের ব্যাপারটা এদেরকে খুলে বলা যায় কিনা বুঝতে পারছে না বিজয়। যদি আঙ্কেল ভেবে থাকেন যে ইমেইলের পেছনকার বার্তাটা সকলকে জানানো যায় তাহলে এটিকে লুকোবার জন্য নিশ্চয় এত কষ্ট করতেন না।

www.pathagar.com

মাথা নাড়লেন ভীম সিং। "গুপ্ত রহস্যটাকে নিরাপদে রাখার জন্য কাজে লাগবে এমন কিছু যদি তুমি বলো তাহলে সত্যিই বেশ উপকার হবে।"

"নিশ্চয়ই করব, যদিও বুঝতে পারছি না যে কিভাবে সাহায্য করব।"

বিজয়ের মনে হল যে, মহারাজা ভাবছেন ও কিছু একটা লুকোচ্ছে। "যে কোনো ব্যাপারেই খুব সাবধান থাকবে। সতর্ক করে দিলেন ভীম সিং। খুলে বললেন বেগারের ডায়েরিতে লিখে রাখা সেই প্রাচীন মূল লেখা হারিয়ে যাওয়া আর টেম্পল অব দ্য টুথের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের কাহিনি। "এখানেই শেষ না" যোগ করলেন মহারাজা, "গতরাতে প্রফেসর গ্রেগের উপরেও হামলা হয়েছিল।"

অনুতপ্তভাবে মাথা নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট, হাত চলে গেল ঘাড়ের পেছনে। "হোটেলের কক্ষে কেউ একজন বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তারপর জেগে উঠার পর বুঝতে পেরেছি গোটা কক্ষ তন্নতন্ন করে কিছু খুঁজে গেছে।"

"কিন্তু গুপ্ত রহস্যের সাথে সম্পর্কিত কিছুই উনার কাছে ছিল না। তিনি মাত্রই ভারতে পৌঁছেছেন। এত কিছু জানতেনও না। তবে প্রজেক্টের সাথে জড়িয়ে পড়াটাই কাল হল।" বিজয়ের দিকে তাকালেন ভীম সিং, "অযথা হয়রানি হবে ভেবে পুলিশে কোনো রিপোর্ট করিনি। শুধু গ্রেগকে জানিয়েছি আমার ফার্মহাউজে চলে আসার জন্য। পাহারা ভালো থাকাতে এখানেই তিনি বেশি নিরাপত্তা পাবেন। আমার মনে হয় তোমারও সাবধান হওয়া উচিত। যদি এই ফারুক লোকটা সত্যিই ৯-এর রহস্যের পেছনে লেগে থাকে তাহলে তাকে থামানো মুশকিল হবে।"

এমন সময়ে আইনজীবী হোমি মেহতার আগমনের কথা জানিয়ে গেল বাটলার।

"বিজয়, মাই বয়, তুমি ঠিক আছো তো?" সদাহাস্যময় হোমির মুখে ফুটে উঠল গভীর উদ্বেগের রেখা; ছুটে এসে বিজয়ের হাত ধরলেন। তাকালেন গত রাতের ক্ষতের দিকে।

"আমি ঠিক আছি, কোনো সমস্যা নেই।" হোমিকে আশ্বস্ত করে উনার সাথে কলিন, ভীম সিং আর প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইটের পরিচয় করিয়ে দিল।

আরও একবার শোনালো ওদের অপহরণ আর পালিয়ে আসার কাহিনি। যখন থেকেই হোমিকে পরিবারের সদস্য হিসেবে মনে করছে তখন থেকেই চাবির কথা বলবে ভেবেছিল। চাবির কথা বলতে শুরু করেও খেয়াল করল ভীম সিং ভ্রু-কুঁচকে তাকালেন। বুঝতে পারল মহারাজা চাইছেন যেন আর

www.pathagar.com

কেউ ৯- এর কথা না জানে। দ্রুত গল্পের সেই অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা শেষ করল বিজয়।

"রাতে তুমি ঘরে না ফেরায় সকাল বেলা আমাকে ফোন করেছিল রাধা।" জানালেন হোমি। "আবার একটু পরেই ফোন করে জানাল যে তুমি ফিরেছ। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম কী হয়েছে শোনার জন্য।"

পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন ভীম সিং আর প্রফেসর হোয়াইট। তারপর ভীম সিং জানালেন, "ওয়েল বিজয়, আমরা তাহলে এখন যাই, ভেবেছিলাম তোমাকে আমার গাড়িতে করেই দিল্লী নিয়ে যাবো আবার দিয়ে যাব। কিন্তু মিঃ মেহতা এসে পড়ায় মনে হচ্ছে তা আর লাগবে না। তবে যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে জানাতে সংকোচ করবে না কিন্তু।" বিজয়ের হাতে নিজের বিজনেস কার্ড তুলে দিলেন মহারাজা।

"আর আমিও চললাম" তাড়াতাড়ি করে ভীম সিংয়ের বিজনেস কার্ডের পেছনে নিজের ফোন নাম্বার লিখে দিলেন প্রফেসর হোয়াইট।

উঠে দাঁড়িয়ে দুজনের সাথেই হাত মেলাল বিজয়। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মহারাজা আর প্রফেসর হোয়াইট। "বিক্রম সিং-এর উইল আর এস্টেট-সম্পর্কিত সমস্ত কাগজ আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি" বিজয় আবার বসে পড়তেই ওর হাতে প্লাস্টিকের একটা ফাইল তুলে দিলেন হোমি। "তবে এ সমস্ত সম্পদ ছাড়াও..." রাধা, শুকলা আর রুম থেকে দরজা অব্দি চলে যাওয়া দুজনের দিকে তাকিয়ে খানিক দ্বিধা করলেন আইনজীবী।

বুঝতে পারল বিজয়, অন্যদের সামনে বিক্রম সিং-এর উইল নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন না হোমি। আইনজীবীর দিকে তাকিয়ে তাই হাসল "ইট'স ওকে, এখানের সবাই আমার বন্ধু।"

অস্বস্তি সত্ত্বেও মাথা নাড়লেন হোমি। তারপর আবার বললেন, "দুই বছর আগে দিল্লীতে একটা সিন্দুক ভাড়া নিয়েছিলেন তোমার আঙ্কেল। এই হল তার চাবি। বিক্রম ব্যাপারটা বেশ গোপনে রাখায় ভেতরে কী আছে আমি কিছুই জানি না। উইলেও কিছু লেখা নেই।"

আইনজীবীর কথা শুনে দোরগোঁড়ায় গিয়েও থেমে গেলেন প্রফেসর হোয়াইট আর ভীম সিং। ঘুরে তাকাতেই বিজয়ের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। তিনজনের মাথাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে একই চিন্তা।

ফারুক যেটা চাইছিল সেই রহস্যময় চাবিটা কি তবে এই সিন্দুকেই আছে?

তবে আর কিছু না বলে চলে গেলেন প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট আর ভীম সিং।

www.pathagar.com

"দিল্লী গিয়ে সিন্দুকটা একবার চেক করে আসলে হয় না?" সাজেস্ট করল বিজয়।

কিছু একটা লুকিয়ে রেখে গেছেন আঙ্কেল; তাই সেটা দেখার জন্য রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল বিজয়। বিশেষ করে ভাবছে যদি এর সাথে ২০০০ বছরের পুরাতন ব্রাদারহুডের গুপ্ত রহস্যের কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে!

ঘড়ির দিকে তাকালেন হোমি। "দেড়টায় আমার একটা লাঞ্চের অ্যাপয়নমেন্ট আছে, তাই দুঃখিত যে আজ আর তোমাকে সিন্দুক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারছিনা।"

বিজয়ের মুখটা শুকনো হয়ে যেতেই রাধা বলল, "আপনি চাইলে আমার গাড়ি নিতে পারেন।" বুঝতে পারল বিজয় এখনই কিছু একটা করতে চাইছে। "বি এম ডব্লিউ যেহেতু কাজ করার মত অবস্থায় নেই, তাই কেল্লাতেও একটা গাড়ি থাকলে ভালোই হয়।"

"ভালো পরামর্শ" কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাধার দিকে তাকাল বিজয়, "হাসপাতালের কাজ সেরেই আপনার গাড়ি নিয়ে আসব।"

একটা কাগজের টুকরার উপর সিন্দুকের ঠিকানা লিখে দিলেন হোমি, "তোমার ছবি সম্বলিত কোনো শনাক্তকরণ প্রমাণপত্র নিয়ে যেও আর বাদ-বাকি যেসব কাগজ প্রয়োজন হবে তা আমি ফাইলে দিয়ে দিয়েছি।"

ফাঁদ!

ক্লার্কের সাথে সিঁড়ি বেয়ে ভল্টের বেজমেন্টে নেমে এলো বিজয় আর কলিন।

দুই স্তরের সিকিউরিটি সিস্টেম লাগানো সলিড স্টিলের দরজা থেকে নেমে গেছে চিকন একটা সিঁড়ি। এর নিচেই আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে আছে সিন্দুক। একটা ইলেকট্রনিক পাসওয়ার্ড নম্বর দিয়ে খুলতে হয় দরজার প্রথম তালা; তারপর সূক্ষ্ম কারুকার্যময় চাবি দিয়ে দ্বিতীয় তালা।

সিন্দুকের সারির কাছে দাঁড়িয়ে একটাকে খুলে ফেলল ক্লার্ক। তারপর চলে গেল। এবারে নিজের চাবি ব্যবহার করে পুরোটাই খুলে ফেলতে পারবে বিজয়। উত্তেজনায় কাঁপছে ওর হাত। ভেতরে দেখা গেল বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। খুলে ফেলতেই দেখা গেল দ্বিতীয় মোড়ক। ক্লার্কের রেখে যাওয়া টেবিলের উপর প্যাকেটটাকে সাবধানে রেখে দ্বিতীয় মোড়ক খুলে ফেলল বিজয়। অবাক হয়ে ভাবছে যে, ভেতরে কী আছে যা লুকোবার জন্যে এত কষ্ট করা হয়েছে।

মোড়কটা খুলে ফেলতেই টেবিলের উপর পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কলিন আর বিজয়।

www.pathagar.com

অদ্ভুত গাঢ় কোনো একটা ধাতু দিয়ে তৈরি গোলকার শক্ত একটা পাথরের ঢাকনা। দেখতে বেশ প্রাচীন মনে হলেও গায়ে কোনো মরিচা নেই। একপাশে পলিশ করা আর বেশ মসৃণ। অপরপাশের মাঝখানে গোলাকার একটা গর্ত। দেখতে অনেকটা গিয়ার হুইলের মত, গায়ে অসংখ্য লেখা, ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে যাওয়া গর্তটাতে গিয়ার হুইল'ই হল সর্বশেষ চক্র। এর চারপাশেও অনেক ধরনের লেখা দেখা যাচ্ছে। তবে চাবি বলে মনে হচ্ছে না। ডিস্কটার দিকে তাকিয়ে বিজয়ের মাথায় এলো আরেকটা চিন্তা।

কলিনের দিকে তাকাতেই উত্তেজনায় চকচক করে উঠল চোখ। বিজয় কী ভাবছে সাথে সাথে বুঝে ফেলল কলিন।

ঠিক তখনই বেজে উঠল বিজয়ের ফোন। নাম্বারের দিকে তাকাতেই দেখল হোমি। কানের কাছে ধরতেই শুনল কারো ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ।

"হোমি...হোমি..." উদ্বিগ্ন স্বরে ফোনে চিৎকার করে উঠল বিজয়, "বিজয়" বহুকষ্টে বলে উঠল অপর প্রান্তের লোকটা, যেন দম ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে, হোমির কণ্ঠ চিনতেও কষ্ট হচ্ছে। নাকি মাটির নিচের তলাতে থাকাতে নেটওয়ার্ক ভালো আসছে না।

"বিজয়...প্লিজ...ওরা...লকারের...অ্যাড্রেস...প্লিজ...চলে যাও..." খানিক কেঁপে উঠেই থেমে গেল সব শব্দ আর বিজয় এত জোরে একটা শব্দ শুনতে পেল যেন মেঝের উপর ধপাস করে কিছু একটা পড়ল।

অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল বিজয়। কলিনের দিকে তাকাল। এতক্ষণে ধাতব ঢাকনাটাকে প্যাকেটের ভেতর মুড়িয়ে একটা ডাফেল ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছে কলিন।

"হোমি। আমার মনে হয় এক্ষুণি এখান থেকে বের হয়ে যাবার জন্য আমাদেরকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছে।"

তাড়াতাড়ি নিজের ফোন থেকে সেভ করা অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বারে ডায়াল করে হোমির অফিসে যাবার কথা জানাল।

"ফারুক?" বিজয়ের চিন্তা ধরতে পেরেছে কলিন।

উদ্বিগ্নভাবে মাথা নাড়ল বিজয়। "চলো যাই!" ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

হঠাৎ করেই খানিকটা ফাঁক হওয়া সিঁড়ির উপরকার ভারী স্টিলের দরজা থেকে ভেসে গেল প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ। ঠাস করে আটকে গেল দরজা। দুই বন্ধুর পাশে এসে জড়ো হয়েছে নিজ নিজ লকার দেখতে আসা আরও কয়েকজন। কেউ একজন উপরে স্টিলের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে!

www.pathagar.com

লকার রুমের প্রত্যেকে বিস্ময়ে তাকাল একে অন্যের দিকে। তবে ভয়ের কিছু নেই। যদি দরজা বন্ধ হয়েও যায় ইন্টারকম ব্যবহার করলেই বাইরে থেকে আবার তালা খুলে দেয়া হবে।

ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিল বিজয়। একেবারে নিশ্চুপ; কোনো টোন নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, ভাবল কেউ একজন লাইনে আসবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কী হচ্ছে বাইরে?

এমন সময়ে বাইরে প্রচণ্ড জোরে দুবার শব্দ হবার পরপরেই হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে সব হৈ-হট্টগোল।

পরস্পরের দিকে তাকাল বিজয় আর কলিন। বুঝতে পারলনা অন্যেরা ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কিনা; শব্দ দুটো আসলে বন্দুকের গুলির আওয়াজ ছিল।

"চলো, দরজা থেকে সরে যাই" সিঁড়ির নিচে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইল বিজয়। যদি সত্যিই ঐ শব্দগুলো কোনো অস্ত্রের হয়ে থাকে; তাহলে লোকগুলো নিশ্চয় লকার ভাঙার চেষ্টাও করবে। এখন মাত্র দুই ভাবে খুলতে পারে এই লকার রুম। ভল্ট থেকে কেউ এসে হয়ত স্টিলের দরজাটা খুলে দেবে কিংবা গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয়টা হলে আশেপাশে না থাকাটাই উত্তম।

লকারের সারির মাঝখানের জায়গাটুকুতে এসে জড়ো হল উদ্বিগ্ন মুখগুলো।

ভ্রু-কুঁচকে ফেলল কলিন, "তোমার কি মনে হয় এখানে আসার সময়েও আমাদের পিছু নিয়েছিল নাকি কেউ?"

কাঁধ ঝাঁকাল বিজয়। "হয়তো। কিন্তু মনে হয় এখানে আমরা নিরাপদ। ওদের অস্ত্র উজিও এই স্টিলের দরজা ভাঙ্গতে পারবে না। দরজাটি না হলেও দুই ফুট পুরু।"

আর ঠিক তখনই, যেন ওকে ভুল প্রমাণ করার জন্যই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে কান ফাটা আওয়াজ করে কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। হতাশা নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকাল বিজয় আর কলিন। একেবারে মাঝখান থেকে ভেতর দিকে ধসে পড়ল স্টিলের দরজা। মোটা কব্জাগুলো ভাঁজ হয়ে কাঠামোর গায়ে পুরো দরজাটাই যেন বাঁকা হয়ে গেছে। স্টিলের দরজা আর কাঠামোর মাঝখানের চিকন ফাটল দিয়ে উড়ছে ধোঁয়া।

www.pathagar.com

বেশ কয়েকজনের কণ্ঠ শোনা গেল । একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চেচাচ্ছে কিছু পুরুষ। গতরাতের পরিচিত শব্দগুলো শুনতে পেল দুই বন্ধু।

পরস্পরের দিকে তাকাল বিজয় আর কলিন।

তারপর, একটাও শব্দ না করে দেয়ালের কাছে ছড়িয়ে পড়ল দুজনে। খুঁজতে লাগল ভল্ট থেকে বের হবার পথ। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে সবকিছু ভেতরে আটকে রাখার জন্যই তৈরি হয়েছে এই ভল্ট।

www.pathagar.com

৯

২৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

চুপচাপ দাঁড়িয়ে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আছেন মন্ত্রী সুরসেন। পুরো চেম্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সম্রাট। দীর্ঘদিনের পরিচয় সত্ত্বেও সম্রাটকে আর কখনো এতটা বিচলিত হতে দেখেননি সুরসেন। এরকম অস্থিরতা উনার চরিত্রের সাথে ঠিক খাপ খায় না।

"ওরা কোথায়?" মাঝপথে থেমে গিয়ে সুরসেনের দিকে তাকালেন সম্রাট অশোক, "তুমি ওদেরকে এক্ষুণি আসার আদেশ দাওনি?"

"তাই দিয়েছি, আমার প্রভু" মাথা নোয়ালেন সুরসেন। "এখন মধ্যরাত হওয়ায় উনাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চেম্বার জুড়ে পায়চারি শুরু করলেন সম্রাট অশোক। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন দুজন পুরুষ; নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন সুরসেন।

মনে পড়ে গেল, জঙ্গলের এই আবিষ্কারের কথা শোনার পর থেকেই কেমন বদলে গেছে সম্রাটের আচার আচরণ। তখন থেকেই খারাপ হয়ে আছে মেজাজ। অশোক এতটাই তন্ময় হয়ে আছে যে ছোটখাটো কোনো আদেশ কিংবা কয়েকজন সভাসদকে ডেকে পাঠানোর নির্দেশ ব্যতীত তেমন কোনো কথাও বলছেন না।

সুরসেন খেয়াল করেছেন যে কাকে কাকে ডেকে পাঠাতে হবে তা বলার সময়ে একটুও দ্বিধা করেননি সম্রাট। স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে প্রাসাদে ফিরে আসার সময়, এই আবিষ্কার নিয়ে কী করা যায় সে ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখেছেন সম্রাট।

দরজায় শব্দ হতেই, ভেতরে ঢুকে সভাসদদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করল এক প্রহরী।

সুরসেনের চোখে পড়ল, সম্রাটের চেহারা থেকে মুছে গেল চিন্তার রেখা; সাথে সাথে ফিরে এলো স্থির আর অচঞ্চল সেই মুখভাব। নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন সম্রাট।

www.pathagar.com

একে একে প্রবেশ করলেন আটজন। অর্ধ-চক্রাকারে অশোকের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কী এমন জরুরি ব্যাপার ঘটেছে যে মাঝরাতে ডেকে পাঠিয়েছেন সম্রাট। তবে কিছুই না বলে চুপচাপ তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন সবাই।

"সুরসেন, আমরা কী পেয়েছি উনাদেরকে জানাও।" বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত রাখলেন অশোক। গুহামুখ খুঁজে পাওয়া, ভেতরকার আবিষ্কারসমূহ দেখা, অশোককে নিয়ে পুনরায় জঙ্গলে যাওয়া আর দ্বিতীয় সেই আবিষ্কারের কাহিনি সবিস্তারে খুলে বললেন সুরসেন, আরও জানালেন সম্রাটের বিচলিত হবার কারণ।

কথা বলতে বলতেই খেয়াল করলেন অন্যদের মুখের চমকে যাওয়া, প্রচণ্ড বিস্ময় আর ধাক্কা খাওয়ার মত ভাব। যখন তিনি শেষ করেছেন বুঝতে পারলেন যে এই সময়ে এখানে আসার কারণটা সবাই বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন।

"তার মানে দেখতেই পাচ্ছেন" এবারে শুরু করলেন সম্রাট অশোক, "প্রাচীনদের সেই লোককাহিনি আসলে কেবল নিছক গল্প নয়। আর আমি জানি, আমার বিজ্ঞ সভাসদবৃন্দ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে গুহার মাঝে থাকা সেসব জিনিস পৃথিবীর জন্য কতটা ভয়ংকর। যদি এগুলো শত্রুর হাতে পড়ে, তাহলে যে কী অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটবে তা বলা বাহুল্য। আমরা তা হতে দিতে পারি না। তাই এই গুহা আর এর ভেতরকার সমস্ত কিছুকে পুরোপুরি মাটিচাপা দিতে হবে। পাহাড়ি মুখটা বন্ধ করে দিলেই চিরতরে রহস্য হিসেবেই থেকে যাবে এ গুপ্ত রহস্য।"

কোমরের কাছ থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করলেন সম্রাট; সবাইকে ইশারা করে বললেন,

"যার যার বা হাত দিন।" নিজ নিজ বা হাতের তালু বাড়িয়ে দিলেন প্রত্যেকে। সবার হাতের তালু একটু একটু চিরে দিলেন অশোক আর সাথে সাথে গড়িয়ে পড়ল রক্ত। "আজ থেকে জন্ম নিল এক ভাতৃসংঘ" একে অন্যের হাত ধরার ফলে মেঝেতে পড়ে মিশে একাকার হয়ে গেল সবার রক্ত। "৯ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির ভ্রাতৃসংঘ। আর আজ থেকে এই গুপ্ত রহস্য সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আপনাদের, মানবজাতি যেন কখনোই জানতে না পারে এর অস্তিত্বের কথা।"

গভীরভাবে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন অশোক, "নিজ রক্তের নামে শপথ নিন যে জীবন দিয়েও রক্ষা করবেন এই গুপ্ত রহস্য। কখনোই ব্রাদারহুড কিংবা এই উদ্দেশ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আপনাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ যেন কখনোই জানতে না পারে।"

নব্য প্রতিষ্ঠিত ব্রাদারহুড আর এর বিশেষ কাজ নিয়ে সমস্বরে শপথ জানালেন সবাই।

www.pathagar.com

"আরেকটা কথা" এখনো ইতি টানেননি সম্রাট, "বিমান পর্ব-মহাভারতের যে বইয়ে এই রূপকথার কথা লেখা আছে, সমস্ত মহাকাব্য থেকে মুছে ফেলুন এর অস্তিত্ব। রাজকীয় আদেশ জারি হল যে, মহাভারতের এই পুস্তক স্মৃতিতে ধারণ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের জ্ঞান আর স্মৃতি থেকে অদৃশ্য করে দিতে হবে এ লোককাহিনি আর একই সাথে এর মাঝে উল্লেখকৃত সেই গুপ্ত রহস্য। কেবল ব্রাদারহুডের সদস্যগণ জানবেন এর অস্তিত্ব। পাথরের একটি বই তৈরি করে ব্রাদারহুডের মাঝে লুকিয়ে ফেলুন এই বিমান পর্ব। পৃথিবী মহাভারতের কথা জানবে; কিন্তু কখনোই জানতে পারবে না এর মাঝে লুকিয়ে থাকা সেই অন্ধকার রহস্য।"

www.pathagar.com

১০
বর্তমান সময়

পঞ্চম দিন
নয়া দিল্লী

"আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে" হঠাৎ করেই বিজয়ের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল কলিন, "হ্যাং অন!" ওদের কাছ থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট দলটার দিকে তাকাল, "এখানকার কেউ কি ধূমপান করেন? কারো কাছে কি লাইটার কিংবা ম্যাচ-বক্স আছে?"

সাথে সাথে বুঝে ফেলল বিজয়। মাথার উপরে ছাদের দিকে তাকাল। ছাদ জুড়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু পাইপ। দেয়ালের সাথে স্মোক ডিটেক্টর লাগানো আছে।

এগিয়ে এসে কলিনের হাতে নিজের লাইটার (ম্যাচ বক্স) তুলে দিলেন এক মহিলা। দুহাতের কাঁপন দেখে বোঝাই গেল যে কতটা আতঙ্কে আছেন। নষ্ট করার মত সময় একদম নেই। অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেছে উপরের সব হৈ-হট্টগোল। ঝড় আসার আগের পূর্বাভাস নাকি? দুই বন্ধুরই মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, স্টিলের দরজাটা পুরু দেখালেও আরেকটা আঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা।

উপরের সারির লকারগুলো দেখার জন্য যে মই ব্যবহার করা হয় সেদিকে দৌড় দিল বিজয়; মই নিয়ে রাখল একটা স্মোক ডিটেক্টরের কাছে। একই সাথে যাচ্ছে কলিনও। ঠিকভাবে রাখার আগেই তরতর করে উঠে গেল মই বেয়ে, স্মোক ডিটেক্টরের কাছে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

একেকটা সেকেন্ড যেন একেকটা ঘণ্টা।

কিছুই ঘটল না।

প্রচনন্ড শব্দে আরেকটা বিস্ফোরণ হল। কব্জা থেকে ভেঙে গেল স্টিলের দরজা; ডাবল লকের বল্টুসহ ছিটকে এসে সিঁড়ির উপর আছড়ে পড়ল গোটা দরজা। গড়াতে গড়াতে এসে ধাক্কা খেলো দেয়ালের পাশে লাগানো লকারের

www.pathagar.com

সারির সাথে। হুড়োহুড়ি করে পিছিয়ে এলো ভেতরে থাকা ছোট্ট দলটা। লকারের দেয়ালের পেছনে নিজেদেরকে আড়াল করতে চেষ্টা করল।

চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে বেশ কয়েকজন লোক।

চোখমুখ শক্ত করে স্মোক ডিটেক্টরের কাছে লাইটার ধরে দাঁড়িয়ে আছে কলিন। এত সময় লাগছে কেন?

হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠল পানি ছিটানোর যন্ত্রগুলো। ভল্টের ভেতরে থাকা সবাই ভিজে চুপচুপ হয়ে গেল। উপর থেকে দুদ্দাড় করে নামতে থাকা লোকগুলো আচমকা গায়ে পানি পড়াতে হতভম্ব হয়ে গেল। ফলে তাদের গতি খানিকটা ধীর হয়ে গেল।

"জলদি, মইটাকে নিয়ে আসো!" কলিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল বিজয়।

দুই বন্ধু একসাথে ভারী মইটাকে তুলে আড়াআড়ি করে ধরে দিল দৌড়।

সশস্ত্র লোকগুলো এরকম কোনো বাঁধার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। দশ ফুট লম্বা একটা মই ছুটে আসতে দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেল। পানির বদৌলতে পিচ্ছিল হয়ে আছে পুরো সিঁড়ি; অন্যদিকে ভারী স্টিলের দরজা পড়ায় নষ্ট হয়ে গেছে নিচের সিঁড়িগুলো। ফলে ভারসাম্য হারিয়ে লোকগুলো একের পর এক কেবল আছাড় খেতে লাগল।

দ্রুত লোকগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে খানির উপর দিয়েও সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল বিজয় আর কলিন। আশা করছে পিছলে না পড়েই একেঁবেঁকে কোনোমতে উপরের রুমে পৌঁছে যেতে পারবে।

মাথায় কেবল এই একটাই চিন্তা ঘুরছে। যে করেই হোক দ্রুত বাইরে যেতে হবে।

কিন্তু ভল্ট থেকে তীরের মত বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল দুটো জিনিস। নিজ রক্তের পুকুরের মধ্যে ডুবে আছে ক্লার্কের মৃতদেহ; মাথার পেছন দিকটা পুরো হাঁ হয়ে আছে। আর দ্বিতীয় দৃশ্যটা হল ধাতুর তৈরি ধনুকের মত দেখতে অদ্ভুত একটা মেশিনের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে ফারুক, মারুশসহ আরও তিনজন। সাত ফুট লম্বা যন্ত্রটা একটা শক্ত ধাতব স্তম্ভের সাথে আটকানো। পুরো যন্ত্রটাই গাঢ় কালো রঙা কোনো একটা ধাতু দিয়ে তৈরি।

হঠাৎ করে মই নিয়ে উদয় হওয়া দুই বন্ধুকে দেখে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ফারুকের চোখ। আর বিদ্যুৎ গতিতে এই সুযোগটাই নিল বিজয় আর কলিন। ফারুকের বোধোদয় হবার আগেই নিজের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে

www.pathagar.com

মইটাকে অদ্ভুত মেশিন আর লোকগুলোর উপর ছুঁড়ে মারতেই চারপাশে ছিটকে পড়ল ফারুকের দল।

অল্প যে কয়েকটা মুহূর্ত পাওয়া গেল তাই যথেষ্ট। গুলির মত তীব্র গতিতে ছুটে বিল্ডিং-এর বাইরে বেরিয়ে এলো দুই বন্ধু। দাঁড়িয়ে আছে রাধার গাড়ি। গাড়িতে উঠে পড়ল দুজনে। ভল্টের বিস্ফোরণের শব্দ শুনে জুটে যাওয়া কৌতূহলী দর্শকদের উদ্দেশ্যে হর্ণ বাজাতে লাগল পাগলের মত।

বিজয় এক্সিলেটরে পা দিতেই পেছনে শোনা গেল ফারুকের উন্মত্ত চিৎকার। গুলির শব্দে ভরে গেল বাতাস। রিস্ক নিয়েও রিয়ার ভিউ মিররে তাকাতেই দেখতে পেল ভল্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝারি সাইজের একটা ট্রাকে চড়ে বসেছে ফারুকের লোকজন। কিন্তু যেটা দেখে বেশি অবাক হল তা হল খোলা ট্রাকের উপর মেটালের স্তুপ নিয়ে বসানো একটা ধাতব স্তম্ভ। এই অদ্ভুত যন্ত্রটাই কি ওরা দেখেছিল? কিন্তু ওটা তো সাত ফুট লম্বা ছিল। দেখে মনে হচ্ছে এটাকে ভাঁজ করে দুই ফুট করে ফেলা হয়েছে আর এমনভাবে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যেন একটুও ভারি নয়।

প্রথমে মনে হচ্ছিল হয়ত ফারুক গোটা দল নিয়ে ওদের পিছু নিবে; কিন্তু পুলিশের সাইরেনের শব্দ হতেই হঠাৎ করে দিক পালটে অন্যদিকে চলে গেল ট্রাক।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল বিজয় আর কলিন। আরও একবার ফারুককে হারিয়ে দিল। কিন্তু এবারে কিছু একটা দেখেও নিল।

একত্রে গুপ্ত রহস্যটাকে পাহারা দিল সবাই

বিক্রম সিংয়ের স্টাডি রুমে বসে আছে বিজয়ের ছোট্ট দলটা; দেয়ালের সাথে লাগানো এলসিডি টিভির দিকে আঠার মত সেঁটে আছে সবার চোখ।

কিছুক্ষণ পূর্বে ঘটে যাওয়া ভল্টের ঘটনাটা নিয়ে রিপোর্ট করেছে একটা নিউজ চ্যানেল। পর্দার নিচে লেখা উঠছে; "ব্রেকিং নিউজঃ নয়া দিল্লীর ভল্টে সন্ত্রাসী হামলা" একটু পর পরই দেখাচ্ছে... "এখন পর্যন্ত কোনো সন্ত্রাসী দলই এ হামলার দায় স্বীকার করেনি।" ক্যামেরার সামনে কথা বলছে এক রিপোর্টার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিভির সুইচ অফ্ করে দিল বিজয়।

প্রায় সবকটি চ্যানেলেই ঘটনাটা দেখানো হচ্ছে। তবে আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে একেকজন একেক কথা বলছে। সবচেয়ে বেশি যেটা ধারণা করা হচ্ছে তা হল কোনো সন্ত্রাসী দলের জন্য অর্থ যোগাড় করা।

ভল্ট থেকে বেরিয়ে দ্রুত হোমির অফিসে ছুটে এসেছে বিজয় আর কলিন। এরই মাঝে অ্যাম্বুলেন্স এসে আইনজীবী হোমিকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে। হাসপাতালে এসে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেল যে অবস্থা ভয়াবহ হলেও জীবন নিয়ে সংশয় নেই।

কেন যেন এ ঘটনার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করল বিজয়। ফারুক কিংবা গুপ্ত ৯-এর সাথে আইনজীবী হোমির তো কোনো সম্পর্ক নেই।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ভীম সিংকে ফোন করল বিজয়। কিন্তু মহারাজার ফোন ব্যস্ত থাকায় বাধ্য হয়ে প্রফেসর হোয়াইটকে ফোন করে জানাল লকারে পাওয়া ধাতব ডিস্কের কথা।

প্রায় সাথে সাথে জোনগঁড়ে চলে এলেন প্রফেসর হোয়াইট। এখন সবার সাথে বিক্রম সিংয়ের স্টাডিতে বসে আছেন।

চারকোণা স্টাডি রুমের বিশাল জানালা দিয়ে নিচের পাহাড় দেখা যায়। জানালার কাছেই কর্ণারে রাখা আছে বিশাল একটা পলিশ করা ডেস্ক। বিপরীত দিকের দেয়ালে দরজার কাছে ঝুলছে বড়সড় দুটো পেইন্টিং। একটাতে দেখা যাচ্ছে মহাভারতের দৃশ্য, ফুটে উঠেছে মহাকাব্যিক রাজবংশের জৌলুস। তীরের বিছানাতে মৃতের মত শুয়ে আছে ভীষ্ম পিতামহ। আরেকটি বুদ্ধের স্কেচ; উপরে কালো কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা "কর্ম" শব্দটি। বৌদ্ধদের আরও বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্নও দেখা যাচ্ছে; যেমন আইনের চাকা, বোধি গাছ, সিংহ আর স্কেচের নিচে বুদ্ধের পায়ের ছাপ।

স্টাডির অন্য দেয়ালগুলোতে সারি বেঁধে রাখা হয়েছে সব বইয়ের তাক। ডেস্কের উল্টো দিকে কাঁচের টেবিলের চারপাশে বসার জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থাও আছে। দেয়ালে টেলিভিশন। সোফার উপরে বসে আছে পুরো দল।

আস্তে আস্তে ডেস্কের কাছে হেঁটে গিয়ে নিজের ডাফেল ব্যাগটি তুলে নিল বিজয়। সারা দিনে এতকিছু ঘটে গেছে যে লকারে আসলেই কী পেয়েছে সেটা দেখতেই ভুলে গেছে।

সোফায় বসে প্যাকেটে মোড়া মেটাল ডিস্কটা বের করে ফেলল।

"চাবি?" আগ্রহ নিয়ে সামনে ঝুঁকে এলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"না। কিন্তু আমার মনে হয় এই ডিস্কটাই রহস্যের সেই অংশ।" ডা. শুকলার দিকে তাকাল বিজয়, "আপনি বলেছিলেন না দুটো মেটাল ডিস্ক আছে?"

"হ্যাঁ। বেগার তো তাঁর ডায়েরিতে সেটাই লিখে গেছেন। ৯ জনের কাছে থাকা একটা লেখার অংশ খোঁদাই করা আছে এর গায়ে।"

মেটাল ডিস্কটাকে খুলে সবার সুবিধাতে টেবিলের উপর রাখলো বিজয়। "পদ্য লেখা সেই ডিস্ক যা ফারুক হন্যে হয়ে খুঁজছে।" ঢাকনার গায়ের গুটি গুটি লেখার দিকে ইশারা করল।

www.pathagar.com

কৌতূহল নিয়ে তাঁকালেন ডা. শুকলা। হাত বাড়িয়ে ডিস্কটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন।

"মগধি ভাষায় লেখা স্ক্রিপ্ট" কিছুক্ষণ পরে জানালেন। বিজয়ের দিকে তাকাতেই চোখে ফুটে উঠল উত্তেজনা, "তোমার কথাই হয়ত ঠিক। এই ডিস্কটা হয়ত মহান অশোকের সময়কার কিংবা তাঁর চেয়েও আগের। এটা হয়ত কোনোমতে টিকে থাকা সে সময়কার হস্ত নির্মিত বস্তুগুলোর একটা।" মনে হল নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। "আমার হাতে দুই হাজার বছরের পূর্বেকার ইতিহাস!"

তীক্ষ্ণচোখে তাকাল কলিন। "বিজয়ের আঙ্কেলও একটা ই-মেইলে ঠিক একথাটাই লিখেছেন। দুই হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস যা আমি গত ২৫ বছর ধরে সামলে রেখেছি; এখন এটি তোমার দায়িত্ব। আপনার কি ধারণা, উনি এই ডিস্কের কথাই বলে গেছেন?"

এবারে বিজয়ের দিকে উৎসাহের দৃষ্টিতে তাকালেন ডা. শুকলা, "বিক্রম তোমাকে এই ডিস্কের কথা কোন্ ই-মেইলে লিখে গেছেন?"

"তুমি তো বলেছিলে যে বিক্রম ৯ জনের কথা লিখে গেছেন।" মাঝখানে জুড়ে দিলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"অ্যায়াম সরি" স্বীকার করল বিজয়। "আমি আসলে কিছুকথা এখনো বলিনি। বলাটা উচিত হবে কিনা সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। শুধু কলিন জানে। কিন্তু আমার মনে হয় এখন আপনাদের সবাইকে খুলে বলার সময় এসেছে।"

তাড়াতাড়ি করে ই-মেইলের কথাটা খুলে বলার পর স্টাডিতে রাখা প্রিন্ট আউটের কপি থেকে হুবহু পড়ে শোনাল শব্দগুলো।

"আমার বিশ্বাস আঙ্কেল কোনো একভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, উনি ভীষণ বিপদে আছেন। এ কারণেই দুর্গে এত অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা লাগিয়েছিলেন। আর কাউকে না বলে লকারে লুকিয়ে গেছেন এই মেটাল ডিস্ক। কিভাবে পেলেন সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ৯ জন আর তাদের গুপ্ত রহস্যটা উনি ঠিকই জানতেন।" প্রফেসর হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, "আপনাকেও বলে গেছেন সে কথা। হয়তো এভাবে অন্য কাউকেও বলাতে ফারুক কিংবা সে যাদের জন্য কাজ করে তাদের কাছে পৌঁছে গেছে এ তথ্য। আমার ধারণা যে রাতে খুন হয়েছেন সিকিউরিটি সিস্টেমের কারণে আগেই আঁচ করতে পেরে নিজেকে বাঁচানোর আগেই চেষ্টা করেছেন গুপ্ত রহস্যটাকে সুরক্ষিত করতে। তাই আমাকে এই আশায় মেইল করে গেছেন যেন সেগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারি। আর এ কারণেই আমার ধারণা একেবারে শেষ মেইলে প্রফেসর গ্রেগের সাথে কথা বলার কথা লিখে

www.pathagar.com

গেছেন। জানতেন যে প্রফেসর গ্রেগ নিশ্চয়ই ৯-এর অস্তিত্বে আঙ্কেলের বিশ্বাসের কথা আমাকে জানাবেন। কিন্তু এখনো বুঝতে পারিছি না এই তথ্য দিয়ে আমাকে ঠিক কী করাতে চেয়েছেন। তবে এটা ঠিকই উনি বুঝতে পারছিলেন কিছু নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন লোক এর পিছু লেগেছে; এমন কেউ যারা কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করে না।"

বিজয়ের কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেল সবাই। অবশেষে কথা বলল কলিন।

"আমি তোমাকে যতদূর জানি" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে ভ্রু-উঁচিয়ে বলে উঠল, "তুমি এখন ই-মেইলের গোপন বার্তাগুলোর মর্মোদ্ধার করে এই ৯-এর রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।"

"কেন নয়?" বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল বিজয়, "তুমি কি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন ছোট্ট ওই গুপ্ত রহস্যটাকে ভয় পাচ্ছো?"

"কে, আমি? কখনোই না। আমিও আছি তোমার সাথে" দাঁত বের করে হাসল কলিন। "হতে পারে এতে করে আমরা সবাই ধনী হয়ে যাব! প্রাচীন এই গুপ্ত রহস্যগুলো প্রায়ই অর্থের গন্ধ এনে দেয়। শুধু ভয় পাচ্ছি নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন সেসব লোককে যারা কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না। প্রাচীন এই গুপ্ত রহস্যগুলো ওসব নিষ্ঠুর মানুষকেও অর্থের লালসায় বেশ আকর্ষণ করে।"

আপন মনে হাসল বিজয়। জানে, যেকোনো রকম বিপদের মুখে সবার আগে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে কলিন।

এরপর তাকাল ডা. শুকলার দিকে, উনি এখনো ডিস্কটাকে হাতে ধরে রেখেছেন, "আপনি বলেছিলেন যে মগধি ভাষাও পড়তে পারেন। কী লেখা আছে কষ্ট করে জানাবেন?"

"আমি মগধি পড়েছি" স্বীকার করলেন শুকলা, "কিন্তু শেষবার মগধি থেকে কিছু অনুবাদ করেছি সেও অনেকদিন হয়ে গেল। আচ্ছা দেখা যাক।" তিনি ডিস্কের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়লেন।

কিছুক্ষণ খাঁজের চারপাশে থাকা চিহ্নগুলো দেখার পরপরই মাথা তুললেন। উত্তেজনায় জ্বলছে পুরো চেহারা, "এটা এমন একটা যন্ত্র, যা কিছু একটা খুঁজতে সাহায্য করবে। দেখো।"

সবকটি চোখ উপুড় হয়ে পড়ল ডিস্কের উপর। চক্রাকারে থাকা খাঁজগুলোর দিকে ইশারা করলেন ডা. শুকলা, "দুই সেট ব্যাখ্যা লেখা আছে। গিয়ার হুইলের একপাশে কিছু; বাকি সব বাইরের চক্রের চারপাশে।"

হাতের তর্জনী আঙ্গুল দাঁতওয়ালা চাকার উপর রেখে ঘড়ির মতো ঘোরাতে লাগলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ঘুরতে শুরু করল পুরো ঢাকনা। এখানে কেবল একটা ডিস্ক নয়। ঢাকনার সাথে লাগানো গিয়ার

www.pathagar.com

হুইলটা আসলে আলাদা আরেকটা ডিস্ক; যেটা স্বাধীনভাবে বাইরের দিকে ঘুরতে পারে।

বাইরের চক্রের চিহ্নগুলোর সাথে না মেশা পর্যন্ত হুইলটাকে ঘোরাতে লাগলেন শুকলা। ফলে একটু পরেই দেখা গেল মাঝখানের গিয়ার হুইলের গায়ে অঙ্কিত চিহ্ন আর বাইরের ডিস্কের লেখা মিলে ৯টা পৃথক লাইন তৈরি করেছে। "প্রতিটা সারিতে এবার একটা করে সম্পূর্ণ বাক্য পাওয়া গেল।" এটা ব্যাখ্যা করে জানালেন ডা. শুকলা, "একসাথে এই ৯টা লাইন একটা পদ্যের অংশ।"

ডিস্কের দু পাশের দুটো লাইন দেখিয়ে বললেন, "এই লাইনগুলো হল পদ্যের শুরু এবং শেষ। আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি।"

চোখের চশমা ঠিক করে নিয়ে জোরে জোরে আবৃতি শুরু করলেন,

'৯ নিয়ে লেখা পদ্য'

সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে এই ৯!
প্রথমটি কথা বলে দুই ভাষায়
দ্বিতীয়টি দেখতে সবার চেয়ে আলাদা
তৃতীয়টি জাহাজের আগমনের প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে
চতুর্থটি বলতে পারে মহান সম্রাটের নাম
পঞ্চমটি হল ১৭।
অন্যদের যা আছে ষষ্ঠের তা না থাকলেও, তার এমন কিছু আছে যা বাকিদের নেই
সত্যের চক্রকেই শ্রদ্ধা জানায় সপ্তম
অষ্টম হলো একমাত্র বিশাল অন্য খাড়াগুলোর চেয়েও
বাকিদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি হাত দিয়ে লেখে নবম
একসাথে তারা সত্যের সেই পাহারা দেয়, যা সুরক্ষিত করে গেছে এই গুপ্ত ৯।

"আর এই কারণেই আমাদের চাবিটা দরকার" গভীর চিন্তায় পড়ে গেল বিজয়। "চাবির সাহায্যে ভেতরের ডিস্কটাকে জায়গামত আটকে দিলেই প্রতিটি লাইনকে ঠিকঠাকমত পড়া যাবে। চাবি ছাড়া পদ্যের লাইনগুলোকে পরপর সাজানো অসম্ভব। কেবল চাবি পেলেই প্রকৃত পদ্যটা জানা সম্ভব।"

একমত হলেন ডা. শুকলা, "এটা ছাড়া ডিস্কটাই আসলে অর্থহীন। তাই বলার কোনো উপায় নেই যে কিভাবে ঠিকঠাক সাজাতে হবে ভেতরের আর বাইরের লাইন।" এতক্ষণে ইমেইলের প্রিন্ট আউটটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল কলিন। এবারে বলে উঠল, "ভগবত গীতা কি জিনিষ?"

"তুমি মহাভারতের কথা শুনেছ?" উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডা. শুকলা।

"ইয়াহ্, প্রাচীন ভারতীয় সে মহাকাব্য যাতে দুই দল ভাইয়ের মাঝে কোনো একটা যুদ্ধের কথা লেখা আছে।"

www.pathagar.com

"কিছুটা ঠিক" হেসে ফেললেন ডা. শুকলা। "প্রাচীনকালের কথাই বলা হয়েছে। তবে ঠিক কবে লেখা হয়েছে তা নিয়ে বহুমত আছে। কেননা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মুখে মুখেই লোককাহিনি হিসেবে তা প্রচলিত ছিল। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে কোনো এক সময় তা লিপিবদ্ধ করা হয়। কেউ জানে না কবে এটা প্রথম লেখা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের এই যুদ্ধ হয়েছিল দুই দল কাজিনের ভেতরে–একশজন কৌরভ আর পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের মাঝে। উত্তর-ভারতের কুরুক্ষেত্র'র সমভূমিতে সংঘটিত এই যুদ্ধের জন্য দায়ী প্রতিটি মুখ্য ব্যক্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে এই মহাকাব্যে।

"ভগবত গীতা হল মহাভারতের অংশ। এখানে লেখা আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদের একজন, 'অর্জুন'কে বলা দেবতা কৃষ্ণের বাণী। কৃষ্ণ দেবতা ছিলেন অর্জুনের সারথী। ভগবত গীতা ব্যাখ্যা করে জীবনের দর্শন আর পাঁচটি মৌলিক সত্য; তারা হলো– (১) ঈশ্বর (দ্য সায়েন্স অব গড), (২) জীবন (জীবিত সবকিছুর ধরন), (৩) প্রকৃতি (বস্তুগত অভ্যাস), (৪) সময় অথবা পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আর (৫) কর্ম (আমাদের দৈনন্দিন কাজ)।"

"আমি কর্মের কথা শুনেছি।" আবারো প্রিন্ট আউটের দিকে তাকাল কলিন, "পুনর্জন্মের পর এটি আপনার পরবর্তী জীবনেও প্রভাব ফেলবে তাই না?" ভ্রু-কুঁচকে তাকালো ইমেইলের দিকে, "আমার মনে হয় দ্বিতীয় ইমেইলে চাবিটাকে খুঁজে পাবার সূত্র পাওয়া যাবে। *গীতার বিষয়সমূহ খানিকটা মিশ্রণ হলেও তাতেই লুকিয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ আর নিয়ে যাবে জ্ঞানের সেই দরজায় যা তোমাকেই উন্মোচন করতে হবে।*"

উৎসুক ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা সবার দিকে তাকাল কলিন। "জ্ঞানের দরজা খুলে দেবে একটা চাবি। কিন্তু গীতার কোন্ বিষয়টা আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেবে?"

"ঈশ্বর, জীবিত, প্রকৃতি, সময় আর কর্ম" বিড়বিড় করে উঠলেন ডা. শুকলা। "এই পাঁচটা মৌলিক সত্য নিয়েই গড়ে উঠেছে গীতার বিশ্বাস কিন্তু এগুলোর কোনোটাই তো মিশ্রণের উর্ধ্বে নয়।"

ধাঁধাটাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে গেল পুরো দল। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল বিজয়। আঙ্কেল তাকে কী বলতে চেয়েছিলেন? মনে পড়ে গেল শৈশবের কথা। আঙ্কেলের সাথে কাটানো সেসব দিনের কথা স্মরণ করে বুঝতে চাইল উনার চিন্তার ধরন।

হঠাৎ করেই মাথায় এলো কথাটা।

"অ্যানাগ্রাম (অগোছাল বর্ণের ধাঁধা!) বর্ণানুক্রমিক অন্য শব্দ পরিবর্তন!" সজোরে চিৎকার করে উঠল বিজয়।

www.pathagar.com

কৌতূহল নিয়ে তাকাল বাকিরা।

"এটা আসলে একটা অ্যানাগ্রাম" এবার ব্যাখ্যা করে জানাল। "আঙ্কেল দুটো বিষয় নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন; ক্রসওয়ার্ড আর অ্যানাগ্রাম সলভড্ করা। ইমেইলেও সেরকম একটা অ্যানাগ্রাম রেখে গেছেন।"

কপাল চাপড়ালো কলিন, "ইশ! আমি যে কেন দেখলাম না। সোজা-সাপ্টাভাবেই বোঝা যাচ্ছে, আর এই মৌলিক সত্যটা আমি জানি।"

"আপনারা দুজন কী নিয়ে কথা বলছেন?" বাধা দিল রাধা।

"বিজয় বলতে চাইছে" প্রথম ধাঁধার সমাধান করার পর উত্তেজনায় কাঁপছে কলিনের চেহারা, "সত্যটা এখানে মিশ্রণ হয়ে হয়নি। শব্দটাই এখানে সত্য জানাচ্ছে। এটা একটা অ্যানাগ্রাম।"

"ওহ, বুঝতে পেরেছি।" রাধার মুখ দেখেও বোঝা গেল যে সে ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। এমনকি ডা. শুকলা আর প্রফেসর হোয়াইটও মাথা নাড়লেন।

এবার বোঝা গেল পুরো বিষয়। "এই বিষয়টাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্ন (পথ) দেখাবে। "চিহ্ন" বোধগম্য হলেই পাবে কর্ম—হিন্দু দর্শন অনুযায়ী গীতার বিষয়গুলোই আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।"

"ঠিক আছে, এবার তাহলে বলো কর্ম কিভাবে জ্ঞানের দরজায় নিয়ে যাবে" আবারো ধাঁধায় পড়ে গেল কলিন।

বিজয়ের মুখ থেকে উড়ে গেল প্রথম সূত্র খুঁজে পাবার আনন্দ। এখনো বুঝতে পারছে না চাবিটা কোথায়।

"তোমাকে খুব গভীরভাবে দেখতে হবে" ইমেইলের দ্বিতীয় লাইনটা পড়ল রাধা।

"আমার মনে হয় আঙ্কেল তোমাকে ই-মেইলটা আরও গভীরভাবে পড়ে দেখার কথা বলছেন" অনুমান করল কলিন, "অ্যানাগ্রাম ছাড়াও এখানে আরও কিছু আছে।"

"ওয়েট আ মিনিট" এবারে উত্তেজনায় দুহাত ছড়িয়ে দিল রাধা "তৃতীয় লাইনটা দেখুন।"

"ভগবত গীতা পড়ো।"

ভ্রু-কুঁচকে ফেললেন হোয়াইট, "কিন্তু এরই মাঝে এটা ব্যবহার করেছি।"

মাথা নাড়ল রাধা, "গভীরে দেখো" জোর দিল রাধা, "লাইনটাকে আবার পড়ে দেখুন, স্টাডি শব্দটার অর্থাৎ 'ভগবত গীতা পড়ো' বলে কমা দিয়েছেন। আমার মনে হয় ভগবত গীতা নয় এখানে স্টাডি শব্দটাতে জোর দেয়া হয়েছে। এটা কোনো ক্রিয়াপদ নয়।"

www.pathagar.com

"এটা আসলে দিক নিদের্শক" বিজয় বুঝতে পারল রাধা কিছু একটা ভাবছে, "চাবিটা স্টাডিতেই আছে।"

"আর কর্মের সাথেও এর কোনো একটা যোগসূত্র আছে" উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে কলিন।

স্টাডি রুমের চারপাশে চোখ বোলালো বিজয়। জানালা, দেয়াল জোড়া বইয়ের তাক্, দরজার কাছে ঝোলানো পেইন্টিংস। যদি চাবিটা স্টাডিতে থাকে তাহলে আঙ্কেলকে খুন করার পরও ফারুক পায়নি কেন? "কোথায়...?" মাত্র প্রশ্নটা করতে যাবে এমন সময় কিছু একটাতে চোখ পড়তেই ঝুলে পড়ল চোয়াল। সমস্যার সমাধান এতক্ষণ ধরে আপনা থেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

গবেষণা কক্ষের দরজার ডানপাশে ঝোলানো পেইন্টিং; যেখানে বুদ্ধের স্কেচের উপর "কর্ম" শব্দটা বেশ বড় বড় করে লেখা আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল বিজয়। এটাই কি সেটা? চাবিটা কোথায়?

"পাপা" পেইন্টিং এর চারপাশে জড়ো হয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে সবাই, এমন সময় বলে উঠল রাধা, "বুদ্ধের তৈরি আইনের চাকাতে না আটটা স্পোক আছে?"

"হ্যাঁ, ধম্মার আটটা নীতির উপর ভিত্তি করে আটটা স্পোক।"

শুকলার উত্তর শুনে সবাইই রাধার প্রশ্নের কারণটাও বুঝে গেল। পেইন্টিংয়ের আইনের চাকাতে স্পোক আটটা নয়।

৯ টা স্পোক দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সবাই। একেবারে চোখের সামনে সাদামাটাভাবে লুকিয়ে রাখা আছে সেই চাবি। কে-ই বা এই চাকার স্পোক গুণতে যাবে?

"অসম্ভব বিচক্ষণ" বিড়বিড় করে প্রশংসার সুরে বলে উঠলেন শুকলা।

চাকার কাছে এগোল বিজয়। ক্যানভাস থেকে খুব বেশি হলে কয়েক মিলিমিটার দূরত্বে আলাগা করে লাগান হুইলটা মেটালের তৈরি। গাঢ় রঙা এই মেটাল দিয়েই তৈরি হয়েছে সেই ডিস্ক। হুইলটাকে স্পর্শ করে আস্তে করে ঘুরিয়ে দিল।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। হাল ছাড়ল না বিজয়।

অবশেষে ক্লিক করে একটা আওয়াজের সাথে সাথে পেইনটিং থেকে খুলে চলে এলো হুইল।

নবজাত শিশুর মতই সাবধানে ধরে কফি টেবিলের উপর এনে হুইলটাকে রাখল বিজয়। মেটাল ডিস্কের একেবারে ভেতরের সার্কেলে বসিয়ে দিতেই

www.pathagar.com

নরম একটা ক্লিক শব্দ করে খাপে খাপে এটে গেল হুইল। দ্বিগুণ উৎসাহে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরিয়ে চলল বিজয়। গিয়ার হুইলের উপর লক্ হয়ে যাওয়াতে সবকটি সার্কেল একসাথে ঘোরা শুরু করল। এরপর আরেকটা ক্লিকের সাথে সাথে থেমে গেল হুইল। যার যার জায়গায় আটকে বসে গেছে।

খোঁদাই করা লেখাগুলোর এবার সঠিক লাইনই দেখা যাচ্ছে। আর প্রত্যেকে অনুভব করল যে এবারে ঠিকঠাকভাবে পড়া যাবে।

হাতে ডিস্ক নিয়ে পুনরায় পড়তে শুরু করলেন শুকলা, কিন্তু দেখা গেল এবারেও সেই আগের পদ্য।

'৯-নিয়ে লেখা পদ্য'

সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে এই ৯!
প্রথমটি কথা বলে দুই ভাষায়
দ্বিতীয়টি দেখতে সবার চেয়ে আলাদা
তৃতীয়টি জাহাজের আগমনের প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে
চতুর্থটি বলতে পারে মহান সম্রাটের নাম
পঞ্চমটি হল ১৭।
অন্যদের যা আছে ষষ্ঠের তা না থাকলেও, তার এমন কিছু আছে যা বাকিদের নেই
সত্যের চক্রকেই শ্রদ্ধা জানায় সপ্তম
অষ্টম হলো একমাত্র বিশাল অন্য খাড়াগুলোর চেয়েও
বাকিদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি হাত দিয়ে লেখে নবম
একসাথে তারা সত্যের সেই পাহারা দেয়, যা সুরক্ষিত করে গেছে এই গুপ্ত ৯।

এবারও কেউ কিছুই বুঝতে পারল না।

যেন ওদের মনের কথা পড়ে ফেলল কলিন, "তার মানে চাবিটা আর কিছুই নয়; কেবল শব্দগুলোর পুনর্বিন্যাস।"

"শুনে মনে হচ্ছে লোকগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে" জানালেন প্রফেসর হোয়াইট, "হয়ত এখানে সত্যিকারের ৯ জনের কথাই বলা হয়েছে।"

"তাহলে ২০০০ বছর আগেই মৃত্যুবরণ করা ৯ জনকে এখন কিভাবে চিহ্নিত করব?" জানতে চাইল বিজয়। কিন্তু তারপরই নিজেকে আবার সামলে নিল, "আয়্যাম সরি। আসলে আমি ভেবেছিলাম যে চাবিটা পেলেই কোনো দিশা পাবো। কিন্তু কোনো লাভ হল না। গতকাল যেমন ছিলাম আজও তেমনি একই আঁধারেই পড়ে আছি।"

"আমার মনে হয় না এতে অরিজিনাল ৯ জনের কথা বলা আছে" ধীরে ধীরে বলে উঠল কলিন, "৯ ছিল একটা গোপন ব্রাদারহুড। এ ধরনের গুপ্ত সংস্থার নিয়ম হল কেউই অপরজনের পরিচয় জানবে না। আর কখনোই পরস্পরের সত্যিকারের নাম ধরেও ডাকবে না। এর মাধ্যমে একজন কেউ

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা করলেও পুরো দলের কোনো ক্ষতি হবে না। যদি কেউ চেষ্টা করেও তবে কয়েকজন সদস্য হারালেও সমস্যা নেই; কেননা ব্রাদারহুড তো টিকে থাকবে।"

"গুপ্ত সংগঠন সম্পর্কে তুমি এত কিছু কিভাবে জানো?" অবাক হয়ে কলিনকে জিজ্ঞেস করল বিজয়।

"কেন, গুপ্ত সংগঠনের সব থ্রিলারই এরকম হয়।" সবজান্তার মত হাসি হাসল কলিন।

"তুমি আছো তোমার থ্রিলার নিয়ে" বন্ধুর দিকে কলম ছুঁড়ে মারল বিজয়।

"তবে আমার মনে হচ্ছে কলিন ঠিকই বলেছে" জানালেন ডা. শুকলা। "গুপ্ত কোনো একটা সংগঠনের সদস্যদের পরিচয় ধাঁধার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে, ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত। প্রথমত, তাদের পরিচয় গোপন করা হয়েছে; তাহলে কেউ কিভাবে ধাঁধার সমাধান করবে? দ্বিতীয়ত, এই ধাঁধাটা যেন শত শত বছর ধরে টিকে থাকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে। যখন অন্য সবকিছু ব্যর্থ হবে, সেসময়েও যেন টিকে থাকে এ রহস্য। অরিজিনাল মেম্বারদের নাম এক্ষেত্রে কারো মনে থাকবে না। ঠিক যেমন এখন কেউ জানে না। তাই এ সম্ভাবনাও বাদ।"

"তাহলে ই-মেইলগুলো?" প্রিন্ট-আউটের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল রাধা। "আরও কোনো সূত্র আছে নাকি?"

"তৃতীয় মেইলটাতে অশোকের বাণী-অনুযায়ী একটা সমুদ্রযাত্রার কথা বলা হয়েছে। আর চতুর্থটিতে ৯ জনকে খোঁজার কথা লেখা আছে; তবে যদি বিজয়ের আঙ্কেলের কিছু হয়। এতে তিনি মায়া কাটাবার জন্য সত্যের পথ খোঁজার কথাও বলে গেছেন।" মনমরা হয়ে গেল কলিন।

"অশোকের বাণী কেমন করে অনুসরণ করব?" অবাক হয়ে ভাবতে বসলেন ডা. শুকলা। "সেসব নীতিকে কোনো কাজে লাগাবো নাকি সশরীরে ওই স্থানগুলো ঘুরে আসব; যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল? সারা ভারত জুড়ে এমনকি যাদুঘরেও ছড়িয়ে আছে।"

"ওয়েল অন্তত ৯-এর কিছু অংশ তো নিশ্চিত হওয়া গেল?" এবার কথা বললেন প্রফেসর হোয়াইট, "ডিস্কটার উপর লেখা পদ্যটা পেয়েছি; এর মানেই তো ৯-কে পাওয়া? হয়ত তোমার আঙ্কেল লকার থেকে ডিস্ক আনার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তাই না?"

ভ্রু-কুঁচকে ফেলল বিজয়। "হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু যদি আঙ্কেল এই সূত্র ধরে ৯-কে খোঁজার কথাই বলে থাকেন?"

"আমার ক্ষুধা পেয়েছে" হঠাৎ করে ঘোষণা করে বসল কলিন; পেটের মধ্যে হাতি দৌড়াতে থাকায় ই-মেইলের বিষয় মাথায় কিছু ঢুকছেই না।

www.pathagar.com

হেসে ফেলল বিজয়, কিছুক্ষণের জন্য হালকা হয়ে গেল মুড, "তোমার হৃদয়ের দরজা আসলে পাকস্থলীর মাঝে দিয়ে গেছে। তোমার গার্লফ্রেন্ডদেরকে তাই আমি সবসময় এটা মনে রাখতে বলি।"

"এই কারণেই ওরা আমাকে সবসময় শুধু খেতে দেয়? চোখ পাঁকিয়ে ফেলল কলিন, আমি তো আরও ভেবে অবাকই হতাম।"

"চলো তাহলে ডিনার সেরে নেই" বুদ্ধি দিল বিজয়।

"একটা বিরতি দিলে সমাধান হয়তো আপনাতেই সামনে চলে আসবে।"

"আমি তাহলে উঠি" দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন হোয়াইট, "আমাকে ফিরতে হবে। প্রজেক্টের কাজ আছে, এছাড়া মহারাজাকেও নতুন খবর জানাতে হবে।"

"কিন্তু খুব বেশি কিছু তো বলার মত পাওয়া গেল না?" হতাশা ঝড়ে পড়ল বিজয়ের কণ্ঠে, "এখানে এসেছেন বলে ধন্যবাদ গ্রেগ।"

www.pathagar.com

১১
পঞ্চম দিন

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টারস, নয়া দিল্লী

"এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না" পরিচালকের অফিসে বসে আছেন ইমরান; পরিস্থিতি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন, "সম্ভাব্য টার্গেট লিস্টে তো ভল্ট ছিল না। তাই কোন ধরনের আক্রমণ হতে পারে এরকম কোনো গোপন তথ্যও পাইনি।"

"এখনো তোমার মনে হচ্ছে এটা কোনো সন্ত্রাসী হামলা?" চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন অর্জুন, "ফরেনসিক রিপোর্ট তো তা বলছে না।" ডেস্কের উপর খোলা একটা ফাইল হাতে তুলে নিলেন, "কোনো ধরনের বিস্ফোরকের আলামত পাওয়া যায়নি। তারপরও ইজরায়েল আমেরিকার কাছে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা তো জানিয়েছে সেটা কোনো বোমা ছিল না।"

বিস্ময়ে ভ্রু তুলে ফেললেন পরিচালক, "অনেকে আবার আক্রমণকারীদের কাছে বিশাল আর অদ্ভুত একটা যন্ত্র ছিল বলেও জানিয়েছে। যেটার মাধ্যমে নাকি ভল্টের দরজায় দূর নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে; অদ্ভুত যন্ত্রটা দেখতে ধনুকের মত ছিল। প্রকৃত ঘটনা, এক প্রত্যক্ষদর্শীর তো মনে হয়েছে একটা ধনুক।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন অর্জুন।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ইমরানের দিকে তাকালেন পরিচালক। "যদি প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা বিশ্বাস করতে হয় তাহলেও বলতে হবে যে নিম্নমানের কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করে ভল্টের দরজা খোলা হয়েছে। কিন্তু কষ্ট করে একটা দূর নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছোঁড়ার মেশিন টেনে আনার কী দরকার ছিল? কেবল উড়িয়ে দিলেই তো হত।"

www.pathagar.com

কাঁধ ঝাঁকালেন ইমরান, "শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে ওরা ভল্ট থেকে এমন কিছু নিতে এসেছিল, যা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে দরজায় বিস্ফোরণ হলে নষ্ট হবার ঝুঁকি ছিল। কিন্তু কী যে পেল তাই তো মাথায় আসছে না। এখন পর্যন্ত নিজ থেকে কেউ দায়ও স্বীকার করেনি।"

খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল পুরো কক্ষ।

"মারফির কী খবর?" ইমরানের কাছে জানতে চাইলেন পরিচালক। "ভালো-মন্দ দুটোই আছে। আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে তিন দিন আগে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে করে এখানে এসেছে। দিল্লীতে আমরা ট্রেসও করেছি। এরপর গুড়গাঁওতে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে চেক ইন করলেও গতকালকে আবার চেক আউট করে গেছে। তারপর থেকেই আর কোনো পাত্তা নেই। অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করছি; কিন্তু ভাগ্য সদয় হচ্ছে না। গুড়গাঁও পুলিশকেও জানিয়ে দিয়েছি।"

আবারো রিপোর্টের দিকে তাকালেন অর্জুন। "ফাইন। জানি তুমি এটার উপর কাজ করছ। কিন্তু আমি জলদিই কোনো একটা সমাধান চাই। এই রিপোর্টের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলতে গেলে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। হাতে এমনিতেই অনেক কাজ; তাই শোরগোল তোলার জন্য মিডিয়ার কাছে আর কোনো তথ্য তুলে দিতে চান না। তাই সত্যিই এটা কোনো হুমকি কিনা তা খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। নতুবা এখানেই ইস্তফা।"

বুঝতে পারলেন ইমরান। সামনে পাঁচটা অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন আছে, যার প্রতিটিই প্রধান রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতীয় নিরাপত্তা থেকেও এটাই এখন বেশি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের অফিসে ফিরে নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন ইমরান, "প্রমোদ, খুব সাবধানে শোন, আমার মনে হচ্ছে..." লাইনের অপর প্রান্তে থাকা লোকটাকে সবকিছু গুছিয়ে বলে ক্রেডলে রেখে দিলেন রিসিভার। বুঝতে পারছেন না তাঁর ধারণাটা কাজ করবে কিনা। জানেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরেছেন; কিন্তু এছাড়া আর কিইবা করার আছে?

জোনগড় কেল্লা ট্যুর

"আমি এখানে খুব একটা না আসাতে চারপাশ তেমন ভালোভাবে চিনিই না" একের পর এক করিডর আর চিকন সব সিঁড়ি বেয়ে এক রুম থেকে অন্য রুমে যাচ্ছে পুরো দল। পথ দেখাচ্ছে বিজয়। আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে দুর্গের বিভিন্ন তলা।

www.pathagar.com

ডিনারের পরে কিছুক্ষণের জন্য হলেও রহস্যটার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে কেল্লা ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানাল বিজয়।

সিঁড়িগুলো একেবারে খাঁড়া। বাইরের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণরত শত্রুদেরকে বাধা দেবার জন্যই ৫০০ বছর আগে এ নকশা করে গেছেন কেল্লার স্থপতি। এ ধরনের সিঁড়ি বেয়ে কারো পিছু ধাওয়া করা সত্যি অসম্ভব। প্রতিটি সিঁড়ির শেষে আছে চারটা করিডরের এক ইন্টারসেকশন (মিলনস্থল)। যেন দ্বিধায় পড়ে দেরি করতে বাধ্য হয় শত্রুপক্ষ। ইন্টারসেকশনের দরজাগুলো পাঁচ ফুটের চেয়েও কম উঁচ্চতার হওয়াতে মাথা ঝোঁকানো বাধ্যতামূলক। ফলে দুর্গের বাসিন্দারা আরও খানিকটা সময় পেত অসংখ্য গুপ্তপথ আর সুরঙ্গ দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ার জন্য।

"এই গুপ্ত সুরঙ্গগুলো দিয়ে কি এখনো চলাচল করা যায়?" উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল রাধা।

মাথা নাড়ল বিজয়, "সময়ের সাথে সাথে বেশিরভাগই ভেঙে যাওয়ায় ঢোকাটা বিপজ্জনক হয়ে গেছে। আমার ধারণা দুর্গটাকে নতুন করে মেরামত করার সময় আঙ্কেল এর সবকটিকেই বন্ধ করে দিয়ে গেছেন।"

কেল্লার একেবারে ভেতর দিককার রুমগুলোতে দেখা গেল মসৃণ, প্লাস্টার করা দেয়ালের উপর রঙিন আর বিশাল সব ম্যুরাল পেইন্টিংস (হাতে আঁকা চিত্রকর্ম।)

"মহাভারতের দৃশ্য দিয়ে তৈরি সব রঙিন চিত্র।" খেয়াল করে বললেন ডা. শুকলা, "তোমার আঙ্কেল মহাকাব্যটা বেশ ভালোবাসতেন।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বিজয়। মনে পড়ে গেল শৈশবের কথা; আঙ্কেলের হাঁটুর কাছে বসে মহাকাব্য থেকে গল্প শুনতে শুনতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার শিশু মনের কল্পনা।

"এটাই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চারিত হওয়া ভগবত গীতার পোট্রেট" একেবারে মেঝে থেকে ছাদ অব্দি অঙ্কিত একটা পেইন্টিংয়ের দিকে ইশারা করলেন ডা. শুকলা। রথের সাথে বাঁধা একদল ঘোড়া মাথা দুলিয়ে সজোরে পদাঘাত করছে; বর্ম পরিহিত নীল দেহের এক ব্যক্তি বিশাল ধনুক বহনকারী সশস্ত্র আরেকজনকে যেন কিছু বলছেন। "বিষ্ণু দেবতার অবতার কৃষ্ণ দেবতা অর্জুনের হাতে তুলে দিচ্ছেন গীতা।"

অন্য রুমগুলোতে মহাভারতের আরও অনেক দৃশ্য দেখা গেল; পাণ্ডব ভাইদের মাতা, কুন্তির ছেলে কর্ণ আর দেবতা রবি, সূর্যের মৃত্যু, বহু চেষ্টা

www.pathagar.com

করেও কাঁদায় আটকে পড়া রথের চাকা কিছুতেই আর তুলতে পারেন নি; আরও আছে ঘুঁটি খেলায় হেরে যাবার পর পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের স্ত্রী ধ্রুপদীর বস্ত্রহরণের সেই বিখ্যাত দৃশ্য।

অবশেষে রাত নয়টা বাজে শেষ হল এই ভ্রমণ। সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; বিশেষ করে বিজয় আর কলিন। দুজনে গত রাতেও ঘুমাতে পারে নি। তাই নিজ নিজ কামরায় যেতে পেরে খুশিই হল।

কয়েক ঘণ্টার জন্য ভুলে গেল সমস্ত রহস্য।

www.pathagar.com

১২
ষষ্ঠ দিন

জোনগড় দুর্গ

ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তিতে নড়ে উঠল বিজয়। আঙ্কেলের মৃত্যু সংবাদটা প্রথমবার শোনার পর থেকেই আর ভালোভাবে ঘুমাতে পারছে না। আজ রাতেও একই অবস্থা। অস্পষ্ট সব স্বপ্ন দেখেছে।

এখন দেখছে এক রাজা যেন পাথরের উপর খোদাই করে লিখে চলেছেন নানারকম শব্দ। ছুটে বেড়াচ্ছেন এ পাথর থেকে সে পাথরে; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি পাথরের গা জটিল সব রেখা দিয়ে ভরে উঠল। অবশেষে ৯টা পাথরের চক্র তৈরি হল, ঠিক যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে একটা চোখ। একেবারে মাঝখানে ঊর্ধ্বমুখে দুই হাত তুললেন রাজা। এক হাতে ধরে রেখেছেন একটা মেটাল ডিস্ক...।

হঠাৎ করেই জেগে গিয়ে বিছানার উপর উঠে বসল বিজয়। মাথা ঘুরছে।

এরপরই মনে পড়ল স্বপ্নের কথা; রাজা, পাথর। মেটাল ডিস্ক আর সেই ব্যাখ্যা...।

জানে গতদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণেই দেখেছে এই স্বপ্ন: মেটাল ডিস্কের উপরে লেখা পদ্য, ব্রাদারহুড আর অশোকের নীতি নিয়ে আলোচনা। কিন্তু কি যেন একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না। খুব চেষ্টা করল বিজয়। মনে হচ্ছে এক্ষুণি স্মরণ করাটা বেশ জরুরি।

এর পরপরই মনে পড়ল আঙ্কেলের ই-মেইলের একটা লাইন।

অশোকের আদেশ অনুসরণ করো।

একেবারে হঠাৎ করেই মাথায় এলো কথাটা। বুঝতে পারল কেন ঘুম ভেঙে গেছে। দ্বিতীয় সূত্রটাও পেয়ে গেছে! এর মাধ্যমেই ডিস্কের উপর লেখা পদ্যটার সংকেত উদ্ধার করা যাবে।

আপন মনে হেসে ফেলল বিজয়। যাক ওরা ঠিক পথেই এগুচ্ছে।

www.pathagar.com

চিন্তিত ভঙ্গিতে স্টাডি রুমে এলো রাধা। ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে তাকাল বিজয়। ডেস্কের উপর ছড়িয়ে আছে একগাদা কাগজ; প্রিন্টার থেকে আরও নতুন নতুন প্রিন্ট আউট বেরোচ্ছে।

"কী হয়েছে? আমরা তো চিন্তায় পড়ে গেছি যে আপনি কোথায়। বাটলার জানালো রুমে নেই, এদিকে বাগানেও দেখিনি। সবশেষে মনে হল এখানে দেখে যাই।" বিজয়ের পাশে এসে দাঁড়াল রাধা, "আপনি কিছু খেয়েছেন? সবাই এরই মাঝে নাশতা সেরে ফেলেছে।"

এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে মাথা নাড়ল বিজয়। স্বপ্নটা দেখে জেগে উঠার পর থেকেই স্টাডিতে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত খাবারের কথা মাথাতেই আসেনি। যাই হোক রাধার কথা শুনে মনে পড়ল যে ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু তার আগে ওকে জানাতে হবে যে কী খুঁজে পেয়েছে।

"পেয়ে গেছি" উত্তেজনায় মাথা আর চোখ দুটো তুলে রাধার দিকে তাকাল বিজয়, "দ্বিতীয় সূত্রটা পেয়ে গেছি।"

হেসে ফেলল রাধা। "নিচে চলুন। আমি নাশতা তৈরি করে দিচ্ছি। খেয়ে দেয়ে সবাইকে শোনাবেন কী পেয়েছেন।"

মেয়েটা চলে যেতেই এবারে হেসে ফেলল বিজয়। মনে পড়ে গেল যেদিন ওকে প্রথম দেখেছিল। দুই বছর আগের সে দিনটির কথা; দেশ ছাড়ার পরে সেই প্রথম। বিক্রম সিং পুরনো বন্ধু ডা. শুকলার কাছে কী যেন পাঠাতে চেয়েছিলেন। কুরিয়ারের কাজ করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল বিজয়।

রাধাও ওর ছোটবেলার বন্ধু হলেও বারো বছর ধরে কোনো দেখাদেখি হয়নি। শুধু মনে আছে ওর টিনএজার সুলভ চেহারা আর রাগি রাগি হাবভাবের কথা। অথচ এখন রাধাকে দেখলে আর চেনাই যায় না। ডা. শুকলার বাড়ির সদর দরজায় সেই তন্বী তরুণীকে দেখে তো রীতিমত ভিরমি খেয়েছিল বিজয়।

ডা. শুকলার সাথে গল্প করার সময় রাধাও আশেপাশে ছিল। ওকে ডিনারের দাওয়াত দেবার মাধ্যমে শেষ হল মিটিং। পরের দিন ডিনারের সময় কথা বলতে গিয়ে বিজয় আর কলিন জানতে পারল যে অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের সাথে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হিসেবে কাজ করছে রাধা। শুনে তো দুই বন্ধুর চোখ ছানাবড়া।

www.pathagar.com

সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়তেই আবারো হাসি পেল। মেয়েটার সঙ্গ বেশ পছন্দ করছিল বিজয়। এম আই টিতে ওর শেষ গার্লফ্রেন্ডের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর থেকে আর কারো সাথে সম্পর্কের কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু রাধার কথা আলাদা। যদিও তাদের সম্পর্ক এমনকি বন্ধুত্ব পর্যন্তও যায় নি; তারপরেও তারা যোগাযোগ রেখেছে। যাই হোক, অসম্ভব ক্ষুধা পাওয়াতে আপাতত নিচে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল।

www.pathagar.com

১৩
৫০০ খ্রিস্টাব্দ

বামিয়ান, আফগানিস্তান

যখন থেকে তার গুপ্ত রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেছে তখন থেকেই পাল বুঝতে পেরেছেন যে তিনি কতটা ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

রাজ জ্যোতিষি হয়েও গত ৪০ বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছে এই গুপ্ত রহস্য। অথচ নতুন দুর্গ তৈরির জন্যে খোড়াখুড়ি করার সময় বেরিয়ে পড়েছে ৮০০ বছর আগেকার, হারিয়ে যাওয়া সেই পাথরে খোদাই করা বই। কিন্তু গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে অকস্মাৎ আর দ্রুত আবারো উধাও হয়ে গেছে সেই বই। যেন কখনো এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আর ঠিক তখনই পাল বুঝতে পারলেন যে কেউ একজন এই পাথরের বই আর হাজার বছরের পুরাতন লোককাহিনির মাঝে সংযোগ খুঁজে পেয়েছে। তাই সমস্ত পুঁথিপত্র ও মেটাল ডিস্ক সন্তালের কাছে নিয়ে যেতে হবে, যে উপত্যকার দিকে মুখ করে থাকা বেলেপাথরের চূড়া খোদাই করে তৈরি বুদ্ধের বিশাল দুই মূর্তির পাদদেশে অবস্থিত সেই ছোট্ট আশ্রমে বাস করে। সে ব্রাদারহুডের একজন সদস্য এবং সন্ন্যাসী। ৯-এ যোগ দেবার এটাই ছিল শর্ত। পালের কাছে যে দুজন সদস্য নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় দিয়েছে সন্তাল তাদেরই একজন। যদি গুপ্ত রহস্যটা কোনো ঝুঁকির মুখে পড়ে তাহলে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করার দায়িত্বও তাদের।

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে পশ্চিম ভারতের অসংখ্য রাজ্যও পার হয়ে এলেন পাল। শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর পরই এগুলো আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

পথিমধ্যে এমন তিনজনের সাথে দেখা হল যারাও তাঁর মত একই গন্তব্যে ছুটছে।

কিন্তু যতক্ষণে ওদের সত্যিকার পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানতে পারলেন, ততক্ষণে বহু দেরি হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আশ্রম আর তাদের মাঝে পড়ে থাকা উঁচু স্থানের দিকে ছুটল চারজনের দল। সবার ইচ্ছে রাতের বেলা ভ্রমণ করা; কারণটাও টের পেল পাল।

বিশ্বাসঘাতকতা আর খুন করার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো রাত হয় না।

মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ। আকাশে একটি তারাও নেই। কনকনে শীতের রাত হওয়াতে রাস্তায়ও কোনো জনমনিষ্যি নেই।

কোনো সাক্ষি থাকবেনা!

পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন পাল। কিন্তু তিনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন; অথচ ওরা বেশ যুবক আর শারীরিকভাবেও শক্তিশালী। এরপরই মনে পড়ল ফেলে আসা শেষ শহরে শোনা গুহাগুলোর কথা। বুদ্ধের পেছনের চূড়ায় সুরঙ্গ কাটা হয়েছে। তাই নিজের শক্তি বাঁচাবার জন্য ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন; তারপর একসময়ে ইচ্ছে করেই অন্যদের বহু পেছনে পড়ে গেলেন। এভাবে নুঁড়ি পাথর বিছানো গলি পথে পৌঁছে গেল সবাই। তিন সঙ্গী যখন বিশ্রাম নিতে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল; আস্তে করে পাথরের আড়ালে সরে এলেন পাল। কিনারের কাছে গিয়ে গুহাগুলোকে খুঁজতে চেষ্টা করলেন।

কিছুক্ষণের জন্য এতে কাজ হলো। অন্ধকারের দুই যমজ বোন বিষণ্নতা আর নীরবতা তাঁকে কৌশলে অন্যদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করল। কিন্তু এও জানেন যে এসব কেবল সময়ের ব্যাপার। উনিও ক্লান্ত হয়ে পড়বেন আর তরুণেরাও কিছুক্ষণের মাঝেই টের পেয়ে যাবে তিনি কোথায় গেছেন।

প্রচ্ছন্ন চাঁদের ঝাপসা আলোতে পরস্পরের গায়ে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় সব পাথরের চাই; এতটাই নীরব চারপাশ যেন শেষকৃত্যের শোকার্তের দল। হন্যে হয়ে পথ খুঁজছেন পাল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে খুঁজে পেলেন গুহামুখ। সাথে সাথে এবড়োখেবড়ো পথে নেমে পড়লেন। একটু পরেই আরেকটা গুহায় পৌঁছে গেলেন, যেটির উচ্চতা খুব বেশি হলে চার ফুট হওয়াতে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে। নিকষ কালো আঁধারের মাঝে মরিয়া হয়ে হেঁটে চলেছেন পাল। অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন এমন কোনো জায়গা যেখানে নিজের থলের ভেতরকার জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন। দেয়ালের সাথে কেটে গিয়ে হাত আর কনুই এর ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোনো ব্যথাকেই গ্রাহ্য করলেন না।

ওরা হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে; কিন্তু কখনোই খুঁজে পাবে না এই গুপ্ত রহস্য।

www.pathagar.com

পাথুরে কক্ষটার এক কোণায় পাওয়া গেল বেলে পাথরের মসৃণ দেয়াল। ধারণা করলেন কোনো একটা বুদ্ধ মূর্তির পেছন দিক হবে হয়ত। কিন্তু এমন কোনো ফাটল কিংবা খাঁজ পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে।

সুরঙ্গের মধ্যে বহু মানুষের দৌড়ে আসার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। গুহার মধ্যে পড়ল তাদের লণ্ঠনের আলো।

তিনজনকে দেখেই পাল বুঝতে পারলেন, এখনই এই গুহাতেই মারা যাবেন। লোকগুলোর চেহারার আক্রোশ দেখে মনে হচ্ছে তারা উনাকে বেশ সহজ শিকার হিসেবে ধরে নিয়েছে।

একজন আবার দাঁত বের করে হাসছে, "ভেবেছিলে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে?" মুখ টিপে হাসতে লাগল ওদের দল নেতা।

আঘাতটাকে দেখতেও পাননি পাল।

লোকগুলোর দিকে তাকাতে যেতেই শক্ত আর তীক্ষ্ণ কিছু একটা এসে আঘাত করল মাথার একপাশে। গুহার ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও অনুভব করলেন চিবুক বেয়ে গড়িয়ে নামল উষ্ণ আর আঠালো একটা ধারা। হঠাৎ করেই মাথায় ব্যথা শুরু হওয়ায় বুঝতে পারলেন এ আর কিছুই না, তাঁর নিজেরই রক্ত।

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে মনের মাঝে ভেসে উঠল কেবল একটাই কথা; বিশেষ কাজটা আর শেষ করা হল না।

সাথে সাথে হাঁটু গেঁড়ে বসে মৃত লোকটার থলে হাতড়াতে শুরু করল একজন। পাওয়া গেল সারা উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে থাকা গাছের বাকলের উপর লেখা প্রাচীন বই। দলের নেতার হাতে তুলে দিতেই একের পর এক পাতা উল্টাতে লাগল। তবে তিনজনের কেউই নিজেদের নামের অধিক কিছু পড়তে পারে না।

রেগে গিয়ে ধুলার মাঝে ফেলে দিয়ে সমানে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল মহামূল্য বইটাকে; অধম লোকটা জানেও না কী করছে।

ক্রোধে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলে উঠল, "এত কষ্ট করেছি এসব ছাল-বাকলার জন্য? এমনভাবে থলেটাকে সামলে রেখেছিল যেন জীবন দিয়েও রক্ষা করতে হবে। আমি তো আরো ভেবেছি না জানি কত দামি জিনিস আছে।"

"আরে, এইটা আবার কী?" পালের ব্যাগে উঁকি দিয়ে একটা ধাতুর তৈরি বস্তু তুলে আনল আরেকজন। খুব শক্ত কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি একটা গোলাকার জিনিস। তুলে দিল লিডারের হাতে। ধাতুর রঙ কালো হলেও রূপা যে নয় সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আগে কখনোই এমন কিছু আর দেখেনি।

www.pathagar.com

গোলাকার জিনিসটার একপাশ একেবারেই খালি হলেও বেশ মসৃণ। কিন্তু অন্যপাশে হিজিবিজি কিসব লেখা আছে যা পড়ার সাধ্য তার নেই।

একটুও মূল্যবান নয় ভেবে ডিস্কটাকে ছুঁড়ে মারল পালের মৃতদেহের উপর।

"নরকে যাক এই কুত্তার বাচ্চা!" থু থু ছিটাল দল নেতা। "এত কষ্ট করেও কিছুই পেলাম না।"

"লাশটার কী হবে?"

"এখানেই পড়ে থাক। এই গুহাতে তো কেউ আসে না। উপরে গিয়ে প্রবেশমুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেই হল। কেউ আর কিচ্ছু জানবে না।"

সুরঙ্গ দিয়ে আবার বাইরে চলে এলো তিনজন। সবচেয়ে বড় পাথরের টুকরা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেয়েও গেল। থলে নিয়ে চিরদিনের মতো সমাহিত হয়ে গেলেন পাল।

লোকগুলো জানাতেই পারল না যে এইমাত্র দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন এক গোপন রহস্যকে মাটি চাপা দিয়ে দিল। এটি এমন এক সত্য যা আগামী দেড় হাজার বছর এভাবেই লুকিয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

১৪
বর্তমান সময়

ষষ্ঠ দিন
জোনগড় দুর্গ

আবারো স্টাডিতে এসে জড়ো হল সবাই। বিজয় কী পেয়েছে জানার জন্য সবাই উসখুশ করছে। বিশাল জানালা দিয়ে ঘরে আসা উষ্ণ রোদে ভেসে যাচ্ছে স্টাডি রুমের ভেতরটা।

সবাইকে নিজের স্বপ্নের কথা জানাল বিজয়, "তবে স্বপ্নে রাজাকে ৯টা পাথর খোদাই করতে দেখেই আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি। বুঝতে পেরেছি মহান সম্রাট অশোক আর তাঁর নীতিগুলোকেই স্বপ্নে দেখছি। গতকাল যখন ডা. শুকলা পদ্যটা পড়েছিল, ধরেই নিয়েছিলাম যে সেখানে অজ্ঞাত ৯ জনের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তিন নম্বর মেইলে আঙ্কেল বার বার করে তাগাদা দিয়ে গেছে অশোকের নীতি অনুসরণ করার জন্য। জানিয়েছেন এর মাধ্যমেই আবিষ্কারের এক সমুদ্রযাত্রায় যেতে পারব। তাই মনে হচ্ছে পদ্যটা ৯ নয় বরঞ্চ অশোকের নীতি নিয়েই লেখা।"

"তার মানে এখন আমাদেরকে অশোক তাঁর নীতি স্থাপন করে গেছেন এমন ৯টা জায়গায় যেতে হবে।" বিজয়ের চিন্তাটা ধরে ফেলল কলিন।

"এই তো তুমি বুঝতে পেরেছ" দাঁত বের করে হেসে ফেলল বিজয়। "অবশেষে এত বছর আমার সাথে থাকার ফায়দা হয়েছে; তুমিও স্মার্ট হয়ে যাচ্ছো দোস্ত।"

"তাহলে নিশ্চয় পদ্য অনুযায়ী ৯টা জায়গাও পেয়ে গেছ, তাই না মিস্টার সবজান্তা?" পাল্টা মন্তব্য করল কলিন।

ডেস্ক থেকে এক তোড়া কাগজ তুলে নিল বিজয়। "তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে, তখন আমি এর উপরই কাজ করছিলাম" বেছে বেছে কয়েকটা কাগজ আলাদা করে নিল। "বেশ কয়েকটা জায়গাতেই রাজকীয় নির্দেশগুলো পাওয়া গেছে। কিছু আছে পাথরের গায়ে, কিছু আবার পিলারের উপরে।

www.pathagar.com

নেট ঘেঁটে এগুলোর উপর ইনফর্মেশন ডাউনলোড করে সেগুলোকে আবার বিশ্লেষণও করেছি।"

টেবিলের উপর বিছিয়ে রাখল কাগজগুলো, "প্রতিটা নির্দিষ্ট স্থানের উপর পাওয়া তথ্যের সার-সংক্ষেপও তৈরি করেছি। পদ্যের লাইনগুলোর সাথে স্থানকে কিভাবে মেলানো যায় নিশ্চিত না হওয়াতে সবকিছুই লিখে রাখার চেষ্টা করেছি, যেমন : লোকেশন, স্ক্রিপ্ট, ভ্যারিয়েশনস। তবে কোনো লোকেশনেই সবকটি রাজকীয় নির্দেশ নেই। কয়েক জায়গাতে শুধু ছোটগুলো পাওয়া গেছে। সবকটির তালিকা করেছি। এছাড়াও সাতটা বড় স্তম্ভে রাজকীয় নির্দেশের পাশাপাশি দুটো ছোট রাজকীয় নির্দেশ আছে। বিভিন্ন স্থানের মাঝেও আবার পরিবর্তন আছে। যেমন ধরো, ধোলিতে যেটা পাওয়া গেছে সেখানে কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা কিছুই লেখা নেই। পণ্ডিতদের ধারণা, ধোলি কলিঙ্গতে হওয়াতে অশোক তাঁর প্রজাদের মনোভাব নষ্ট করতে চাননি।"

কপাল কুঁচকে কলিন জানতে চাইল, "এখন এই তালিকা ধরে ঘুরে ঘুরে পদ্যের সূত্রের সাথে স্থানগুলোকে মেলাবার চেষ্টা করব?"

"ব্যাপারটা এত কঠিন কিছু না। আমি তো নবম লাইনটার মর্মোদ্ধার করে ফেলেছি যেন কাজ শুরু করা যায়। নবমটি কথা বলে দুই ভাষায়" পদ্য থেকে উদ্ধৃতি দিল বিজয়, "আমার ধারণা এটা নিশ্চয়ই কান্দাহার। যেখানে দ্বৈত ভাষায় রাজকীয় নির্দেশ পাওয়া গেছে। সিরীয় (আরামাইক) আর গ্রিক। দুই ভাষা।

যুক্তিটা বুঝতে পেরে সবাই মাথা নাড়ল।

"তাই হয়ত অন্যগুলোকে খুঁজে পাওয়া তেমন কষ্টকর হবে না" ধীরে ধীরে মন্তব্য করল রাধা, "হয়ত পদ্যের সাথে মেলাবার জন্য সবকটি স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা পড়ার দরকার নেই। আমার মনে হয় প্রথম লাইনটাতেই সূত্র পাওয়া যাবে। ব্রাদারহুডের ৯ সদস্যও সাম্রাজ্যের সবকটি সীমান্তে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু স্থান খুঁজছি, তাহলে অশোকের রাজত্বের সীমানায় অবস্থিত তিনটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁজতে হবে।"

"গ্রেট আইডিয়া" ডেস্কের কাছে গিয়ে ল্যাপটপে টাইপ শুরু করল বিজয়। "ভালো একটা মানচিত্র পেতে হবে যেখানে অশোকের রাজত্বের সবটুকু অঙ্কিত আছে।"

এদিকে স্থানের তালিকাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে কলিন। হঠাৎ করেই চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় আরেকটাকেও পেয়ে গেছি। তৃতীয় স্থানটিতে মাস্কির কথা বলা হয়েছে। মাস্কি হল একমাত্র রাজকীয় নির্দেশ যেখানে অশোকের নাম লেখা আছে।"

একমতে হয়ে মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা, "গুড ওয়ার্ক।"

www.pathagar.com

খুশি হয়ে আবার তালিকায় মনোযোগ দিল কলিন।

গুনগুন শব্দ করে উঠল প্রিন্টার। শিট হাতে নিয়ে সবার কাছে ফিরে এলো বিজয়। "যাক, একটা ভালো মানচিত্র পাওয়া গেছে। রাজকীয় নির্দেশগুলোর নির্দিষ্ট স্থান লেখা আছে। বর্তমান সময়ের ভারত, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের বেশির ভাগ অংশেই ছড়িয়ে ছিল অশোকের রাজত্ব। কান্দাহার ছিল আফগানিস্তানের পশ্চিম অংশে। মাস্কি, একেবারে সীমান্তে না হলেও দক্ষিণের বর্ডারের কাছেই। তাই একে তালিকাতে রাখা যায়।"

কপট রাগ নিয়ে তাকাল কলিন, "আমি একটা বের করলাম আর তুমি তা বাদ দিয়ে দিতে চাইছ। নাকি আমার বুদ্ধির ধার সহ্য হচ্ছে না?"

"ওকে মিস্টার ওয়াও" ক্ষান্ত দিল বিজয়, "দেখা যাক তুমি আর কয়টা স্থান খুঁজে পাও।"

দুই বন্ধুর এই হালকা রসিকতা সত্ত্বেও বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। পুরো দলটাই ঝুঁকে আছে একগাদা কাগজের উপর; মাঝে মাঝে আবার ম্যাপ দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে, যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

এবারে খুঁজে পেল রাধা। "প্রথমটা হচ্ছে গার্ণার। এই রাজকীয় নির্দেশটা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। প্রতিটি লাইন আলাদা আলাদাভাবে খোঁদাই করা হয়েছে আর অনুভূমিক রেখা দিয়ে পৃথক করা হয়েছে।"

"আমি দুটো খুঁজে পেয়েছি" খানিক পরেই ঘোষণা করলেন ডা. শুকলা। "সপ্তমটি হচ্ছে সারনাথ। আর পঞ্চমটি শাহবাজগড়।"

"আমি কিছুই বুঝছি না" স্বীকার করল কলিন। বিজয়ও সম্মত হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

"গৌতম বুদ্ধ সারনাথের ডিয়ার পার্কে তাঁর প্রথম বাণী প্রচার করেন। ধর্ম চক্র কিংবা সত্য চক্র যা আইনের চক্র নামেও পরিচিত তা পাঁচজন শিষ্যের কাছে প্রথমবারের মত এখানেই তুলে ধরেন।" হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকালেন, 'এখানে লেখা আছে যে সারনাথে পাওয়া গেছে সপ্তম রাজকীয় নির্দেশ। একেবারে চকচকে মসৃণ একটা বেলে পাথরের পিলারের গায়ে খোঁদাই করা আছে।

মাথা নাড়ল কলিন আর বিজয়। ডা. শুকলার জ্ঞান দেখে দুজনেই বিস্মিত।

"শাহবাজগঁড়ে প্রাপ্ত রাজকীয় নির্দেশ" বলে চললেন ডা. শুকলা, "দুটো পাথরের উপর বিস্তৃত। একটা পাহাড়ের ঢালুতে, অন্যটা উপত্যকায়। শাহবাজগড়ই আজকের দিনের পাকিস্তান। এটাই একমাত্র রাজকীয় নির্দেশ যেটা খারোস্তি ভাষায় লেখা আর ডানদিক থেকে বা দিক করে পড়তে হয়। অনেক আগে এর নাম ছিল ইন্দো-ব্যাকট্রিয়ান আর আরিয়ানো-পালি যা এসেছে অ্যারামাইক

www.pathagar.com

(সিরীয় ভাষা) থেকে। বাকি সবকটিই ব্রাহ্মী ভাষায় লেখা। তার মানে অন্যদের চেয়ে আলাদা হাত হল লেখা।"

কলিন আর বিজয়ের চেহারা দেখে হেসে ফেললেন ডা. শুকলা; কাধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "তোমরা এত অবাক হচ্ছ কেন? আমি তো প্রাচীন ভারতীয় ভাষার উপরেই পড়াশোনা করেছি।"

"আমার মনে হয় আমি আরেকটা খুঁজে পেয়েছি" একটু পরেই বলে উঠল কলিন; খুশিতে ঝলমল করছে চেহারা; কাগজের দিকে তাকিয়ে বলল, "অষ্টম লাইন অনুযায়ী, তুমি যেন কিভাবে উচ্চারণ করেছিলে? ধোলি, তাই না?"

বিজয় এমনভাবে মাথা নাড়ল যে বোঝাই গেল তার ঘটে কিছুই ঢুকেনি। মজা করার লোভ সামলাতে পারল না কলিন, "ওকে ওকে, আমি ব্যাখ্যা করছি। এসব তোমার মতো মাথা মোটার কর্ম নয় বুঝলে।"

হেসে ফেলল রাধা। ওদের দুজনের খুনসুটি দেখে বন্ধুত্ব যে কতটা গাঢ় সেটাই ফুটে উঠছে। "ধোলি'র রাজকীয় নির্দেশে অন্যদের মতো এগারো-†তর নম্বর পর্যন্ত নেই; কিন্তু এমন দু'টো রাজকীয় নির্দেশ আছে যা আবার অন্যদের নেই।"

"লাকি গেম" বিড়বিড় করে উঠল বিজয়, "ঝড়ে বক মরেছে আর আগামী দশ বছর এটা নিয়েই লাফাবে।"

"আমার মনে হয় দ্বিতীয়টাও আমি বের করে ফেলেছি" এবারে জানালেন ডা. শুকলা "পূর্বেও এটার কথা পড়েছিলাম; তাই আরও আগেই খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়টি জাহাজ আসার অপেক্ষায় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সমুদ্র পানে।"

"এটা তো একটা বন্দর" মাঝখানে বলে উঠল কলিন।

"ইয়েস" ছেলেটার উত্তেজনা দেখে হাসলেন ডা. শুকলা। "টলেমীর আমলে সোপারা নামে প্রাচীন একটা সমুদ্র বন্দর ছিল। যেটা ছিল আসলে একটা বাড়ুজ্যিক কেন্দ্রস্থল। আর আরও প্রাচীনকালে এ জায়গায়টার নাম ছিল সুপ্পারাকা। এই মানচিত্র আর তোমার গবেষণা অনুযায়ী আজ সবাই একে চেনে সোপারা নামে।"

এবারে বিজয়ের খুশি হবার পালা। "সাতটা পেয়ে গেছি আমরা আর বাকি রইল দুই।"

"আমি আরেকটা বলতে পারব" দেঁতো হাসি দিল কলিন। "ষষ্ঠটি ...এখানে পিলারের রাজকীয় নির্দেশগুলোর কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি পিলারে ছয়টা করে রাজকীয় নির্দেশ থাকলেও মাত্র একটা একটু আলাদা। টোপরাতে সাতটা রাজকীয় নির্দেশ আছে। এই কারণেই অন্যগুলোর চেয়ে একদিক থেকে বড়।"

www.pathagar.com

ওর দিকে তাকাল বিজয়, "হুম, যুক্তি আছে।"

"সব হচ্ছে বুদ্ধির খেলা বুঝলে হে" উজ্জ্বল হয়ে উঠল কলিন, "এবারে বুঝতে পেরেছো তো আমি ছাড়া তুমি এক পাও এগোতে পারতে না। তাই না?"

"আর একটা কেবল বাকি আছে" হাসতে হাসতে ওকে থামিয়ে দিল বিজয়, "চতুর্থটি হচ্ছে সতের...এর মানে কী?"

ভ্রু-কুঁচকে ফেলল রাধা। মনে হচ্ছে কী যেন একটা মাথায় আসি আসি করেও আসছে না। নিশ্চুপ হয়ে আছে পুরো দল। এই লাইনটার মানে কী? এটা তো নিশ্চয়ই রাজকীয় নির্দেশগুলোর বয়স বোঝায়নি।

হঠাৎ করে রাধার চেহারায় উত্তেজনা দেখা দিল, "অন্ধ্র প্রদেশের ছোট্ট একটা শহর যেরাগুডি" ব্যাখ্যা করে জানাল ডাক্তার কন্যা। "খুব বেশি কোনো মিল না থাকলেও এখানে বড় আর ছোট সবকটি পাথুরে রাজকীয় নির্দেশই পাওয়া গেছে।"

শূন্য দৃষ্টি মেলে সবাই রাধার দিকে তাকাল।

"বুঝতে পারোনি? চৌদ্দটা বড় পাথুরে রাজকীয় নির্দেশ আর তিনটা ছোট সব মিলিয়ে হল কয়টা? সতেরটা। সবকটিই যেরাগুডিতে আছে।"

মাথা নাড়ল বিজয়, "অবিশ্বাস্য । প্রতিটা রাজকীয় নির্দেশ এর ঠিকানা কত বুদ্ধি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" নোটের দিকে তাকাল। "তাহলে পদ্যের লাইন অনুযায়ী লোকেশনগুলো হলঃ গার্নার, সোপারা, মাস্কি, যেরাগুডি, শাহবাজগড়, টোপরা, সারনাথ, ধোলি আর কান্দাহার।"

"এখন এগুলো নিয়ে কী করব?" চিন্তায় পড়ে গেল রাঁধা, এখনো তো কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আমি যতগুলো বই পড়েছি" বিজ্ঞের মত বলে উঠল কলিন, "সেখানে লোকেরা এরকম কোনো সূত্রের মর্মোদ্ধার করার পর নির্দিষ্ট স্থানগুলো ঘুরে দেখে বাড়তি কিছু জানা যায় কিনা তার আশায়। যদি আমরা ৯টা স্থানেই ঘুরে আসি তাহলে হয়ত আরও ৯টা সূত্র পেয়ে যাবো এভাবে করে একসময় গোপন ৯ পর্যন্ত পৌঁছে যাবো।"

"তুমি যে কি সব ছাইপাশ পড়ো" বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল বিজয়, "ব্যাপারটা আসলে ঠিক।"

"আমার মত আমার মুখটাও বড়, বুঝলে" গুঙ্গিয়ে উঠল কলিন। "এখন তাহলে একের পর এক পাথরের আশায় ভোঁ ভোঁ করে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হবে। দেখো, ঘুরতে আমার খারাপ লাগে না তাই বলে পুরো অশোক সাম্রাজ্য! তাছাড়া কান্দাহার তো বর্তমানে আফগানিস্তানে। তোমরা শোনোনি, তালিবানরা তো আমেরিকান কাউকে দেখলেই হল ঠাশ ঠাশ গুলি করে দেয়। সরি গাইজ, কিন্তু, আমার কারো প্র্যাকটিসের নিশানা হবার ইচ্ছে নেই।"

www.pathagar.com

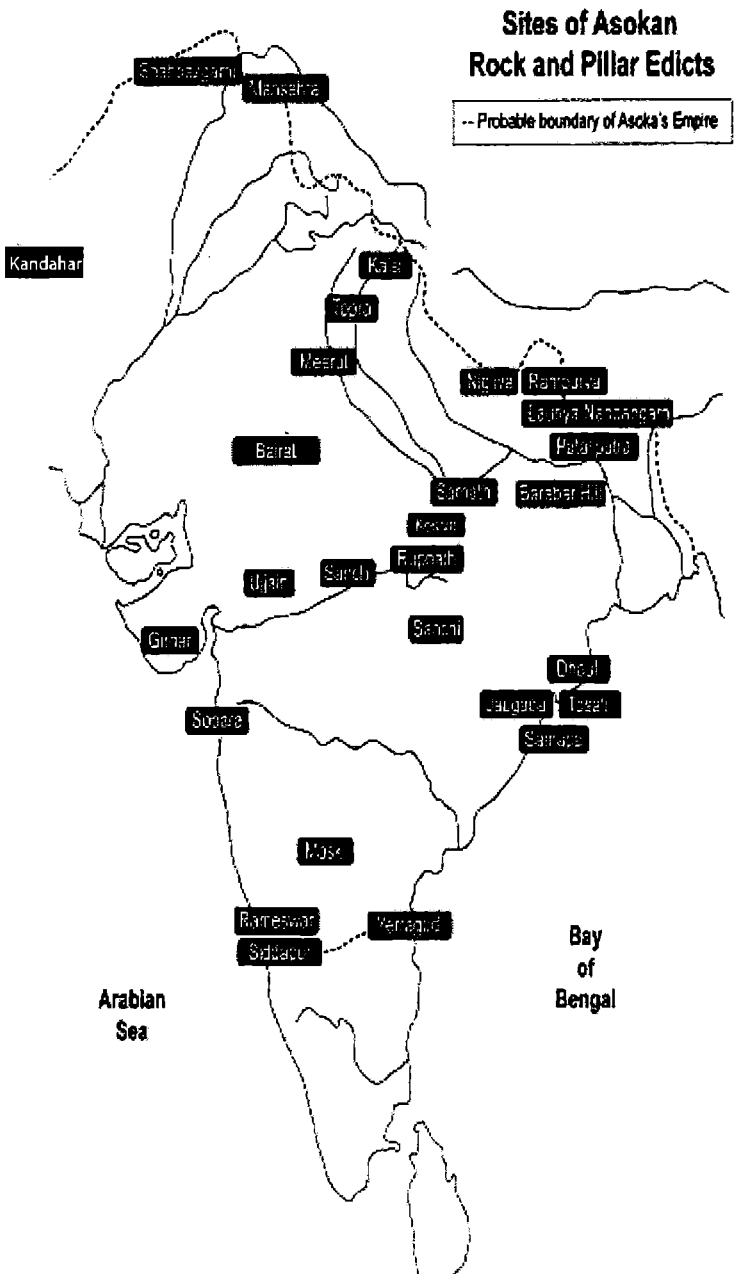

www.pathagar.com

মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা, "আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। প্রতিটা স্থানে সূত্র পাওয়া যাবে ভাবনাটা সত্যিই অবান্তর। ওরা নিশ্চয় এমন কোনো ব্যবস্থা করে গেছে যাতে গুপ্ত রহস্যটা কোনোভাবেই ধ্বংস না হয়; যেমন এই মেটাল ডিস্ক। তাছাড়া যদি থেকেও থাকে তাহলে মনে হয় না এত হাজার বছর পরে আর আছে।"

"এছাড়া কোনো উপায়ও তো দেখছি না" অশোকের রাজ্যসীমার মানচিত্রের দিকে তাকালো বিজয়। লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে ৯টা লোকেশন।

"অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো?" এবারে কথা বলল রাধা, "গার্নার, সোপারা, মাস্কি আর যেরাগুডি একদম সোজা একটা লাইন। আর শাহবাজগড়, টোপরা, সারনাথ আর ধোলি হল আরেকটা সোজা লাইন যা অন্য লাইনটার সমান্তরালে গেছে।"

হাঁ করে মানচিত্রের দিকে চেয়ে আছে বিজয়, "তাই তো, এতক্ষণ ওর চোখে পড়েনি কেন?"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখ। "তুমিই ঠিক রাধা। আমাদেরকে কেবল অশোকের রাজকীয় নির্দেশগুলো ফলো করতে হবে। আঙ্কেলও তো সেটাই বলে গেছেন?"

একটা রুলার আর লাল কলম নিয়ে গার্নার থেকে সোপারা পর্যন্ত লাইন টেনে দিল বিজয়। তারপর মাস্কি থেকে যেরাগুডি, রাধার কথা মতই একেবারে স্ট্রেইট লাইনে পড়েছে চারটা স্থান। এরপর শাহবাজগড়, টোপরা, সারনাথ আর ধোলিকে সংযোগ করে লাইন টানার পর দেখা গেল তা প্রথম লাইনেরই প্রায় সমান্তরাল।

"এবার ডিস্ক অনুযায়ী অশোকের রাজকীয় নির্দেশ ফলো করা যাক।" সবার দিকে তাকিয়ে হাসছে বিজয়। ধাঁধার সমাধান করতে পেরে এখন সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। "আমরা গার্নার থেকে সোপারা, মাস্কি হয়ে যেরাগুডি গেলাম। এরপর স্ট্রেইট গেছে উত্তরে শাহবাজগড় পর্যন্ত।" আরেকটা লাইন একে দু'জায়গাকে সংযোগ করল। "এরপর টোপরা, সারনাথ আর ধোলি হয়ে শেষ হল কান্দাহার।"

এবারে রুলার নিয়ে ধোলি আর কান্দাহারকে যুক্ত করল। এবারে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, আর অন্যেরা মানচিত্রের নতুন নকশার দিকে তাকিয়ে রইল।

যেরাগুডি থেকে শাহবাজগড়, আর ধোলি থেকে কান্দাহার পর্যন্ত লাইন দুটো একটা জায়গাতে পরস্পরকে ছেদ করে গেছে। আর ঠিক সে জায়গাতে আছে অশোকের আরেকটা রাজকীয় ফরমান।

www.pathagar.com

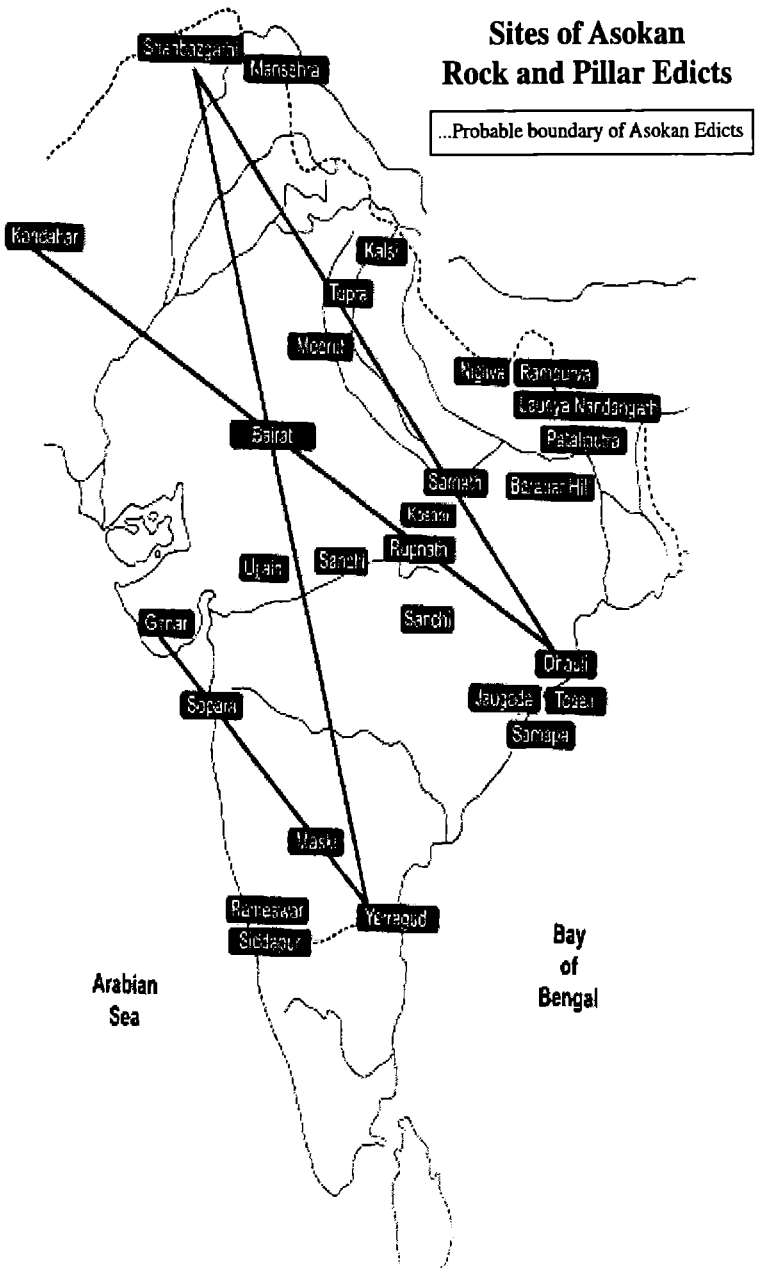

www.pathagar.com

"সত্যিই অবিশ্বাস্য" মাথা নেড়ে বলে উঠল কলিন, "এভাবে আঁকার ফলেই পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।"

ওর দিকে তাকিয়ে ধূর্তের মত হাসি দিল বিজয়, "আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের মাঝে বুঝি তোমার মগজটাই একটু বেশি।"

"ইয়েস; কিন্তু আঙ্কেলের ই-মেইলের সাহায্য না পেলে তো ব্যাপারটা বুঝতে না।" পাল্টা তিরস্কার করে বসল কলিন।

যা পেয়েছে তাতেই খুশি বিজয়।

"কলিন সত্যি কথাটাই বলেছে" একমত হল রাধা। "যদি কেউ পদ্যটাকে বুঝতে চায় অথচ নাই জানে যে তাকে রাজকীয় ফরমানগুলো অনুসরণ করতে হবে তাহলে খুব বেশিদূর যেতে পারবে না। এছাড়া অশোক আর রাজকীয় নির্দেশগুলো সম্পর্কে ভালো জ্ঞানও থাকতে হবে।"

"তাহলে আমরা এখন বৈরাত যাচ্ছি।"

প্রিন্ট আউটের মাঝখান থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়ে দেখল রাধা, "এটি রাজস্থানের ছোট্ট একটা শহর। জয়পুর থেকে চলিশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। অথচ এই ছোট্ট শহরটাতে ভারতের সবচেয়ে পুরনো বৌদ্ধ মন্দির আছে। এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এক ধ্বংসাবশেষ।"

"মানে?" জানতে চাইল কলিন।

"বিশদভাবে বলতে গেলে চৈত্য বৌদ্ধদের উপাসনাগৃহ" জানালেন ডা. শুকলা।

"একই সময়কার তৈরি ইট-কাঠের মন্দিরও পাওয়া গেছে" বলে চলল রাধা। "কলকাতাতে এশিয়াটিক সোসাইটির বিল্ডিঙে অশোকের রাজকীয় নির্দেশের কিছু অংশ রাখা আছে।"

"তার মানে বৈরাত হতে বাধ্য।" বলল কলিন। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে অশোকের পাথরের রাজকীয় নির্দেশ আর উপাসনার ধ্বংসাবশেষ একই সময়ে একই স্থানে পাওয়া গেছে।" বিশেষ করে দুটো রেখা যখন মানচিত্রে একই স্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

"জায়গাটা এখান থেকে তেমন দূরে নয়।" মন্তব্য করল রাধা। "আলোয়ার জয়পুর মহাসড়কে হওয়ায় বেশি হলে এক ঘণ্টার গাড়ি পথ।"

"চলো তাহলে।" উৎসাহিত হয়ে উঠল কলিন। অন্যেরাও মাথা নাড়ল। প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো একটা গুপ্ত রহস্য খুঁজে পাবে ভাবতেই কেমন যেন উত্তেজনা হচ্ছে।

"যদি গুপ্ত রহস্যটা খুঁজে পাই তাহলে কী করব?" ডা. শুকলার কথা শুনে থম মেরে গেল সবাই।

www.pathagar.com

"মহারাজাকে জানাব" তাড়াতাড়ি উত্তর দিল বিজয়। "একে সুরক্ষিত রাখার জন্য কী করতে হবে তা উনিই বুঝবেন।"

"তাহলে এখনই কেন বলছি না?" জোর করলেন ডা. শুকলা।

ভ্রু-কুঁচকে ফেলল বিজয়। "বুঝতে পারছি না। যদি দেখা যায় আমাদের ধারণা ভুল? যদি সূত্রকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে ভুল স্থানে চলে যাই? নিজেরা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বোধহয় বলাটা ঠিক হবে না। কিন্তু প্রফেসর গ্রেগকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবো আমাদের সাথে যাবেন কিনা। উনি নিশ্চয়ই ২০০০ বছরের পুরনো একটা রহস্য আবিষ্কারের সঙ্গী হতে পেরে খুশিই হবেন।" ঘড়ির দিকে তাকাল। "কয়েকটা জিনিস প্যাক করতে হবে। আধ ঘণ্টা পরে নিচের হলরুমে সবার সঙ্গে দেখা করব।"

www.pathagar.com

১৫
ষষ্ঠ দিন

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার্স, নয়া দিল্লী

ইমরান কিড়বাঈয়ের অফিসে বসে আছেন মাইকেল ব্লেক। এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যা হয়ত ব্লেক পছন্দ করবেন বলে উনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ইমরান।

"ব্যাপারটা অনেকটা ভাগ্যই বলতে পারেন" শুরু করলেন ইমরান।

"ফারুক সম্পর্কে?"

মাথা নাড়লেন ইমরান, "মারফির রিপোর্টটা দেখার পরেই ধারণাটা মাথায় এসেছে। মারফি গুড়গাঁওয়ের একটা হোটেলে চেক ইন করেছিল। কিন্তু গুড়গাঁওতেই কেন? দিল্লীতে কেন নয়? হতে পারে নির্দিষ্ট কোনো কারণে নয়। হতে পারে এটার পেছনে কোনো মতলব নেই। কিন্তু যদি থাকে?"

ভ্রু-কুঁচকে ফেললেন ব্লেক। "বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলতে চাইছেন। মারফি গুড়গাঁও বেছে নিয়েছে কারণ এলইটি দলও এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে।"

"ঠিক তাই। যার মাঝে আছে ফারুক আর আপনারা আড়িপেতে যে "আদেশের" কথা জানতে পেরেছেন সেও। তখনই মাথায় এলো পাগলামি। গুড়গাঁও পুলিশ এমনিতেই মারফিকে খুঁজতে ব্যস্ত। তার উপরে আমি খবর পাঠালাম ফারুক দিয়ে শুরু কিংবা সিদ্দিকী দিয়ে শেষ এমন যে কোনো লোককে ধরে নিয়ে আসার জন্য।"

"আর কিছু একটা পেলেন, তাই তো?"

খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন ইমরান। "ইয়েস, শুনলে তো আপনি বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। গুড়গাঁও পুলিশের কাছে ফারুকের বিরুদ্ধে একটা কেস রেজিস্টার করা হয়েছে; কিডন্যাপিং কেস। অভিযোগ হচ্ছে ফারুক আর তার এক সহকারী ইমতিয়াজ দুজন পুরুষকে কিডন্যাপ করে গুড়গাঁওতে বন্দি করে রেখেছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে গুড়গাঁও পুলিশের কাছে কেস রেফার করেছে জোনগঁড়ের এস এইচ ও; যেটা কিনা দিল্লী থেকে জয়পুর যাবার পথে

www.pathagar.com

ছোট্ট একটা গ্রাম। তার মানে যাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তারা জোনগঁড়ে থাকে।"

চিন্তিত হয়ে পড়লেন ব্লেক, "আর আপনার ধারণা এটাই সেই ফারুক? কিন্তু এরকম কোনো গ্রাম থেকে দুজন লোককে ধরে তার কী লাভ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

টেবিলের উপর থেকে ভাঁজ করা নিউজ-পেপার নিয়ে ব্লেকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন ইমরান। হেডলাইন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন ব্লেক।

"এর পরের লাইনগুলো পড়ুন।" "নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টের রহস্যজনক মৃত্যু" জোরে জোরে পড়ে ফেললেন ব্লেক। খানিক পরে জানালেন, "তার মানে এই বিখ্যাত রিটায়ার্ড নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টকে রহস্যময় কোনো কারণে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের স্থানে কোনো সূত্রও পাওয়া যায়নি। তবে সন্দেহ হচ্ছে একজন পাকিস্তানি এতে জড়িত।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে ফেললেন, "এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করলেও খুব বেশি কোনো অগ্রগতি হয়নি।"

নিউজ-পেপারটা ভাঁজ করে আবারো টেবিলের উপর রেখে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জানেন ইমরান আরও কিছু তাকে জানাবেন। "জোনগড় থেকে যে দুজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তাদের একজন এই নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টের ভাতিজা।"

উৎসাহ ফিরে পেলেন ব্লেক, "এখন বুঝতে পেরেছি। তার মানে আপনার ধারণা সায়েন্টিস্টকে হত্যা করে তাঁর ভাতিজাকে কিডন্যাপের ব্যাপারে ফারুক সিদ্দিকীও জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু কেন এই বিজ্ঞানীকে খুন করলো?"

"এলইটি ভারতে কী করছে তা আমি এখনো বের করতে পারিনি। বিভিন্ন রকম ধারণা করা হলেও যদি ভিডিও আর ফোন ট্যাপের কথোপকথন সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা সঠিক হয় তাহলে বলতে হবে যে এলইটি আর মারফির দল ভারতে একসাথে কোনো প্রজেক্টে কাজ করছে। প্রজেক্টের দলনেতা হচ্ছে ফারুক; যে নিজেও একজন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী। সে এবং যিনি খুন হয়েছেন সেই ভারতীয় বিজ্ঞানী বিক্রম সিং, দুজনেই নিজ নিজ দেশের নিউক্লিয়ার বোমা তৈরিতে কাজ করেছিলেন। এত এত কাকতালীয় ঘটনা একসাথে কিভাবে হচ্ছে! যদি এমন হয় যে বিক্রম সিংয়ের কাছে কিছু ছিল যার পিছনে ছুটছে ফারুক? তথ্য, প্ল্যান, ডিজাইন...যে কোনো কিছু হতে পারে। আর এ ব্যাপারে ভাতিজাও কিছু জানে তাই তাকেও কিডন্যাপ করা হয়েছিল।" কিন্তু কোনোভাবে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে তাদের নামে কেস করে দিয়েছে এই ছেলে।"

"তাহলে কী পরিকল্পনা করা যায়?"

www.pathagar.com

হেসে ফেললেন ইমরান। "আমরা এখন জোনগঁড়ে বিজয় সিংয়ের সাথে দেখা করব। দেখা যাক আমাদের ধারণাগুলো খাপে খাপে মিলে যায় কিনা।"

বাইজাক-কি-পাহাড়ি

দিল্লী আর জয়পুরকে সংযুক্ত করা হাইওয়ে ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে রাধা। অথচ পাশ দিয়ে হাই স্পিডে ছুটছে ট্রাক, কার আর জিপ। রাধার পাশেই প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে বিজয়। পেছনে কলিন আর ডা. শুকলা। মহারাজার সাথে মিটিং থাকাতে আসতে অপারগতা জানিয়েছেন প্রফেসর হোয়াইট। কিন্তু আসতে না পেরে রীতিমত বিমর্ষ বোধ করছেন প্রফেসর। এদিকে বিজয় আবার বায়না ধরেছে তারা ফেরার আগে এ ব্যাপারে মহারাজাকে কিছু জানানো চলবে না। তাই মিটিং ক্যানসেল করার কোনো অজুহাত খুঁজে পেলেন না প্রফেসর হোয়াইট।

সাথে আনা রাজস্থানের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে বাম দিকে টার্ন নিতে হবে; কিন্তু হাইওয়ে থেকে এমন কোনো মোড় পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল পাশের মাঠের মধ্য দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে কয়েকটা কাঁচা রাস্তা। কোনোরকম মার্কিংও নেই।

আবারো ম্যাপের দিকে তাকাল বিজয়, "আমরা এইমাত্র প্রাগপুর পার হয়ে এসেছি। প্রাগপুর আর শাহপুরের মাঝখানে এসেই টার্ন নিতে হবে। ম্যাপে কেবল এতটুকু নিশানা দেয়া আছে।"

"তাহলে এখানেই আশে পাশে কোথাও হবে হয়ত" জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কলিন। ফেলে আসা মাইলস্টোন দেখে জানাল, "শাহপুর থেকে মাত্র পনের কি. মি. দূরে আছি।" "কাউকে জিজ্ঞেস করা যাক।" জং ধরা কাঠ আর খঁড়ে ছাওয়া এক সারি দালানের সামনে পার্ক করা ট্রাকের বহর দেখে বলে উঠল রাধা।

গাড়ি থেকে নেমে সবচেয়ে কাছের কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিজয় আর কলিন। ভেতরে চারপায়ার উপর বসে আছে ট্রাকের আরোহীরা। "বৈরাতে কিভাবে যেতে হবে?" হিন্দীতে জানতে চাইল বিজয়।

"হাইওয়ে ধরে সোজা ছয় কি. মি. যাবার পরে বাম দিকে মোড় নিলেই পৌঁছে যাবেন।" কৌতূহলী হয়ে দুই বন্ধুকে দেখছে লোকগুলো। "মার্কেটের ঠিক আগে আগেই পড়বে মোড়টা।"

স্থানটির খোঁজ জেনে নিয়ে আবারো গাড়িতে উঠে পড়ল বিজয় আর কলিন। খানিক এগোবার পরেই বেশ লোকবসতি চোখে পড়ল। হয়ত

www.pathagar.com

শাহপুরের শহরতলী। নির্দেশ মত বাম দিকে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নেমে পড়ল রাধা।

এক রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল যে, তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা প্রথমে ভালো থাকলেও আস্তে আস্তে বেশ ভাঙাচোড়া হয়ে উঠল; ছোট ছোট গর্তে ভরা রাস্তার দুপাশেই দেখা গেল কাঁটাঝোপে ভর্তি বালুমাটি।

বালির বিস্তৃত অঞ্চল পেরিয়ে উঠে গেছে আরাবালি পাহাড়; নিচু পাথুরে পাহাড়গুলোর গায়ে ছোট ছোট হরেক রকমের গাছ। প্রতিটা পাহাড়ের উপর পাথরের বড় বড় চাই থাকলেও আশে পাশে লোকবসতির কোনো চিহ্ন নজরে পড়ল না।

সম্রাট অশোক কেন এমন পরিত্যক্ত একটা অঞ্চল বেছে নিলেন সে কথা ভেবে নিজের বিস্ময়ের কথা জোরে জোরে জানাল কলিন।

"তখনকার দিনের অবস্থা হয়ত ভিন্ন রকম ছিল" উত্তর দিলেন ডা. শুকলা, "দুই হাজার বছর আগে এ জাগাটা সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বাণিজ্যিক রুট হিসেবে ব্যবহৃত হত। অশোক সবসময় চাইতেন যেন তাঁর রাজকীয় ফরমান যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। বিভিন্ন বন্দর, গুরুত্বপূর্ণ শহর আর স্থানে এগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যেন পথশ্রমে ক্লান্ত ভ্রমণার্থীরাও বিশ্রাম নিতে পারে। এটাও নিশ্চয় এরকমই কোনো জায়গা ছিল।"

রাস্তায় আর কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। বিশ মিনিট পরেই বদলে গেল রাস্তার দুপাশের বালি আর কাঁটাঝোপের চিত্র। মাটির তৈরি ঘরের সারি দেখার পর বুঝতে পারল গ্রামে পৌঁছে গেছে। দিনের এ সময়টাতে তেমন কাউকে নজরে পড়ল না।

"এখন পাহাড়টাকে কোথায় খুঁজব?" অবাক হয়ে গেল কলিন।

"বাইজাক-কি-পাহাড়ি" আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন ডা. শুকলা। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা তথ্যে পাওয়া গেছে এ পাহাড়েই আছে অশোকের রাজকীয় নির্দেশ আর সেই আশ্রম।

"হ্যাং অন, একটা সাইন দেখা যাচ্ছে" রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা একটা তিন ফুট পিলারের গায়ের লেখা পড়ার জন্য বকের মত গলা বাড়িয়ে দিল বিজয়।

"ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট" পড়ে চলল, "বাইজাক-কি-পাহাড়ি এখান থেকে আরও চার কি. মি. দূর।"

দুষ্টামি করে হাসল রাধা, "আহারে তুমি শুধু শুধু কষ্ট করলে। তীর চিহ্ন এঁকে থাকা আরেকটা কাঠের পোস্ট দেখাল। সাদা রঙ দিয়ে লেখা বাইজাক-

www.pathagar.com

কি-পাহাড়ি। ডানদিকে নেমে যাওয়া একটা মেঠোপথের দিকে ইশারা করছে সাইন।

দ্বিধায়-পড়ে গেল বিজয়, "তুমি নিশ্চিত যে এই সাইনটাই ঠিক? এই পথ দিয়ে কোনো হিস্টোরিক্যাল সাইটে যাওয়া যায় বলে তো মনে হচ্ছে না।"

কিন্তু এরই মাঝে গাড়ি ঘুরিয়ে নেমে গেল রাধা। সরু রাস্তাটাতে কেবল মাত্র একটাই গাড়ি চলতে পারবে। দুপাশে প্রায় বিশ ফুট উঁচু খোঁচা খোঁচা কাঁটা গাছের দেয়াল।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রাধা। মাঝে মাঝে গর্ত ছাড়াও বহু বছর ধরে উটেটানা গাড়ি চলাচল করাতে অবস্থা খুবই বেহাল। ডানে-বামে এঁকে-বেঁকে এগিয়েছে পথ আর মাঝে মাঝেই রাস্তার উপর ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে থাকা গাড়িটাকে তাকিয়ে দেখছে ছোট ছোট কৌতূহলী ছেলে-মেয়ে।

এভাবে খানিকক্ষণ এগোবার পর রাস্তার ডানপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে হোয়াইটওয়াশ করা মাটির দেয়াল ঘেরা একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একজন মানুষ।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে লোকটাকে হিন্দিতে সম্ভাষণ জানাল রাধা; জানতে চাইল, "বাইজাক-কি-পাহাড়ি কোথায়?"

কাছে এসে রাস্তার শেষ মাথায় ইশারা করে লোকটা প্রস্তাব দিল, "আপনারা চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি।"

নিজের নামও জানাল–চুন্নিলাল। আরও বলল, রাধারা গাড়িতেই যাক, সে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করবে।

মাটির রাস্তাটা এবারে হয়ে গেল পাকা সড়ক। এমনকি মসৃণ পাথরে ঢাকা বিশাল একটা খোলা চত্বরও দেখা যাচ্ছে। এক কোণাতে ছোট্ট একটা পিলার। চারপাশে কেবল দুইশ থেকে তিনশ ফুট উঁচু উঁচু ছোট পাথুরে পাহাড়।

সবাই গাড়ি থেকে নেমে হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে কাটাতেই এসে পড়ল চুন্নিলাল।

পিলার দেয়া দালানটার ছাদের উপর নাচানাচি করছে কালো মুখওয়ালা ছোট জাতের একদল বানর। কাঁটাঝোপ আর পাথরে ঢাকা পথটা দিয়ে সবচেয়ে কাছের পাহাড়ের দিকে এগোল বিজয়দের দল। সাথে চুন্নিলাল। একটু পরেই দেখা গেল আরেকটা মেঠো পথ আর তারপর পাথরে বাঁধানো আরেকটা রাস্তা। এখান থেকেই পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে চওড়া সব পাথরের সিঁড়ি।

"মাত্র কিছুদিন আগেই সরকার এ সিঁড়িপথ নির্মাণ করেছে।" বোঝা গেল চুন্নিলাল বেশ খবর রাখে।

www.pathagar.com

পাথরের সিঁড়ির উপরে দশ ফুট উঁচু বোল্ডারের টাওয়ার। পাহাড়ের উপর যতই উঠেছে ততই তীক্ষ্ণ সব বাঁক নিয়েছে। পুরো পাহাড় ভর্তি পাথর আর বিশাল বড় বড় সব বোল্ডার। যতদূর চোখ যায় সবুজ বলতে কেবল কন্টকিত পাতা আর শুকনো কাঁটা ঝোপ।

একেবারে সবার আগে যাচ্ছে বিজয় আর কলিন।

ডা. শুকলাকে সাহায্য করছে রাধা।

অবশেষে শেষ হল সিঁড়ি। দেখা গেল বিশাল পাথরে ছাওয়া প্রাকৃতিক এক ছাদ। সিঁড়ির বাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটা দেয়াল; একেবারে সাম্প্রতিককালে তৈরি। এর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন একটা ইটের কাঠামো; উচ্চতা বড় জোর দুই ফুট। বয়সের ভারে কালো হয়ে গেছে ইট, আর দেখে মনে হচ্ছে ছাদের দিকে চলে গেছে আরেকটা সিঁড়ি যেটা পাথরের দেয়ালের পিছন দিক দিয়ে এগোলেও বিজয়রা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

"এটাই সম্ভবত সেই জায়গা,

ফিসফিস করে কলিনকে জানাল বিজয়; উত্তেজনায় ঝিকঝিক করে জ্বলছে চোখ।

পেছনে আসার জন্য ইশারা করে পাথুরে দেয়ালের কাছ থেকে ডানদিকে চলে গেল চুন্নিলাল; যেখানে ছোট্ট একটা পাথরের উপর পঁচিশ ডিগ্রি এঙ্গেলে হেলে আছে লম্বা, আয়তাকার আরেকটা পাথর। এটার উদ্ধত মাথা দেখে মনে হচ্ছে যেন চারপাশের পাহাড়গুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এক বিশাল আর ক্রোধে উন্মত্ত দৈত্য।

বাবাকে নিয়ে ছাদে উঠে এলো রাধা। কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। বিজয়ের নাম ধরে ডাকতেই দৈত্যের মত পাথরের পেছন থেকে উত্তর এলো। "এদিকে এসো" ওদেরকে ডাকল বিজয়, "দেখে যাও, কী পেয়েছি।"

ওকে অনুসরণ করে পেছনে আসতেই একটা প্রাকৃতিক গুহার বাইরে সিমেন্টের তৈরি করা প্লাটফর্ম দেখতে পেল। প্লাটফর্মের উপর ক্রস লেগ্ করে বসে আছে কলিন। বোঝাই যাচ্ছে বেশ উসখুশ করছে। তার সামনে চুন্নিলাল ছাড়াও বসে আছে আরেকজন লোক। আলু থালু লোকটার মাথায় অবিন্যস্ত চুল আর মুখে জট পাকানো দাঁড়ি। দুজনেই বিড়ি খাচ্ছে।

"গুহার ভেতরে থেকে মন্দিরের দেখাশোনা করেন এই বুড়া বাবা" আস্তে করে জানাল বিজয়। "পুরোপুরি অন্ধ হলেও গ্রামবাসী আর এখানে আসা পর্যটকদের ডোনেশনের উপর ভিত্তি করে বেঁচে আছে।"

www.pathagar.com

রাধাকে দেখে হাসল কলিন, "এটাই বিস্ময়কর। এই গুহাটার ইতিহাস প্রায় ৫০০০ বছরের পুরনো। তুমি যা বলেছ সরাসরি সেই মহাভারতের চরিত্রগুলোর সাথে জড়িত। অসাধারণ, তাই না! গীতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সূত্র খুঁজে পেলাম; তারপর এমন একটা নির্দিষ্ট স্থানে চলে এলাম যা মহান সম্রাট অশোক আর ৯-এর সাথে সম্পর্কিত এমনকি মহাভারতেরও একটা লোককাহিনি আছে এখানে। সেই পাঁচজন ভাইও এখানে এসেছিলেন; কী যেন নাম তাঁদের?"

"পাণ্ডব" তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিলেন ডা. শুকলা, "এখানে পাণ্ডব ভ্রাতারা এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। লোককাহিনি অনুযায়ী নির্বাসনে থাকাকালীন দেবতা কৃষ্ণের সাথেই এখানে এসেছিলেন পাণ্ডব ভ্রাতারা। একটা বিয়ের উৎসবে যোগ দেবার জন্য ওদেরকে সারারাত থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু নিজের কাছে থাকা প্রচুর সোনা আর গহনা লুকোবার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না দেবতা কৃষ্ণ। তাই এ গুহাতেই রেখে দেন যা পরবর্তীতে মন্দির হয়ে যায়। অথচ এর পরে সেসব মহামূল্যবান রত্ন নেয়ার জন্য তিনি আর ফিরে আসেননি। আর সম্পদগুলো এখনো এখানেই মাটি চাপা দেয়া আছে। কারো কারো মতে গুহার ভেতরে ঢুকলে এখনো এসব ধনরত্ন দেখতে পাবে বটে কিন্তু তোমার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে।"

"গুপ্তধন সম্পর্কে একটা প্রাচীন গল্প" চিন্তিত স্বরে বলে উঠলেন ডা. শুকলা, "কোনো কিছুকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই জন্ম নিয়েছিল এরকম বহু প্রাচীন কাহিনি। যদি এমন হয় যে ৯-এর রেখে যাওয়া গুপ্ত রহস্যের জন্যই তৈরি হয়েছে এ গল্প? মন্দির আর এই কাহিনি প্রচলিত থাকাতে কেউ হয়ত কখনো চেষ্টাই করবে না এতে প্রবেশ করার জন্যে।" "কিন্তু আমাদের তো এগিয়ে গিয়ে দেখা উচিত যা দেখতে এসেছি?" অধৈর্য হয়ে উঠল বিজয়। চুন্নিলালের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে গুহা-বাবার দিকে তাকিয়ে মাথা নত করল; তারপর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল। এরপর সবাই মিলে চুন্নিলালের সাথে নেমে পড়ল একটা মেঠো পথে। খানিক এগোবার পর ছোট ছোট পাথর ভর্তি একটা ঢিবি দেখা গেল। পাশেই পাথরের দেয়াল। এখান থেকেই দ্বিতীয় তলায় উঠে গেছে অল্প কয়েকটা সিঁড়ি। দুপাশে পাথর দেয়া মাটির রাস্তা গিয়ে ইটের পাটফর্মে শেষ হয়েছে। সিমেন্ট যথাযথভাবে না লাগাতে ইটের বয়স ভালোই বোঝা যাচ্ছে। বেশিরভাগ ইটই হয়ত সেই প্রাচীনকাল থেকেই এখানে আছে।

এর উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা চক্রাকার দেয়াল; পূর্বদিকটা খোলা। গিয়ার হুইলের মত দেখতে। আর প্রতিটি দাঁতের ফাঁকে এমনভাবে গ্যাপ রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে যা চারপাশের গোলাকার দেয়ালের সাথে একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য তৈরি করেছে। খাঁজকাটা চাকাটা সম্পূর্ণভাবে সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। একটাও ইট চোখে পড়ছে না। হঠাৎ করেই একপাশে সরে গিয়ে দূরের কিছু একটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল চুন্নিলাল। রাধারাও এগিয়ে এলো।

সামনেই হেলে আছে আরেকটা ছাদ। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় তৈরি পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি উচ্চতার ছাদের চারপাশে পাথরের দেয়ালও দেখা যাচ্ছে। ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি।

"ওখানে কী আছে?" জানতে চাইল বিস্মিত কলিন।

"চলো গিয়ে দেখে আসি" সিঁড়ির দিকে এগোল বিজয়।

লাফিয়ে লাফিয়ে খানিক উঠতেই দেখা গেল ছাদের নিচে দশ ফুটের মত একটা চত্বর। এখান থেকে উঠে গেছে পাথরের দেয়াল। ডানদিকে দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরি একটা প্লাটফর্ম, আর মাত্র ৯টা সিঁড়ি। দ্রুত উপরে উঠে এলো বিজয়। তাকালো সামনের ধ্বংসাবশেষের দিকে। কিন্তু শতবর্ষের পুরনো আর কিছু চোখে পড়ল না। কেবল মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচুতে দেখা যাচ্ছে একটা ইটের দেয়াল।

কলিন আর রাধাও উঠে এলো।

"এটাই কি সেই আশ্রম?" চারপাশে তাকিয়ে জানতে চাইল কলিন।

মাথা নাড়ল রাধা, "হয়তো।"

ডানদিকে বেশ কিছু চারকোণা ইটের প্লাটফর্ম। দুই-ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে সারি বেঁধে ছাদ পর্যন্ত চলে গেছে।

"এখানে আর কিছু নেই" সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এলো বিজয়। পেছনে এলো কলিন আর রাধা।

একেবারে নিচে পৌঁছাতেই চুন্নিলাল শোনাল আরেকটা কাহিনি।

"এই চক্র" খাঁজকাটা চাকার দিকে ইশারা করল, "সেই পাণ্ডবদের আমলের।"

"মানে?" আগ্রহী হয়ে উঠলেন ডা. শুকলা।

"এই চক্রের নক্শা" ব্যাখ্যা করে শোনাল চুন্নিলাল, "নেয়া হয়েছে প্রাচীনকালে তাঁরা যে ঘুঁটি খেলতেন সেখান থেকে। পাণ্ডবরা যেন খেলা করতে পারেন সে কারণেই তৈরি হয়েছে এ কাঠামো।" "পাহাড়ের উপর বসে কেন ঘুঁটি খেলবেন?" জানতে চাইল কলিন।

"কারণ এ পাহাড়টার কিছু বিশেষ শক্তি আছে" উত্তর দিল চুন্নিলাল। "পুরাণ অনুযায়ী এই পাহাড় মানুষের মনে প্রভূত শিক্ষা আর জ্ঞানের সঞ্চার করে। তাই তাঁরা ভালো খেলতে পারবেন।"

www.pathagar.com

সুযোগের উপর নির্ভরশীল একটা খেলাকে জ্ঞান আর বুদ্ধি কিভাবে সাহায্য করতে পারে বুঝতে পারল না কলিন। কিন্তু কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যেতেই বাধা দিলেন শুকলা। উত্তেজনায় ঝলমল করছে উনার চোখ। "আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব কলিন।" বিজয়ের দিকে তাকালেন, "এই সেই জায়গা আর কোনো সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু আমরা কোথায় খুঁজব?" চারপাশে তাকাল বিজয়। "সবকিছুই সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। যদি ৯-এর কোনো চিহ্ন থেকেও থাকে তা সময়ের প্রবাহে কিংবা সংস্কার কাজ করতে গিয়ে ঢাকা পড়েছে।"

"আমার সেটা মনে হচ্ছে না" আস্তে আস্তে বলে উঠল রাধা। অন্যেরা যখন কথা বলছিল তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে ঘুরে এসেছে পুরো ধ্বংসাবশেষ। "আমার ধারণা উনারা একটা চিহ্ন রেখে গেছেন; একেবারে স্পষ্ট।" চলো হোটেলে ফিরে যাই, তারপর তোমাদেরকে জানাব।"

www.pathagar.com

১৬
ষষ্ঠ দিন

গুড়গাঁও

"ওরা বৈরাতে গিয়েছে?" খবরটা শুনে বিরক্তিতে ভ্রু-কুঁচকে ফেলল ফারুক, "আর এখন আমাকে বলছেন?" প্রচণ্ড রাগ হলেও নিজেকে সামলালো। ক্ষেপে গিয়ে এখন কোনো লাভ হবে না। অন্তত লাইনের অন্যপাশে যে লোকটা আছে তার ক্ষেত্রে তো নয়ই।

"এসব কথার মানে কী?" ফারুকের মুড বুঝতে পেরে কাটা কাটা স্বরে বলে উঠল লোকটা। "কথা হচ্ছে ওরা কেন ওখানে গেছে? নিশ্চয় কিছু আছে।"

"কী আছে?" ইমতিয়াজের দিকে তাকালো ফারুক। শব্দটা শোনার পর থেকেই নিজের ল্যাপটপে টাইপ করে চলেছে সে। গুগলে সার্চ করতেই বিজয় আর তার বন্ধুদের মত একই তথ্য পেয়েও গেল।

"যদি এখানে অশোকের আমলের কোনো ধ্বংসাবশেষ থেকে থাকে তাহলে তার সাথে ৯-এর সম্পর্কও আছে।"

মাথা নাড়লো ফারুক। "বুঝতে পারছি না। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো তো মিলছে না।"

"মানে?"

"গুহার বিবরণ মনে নেই? জঙ্গলে ঘেরা একটা পাহাড়। কিন্তু এ জায়গাটা তো রাজস্থানে। পুরোপুরি মরুভূমি। গত ২০০০ বছর আগেও এখানে কোনো জঙ্গল ছিল না। আর টেক্সট অনুযায়ী একটামাত্র পাহাড়ের পাদদেশে থাকা গুহার ভেতরে পাওয়া গেছে সেই গুপ্ত রহস্য। কিন্তু এ জায়গাটার তো চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা।" "কিছুই যদি না থাকত তাহলে সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই ওরা ওদের সময় নষ্ট করত না।"

"বলছি না যে ওখানে কিছু নেই, শুধু বলতে চাইছি যে ওখানে হয়ত আমরা কিছু পাবো না। ওটা সেই লুকানো স্থান না।"

www.pathagar.com

"তারপরেও গিয়ে দেখো ওরা আসলে কী খুঁজে পেয়েছে।" খুট করে আওয়াজ করে ফোন রেখে দিল কলার।

প্রচণ্ড রাগ নিয়ে হাতের রিসিভারের দিকে তাকিয়ে রইলো ফারুক। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে ইমতিয়াজের দিকে তাকালো, "লোকজনকে তৈরি হতে বলো। দশ মিনিটের মাঝে বেরিয়ে যাবো।"

গুরুত্বপূর্ণ এক সূত্র!

পুরো দলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাধা। জয়পুরের হোটেলে বিজয়ের রুমে এসে জড়ো হয়েছে সবাই।

"খাঁজকাটা চাকাটার চারপাশে ঘুরতে গিয়েই চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে" পদ্য লেখা মেটাল ডিস্কটা হাতে তুলে নিল, "এটার দিকে তাকাও; তারপর মনে করে দেখো কী কী দেখেছো আজ।" সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরল ডিস্ক।

সাথে সাথে চমকে উঠল সবাই।

"এটা তো একদম বৈরাতের স্ট্রাকচার।" কপাল চাপড়াতে লাগল কলিন।

গুঙ্গিয়ে উঠল বিজয়, "আমরা কী গাধা!"

হেসে ফেলল রাধা, "তোমরা যখন মহাভারত নিয়ে কথা বলছিলে আমি তখন চাকাটার খাঁজ গুনে দেখেছি। সাতাশ; ঠিক এই ডিস্কের চাকাতেও এ কয়টা খাঁজ আছে।"

"তার মানে চুন্নিলাল যেটাকে পাণ্ডবদের খেলার ঘুঁটি বলছিল সেটার সাথে এর সম্পর্ক আছে?" বাতাসে হাত ছুঁড়ল কলিন, "কতটা বুদ্ধিমত্তার সাথেই না সূত্রটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!"

"আমার মনে হয় এখানে আরও কিছু আছে" বলে চলল রাধা। "বৈরাতে দেখা কাঠামোটার মতই এই ডিস্কের খাঁজকাটা চাকা আর বাইরের চক্রের গ্যাপগুলো একই। কিন্তু পদ্যটা মেলানোর সময় তো বাইরের আর ভেতরের চক্রের গ্যাপগুলো সমান হয়নি। যদি সমান করা যায় তাহলে কী ঘটবে?"

"কিন্তু ডিস্কটা তো খাপে খাপে আটকে গেছে" মনে করিয়ে দিল কলিন। "তাই চক্রটাকে ঘোরাতে হলে চাবিটাকে আবার খুলে নিতে হবে।"

চাবিটা বের করে খাঁজকাটা চাকাকে ঘোরালো রাধা। ফলে বাইরের চক্রের সাথে গ্যাপগুলো মিশে গেল।

নরম শব্দে একটা ক্লিক আওয়াজ শোনা গেল।

"কী হল?" ডিস্কের উপর ঝুঁকে এলো কলিন।

www.pathagar.com

কিন্তু কোনো পরিবর্তন তো চোখে পড়ছে না। ভ্রু-কুঁচকে ফেলল রাধা। টেবিলের উপর থেকে ডিস্কটাকে হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

ধাতব ঢাকনাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পদ্যের প্রথম আর শেষ লাইন লেখা বাইরের চাকাটা আলাদা হয়ে গেছে। আরেকটা অংশ হল খাঁজকাটা চাকা আর চাবি।

"অদ্ভুত তো" সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন ডা. শুকলা। "দুটো ঢাকনার জয়েন্ট তো আগে চোখেই পড়েনি।" "যেই এটা বানিয়ে থাকুক না কেন তার প্রযুক্তি জ্ঞান ছিল অসাধারণ।"

"বলা যায় কর্মদক্ষতা" মন্তব্য করল বিজয়, "২০০০ বছর আছে প্রযুক্তি? ঠিক যেমন ৯-এর লেখা ৯টা বই।"

খুব সাবধানে দুটো অংশকে পৃথক করে চাকাওয়ালা পার্টটা টেবিলের উপর রাখল রাধা।

বিভিন্ন সার্কেল, স্কোয়্যার আর আয়তক্ষেত্রের রেখায় ভরে আছে পুরো ধাতু।

সবার আগে দেখল কলিন, "বৈরাতের মানচিত্র।"

"আর গিয়ারহুইলের চারপাশে স্কোয়ার আর সার্কেলগুলো হল ছাদ থেকে দেখা ধ্বংসাবশেষ" শেষ করল রাধা।

"কী আছে ওখানে?" গিয়ার হুইলের ঠিক উপরে থাকা ছোট্ট একটা সমান্তরাল ক্ষেত্রের দিকে ইশারা করল বিজয়, "অন্য সবকিছুর নকশা করা থাকলেও এটা কেন ত্রি-মাত্রিক?"

কথা শেষ করার আগেই পেয়ে গেল উত্তর, "আরে এটা তো একটা ট্র্যাপডোর।" "কিন্তু কোথায়?" মাথা চুলকাতে লাগল কলিন। "আমরা তো সবটুকু জায়গা খুঁজে এসেছি।"

"এটা হচ্ছে গ্যাপগুলোর ঠিক বিপরীতের কোনো একটা চিহ্ন।" জানাল রাধা।

কিছুক্ষণের জন্য সবাইই চুপ করে গেল। ভাবছে কোথায় আছে সেই দরজা। অবশেষে কথা বলল কলিন, "আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি কোথায়" খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা; "চলো আবার ওখানে যাই, তারপর তোমাদেরকে দেখাব।"

www.pathagar.com

১৭
ষষ্ঠ দিন

বৈরাত

অন্ধকারের আবরণে ঢাকা পাহাড়টার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়। আকাশের আধ-ভাঙা চাঁদের ছায়া এসে পড়েছে চারপাশের গাছপালা, পাথর আর ঝোপ ঝাঁড়ের উপর।

"চলো।" লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের দিকে এগোল বিজয়। ব্যাগ থেকে বের করে নিল একটা পোর্টেবল ল্যাম্প। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল শক্তিশালী আলো, আঁধার কেটে গিয়ে আলোকিত হয়ে উঠল নুড়ি বিছানো পথ।

ঘাঁড় বাঁকিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "দেখা যাক ৯-জন এসে এখানে কী লুকিয়ে গেছে।"

আগের দিন যেখানে খাঁজকাটা চাকাটা দেখে গিয়েছিল, সবাই সেখানে উঠে এলো, "ওকে, তো কোথায় সেই ট্র্যাপডোর?" কলিনের দিকে তাকাল বিজয়।

গিয়ার হুইল লাগান ধাতব ঢাকনাটা বের করে আনল কলিন, "দেখো তাহলে। এটা কিন্তু গোলাকার কিংবা চতুর্ভুজ নয়, সমান্তরাল, তাই না? কেন? এখানকার প্রতিটা জিনিসের কেবল ডান দিকটা বাঁকানো। সমান্তরাল নয়। তার মানে জায়গাটা খাঁজকাটা চক্রের উপরেই হবে।"

তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা ধরে ফেলল বিজয়। দুটো বড় বড় ছাদের মাঝখানে থাকা ছোট্ট চত্বরটার উপর আলো ফেলল।

সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানের ছাদ পর্যন্ত উঠে পরীক্ষা করে দেখল প্লাটফর্ম। নিচের চৈত্যতে যে ইট আছে ঠিক সেই একই ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে এ প্লাটফর্ম। উপরের আশ্রমটাও।

প্লাটফর্মের মেঝেতে আলো ফেলল বিজয়।

কিছুই নেই।

"এখন?" অবাক হয়ে গেল রাধা।

www.pathagar.com

ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আরেকটা ল্যাম্প বের করে আনল বিজয়। "নাও" তুলে দিল কলিনের হাতে। "এটা দিয়ে চারপাশে আরও ভালোভাবে দেখতে পাবে তোমরা।"

আবারো উপুড় হয়ে প্লাটফর্ম দেখতে লাগল সবাই।

হঠাৎ করেই যেন একেবারে জমে গেল। টর্চের আলোয় ফুটে উঠল পরিচিত একটা চিহ্ন। একমাত্র অলংকরণ।

৯টা স্পোক লাগান হুইল।

উত্তেজনায় পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল সবাই। এর নিশ্চয় কোনো মানে আছে।

"এটাই হয়তো সেই ট্র্যাপডোরের নির্দেশক" বলে উঠলেন ডা. শুকলা, যদিও খানিকটা দ্বিধা করছেন। "কিন্তু কতটা বিশ্বাসযোগ্য বুঝতে পারছি না। মনে রেখো, এ ধ্বংসাবশেষের বেশির ভাগ অংশই নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই গ্যারান্টি কোথায় যে হুইল আঁকা এই ইটটাকেও আগের জায়গামতই বসানো হয়েছে?"

প্লাটফর্ম প্রায় স্পর্শ করে ফেলেছে বিজয়ের নাক।

"তুমি কি গন্ধ শুকে বের করবে নাকি?" মুচকি হাসছে কলিন।

"ডোরটা পাওয়া যাবে এমন কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা দেখছি।"

আস্তে আস্তে পুরো প্লাটফর্মটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সবাই। কিন্তু কোথাও কোনো ফাটল কিংবা জয়েন্টের দাগ দেখা গেল না।

"আপনি ঠিকই বলেছেন" ডা. শুকলার কথা মেনে নিল বিজয়। মনে হচ্ছে পুন-সংস্কারের সময় কোনো চিহ্ন থাকলেও তা মুছে গেছে। অথবা হতে পারে পুরো দরজাটাই উধাও হয়ে গেছে। নাহলে সে সময় নিশ্চয় পাওয়া যেত, তাই না?"

সবাই কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। অন্তত ৫০ বছর আগে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এমন এক ধ্বংসাবশেষের মাঝে কেমন করে পাবে ২০০০ বছরের পুরনো কোনো সূত্র?

কলিনের হাত থেকে ল্যাম্প নিয়ে কৌতূহলী হয়ে ইটের হুইলের উপর আলো ফেলল রাধা। চিহ্নটাতে অদ্ভুত কোনো একটা ব্যাপার আছে যা ওর নজর কেড়েছে।

অবশ্যই হুইল আঁকা ইটটা ছাড়া প্লাটফর্মের বাকি সবকটি ইট আয়তকার। কেবল এই একটা ইট গোলাকার।

এর মানে কী?

অন্যদেরকে জানাল ওর মনের কথা।

www.pathagar.com

গোলাকার ইটের উপর নাচছে দুটো ল্যাম্পের আলো। একদৃষ্টে ইটের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দল।

"এখানে আরেকটা সম্ভাবনা আছে" বলে উঠলেন ডা. শুকলা। তিনি প্লাটফর্মের একপাশে বসে আছেন।

প্রত্যেকে ঘুরে গেল তাঁর দিকে।

"হয়তো কোনো চিহ্নের দিকে ইশারা করছে এই ইট।" ইটের উপর আঙুল ঘষলেন, "হতে পারে এটার নিচেই কিছু আছে।"

মাথা নাড়ল বিজয়। তারা তো কোনো এক ধরনের প্রবেশ মুখই খুঁজছে। ইটের ফাঁকে আটকে থাকা কোনো একটা গুপ্তদরজা। কিন্তু এমন যদি হয় ইটের নিচে অন্য কিছু লুকানো আছে?

ব্যাগ থেকে হাতুড়ি আর বাটালি বের করে ল্যাম্পটা দিল কলিনের হাতে। তারপর খুব সাবধানে ইটের চারপাশে হাতুড়ির বাড়ি মেরে তুলে ধরল টুকরাটা।

গোলাকার ইটটা অন্যগুলো থেকে আলাদা হয়ে যেতেই ব্যাগ থেকে স্ক্রু ড্রাইভার বের করে প্লাটফর্ম থেকে তুলে আনল ইট।

দুহাত দিয়ে ইটটাকে খুব সাবধানে ধরল বিজয়। অতি উৎসাহে জিভে কামড় দিয়ে রেখেছে। কিছুতেই চাইছে না যে নিচে রাখা জিনিসটা নষ্ট হোক। "দাঁড়াও" এগিয়ে এলো কলিন, "সাহায্য করছি।"

বিজয়ের সাথে একসাথে হাত লাগিয়ে ধাক্কা দিল ইট।

কিছুক্ষণের জন্য মনে হল ইটটা যেন নড়ছেই না। তারপর হঠাৎ করেই আলগা হয়ে গেল।

দেখা গেল প্লাটফর্মের মাঝখানে এক অভ্যন্তর ভাগ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সাথে সাথে আলো ফেলে সবাই একসঙ্গে দমবন্ধ করে ফেলল যেন।

উজ্জ্বল চকচকে সাদা পাথর। গায়ে আঁকা আরেকটা হুইল।

৯ টা স্পোকওয়ালা একটা হুইল। "সাথে করে ক্রোবার (লোহার দণ্ড) নিয়ে আসলে ভালো হত।" আফসোস করল কলিন।

নিজের কালো ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা ক্রোবার বের করে আনল বিজয়। কলিনের হাতে দিয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

"ও তোমার ব্যাগে তাহলে এটাও আছে।"

"দেখো বাপু, আমি সদা প্রস্তুত থাকি। তোমার মতো হামবড়া নই যে শুধু বকবক করব।"

"তা তো বটেই" পাল্টা শোনাল কলিন, "জানো না, আমার মাথাতেই তো বুদ্ধি বেশি? তাছাড়া দেখতেও বেশি সুন্দর..."

www.pathagar.com

"গাইজ" তাড়াতাড়ি বাধা দিল রাধা, "আমাদেরকে একটা গুপ্ত দরজা খুঁজতে হবে।"

কোনো কথা না বলে চুপচাপ ইটের মাঝে ক্রোবার দিয়ে কোনো একটা ফাঁক খুঁজল কলিন। অবশেষে পেয়েও গেল। কাছ থেকেই একটা পাথর খুঁজে নিয়ে এলো বিজয়। এটাকে লিভার হিসেবে কাজে লাগিয়ে ইটটাকে তুলে ফেলল কলিন।

দেখা গেল আরও সাদা পাথর।

"এসব ইটের লেয়ারের নিচে নিশ্চয় কিছু আছে।" উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রাধা।

একের পর এক কাজ করে চলল বিজয় আর কলিন। ওদের কাজ দেখতে গিয়ে ডা. শুকলা বলে উঠলেন, "পুন-সংস্কারের সময় শ্রমিকেরা বোধহয় এর নিচে কী আছে তা খোঁজার কোনো চেষ্টাই করেনি। কেবল আসল ইটগুলোকে উপরে গেঁথে সিমেন্ট ঢেলে দিয়েছে।"

আধ-ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ল্যাম্পের আলোতে ঝাপসা মতন চারকোণা কিছু একটা দেখা গেল। পাথরের একটা ঢাকনা। এর উপরে আবার দুটো আয়তকার আউট লাইন।

চারকোণা ঢাকনাটা দুটো আয়তকার ঢাকনা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে। "এতক্ষণ ধরে এই মুখটাই খুঁজছিলাম" বলে উঠল বিজয়।

আয়তকার পাথরের একপাশে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই আস্তে আস্তে ফাঁক হল। তারপর বালিমাটি পরিষ্কার করে টুকরাটাকে উঠাতেই নিচে দেখা গেল গাঢ় রঙা ধাতু দিয়ে তৈরি একটা হ্যান্ডেল। অন্যটাও একইভাবে তুলে আনার পর পাওয়া গেল দ্বিতীয় হ্যান্ডেল।

"কাম অন ম্যান" কলিনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল বিজয়, "লেটস গেট দিস শো অন দ্য রোড।"

একসাথে উপুড় হয়ে কলিন ধরল একটা হ্যান্ডেল, অন্যটা ধরল বিজয়। দুজনে মিলে টানতে শুরু করল।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অত্যন্ত ভারী হওয়াতে কোনো কাজই হল না। একে অন্যের দিকে তাকালো কলিন আর বিজয়। দুজনেই দরদর করে ঘামছে। তারপর আবারো একসাথে উপুর হয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই উঠে এলো পাল্লা।

প্লাটফর্মের উপর পয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকা হয়ে খুলে গেল। দুজনের হাতই ব্যথায় টনটন করছে। " ডা. শুকলা" হাপাচ্ছে বিজয়, "আমার ব্যাগের ভেতর নাইলনের দড়ি আছে। হ্যান্ডেলের সাথে বেঁধে দিন প্লিজ।"

নির্দেশ মত কাজ করলেন শুকলা। "ওকে" বলে উঠল বিজয়, "সবাই মিলে দড়ি ধরো, আরেকবার টান দিলেই হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

রাধা আর ডা. শুকলা দড়ি ধরে রইল। বিজয় আর কলিনও দড়ি ধরে ঢাকনা ছেড়ে দিল। এরপর খানিকটা পিছিয়ে এলো।

"রাইট" চারজনে মিলে দড়ি ধরতেই চিৎকার করে উঠল বিজয়, "টানো!"

একসাথে পুরো দলটা দড়ি ধরে টান দিতেই উপরে উঠে এলো ঢাকনা। এত জোরো আছড়ে পড়ল যে ভেঙে খান খান হয়ে গেল রাতের নীরবতা।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভাবছে এই শব্দে আবার না কেউ চলে আসে। মন্দিরের গুহা-বাবার কথা ভেবে ভয়ও পাচ্ছে। কিন্তু না, আবারো নিশ্চুপ হয়ে গেছে বিশ্বচরাচর। ল্যাম্প হাতে নিয়ে সোজা খোলা মুখটার উপর আলো ফেলল।

দেখা গেল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে এক ধাপ সিঁড়ি।

"আমি আগে যাচ্ছি" কারো সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে ল্যাম্প হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল বিজয়।

"সাবধানে!" খোলা মুখ দিয়ে বিজয়কে অদৃশ্য হতে দেখে চিৎকার করে জানাল রাধা; ল্যাম্পের খানিকটা আলো কেবল দেখা যাচ্ছে।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামছে বিজয়। জায়গাটাকে মনে হচ্ছে পাহাড়ের পেটের ভেতর বেশ বড়সড় একটা গুহা। অবশেষে শেষ হল সিঁড়ি। ল্যাম্পের আলোয় চারপাশ দেখে তো রীতিমত ভিরমি খাবার দশা।

"কাম অন, নিচে নেমে আসো সবাই" অন্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল বিজয়। "দেখে যাও কী পেয়েছি!"

সত্যের খোঁজে

চিন্তিত ভঙ্গিতে ইমরানের দিকে তাকিয়ে রইলেন অর্জুন। পাশেই বসে আছেন ব্লেক। "তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত তো ইমরান? হয়তো একেবারে আগুন নিয়ে খেলছো।"

মাথা নাড়লেন ইমরান।

"স্যার, এখনই নিশ্চিত কিছু বলতে পারব না। কেবল একটা ধারণা। কিন্তু এছাড়া করার আর কিছু নেইও আসলে।"

হাতের কলমটা ডেস্কের উপর ঠুকলেন অর্জুন। "তুমি যেহেতু এখনো বিক্রম সিংয়ের ভাতিজার সাথে দেখা করোনি তাই ফারুক সম্পর্কে পজিটিভ আইডিও পাওনি। হতে পারে পুরোটাই ভুল।"

বিচলিত হলেন না ইমরান। "হতে পারে। কিন্তু আজ জোনগঁড়ে বিজয় সিং-এর সাথে দেখা করতে পারলেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেত। যাই হোক ওরা ফিরলেই যেন আমাকে জানানো হয় তার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। দু-

www.pathagar.com

একদিনের মধ্যেই জেনে যাবো যে ফারুক বিজয় সিংকে কিডন্যাপ করেছিল সে-ই কি ফারুক সিদ্দিকী কিনা। তবে একটা ব্যাপার বেশ অদ্ভুত লাগছে। জোনগঁড়ের স্টেশন ইন-চার্জ জানিয়েছে যে রাজবীরগঁড়ের মহারাজা ভীম সিংয়ের তাগাদাতেই গুড়গাঁওয়ের পুলিশের কাছে কিডন্যাপিং-এর তদন্তের জন্য রিপোর্ট ফাইল করা হয়েছে। সেটা সমস্যা না, সমস্যা হল উনি সেখানে কী করছেন? এটাও জানা দরকার, কেননা শুধু ফারুক নামটা দিয়ে কেসের কোনো কূলকিনারা করা যাচ্ছে না। আমি নিজে পাঁচজন ফারুককে চিনি। তাদের কেবল তিনজন মুসলিম। একজন খ্রিস্টান আর আরেকজন ফার্সি। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে হরিয়ানা সরকার গুড়গাঁও পুলিশকে কিডন্যাপিং-এর কেসটা ড্রপ করার জন্য প্রেশার দিচ্ছে। এমনটাই বা কেন হচ্ছে? কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ফাইন। কিন্তু সাবধান। ভীম সিং বেশ পাওয়ারফুল আর সরকারের সাথেও দহরম মহরম আছে। অন্যদিকে হরিয়ানার চিফ মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রীর বেশ কাছের লোক। দুজনের একজনকে নিয়েও বেফাঁস কিছু করে বসো না। হোম মিনিস্টার আমাকে ফোন করুক তা আমি কিছুতেই চাই না।"

হাসি চাপলেন ব্লেক। বুঝতে পেরেছেন আগেও হয়ত ইমরান কখনো ঝামেলায় পড়েছিলেন আর অর্জুন তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

শক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেললেন ইমরান, "আমি চেষ্টা করব। আমি কেবল আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই। আর কিছু না। আর যদি ফারুক সম্পর্কে পজিটিভ কিছু জানতে পারি তখনই কেবল ভীম সিং আর হরিয়ানার চিফ সেক্রেটারির সাথে দেখা করব।"

মাথা নাড়লেন অর্জুন বৈদ্য, "কেমন এগোচ্ছে আমাকে জানিও।"

www.pathagar.com

১৮
এপ্রিল ২০০০

লাসা থেকে ২০০ মাইল দূরে দ্য টেম্পল অব দ্য টুথ

দন্ত মন্দিরের লাগোয়া আশ্রমটির মেইন হলের ছোট্ট একটা খাস কামরার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে বসে কাঁপতে লাগল পেমা নোগুদুপ। ৪০০ বছরের পুরনো এই মন্দির তৈরি হয়েছে এর চেয়েও প্রাচীন আরেকটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর যা কিনা ২০০০ বছরেরও পুরাতন বলে ধারণা করা হয়।

পেমা এ ব্যাপারটা জানে না। কিন্তু প্রাচীন সেই মন্দির যেটির ধ্বংসাবশেষের উপর 'টেম্পল অব দ্য টুথ' গড়ে উঠেছে তা নির্মাণ করে গেছেন মহান সম্রাট অশোকের এক মন্ত্রী। ইনি ধর্ম শব্দটি প্রচার করার জন্য পাটলিপুত্র থেকে এখানে এসেছিলেন, আর সাথে ছিল তাঁর ব্রাদারহুডের ৯ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি ও কিছু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন সেই মন্দিরের নিচের এক ভল্টে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেসব লেখা। শর্ত বর্ষ ধরেই এগুলোকে সুরক্ষা দিয়ে আসছেন আশ্রমে বসবাসকারী সন্ন্যাসিগণ।

খাসকামরার প্রাচীন কাঠের পাল্লার ফাঁক দিয়ে মেইন হলের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পেমা। আশ্রমে আছেন মোট বাইশ জন সন্ন্যাসী; এদের মাঝে দশ জনকে এখন মাথা নত করে হাঁটু গেঁড়ে হলে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ পেতেই ১০ মিনিট আগে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। মানুষ দেখতে অনভ্যস্ত সন্ন্যাসীরা আঙিনাতে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। বিশাল বড় দুটো হেলিকপ্টারকে ধীরে ধীরে নামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে সবাই।

সকালবেলার গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল পেমা– মাত্র বারো বছর বয়সে আশ্রমের সবচেয়ে কনিষ্ঠ হওয়াতে অন্য সন্ন্যাসীদের মতো এখনো রুটিনে জড়ায়নি তার জীবন। হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে অন্য ভাইদের মতো কৌতূহলী হয়ে সে নিজেও সবচেয়ে কাছের জানালাটার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ বড় বড়

www.pathagar.com

করে দেখল তুষারের পাতলা কার্পেটের উপর নেমে এসেছে বিশাল বড় দুই ফ্লাইং মেশিন।

আর এর পরপরই শুরু হয়ে গেল গুলি।

হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামল স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে একদল মানুষ। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল পাঁচজন সন্ন্যাসী; মাটি স্পর্শ করার আগেই মারা গেছে; বুলেট দিয়ে ঝাঝড়া হয়ে গেছে প্রাণশূন্য দেহ।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে লাগল বাকিরা; চিৎকার করে আশ্রমের অন্যদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

আতঙ্কিত পেমা তাকিয়ে দেখল পলায়নরত সন্ন্যাসীদের পেছন পেছন ছুটে গ্রেনেড ছুড়ে দিচ্ছে সশস্ত্র লোকগুলো। শ্বেতশুভ্র তুষার লাল হয়ে গেল মৃত সন্ন্যাসীদের রক্তে।

এতটাই ভয় পেয়েছে যে পুরো জমে গেছে পেমা; তারপরেও বহুকষ্টে নিজেকে জানালা থেকে সরিয়ে খুঁজতে লাগল পালাবার জায়গা। জানে কোথায় পালাতে হবে। প্রায় ছয় বছর আগে আশ্রমে আসার দুই মাসের মধ্যেই মেইন হলের দেয়ালের ভেতরে কাঠের একটা আলগা কক্ষ পেয়েছিল। সেটার ভেতরে ছোট্ট একটা গুপ্ত খাস কামরা আছে। এটার আসল উদ্দেশ্য জানা না থাকলেও বেশ বুঝতে পেরেছে যে কক্ষটাকে কেবল আরেকটা দেয়াল ভেবে যে কেউ ভুল করবে। আক্রমণকারীরা সন্ন্যাসীদেরকে খেদিয়ে মেইন হলে আনার ঠিক আগমুহূর্তে লুকিয়ে পড়ল পেমা।

তাকিয়ে দেখল সব জায়গা থেকে সন্ন্যাসীদেরকে এনে এনে জড়ো করছে লোকগুলো।

মেইন হলে দশজন সন্ন্যাসী সারি দিয়ে দাঁড়াতেই প্রবেশ করল দীর্ঘদেহী এক লোক। এই লোকটাই নিশ্চিত আক্রমণকারীদের দল নেতা। একমাত্র এর মুখেই কোনো স্কি-মাস্ক নেই। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে পাশেই স্কি-মাস্ক পরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, "সবাইকে পেয়েছ?"

মাস্ক পরিহিত লোকটা মাথা নাড়ল। "দশ জন মৃত, দশজন এখানে। পুরো মন্দির আর আশ্রম ঘেটে ফেলেছি লুকোবার আর কোনো জায়গা নেই।"

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দল নেতার গলা, "গোয়েন্দা তথ্যানুযায়ী এখানে বাইশ জন সন্ন্যাসী আছে। বাকি দুই জন কোথায়? সব জায়গা দেখেছো তো?"

"তাহলে আরেকবার চেক করে আসছি" মানুষটা গর্জন করে উঠতেই আরেক দল অস্ত্র হাতে দৌড় দিল বাইরের দিকে। "তো, তোমাদের দলনেতা কে?" প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে সন্ন্যাসীদের কাছে জানতে চাইল আক্রমণকারীদের

www.pathagar.com

দলনেতা। লাইনের একেবারে শেষে পৌঁছে স্কি-মাস্ক পরিহিত লোকটাকে বলল, "সবাইকে হাঁটু গেঁড়ে বসাও।"

কয়েকজন এগিয়ে এসে জোর করে সন্ন্যাসীদেরকে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে দিল।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে নিল লম্বাদেহী লোকটা। সবচেয়ে কাছের সন্ন্যাসীর মাথায় অস্ত্র ছোঁয়ালো।

"আবারো জিজ্ঞেস করছি, আর এবার যদি উত্তর না পাই তাহলে গুলি করব। তোমাদের নেতা কে?"

আবারো সবাই নীবর।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে পেমা। সত্যিই কি লোকটা গুলি করবে?

কান ফাটানো একটা আওয়াজের সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসী। মাথাটাকে তরমুজের মত ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে বুলেট। "গুলি করবেন না!" বলে উঠলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, "আমাদের দলনেতা মারা গেছেন, আঙিনাতেই গুলি লেগেছে, কিন্তু আমিই এখানকার সবচেয়ে জেষ্ঠ্য।" "যাক! অবশেষে একটা উত্তর পাওয়া গেল। " এগিয়ে গিয়ে জেষ্ঠ্য সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়াল লোকটা। "ভল্ট কোথায়?" "আমি কোনো ভল্টের কথা জানিনা" কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। "চাইলে আমাকে গুলি করতে পারেন; কিন্তু আমি সত্যিই বলছি।"

"ওহ্, আমার তো আপনাকে গুলি করার দরকার নেই। এখনো না।" বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পাশেই হাঁটু গেঁড়ে থাকা এক তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে বন্দুক তাক করল। "তো আপনি এমন কোনো গুপ্ত রহস্যের ভল্টের কথা জানেন না যা প্রাচীন সেই মন্দিরের অংশ ছিল আর এ মন্দির নির্মাণের সময় সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তাই না? ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলের; কারণ কয়েক দশক আগেও একজন সেই ভল্টটা দেখেছে। হয়ত এভাবেই আপনার স্মৃতি পুনরুদ্ধার হবে।"

লোকটা ফায়ার করতেই মাটিতে নিজের রক্তের সাগরে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেল তরুণ সন্ন্যাসী।

চিৎকার চাপা দেয়ার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকল পেমা। শরীরের রক্ত পুরো হিম হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে চোখে চোখ রেখে তাকাল দীর্ঘদেহী নেতা, "দেখুন, আমি ভল্টটা খুঁজে বের করবোই। আর যদি আপনি না বলেন তাহলে আপনার চোখের সামনে একের পর এক সন্ন্যাসীরা মারা যাবে।"

নিরব হয়ে গেল পুরো হল।

www.pathagar.com

তারপর বৃদ্ধ সেই সন্ন্যাসী এমনভাবে মাথা নত করে ফেলল যেন যা করতে চলেছেন তার জন্য তিনি অতিশয় লজ্জিত। "যদি আপনি অন্যদেরকে ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেন তাহলে জানাব ভল্টটা কোথায়।"

"গ্রেট।" মাস্ক পরিহিত লোকটার দিকে তাকাল নেতা। "উনাকে সাথে নিয়ে যাও আর ভল্ট খালি করে যা পাবে সব নিয়ে এসো। সমস্ত ডকুমেন্টস যেন আসে। কিছুই রেখে আসবে না। আর খেয়াল রাখবে যেন কোনো কিছুর ক্ষতি না হয়। প্রাচীন লেখাগুলোকে খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে। আর যদি কোনো মেটাল ডিস্ক পাও তাহলে আমাকে সাথে সাথে জানাবে।"

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর আরও কয়েকজন সশস্ত্র লোককে নিয়ে মন্দিরের দিকে চলে গেল ম্যাস্ক ম্যান।

খানিক আগেই রুম থেকে আরও সন্ন্যাসীদেরকে খুঁজতে বেরিয়েছিল যে দলটা তারা ফিরে এলো। "নেগেটিভ" জানাল তাদের একজন, "আর কেউ নেই।"

"তাহলে বাকি দুজন কোথায় গেল?" জীবিত সাতজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লিডার।

এবারে চোখ তুলে তাকালেন আরেকজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, "ওরা গতকাল লাসা গেছে। আশ্রমের জন্য রসদ আনতে।"

তারপরেও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে যেন ভেবে দেখল কথাটা কতটুকু সত্য। পেমা জানে যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মিথ্যে বলছেন। গতকাল মাত্র একজন লাসা গেছে।

যন্ত্রণাদায়ক এক নীরবতা এটে বসেছে সর্বত্র। একেকটা মিনিট যেন একেকটা ঘণ্টা। পা দুটো এত টনটন করছে যে বুঝতে পারছে না আর কতক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকতে পারবে।

ঠিক যখন মনে হল যে আর বোধহয় পারবে না ঠিক সে সময় ফিরে এলো মাস্ক ম্যান।

"সবকিছু পেয়েছি" রিপোর্ট করল দল নেতার কাছে, "কিন্তু কোনো মেটাল ডিস্ক পাইনি।"

ভ্রু-কুঁচকে স্যাটেলাইট ফোনে নাম্বার ডায়াল করল লিডার, "মারফি বলছি, মিশন সম্পন্ন।" ফোনে আরও বলল, "কিন্তু কোনো ডিস্ক নেই। এখন কী করব?" এরপর অপর প্রান্তের উত্তর শুনে ফোন কেটে দিল।

"এখন তো যা চাইছিলেন, পেয়ে গেছেন। এবার আমাদেরকে যেতে দিন।" আকুতি জানালেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

"ওহ, আই উইল।" তিরস্কার করে উঠল মারফি। এরপর নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই শুরু হল গুলিবর্ষণ।

www.pathagar.com

আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। হঠাৎ করেই দেয়ালের ভেতর থেকে ভেসে এলো চিৎকার। আর সহ্য করতে পারেনি †পমা। ভয় আর আতঙ্ক এসে তাকেও গ্রাস করেছে।

বিস্মিত হয়ে গেল মারফি। "তাকে খোঁজো" গর্জন করে আদেশ দিল।

চারজন লোক কাজে লেগে গেল। একের পর এক কাঠের কক্ষ ছিড়ে বের করে আনল পেমাকে। ছোট্ট খাসকামরায় বসে কাঁপছিল পেমা, টানতে টানতে মেঝের উপর নিয়ে আসল লোকগুলো। ফোঁপাতে লাগল বেচারা।

"ও কেবল ছোট্ট একটা শিশু, ওর উপর দয়া করুন" মিনতি জানালেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

আত্মতৃপ্তিতে হেসে উঠল মারফি। "আমার উপর অর্ডার আছে কেউ যেন বেঁচে না থাকে। কোনো বয়স সীমা নেই এক্ষেত্রে।" পেমার দিকে পিস্তল তাক করে ট্রিগার টেনে দিল লোকটা।

মেঝের উপর পেমার দোমড়ানো শরীরটা দেখে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। ভাইদের রক্তের সাথে মিশে গেছে ছোট্ট দেহটার রক্ত। ভালোভাবেই জানেন যে ভল্টের জিনিসগুলো দিয়ে এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মারফিকে তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানতে দেখে এটাই ছিল বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর একমাত্র শেষ সান্ত্বনা।

www.pathagar.com

১৯
বর্তমান সময়

ষষ্ঠ দিন
বৈরাত

আলো ধরে পথ দেখাল কলিন। বাবাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো রাধা। একেবারে নিচে পৌঁছে বিজয়ের সাথে দাঁড়িয়ে দ্বৈত আলোর আভায় দেখল চারপাশ।

বিশাল বড় এক গোলাকার গুহা। কিন্তু অবাক হল এর আকার নয় বরঞ্চ দেয়াল দেখে। পাথরের শেলফ খোদাই করে তৈরি হয়েছে দেয়াল। তাই চারিদিকেই অসংখ্য পায়রার খোপ। কেবল সিঁড়ির বিপরীত পাশের দেয়ালটাই শূন্য।

বিজয় মেঝেতে ল্যাম্পের আলো ফেলতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। বড় বড় করে খোদাই করা আছে উপরে দেখা গিয়ার হুইলের টু-ডাইমেনশ্যানাল রেপ্লিকা। হুইলের একেবারে মাঝখানে একটা চারকোণা স্তম্ভের ভিত্তি; প্রায় চার ফুট উঁচু। ভিত্তি স্তম্ভের মসৃণ উপরিভাগে বহু পরিচিত এক চিহ্ন : ৯টা খাঁজকাটা চাকা।

এই গুহাটা নিশ্চয় সেই ৯ জনেরই তৈরি কিংবা তাঁরা কোনো না কোনো কারণে এ জায়গা ব্যবহার করত যা এখন আর কারো মনে নেই।

স্তম্ভের ভিত্তির ৯ স্পোক হুইলের নিচেও কিছু লেখা দেখা যাচ্ছে।

আবারো অনুবাদকের ভূমিকা নিলেন ডা. শুকলা। ঢাকনায় লেখা শব্দগুলো পড়লেন।

নতুন একটি ধাঁধা
চারজন ভ্রাতা
উৎসর্গ করেন সম্রাট
সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ জন

www.pathagar.com

চার জনের প্রথম জন
৯-এর গুপ্ত রহস্যটির
প্রতিধ্বনি করে
একটা ধাঁধা।

"মেটাল ডিস্ক, চাবি, পাথরের বল আর একটা ধাঁধা" বলে উঠলেন গভীর চিন্তায় মগ্ন ডা. শুকলা। মনে পড়ে গেল বেগারের ডায়েরির কথা। "এই কি সেই ধাঁধা?" "এ জায়গাটা সম্পর্কে আপনার কী মনে হচ্ছে?" পায়রার খোপের উপর আলো ফেলে বলে উঠল কলিন।

কিছুক্ষণের জন্য কেউ কোনো কথা বলল না।

এরপর ডা. শুকলা জানালেন, "বিকেল বেলা পাণ্ডব আর তাদের ঘুঁটির কথা চুন্নিলালের কাছে শোনার পর থেকে আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছিল।" ধীরে ধীরে বলে চললেন, "মনে হচ্ছে এ জায়গাটা ৯-এর গুপ্ত রহস্যের লাইব্রেরি। সম্ভবত এটার কথাই বেগার তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন। আর চুন্নিলাল যে ঘুঁটি খেলার কথা বলল তাতে এ ধারণা আরও শক্ত হচ্ছে। জ্ঞান আর প্রজ্ঞার শক্তি ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে এ পাহাড়ের। এর মানে কি এ জায়গাটা প্রাচীন জ্ঞানের আধার? ঘুঁটি খেলার লোককাহিনির মাধ্যমে জায়গাটার প্রকৃত রহস্য খুব সুন্দরভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন গুপ্তধনের খোঁজে মত্ত মানুষ এটার খোঁজ করবেই না কখনো।"

পায়রার খোপগুলোর দিকে ইশারা করলেন ডা. শুকলা। "নিশ্চয়ই এগুলোর মাঝেই লাইব্রেরির বই-ইট রাখা হত। প্রাচীন আমলে তাঁরা গাছের ছালের উপর লিখত। রৌদ্রে ছালগুলো শুকিয়ে তার উপর লেখা হত; তারপর একসাথে বাঁধলেই হয়ে যেত আজকের দিনের বই।"

মাথা নাড়ল বিজয়। "হুম এ জায়গা গুপ্ত কোনো লাইব্রেরি হবারই সম্ভাবনা বেশি। পাথর ডকুমেন্টসগুলোকে সুরক্ষা দিত আর মাটির শুকনো, বৃষ্টিপাতহীনতা আবহাওয়ার কারণে নষ্ট হবার ভয়ও ছিল না।" "তাহলে লাইব্রেরিটার কী হল? বই-পত্রই বা কোথায়?" জানতে চাইল কলিন।

"এরকম কোনো জায়গাতেও গাছের ছাল ২০০০ বছর ধরে টিকবে না।" উত্তরে জানালেন ডা. শুকলা। "২০০০ বছর আগের কোনো বই সম্পর্কে লিখিত কোনো রেকর্ড নেই। কেবল অশোকের খোদাই করা রাজকীয় নির্দেশগুলো পাওয়া গেছে। কেননা সেগুলো পাথর আর শিলার উপরে খুঁদে লেখা হয়েছিল।"

"অথবা" যোগ করল রাধা, "সুরক্ষার কথা চিন্তা করে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছে ৯-এর বিভিন্ন প্রজন্ম।"

www.pathagar.com

চারপাশে তাকিয়ে স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হলেন ডা. শুকলা, "একবার ভেবে দেখো এই গুহাতে কী পরিমাণ ঐশ্বর্য ছিল। শত শত বছরের জ্ঞান। কে জানে ওসব লেখায় কী পাওয়া যেত?"

"হেই। এগুলো কী?" গুহার একেবারে শেষ মাথার দেয়ালের দিকে এগোল কলিন। খুব কাছ থেকে কিছু একটাতে উঁকি দিচ্ছে।"

অন্যেরাও এগিয়ে গেল ওর আবিষ্কার দেখতে।

"দেখো" দেয়ালের একটা অংশে আলো ফেলল কলিন। গুহার মেঝের একপাশে চুলের মত চিকন একটা ফাটল। "মনে হচ্ছে কোনো একটা দরজা" উত্তেজিত হয়ে উঠল কলিন। "এই দেয়ালের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গুপ্ত কক্ষ আছে।"

"খুলব কেমন করে?" ভ্রু-কুঁচকে ফেলল বিজয়। দরজার নিজের কোনো হাতল বা ফাঁক নেই তার উপরে আবার গুহাতেও এমন কিছু নেই যা দিয়ে গুপ্ত দরজাটা খোলা যায়।

কিছু একটা দেখে চমকে উঠল রাধা। হঠাৎ করেই কলিনের ল্যাম্প নিয়ে দৌড়ে চলে এলো স্তম্ভের ভিত্তির কাছে।

"কী হয়েছে..." কলিন কিছু বলতে চাইলেও রাধার কথা শুনে থেমে গেল। "আমার মনে হচ্ছে ৯ স্পোকড্ হুইলটা একটু কেমন যেন অদ্ভুত।" অন্যদের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা।

ল্যাম্পের আলোয় সবাই বুঝতে পারল এতক্ষণ তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। ধাঁধার উত্তেজনায় লক্ষই করেনি যে হুইলের মাঝখানটা একেবারে ফাঁপা। পাথরের মাঝখানের অংশ তুলে ফেলে কালো ধাতু দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

পরস্পরের দিকে তাকাল বিজয় আর কলিন। দুজনেই একই কথা ভাবছে।

"তোমার কি মনে হয়..."

"চেষ্টা করেই দেখো।"

একসাথে কথা বলেই হেসে ফেলল দুজনে। নিজের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা বের করে আনল বিজয়। এটা দিয়েই ডিস্কের পদ্যের মর্মোদ্ধার করেছিল। শূন্য জায়গাটার মাঝে বসিয়ে ক্লকওয়াইজ ঘোরালো। ক্লিক শব্দ করে খাপে খাপে বসে গেল চাবি।

"হিয়ার উই গো" চাবিটা ধরে মোঁচড় দিল বিজয়। কিছুই ঘটল না। এবার উল্টো দিকে ঘোরাল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। ভ্রু-কুঁচকে আরেকবার চেষ্টা করল কিন্তু নড়াতেই পারল না। আটকে গেছে। "কাজ করছে না কেন?" হতাশায় মুষড়ে পড়ল বিজয়।

www.pathagar.com

"হয়ত আমরাই বেশি বেশি আশা করছি।" বলে উঠল রাধা। "এই গুহা আর দরজাটা ২০০০ বছরেরও বেশি পুরনো। অথচ আশা করছি চাবি ঢুকানোর সাথে সাথে চালু হয়ে যাবে এর কল-কব্জা। গল্পের বই আর হলিউড মুভিতে এরকম গুপ্ত দরজা হাজার হাজার বছর পরেও খুলে গেলেও বাস্তব জীবনে আসলে তা হয় না। খুলে গেলেই বরঞ্চ আমি বেশি অবাক হবো।"
"হুশ!" হঠাৎ করেই ফিসফিস করে উঠল বিজয়, "চুপ! আমি মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছি।"

কয়েক মুহূর্ত কোনো কিছুই শোনা গেল না। এর পরই শোনা গেল শব্দগুলো প্রথমে আস্তে তারপর ক্রমশ জোরে। নিচের ছাদ থেকে কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

"আমাদের ল্যাম্পের আলো বোধহয় বাইরে গেছে" অনুমান করল বিজয়।

চিৎকার করে কেউ একজন বিস্ময় প্রকাশ করতেই আরও বহু জনের কণ্ঠ পাওয়া গেল। আগন্তুকেরা নিশ্চয় গুপ্ত দরজাটা দেখতে পেয়েছে। নিজেদেরকে লুকোবার কোনো চেষ্টাই করছে না লোকগুলো। কিন্তু একটা শব্দও বোধগম্য নয়।

বিজয়ের মাথায় একটা চিন্তা খেলে যেতেই অন্যদিকে হতাশা নিয়ে তাকাল। কিন্তু কিছু বলতে হল না। সবাই তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল। আর ঠিক সে সময়েই ভেসে এলো ফারুকের গলা; এমন এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে যে এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

"আমরা এখন কী করব?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রাধা।

ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে। সিঁড়ির নিচে লোকগুলোকে দেখেই দেয়ালের কাছে সরে এলো চারজনের ছোট্ট দলটা, গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সশস্ত্র লোকগুলো। সবার হাতে উজি। মারুশকে দেখেই চিনে ফেলল বিজয় আর কলিন। কপালের ডানপাশে বেগুনি রঙা ফোলা একটা কাটা দাগ।

মারুশও ওদেরকে দেখে ফেলেছে; কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল কদাকার চেহারাতে। ব্যথা না ক্রোধ বোঝা গেল না। কিন্তু চোখ মুখ কুঁচকে দুই বন্ধুর দিকেই এগিয়ে এলো। সবার পেছনে ধীরে ধীরে শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ফারুক। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপ থেকে মেঝেতে পা দিয়েই চোখ বুলিয়ে দেখে নিল গুহার সবকিছু। তারপর আপন মনেই মাথা নেড়ে জোনগঁড়ের দলটার কাছে চলে এলো।

"ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল!"

বীভৎসভাবে হেসে ফেলল ফারুক। এতো দেখছি সেই ইয়াং ম্যান যে কিনা ইমেইলের সূত্র কিংবা ডিস্কের চাবি সম্পর্কে কিছুই জানে না! আমার মনে হয় দৈবক্রমে এই গুহার ঠিকানা পেয়ে গেছ তাই না?"

www.pathagar.com

বিজয়ের সামনে না আসা পর্যন্ত থামল না লোকটা। "তো, বোকার দল তোমরা ভাবছ যে ৯-এর গুপ্ত রহস্য পেয়ে গেছ তাই না? চারপাশে তাকাও, কী দেখছ? শূন্য পায়রার খোপ।"

কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। স্তম্ভের ভিত্তির উপর খোদাই করা লেখাটা দেখতে পেয়েছে। সাথে সাথে ঘুরে সেদিকে চলে গেল ফারুক। লেখাটা থেকে চোখ না সরিয়েই গর্জন করে কিছু একটা অর্ডার দিল। ডা. শুকলার হাত খপ করে ধরে ফেলল মারুশ; টানতে টানতে নিয়ে গেল ফারুকের কাছে। "উনাকে আঘাত করবেন না" চিৎকার করে উঠল রাধা। বাবাকে ব্যথায় কাতড়াতে দেখে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল।

ভিত্তি স্তম্ভের সাথে আঠার মত লেগে আছে ফারুকের চোখ। সে অবস্থাতেই ডা. শুকলাকে ইশারা করল। "ডা. শুকলা, আমি জানি আপনি একজন ভাষাবিদ আর প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ। প্লিজ এ পদ্যটা আমাকে অনুবাদ করে শোনান।"

চেহারা সাদা হয়ে গেলেও ডা. শুকলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, "আর যদি আমি না করি?"

"আপনি তা করবেনই" ফারুক আরেকটা অর্ডার দিতেই রাধার দিকে এগিয়ে এলো দুজন।

একজন ধরল মেয়েটার হাত আরেকজন চুলের মুঠি; তারপর টানতে টানতে ওকে বাকিদের থেকে আলাদা করে ফেলল।

"ওকে ছোঁবে না!" বিজয় দুপা এগোতেই ওর দিকে ঘুরে গেল তিনটা উজি। সাথে সাথে জমে গেল বিজয়; ভালোভাবেই জানে গুলি করার অর্ডার দিতে একটুও ভাববে না ফারুক। আর মারা গেলেও রাধা কিংবা অন্য কারো কোনো উপকারেই আসবে না।

"ঈশ্বরের দোহাই ডা. শুকলা, অনুবাদ করে দিন!" আতঙ্কিত শুকলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়। ভদ্রলোকের হাত দুটো কাঁপছে "কন্যার নিরাপত্তা নিয়ে আপনি নিশ্চয় চিন্তিত।" আবারো পেডাস্টালের (ভিত্তি স্তম্ভ) দিকে তাকাল ফারুক।

রাধাকে লোক দুজনের হাতের মধ্যে যুদ্ধ করতে দেখে কেঁপে উঠল শুকলার ঠোঁট। বিদ্রূপের হাসি হাসছে লোকগুলো, চুল ধরে মাথা পেছনে হেলিয়ে দিতেই টান লেগে ব্যথা পেল রাধা। গুঙ্গিয়ে উঠল মেয়েটা।

উৎসাহের ভঙ্গিতে শুকলার দিকে তাকাল ফারুক। অনুবাদ শুনছে।

"চার ভ্রাতা।" ধাঁধার অর্থ বুঝতে চাইছে ফারুক। "আপনি নিশ্চিত এটাই লেখা আছে?" বুড়ো লোকটার দিকে তাকিয়ে চোখে আতঙ্ক দেখল।

www.pathagar.com

তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না, আমার মনে হয় না আপনি কোনো চালাকি করছেন।" "এবার মেয়েটাকে ছাড়ো।" ভয়ংকর কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল বিজয়। রাধার দিকে তাকাতেই দেখল লোকদুটো চুল ধরে এমনভাবে টেনে রেখেছে যে বেকায়দাভাবে ঝুলছে মাথা। "অনুবাদ তো পেয়ে গেছ।"

আবারো খোদাই করা লেখাটার দিকে তাকাল ফারুক; যেন এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। নিজের লোকদের ইশারা করে আরও কীসব আদেশ দিল। উজি তাক করে রাখলেও সরে দাঁড়াল লোকগুলো আর রাধাকেও ছেড়ে দিল।

ফারুকের চেহারায় কিছু একটা দেখল কলিন যা ওর ভালো লাগছে না। "আমার মনে হয় না বদমাশটা এত সহজে আমাদেরকে ছাড়বে।" ফিসফিস করে বিজয়কে জানাল।

মনে হল যেন শুনতে পেয়েছে কলিনের কথা, এমনভাবে নিষ্ঠুর হাসি দিয়ে উঠল ফারুক। "কিন্তু তোমাদেরকে তো এত সহজে যেতে দেব না।" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে তোমরা যা খেল দেখিয়েছ। আর একবার নয় দুবার। চাচার মতই শয়তান হয়েছ।"

আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে না করে সোজা সিঁড়ির দিকে হাঁটা ধরল ফারুক। হাতে উদ্যত অস্ত্র নিয়েই পিছু নিল বাকি দল। সবশেষ লোকটা চলে যেতেই দৌড়ে এলো রাধা।

"ইউ ওকে?" উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল বিজয়। বহুকষ্টে মাথা নাড়ল মেয়েটা। এখনো ওর মাথা ঘুরছে। "ট্র্যাপডোর নিশ্চয় বন্ধ করে দিয়ে যাবে" চিন্তায় পড়ে গেল কলিন, "এই গুহা থেকে বেরোবার আর কোনো পথ থাকবে না তাহলে।"

ওর কথা শেষ হবার আগেই আগের জায়গায় আছড়ে পড়ল ট্র্যাপডোর। সিঁড়ি দিয়ে গুহার মাঝেও ভেসে এলো শব্দ। পরস্পরের দিকে তাকাল সবাই। বাইরে থেকেই পাথরের দরজাটা তুলতে এত কষ্ট হয়েছিল, তাহলে ওরা ভেতর থেকে কিভাবে খুলবে?

হঠাৎ করেই বিস্ফোরণের ঠাক্কায় কেঁপে উঠল গুহা আর পায়ের নিচের মাটি। সিঁড়ির উপরে গুহার ছাদ পুরো ধসে পড়েছে। চুন-সুরকির মাঝে হারিয়ে গেল সিঁড়ি। প্রায় সাথে সাথে যেন আর্তনাদ করে উঠল গুহার দেয়াল। পেছনের গুপ্ত দরজাওয়ালা দেয়ালটাও কাঁপতে শুরু করল। ছোট ছোট পাথরের টুকরা ঝড়ছে বৃষ্টির মতন।

দৌড়ে খানিক সরে গিয়ে হাত দিয়ে মাথা ঢেকে বসে পড়ল সবাই।

www.pathagar.com

অবশেষে একটু পরে শান্ত হল ধুলা ঝড়, কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল সবাই। হাত দিয়ে ঝেঁড়ে ফেলল মুখের ধুলো।

"বিস্ফোরক দিয়ে গুহার দরজা ধসিয়ে দিয়ে গেছে" অদ্ভুত এক শান্ত গলায় বলে উঠল বিজয়। কী ঘটেছে বুঝতে পেরেও আতঙ্ক যেন ফিঁকে হয়ে গেছে।

পাহাড়ের একেবারে গভীরে আটকা পড়েছে পুরো দল; বেরোবার আর কোনো পথ খোলা নেই।

www.pathagar.com

২০
মার্চ ০২, ২০০১

বামিয়ান, আফগানিস্তান

বিস্ফোরণের শব্দে ভারী হয়ে আছে বাতাস। চারপাশে দাঁড়ানো তালিবান সৈন্যরা ১৫০০ বছর আগে বেলেপাথর খোদাই করে বানানো বুদ্ধের বিশাল মূর্তি দুটোকে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে ভূপাতিত করার পর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তালিবানের কবলে পড়ে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে ইতিহাসের এক অধ্যায়। আফগানিস্তানে বহু শাসকের আসা-যাওয়া দেখেছে এ মূর্তিদ্বয়, কিন্তু তালিবানের হাত থেকে আর রেহাই পেল না।

ধুলার মেঘ হয়ে ঝরে পড়ল পাথরের ভাস্কর্য; সুরকির বৃষ্টি হল চূড়ার নিচে। যেখানে আগে ছিল বিশাল দুই মূর্তি, মুহূর্তখানেকের ভেতর সৃষ্টি হল শূন্য গহ্বর।

কয়েকজন তালিবান আবার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য তুলে নিল দু-একটা পাথর। যেন ছেলে-মেয়ে আর উত্তরসূরিদের কাছে জানাতে পারে কেমন করে এই দিনে ধ্বংস করেছিল অবিশ্বাসীদের মূর্তি।

দুই হাতে দুটো পাথর নিয়ে চূড়ার পাদদেশে এসে দাঁড়াল বারান। তাকিয়ে দেখছে শূন্য গহ্বর। পাথরের দেয়াল ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও গহ্বরের মুখে পাঁচটা কালো দাগ।

অন্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কালো দাগগুলো দেখাল বারান।

মনে হচ্ছে রেকর্ডবিহীন এই গুহাগুলো মূর্তি দুটোর পেছনে লুকানো ছিল। মিনিট খানেকের ভেতরে এসে পড়ল দড়ি আর পাহাড় বেয়ে উঠার যন্ত্রপাতি। আর খালি পায়ে দুজন আফগান পাথরের উপর চড়েও বসল।

তাদের একজন হল বারান।

খুব দ্রুত উপরে উঠে এলো দুজনে। অমসৃণ ধারগুলোর খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠায় গতি আরও দ্রুত হল। বারানের সাথের জন বয়সে একদম তরুণ,

www.pathagar.com

আগে আগে পৌঁছে একটা গুহার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই আবার বের হয়ে এসে বিরক্তিতে চিৎকার করে ঢুকে পড়ল দ্বিতীয় গুহায়।

এতক্ষণে একটা গুহার কাছে পৌঁছে কিনার বেয়ে উঠে পড়ল বারান। দেখতে পেল ভেতরের গাঢ় অন্ধকার। কয়েকবার পিটপিট করতেই সয়ে এলো চোখ।

কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ছোট্ট, অগভীর গুহাটা বেশি হলে ভেতরে চারফুট আর মেঝে থেকে ছাদ পাঁচ ফুটের বেশি কিছুতেই হবে না। দ্রুত পাশেরটাতে চলে এলো বারান।

তার সাথের জন এরই মাঝে তিনটা গুহা ঘুরে ফেরার পথ ধরেছে "বেহুদাই আসলাম" চিৎকার করে বারানকে জানাল, "গুহাগুলোতে কিছুই নেই।"

কিন্তু ক্ষান্ত হল না বারান। দ্বিতীয় গুহাটা না দেখে সে কিছুতেই ফিরবে না। না হয় জানে সবাই তার পুরুষত্ব নিয়ে হাসাহাসি করবে; তরুণটা যেখানে তিনটা দেখে ফেলেছে সে সেখানে মাত্র একটা দেখে নেমে গেলে ওকে বুড়ো বলে ক্ষ্যাপাবে।

একেবারে শেষ গুহায় পৌঁছে ভেতরে উঠে গেল বারান। আগেরটার চেয়ে এটা খানিকটা বড়। আর ভেতরেও ভীষণ অন্ধকার। নিশ্চয় বেশ গভীর।

ফ্লাশলাইটের সুইচ জ্বেলে গুহার চারপাশে আলো ফেলল।

পেছনের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ২৫ ফুট দূর; কিন্তু আর কিছু বোঝা গেল না।

দামি কিছু যদি পাওয়া যায় এই আশায় ভেতরে হেঁটে বেড়াতে লাগল বারান। যদিও খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগোচ্ছে, যেন ছাদে না ঠোক্কর খায়। লাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুপাশের পাথুরে দেয়াল। তবে একেবারেই শূন্য।

হঠাৎ করেই মেঝের উপর সাদা কিছু একটার উপর চোখ পড়ল।

দেখে তো একেবারে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠার দশা।

একটা নরকঙ্কাল; হাঁড়গুলো দেখে মনে হল বেশ পুরনো।

কিন্তু একেবারে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। একটা হাঁড়ও এদিক ওদিক হয়নি। গুহার পাথুরে মেঝের উপর পড়ে আছে। বারান জানে না কেন কিংবা কিভাবে, তবে এটা বুঝতে পারল যে মানুষটা এই গুহার ভেতরেই মারা গেছে।

পাথরের ভেতরে অর্ধেক গোজা অবস্থাতে আরেকটা জিনিস পাওয়া গেল।

ফ্লাশলাইটের আলো ফেলল বারান। ধাতব জিনিসটার মতো এরকম কোনো ধাতু সে আর দেখেনি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল। গোলাকার

www.pathagar.com

মেটাল স্ল্যাবটার (ধাতব ঢাকনার) একপাশ একেবারে মসৃণ আর অন্যপাশে গর্তসহ কী কী সব যেন খোদাই করা। আর একেবারে মাঝখানে শূন্য একটা অভ্যন্তরভাগ।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে স্ল্যাবটা (ঢাকনা) কী হতে পারে ভেবে দেখল বারান। গাঢ় রঙা ধাতুটা বেশ প্রাচীন মনে হলেও গায়ে একটুও মরচে পড়েনি। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বুঝতে চাইল জিনিসটা কতটা দামি হতে পারে। ওজনেও বেশ হালকা। ধূর, মুখ বাঁকা করে ফেলল; খালি খালি সময় নষ্ট হল।

শেষবারের মত নরকঙ্কালের আশেপাশে ফ্লাশলাইটের আলো ফেলে মেঝে খুঁজে দেখল আর কিছু পাওয়া যায় কিনা সে আশায়। ঠিক তখনি দেখতে পেল একত্রে বাঁধা কিছু ছিন্ন ভিন্ন গাছের ছাল। এমনভাবে পড়ে আছে যেন কেউ ছুঁড়ে ফেলেছে।

দ্রুত হাতে মেটাল স্ল্যাবের সাথে এগুলোকেও তুলে নিয়ে রেখে দিল নিজের আলখাল্লার ভেতরে।

বিজয়ীর হাসি নিয়ে ফিরে এলো ভাঙা বুদ্ধ মূর্তির ধারে, গুহামুখের কাছে। চিৎকার করে নিচের সবাইকে জানালো তার নরকঙ্কাল আবিষ্কারের কাহিনি।

নিচে নামার পর সবাই মিলে ঘিরে ধরল ওর চারপাশ। তারপর তালিবানের লোকাল কমান্ডার হামিদ এসে বলল, "এবার দেখাও তুমি কী পেয়েছ।"

গর্বে ভরে গেল বারানের বুক। ভিড়ের সবাই সরে গিয়ে হামিদের সামনে ওকে বসার জন্য একটুখানি জায়গা দিয়েছে।

পুরনো হাতের লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে দেখল হামিদ। জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গিয়ে, ধারগুলো ক্ষানিক ক্ষয়ে গেলেও অদ্ভুত ব্যাপার হল বয়সের তুলনায় এগুলো এখনো একদম ঠিক আছে। পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে চাইল লেখাগুলো।

কিন্তু মুখ তুলে তাকানোর পর চেহারাতে ফুটে উঠল হতাশা। "এসব পড়া আমার কর্ম নয়। অসম্ভব দুর্বোধ্য। কে জানে কী লেখা আছে! হয়তো লোকটার শপিং লিস্ট" নিজের জোকস শুনে নিজেই হেসে ফেলল হামিদ। বাকিরাও তার সাথে যোগ দিল।

তারপর সবকটি পাতা জড়ো করে ছুড়ে মারল বারানের কাছে।

এবারে মেটাল স্ল্যাবটা তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল হামিদ। একপাশের লেখা দেখে ভ্রু-কুঁচকে ফেলল। কিছু একটা তাকে অবাক করেছে। একটা আঙ্গুল দিয়ে ঘষে দেখল খোদাই করা লেখা! অবাক হয়ে দেখল নড়ে উঠল

www.pathagar.com

খাঁজকাটা হইল। কোনো কিছু না ভেবে সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ছুঁড়েমারল বারানের দিকে।

"রেখে দাও, তোমার কাছে।" ঘোষণা করল হামিদ, "লেখাগুলো একেবারেই পড়ার অযোগ্য আর এই ধাতব জিনিসটাও একটা খেলনা। তাই আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না।"

কিন্তু হামিদ বুঝুক আর নাই বুঝুক এই জিনিসগুলো শত বছরের পুরনো। তাই বারান ঠিক করল যে অন্তত স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই এগুলো নিজের কাছে রেখে দেবে। আর কে জানে হয়ত কালো বাজারে ভালো দাম পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

হামিদ কিংবা বারান কেউই উপলব্ধি করতে পারল না কতটা মহামূল্যবান এক রহস্য পেয়েছে। দেড় হাজার বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মত আবারো আড়ালে চলে গেল পাথরে খোদাই করা ও হস্ত লিখিত সেসব বাক্য।

www.pathagar.com

২১
বর্তমান সময়

ষষ্ঠ দিন
বৈরাত

ধসে পড়া পাথরের দেয়ালের দিকে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল বিজয় আর তার সঙ্গীরা। বেরোবার পথ একেবারে বন্ধ। তিক্ত কণ্ঠে বিজয় বলল, "আমার আসলে তোমাদেরকে এখানে নিয়ে আসাটাই উচিত হয়নি।"

সাথে সাথে উত্তর দিল রাধা, জ্বলে উঠল ওর চোখ, "তুমি তো আমাদেরকে জোর করোনি; আমরা নিজের ইচ্ছেতেই সবাই এসেছি। আর এখন আমরা... আমরা" গলা ধরে এলো মেয়েটার।

"গাইজ, এদিকে এসে দেখে যাও" উল্টো দিকে কিছু একটা দেখছে কলিন।

অন্যরাও ফিরে তাকাল।

গুহার মেঝেতে ভেঙেচুড়ে পড়ে আছে গুপ্ত দরজাটার অবশিষ্ট দেয়াল। সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা গুপ্ত চেম্বার। ওপাশের দেয়ালটা একেবারে মসৃণ আর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত থরে থরে সাজানো ইনস্ক্রিপশন (খোদাই করা শিলালিপি কিংবা অঙ্কিত শব্দাবলি) যা ওদের পড়ার সাধ্য নেই। আর দেয়ালের একেবারে মাঝখানে শূন্য আধারের উপর রাখা কোনো একটা বস্তুতে ল্যাম্পের আলো পড়তেই চকচক করে উঠল।

অবশেষে থামল ধুলিঝড় আর এই নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনায় কিছুক্ষণের জন্য সবাই ভুলে গেল সব আতঙ্ক। তার মানে এটাই তাহলে গুহাটার সত্যিকারের গুপ্ত রহস্য।

"কী এগুলো?" নিজেও জানে না কেন ফিসফিস করছে বিজয়।

পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপছেন ডা. শুকলা। এরই মাঝে অনুবাদ করে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন আর যা পড়লেন তাতে তো রীতিমত চমৎকৃত হচ্ছেন।

www.pathagar.com

"এখানে মহাভারতের একটা বইয়ের সারাংশ লেখা আছে।" কণ্ঠের উত্তেজনা কিছুতেই লুকোতে পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "দ্য বিমান পর্ব, অদ্ভুত, সত্যিই অসাধারণ।"

জ্বলতে থাকা জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেল বিজয়। ঝুঁকে পরীক্ষা করে দেখল।

দৌড়ে ওর পাশে চলে এলো কলিন আর রাধা। অন্যদিকে গুহার দেয়ালের লেখাগুলোর সাথে আঠার মত লেগে রইলেন ডা. শুকলা। বোঝাই যাচ্ছে যে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন তিনি।

"এটা কী?" জানতে চাইল বিজয়। জিনিসটাকে হাতে নিল কলিন।

সবাই মিলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বস্তুটা একটা বল আর প্রথম দেখাতে কাঁচের বলেই মনে হয়। কলিন আস্তে আস্তে হাত মেলতেই দেখা গেল পাথর কেটে নিখুঁতভাবে তৈরি গোলকটা এতটাই মসৃণ যে কাঁচ বলে ভুল হয়।

সাবধানে ব্যাগের ভেতরে বলটাকে রেখে দিল বিজয়। যদিও জানে না এটা কী; কিন্তু গুপ্ত রহস্যের একটা চেম্বারে যখন পাওয়া গেছে তখন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হবে।

বাবার পাশে চলে এলো রাধা, "কী, পাপা?" ভালোভাবেই জানে যে তার বাবা পুরো মহাভারত একশরও বেশি বার পড়েছেন নয়তো কথায় কথায় কেমন করে উদ্ধৃতি দেন। দেয়ালের খোদাই করা লেখাগুলোতে ভিন্ন কিছু বোধহয় তাঁকে উত্তেজিত করে তুলেছে।

সত্যিই তাই। মেয়ের দিকে যখন তাকালেন দেখা গেল ডা. শুকলার চোখ দুটো জ্বলছে, "এখানে 'বিমান পর্বের' কথা লেখা আছে। মহাভারত হল কতগুলো বইয়ের সমষ্টি।" টাইটেল দেখলেই বোঝা যায় যে, সে সেকশনে কী লেখা আছে। যেমন কর্ণ পর্ব হল কর্ণের কাহিনি, ভীষণ পর্বে লেখা আছে ভীষণ পিতামহের কাহিনি, এরকম আরও। কিন্তু মহাকাব্যের বিমান পর্ব আমি কখনো পড়িনি। আর যতটুকু জানি, এটির কোনো অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি।" "কী লেখা আছে এ বইয়ে?" ডা. শুকলার কথা শুনতে পেয়েছে বিজয়। আগ্রহ নিয়ে তাই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বিমান হল একটা উড়ন্ত যন্ত্র। মহাকাব্যের অনেক জায়গাতেই এর উল্লেখ আছে।"

বহু বছর আগে আঙ্কেলের কাছে শোনা মহাকাব্যর গল্প মনে পড়ে গেল বিজয়ের; যেখানে এরকম উড়ন্ত যন্ত্রের কথা শুনেছে।

"এই বইয়ে কোন গল্প আছে?"

www.pathagar.com

উত্তর দেবার জন্য মুখ খুললেন ডা. শুকলা; কিন্তু শোনা গেল কলিনের চিৎকার। এতক্ষণ সে গুপ্ত চেম্বারটা ঘুরে দেখছিল।

"এদিকেও সিঁড়ি আছে।"

বন্ধুর কাছে চলে এলো বিজয়। দেয়ালের ফাটলের দিকে তাকিয়ে আছে কলিন। ল্যাম্পের আলোতে ফাটলটাকে দুজনে মিলে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখল। পাথর কেটে কেটে তৈরি সিঁড়ি এঁকেবেঁকে উঠে গেছে উপরের দিকে। অতদূর অন্ধকারে ল্যাম্পের আলো পৌঁছাচ্ছে না।

"কোথায় গেছে কে জানে" গভীর চিন্তায় পড়ে গেল কলিন।

"সম্ভবত গোপন কোনো এক্সিট (বের হবার রাস্তা)" দু'বন্ধুর পাশে চলে এলেন ডা. শুকলা আর রাধা। "পাথর কেটে কিংবা আন্ডার-গ্রাউন্ডে তৈরি বেশির ভাগ প্রাচীন দালানের দুটো রাস্তা থাকে। ভেন্টিলেশন ছাড়াও কোন কারণে কেউ যদি আটকে যায় তাই এ ব্যবস্থা। এই চেম্বারে যা লুকানো আছে তাতে তো একের বেশি পথ থাকারই কথা।"

পরস্পরের দিকে তাকালো সবাই। মনের মাঝে আশা জাগছে। হয়তো এখনো এই ভূগর্ভস্থ জেলখানা থেকে মুক্তি মিলতে পারে।

"আমি আগে যাচ্ছি" সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল বিজয়, মাঝখানে কলিন, শেষে রাধা আর ডা. শুকলা।

ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে সিঁড়ি। একটু পরে পরেই দেয়ালে দেখা যাচ্ছে গর্ত।

"বাতাস চলাচলের জন্য শ্যাফট (সুরঙ্গ পথ)" ব্যাখ্যা করলেন ডা. শুকলা; "হয়ত পাহাড়ের দিকে এগুলোর মুখ যাতে গুহার ভেতরেও তাজা হাওয়া চলাচল করতে পারে।"

ধীর হয়ে গেল চলার গতি। সবাইই অবাক হয়ে ভাবছে যে উপরে পৌঁছে কী দেখতে পাবে। এরপর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল সিঁড়ি। ছোট্ট একটা চারকোণা চেম্বারে চলে গেল বিজয়ের দল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠার ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিল সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে ডা. শুকলার দিকে তাকাল বিজয়; কিন্তু মাথা নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন ভাষাবিদ। উনি ঠিক আছেন।

ছোট্ট চেম্বারের চারপাশে আলো ফেলে দেখলেও দেয়ালে কোনো ফাটল কিংবা জয়েন্ট দেখা গেল না। একেবারে সলিড পাথর। এক কোণাতে খানিকটা সিঁড়ি দেয়ালের মাঝ বরাবর গিয়ে আবার শেষ হয়ে গেছে।

"এবার কী?" বিস্মিত হল বিজয়।

www.pathagar.com

সবার প্রথমে দেখল রাধা। চেম্বারের ছাদে, কোণার সেই সিঁড়ির উপরেই আরেকটা চারকোণা ওপেনিং (ফাঁকা জায়গা) দেখা যাচ্ছে। যথারীতি এগিয়ে গেল বিজয়। একেবারে উপরের সিঁড়িতে উবু হয়ে বসে পরীক্ষা করে দেখল পাথরের ঢাকনাটি; যেটি হয়ত তাদের মুক্তির পাসপোর্ট। কিন্তু দুই হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ঢাকনাটিকে সরাতে চাইলেও এত ভারী যে নড়াতেও পারল না।

ঘাড় ঘুরিয়ে কলিনের দিকে তাকাতেই দৌড় দিয়ে বিজয়ের কাছে পৌঁছে গেল কলিন।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল দুই বন্ধু। এবার একসাথে জোরে ধাক্কা দিল। তারপরেও কিছুই হল না।

অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

বেরোবার আর বুঝি কোনো রাস্তাই রইল না।

ফারুকের পূর্ব ইতিহাস

কালো মার্সিডিজে বসে বৈরাতের গুহায় পাওয়া পদ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে ফারুক। অথচ গুহার ভেতরে ফাঁদে ফেলে আসা দলটাকে নিয়ে কোনো চিন্তাই করছে না। মনে পড়ছে কেবল আল-কায়েদাতে জয়েন করার পর পরই ১১ বছর আগে ইউরোপিয়ানটার সাথে করা মিটিংয়ের কথা। নিজেকে লোকটা কলম্বাস নামেই পরিচয় দেয়। এত বছর পরেও মুখ বাঁকা করে হেসে ফেলল ফারুক। কিন্তু লোকটার নাম যাই হোক না কেন, অসম্ভব ক্ষমতাশালী আর সারা দুনিয়া জুড়ে আছে পলিটিশিয়ান, বিজনেসম্যান আর ক্রিমিন্যালদের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। নিজের প্রমিজ (ওয়াদা) পূরণ করার জন্য এদেরকে যে সে কিভাবে কাজে লাগায় তা গত বছরে কয়েকবারই চাক্ষুষ করেছে ফারুক।

লম্বা-চওড়া কলম্বাস দেখতে অন্যদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে যেন ঠিকরে বের হয় তাঁর সম্পদ আর প্রতিপত্তির আভা। ফারুক প্রথম মিটিংয়েই যার আঁচ অনুভব করেছে। লোকটা জীবিতদের মাঝে খুব কম মানুষই জানে এমন এক গুপ্ত রহস্য শেয়ার করেছে বিজ্ঞানীর সাথে।

৯-এর গুপ্ত রহস্য

"কোনো একদিন" বলেছেন কলম্বাস "প্রকৃতিকে দ্বিখণ্ডিত করে ঠিকই খুঁজে বের করব এই রহস্য।" সে সময় ফারুক এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না যে কলম্বাস কেমন করে এই রহস্যটা জেনেছেন কিংবা এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিভবে কথা বলছেন। কিন্তু একাধারে নিজের সেই রহস্যটাও জানায়নি, যা ৯-এর সাথেই জড়িত।

www.pathagar.com

ব্যাপারটাকে আসলে অসাধারণই বলতে হবে, মনে মনে ভাবলো ফারুক। যখন বছরখানেক পরে আন্ডারগ্রাউন্ডে (নিষিদ্ধ গোপন সংগঠনে) যেতে বাধ্য হয় আর সেখানেই মোহাম্মদ-বিন জাবালের সাথে দেখা হয়। হয়ত এটাই ছিল তাঁর নিয়তি।

অসম্ভব ধর্মপ্রাণ ফারুক বড় হয়েছে এক কট্টর ইসলামিক পরিবারে আর বাবা তাঁকে মাদ্রাসাতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তী জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সব সময় বিশ্বাস করতো যে আল্লাহ তাঁর জন্য বিশেষ কোনো পরিকল্পনা করে রেখেছেন আর এখন তো জানেই যে সেটা কী। কতটা মহান এক পরিকল্পনা।

কাকতালীয়ের চেয়েও বেশি কিছু বলতে হবে যে, বিন জাবাল তাঁকে প্রাচীন কিছু পাণ্ডুলিপি আর মেটাল ডিস্ক দেখিয়েছেন যার গায়ে খোদাই করা লেখাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারেনি কেউ।

কিন্তু ফারুক অত্যন্ত চতুরতার সাথে সেগুলোর অনুবাদ করিয়েছে; সন্দেহ ছিল নিশ্চয় সেই পাণ্ডুলিপি আর ডিস্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা আছে। আর তাঁর ধারণাই সত্যি হল।

কলম্বাসের সাথে এই আবিষ্কারের কথা শেয়ার করতেই শুরু হল সেই জার্নি। এর মাধ্যমেই কিছুদিন পরে খুঁজে পেল ৯-এর গুপ্ত রহস্য। ততদিনে অবশ্য তাঁরা বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। প্রাচীন পুঁথির পথ ধরে খুঁজে পেয়েছে গুপ্ত এক নির্দিষ্ট স্থান আর সেখানে থাকা প্রাচীন কালের হস্তনির্মিত জিনিসপত্র। ফলে দৃঢ় হয়েছে বিশ্বাস। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এমন সব লিঙ্কের (যোগসূত্র) খোঁজে যা তাদেরকে নিয়ে যাবে সেই গুপ্ত রহস্যের কাছে।

কিন্তু তারও আগে হাতে ধরা পদ্যটার মর্মোদ্ধার করতে হবে।

ভ্রু-কুঁচকে ফেলল ফারুক।

কী হতে পারে এর মানে?

বন্দিদশা!

অর্ধনির্মিত সিঁড়ির উপর আটকে থাকা পাথরের ঢাকনাতে সর্বশক্তি দিয়ে আরেকবার ধাক্কা দিল বিজয় আর কলিন।

কিন্তু নাহ, কিছুই হল না।

হতাশ হয়ে নিচে নেমে এলো দুই বন্ধু। শোকাতুর দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল চারটা মুখ। তারা কি তবে এই গুহাতে আটকে থেকেই শেষ হয়ে যাবে?

www.pathagar.com

মেঝের উপর ল্যাম্প রেখে বসে পড়ল বিজয়। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর গালের কাটা দাগটাও ব্যথায় টনটন করছে। চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল মুখ।

ওকে এ অবস্থায় দেখে রাধাও মন খারাপ করে ফেলল। এগিয়ে এসে বিজয়ের কাঁধে হাত রাখতেই কিছু একটা চোখে পড়াতে ঠিক যেন বরফের মত জমে গেল মেয়েটা।

"কী হয়েছে?" ব্যাপারটা খেয়াল করল কলিন।

"মেঝেতে কিছু একটা আছে" বিজয় যেখানে বসে আছে সেদিকে ইশারা করল রাধা। আলো-ছায়ার নাচানাচি সত্ত্বেও চেম্বারের মেঝেতে অস্পষ্ট একটা নকশা দেখা যাচ্ছে।

সাথে সাথে সরে বসল বিজয়। গুহার দেয়ালে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেও মেঝেতে দেখার কথা মাথাতেই আসেনি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কলিনের দেখাদেখি মেঝেতে আলো ফেলল।

গিয়ার হুইলের খোদাই করা ছবি দেখা যাচ্ছে। সাতাশটা খাঁজ। একেবারে মাঝে সেই চির পরিচিত শূন্য একটা গহ্বর। চারপাশ গাঢ় ধাতু দিয়ে বাঁধানো।

"চাবি!" নিজের উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারছে না কলিন। "তোমার কি মনে হয়, ট্র্যাপডোর খোলার জন্য এখানেও কোনো বিশেষ কৌশল আছে?"

কিন্তু সাথে সাথে আবার মনমরা হয়ে গেল বেচারা; অন্যেদের মাথাতেও ঘুরছে একই চিন্তা। চাবিটাতো বহু নিচে সেই গুহার ভিত্তি স্তম্ভের মাঝে আটকে আছে! আর যদি পাওয়া যায়ও কোনো গ্যারান্টি নেই যে সেটা কাজ করবে। অন্তত নিচে তো সেটা ব্যবহার করে দরজাটা খোলা যায়নি।

"চলো, চেষ্টা করে দেখি, কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠল বিজয়। "আমি নিচে গিয়ে চাবিটা নিয়ে আসছি" বলেই নিজের ল্যাম্প নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে দিল কলিন।

অন্যেরা অপেক্ষা করতে লাগল। কবরের মত নীরবতা নেমে এলো পুরো চেম্বারে। সবাইই চেষ্টা করছে মনের মাঝে আসা সব হাবিজাবি চিন্তাকে দূর করে দিতে; কিন্তু যদি কলিন চাবিটাকে আনতে ব্যর্থ হয়! গুহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো কষ্ট না থাকলেও খাবার আর পানির অভাবেই মারা পড়তে হবে। যদিও এই ভয়ংকর সম্ভাবনা নিয়ে কেউ এখনই ভাবতে রাজি নয়।

বহুক্ষণ পরে ঠিক যেন অনন্তকাল কেটে যাবার পর আবার ফিরে এলো কলিনের ল্যাম্পের আলো; ছেলেটা যেমনভাবে সিঁড়িতে দৌড়ে দৌড়ে আসছে আলোটাও ঠিক সে তালে নাচছে। চেম্বারে ঢুকতেই দেখা গেল কলিনের সারা মুখে হাসি।

www.pathagar.com

"বের করাটা সহজ ছিল না, কিন্তু আগের মত আটকেও যায়নি" আনন্দিত কণ্ঠে জানাল কলিন, "হয়ত দেয়াল ভেঙে পড়ায় চাবিটা কোনো একভাবে ঢিলে হয়ে এসেছে।"

চাবিটা পেয়ে আশা ফিরে পেল সবাই।

মেঝের শূন্য গহ্বরে চাবি ঢুকিয়ে দিল কলিন। দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল অন্যরা। কাজ করবে তো? নাকি নিচের মত এখানেও সব মেকানিজম জ্যাম হয়ে গেছে?

খুব সাবধানে ক্লকওয়াইজ ঘোরাল। ক্লিক করে উঠেই পরপর আরও কয়েকবার তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠল চাবি। কিছু একটা ঘটছে! কয়েক মিনিটের জন্য নড়ে উঠল চেম্বারের মেঝে। আর তার পরপরই আবার সব শান্ত!

সবকটা চোখ একসাথে ঘুরে গেল সিলিংয়ের ট্র্যাপডোরের দিকে। একটুও তো নড়েনি। প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল বিজয়। ভেতরের টেনশন আর হতাশাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারছে না। কোণার সিঁড়ির উপরে গিয়ে চিৎকার করে লাথি মারল; সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল ট্র্যাপডোরের গায়ে। কিছুতেই সহ্য আর করতে পারছে না।

আর ঠিক তখনই অবাক হয়ে দেখল সামান্য নড়ে উঠেছে ট্র্যাপডোর। ঘুষি বন্ধ করে তাই হালকা করে চাপ দিল।

উপরের দিকে কয়েক ইঞ্চি উঠে গেল ভারী পাথরের ঢাকনাটা।

আবারো নামিয়ে রেখে দলের দিকে তাকাল বিজয়। যাক অবশেষে কাজ করেছে মেকানিজম। "আমার মনে হয় চাবিটা ট্র্যাপডোরকে খুলে দিয়েছে। এটাকে জায়গামত ধরে রেখেছিল যে মেকানিজম সেটা আলগা হয়ে গেছে। এবারে বোধহয় কাজ হবে।"

সাথে সাথে বন্ধুর পাশে চলে এলো কলিন। একসাথে পাথরের ঢাকনাতে আঘাত করল। ক্যাচকোঁচ করলেও উপরের দিকে ছিটকে পড়ল ফাঁদের দরজা আর এত শব্দ করল যে গমগম করে উঠল ছোট্ট চেম্বার।

খোলা মুখ দিয়ে উপরে উঠে গেল কলিন। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল নিচে, "কুইক, চলো তাড়াতাড়ি বিদেয় হই।"

এরপর বিজয়সহ রাধা আর ডা. শুকলাকে বের হতে সাহায্য করল। চেম্বারের মেঝে থেকে চাবিটা নিয়ে এসেছে বিজয়। চারপাশে তাকিয়ে দেখল বিশ ফুট উঁচু তিনটা বোল্ডার পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় তৈরি হয়েছে ছোট্ট একটা গুহা।

"আমি জানি আমরা কোথায়" জায়গায়টাকে চিনতে পারল কলিন, "উপরের ছাদে।"

www.pathagar.com

রাতের মিষ্টি বাতাসে নিঃশ্বাস নিল বিজয়। উপভোগ করছে গুহা থেকে ছাড়া পাওয়ার এই স্বাধীনতা।

"ভিত্তি স্তম্ভের চাবিটা দেখতে পায়নি ফারুক" চিন্তিত স্বরে বলে উঠল রাধা।

"বোধহয় চাবিটাকে ভিত্তি স্তম্ভের নকশা হিসেবে মনে করেছে" উত্তরে জানাল বিজয়। "যাক ভালোই হল যে দেখেনি।" নিজের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে হাসল। "কখনো জানবেই না যে কী মিস করল।" এরপর তাকাল কলিনের দিকে, "চলো ঢাকনাটাকে বন্ধ করে রাখি। ট্র্যাপডোর ধ্বংস হয়ে গেলেও এটাকে খোলা রেখে গেলে ৯-এর এই গুপ্ত গুহা আর গুপ্ত থাকবে না।"

"হ্যাঁ, কিছুতেই এটার অস্তিত্ব কাউকে জানতে দেয়া যাবে না।" একমত হলেন ডা. শুকলা। "মহারাজাকে জানাবার পর সরকার ভেবে দেখবে যে ৯-এর লাইব্রেরি নিয়ে কী করা যায়; তার আগ পর্যন্ত এটি গোপনই থাক।"

পাথরের ঢাকনাটাকে তুলে জায়গামত রেখে দিল বিজয় আর কলিন। এরপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। প্ল্যাটফর্ম পার হবার সময় আধভাঙা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল ফারুকের লোকদের কারসাজি।

পাহাড় বেয়ে নিঃশব্দে চলে এলো নিজেদের গাড়ির কাছে। চারপাশে জীবনের কোনো চিহ্নই নেই। বিস্ফোরণের শব্দেও উঠেনি মন্দিরের গুহা-বাবা।

ড্রাইভারের সিটে উঠে বসল বিজয়।

"এখন গিয়ে ধাঁধার সমাধান করে পদ্যটার অর্থ বের করতে হবে।" সামনের রাস্তাটাই তাদেরকে হাইওয়ে হয়ে নিয়ে যাবে নিজেদের দুর্গে।

www.pathagar.com

২২
সপ্তম দিন

জোনগড় দুর্গ

কুশনের উপর রাখা মসৃণ, পলিশ করা পাথরের বলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট। সকাল বেলাতেই ফোন করে বৈরাতের কথা জানিয়েছে বিজয়; কিন্তু রাতের ঘটনা কিংবা কী পেয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। তৎক্ষণাৎ ভীম সিংয়ের ফার্মহাউজ থেকে রওনা দিয়েছেন আগ্রহী হোয়াইট।

এরপর স্টাডিতে সবাই এসে বসার পর পাথরের বলটা দেখিয়েছে বিজয়। আশা করছে প্রফেসর হোয়াইট হয়ত এমন কিছু বলবেন যাতে করে বৈরাতে পাওয়া পদ্যটার মর্মোদ্ধার করা যাবে।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন হোয়াইট, "সত্যিই অসাধারণ একটা জিনিস। এমনভাবে পলিশ করা হয়েছে যে তুমি তোমার চেহারাও দেখতে পাবে। কিন্তু আমি এরকম কিছু আর কখনো আগে দেখিওনি কিংবা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া গেছে বলে শুনিওনি।"

মন খারাপ করে ফেলল বিজয়, "তার মানে আপনি কিছুই বলতে পারছেন না?"

"না, সরি।" বিজয়ের দিকে তাকালেন প্রফেসর, "বৈরাতে তাহলে এটাই পেয়েছ?"

"আর একটা খোদাই করা পদ্য" গতরাতের সবকিছু খুলে বলল বিজয়। ফারুকের সাথে দেখা হওয়া, গুহায় আটকে পড়া।"

বিজয়ের কথা শেষ হবার পর শান্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর হোয়াইট, "ভীম সিংকে জানানোটা উচিত ছিল। তাহলে হয়ত তোমার জন্য সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করতেন। এই ফারুক লোকটা তো বেশ বিপজ্জনক। বিক্রমকে খুন করা ছাড়াও এই নিয়ে তিনবার তোমার উপর আক্রমণ করেছে।"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ, কিন্তু ভল্টের ব্যাপারটা আসলে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ছিল না।" মনে করিয়ে দিল বিজয়। "লকারের জিনিসগুলোই চাইছিল। আমরা শুধু ভুল সময়ে ভুল জায়গায় চলে গিয়েছিলাম।"

"তারপরেও, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে পরের বার কী করবে। নিরাপদ থাকতে হলে ভীম সিংয়ের সাহায্য নিতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি এটা কেমন অভিজ্ঞতা। মনে রেখো আমার উপরেও হামলা হয়েছিল।" "গ্রেগের সাথে আমিও একমত" আলোচনায় যোগ দিলেন ডা. শুকলা। "এতদিন পর্যন্ত ভাগ্য তোমাদেরকে সাহায্য করেছে। আমরা সবাই আসলে লাকি; কিন্তু পরেরবার ফারুকের সামনে পড়লে এতটা লাকি তো নাও হতে পারি। ভীম সিং নিজে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। উনার রিসোর্স আর সরকারের ব্যাক-আপও আছে। তাহলে তো উনার সাহায্য নেয়াটাই উচিত।"

খানিকক্ষণ কথাগুলো নিয়ে ভাবল বিজয়। অবশেষে মাথা নেড়ে জানাল, "আমি জানি যে ফারুক বিপজ্জনক। কিন্তু হয়তো নিছক একজন গুপ্তধন পাচারকারী আর কোনো একভাবে ৯-এর গল্প জানতে পেরে ভেবেছে না জানি কী লুকানো আছে। আর তাতে অবশ্য সে ভালোমানুষ হয়ে যায় না।" পালাক্রমে ডা. শুকলা আর হোয়াইটের দিকে তাকাল, "কিন্তু আমার আঙ্কেলের ইচ্ছে ছিল যে এই অভিযানটা যেন গোপনই থাকে। এই কারণেই আমাকে হেঁয়ালিতে ভরা মেইলগুলো করেছেন। আর ভীম সিংও চান যেন সবকিছু গোপনেই সারা হয়। তাই সশস্ত্র পাহারাদার আর দলবল নিয়ে চলাফেরা করলে সবার মনোযোগ বেড়ে যাবে; ফারুকেরও।"

কিন্তু হঠাৎ করে আরেকটা কথা মনে হল। ফারুক কিভাবে জানল যে তারা বৈরাত গেছে? ওর লোকজন কি ওদেরকে ফলো করছে?

কিছুই বলল না বিজয়। গতরাতের ঘটনাই এখনো মন থেকে যায়নি। তার উপরে এখন প্রশ্ন শুনলে অন্যেরা শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। তাই আরেকটা কথা সবার সাথে শেয়ার করল বিজয়।

"আমার মনে হয় এখন থেকে কলিন ছাড়া আর কাউকে সঙ্গে নেব না। ব্যাপারটা সত্যিই বিপজ্জনক। তোমাদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার আমার কোনো অধিকার নেই। আঙ্কেলও চেয়েছেন যেন আমিই এর সমাধান করি; তাই এখন থেকে সেটাই করব।"

রাধা যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সে কথা ভাবেইনি বিজয়। শক্ত হয়ে গেল মেয়েটার চোখমুখ। "তুমি নিশ্চয় সিরিয়াস নও। এত কিছু সহ্য করে আসার পর এখন আমাদেরকে ঝেঁড়ে ফেলে দিতে চাও? বিজয়, কেউ তো

www.pathagar.com

আমাদেরকে তোমার সাথে যেতে বাধ্য করেনি। জানি তুমি আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছ। কিন্তু একা কতটা পারবে একবার ভেবে দেখো। আমাদেরকে তোমার প্রয়োজন পড়বেই।"

"অন্য কোনো লেখা খুঁজে পেলে তার মর্মোদ্ধারের জন্য আমাকে তো লাগবেই" হেসে ফেললেন ডা. শুকলা।

"আর শত বছরের পুরনো কোনো আবিষ্কারের অংশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে চাই না আমি।" যোগ করলেন প্রফেসর হোয়াইট, "বৈরাতে যেতে পারিনি, কিন্তু পরেরবার তোমাদের সাথে অবশ্যই যাব।"

বন্ধুর দিকে তাকাল বিজয়, কাঁধ ঝাঁকাল কলিন, "আমার আসলে তোমাদেরকে বাদ দেয়ার কোনো বাসনাই নেই। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এরপর ফারুক আরও মরিয়া হয়ে উঠবে। তার কাছে হয়তো পদ্যটা কিংবা এর অর্থও আছে। কিন্তু বলটা তো নেই। এমন না যে কখনো এ সম্পর্কে জানতে পারবে না। তাই এরই মাঝে যথেষ্ট বিপদ পার হবার পর নতুন করে আর কিছুতে কাউকে জড়াতে চাই না।"

বিজয় আপন মনেই ভাবছে যে, যদি ফারুক সত্যিই তাদের উপর নজর রাখে তাহলে তো পরের বার তারা কোথায় যাবে সেটাও জেনে যাবে।

"কিন্তু আপনারা সবাই যদি শেষ পর্যন্ত আমার সাথে আসতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন তাহলে স্বাগত জানাচ্ছি, এ সঙ্গ আর সাহায্যের জন্য। ঈশ্বর জানেন যে কখন এর প্রয়োজন পড়বে।" হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠল অন্যেরা।

এমন সময় স্টাডি রুমের দরজায় শোনা গেল হালকা কাশির আওয়াজ। বাটলার।

"পুলিশ এসেছে, স্যার।"

রুমে প্রবেশ করলেন দুই জন পুলিশ। বিজয় ভেবেছিল হয়ত রওনক সিং হবেন; কিন্তু এদেরকে দেখে অবাক হল বিজয়। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেল।

"আপনাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" আই বি অফিসার নিজের নাম জানিয়ে সঙ্গী পুলিশ আর্টিস্ট দীপকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর ইমরানকে জিজ্ঞেস করল বিজয়।

কী বলবেন তা বেশ কয়েকবারই রিহার্সাল করে এসেছেন ইমরান। "গুড়গাঁও পুলিশ আপনার কিডন্যাপিং সম্পর্কে তদন্ত করছে। তাই সন্দেহ ভাজন হিসেবে যে দুজনের নাম এফ আই আর করা হয়েছে তাদের পোর্ট্রেট করতে চাই।" ইচ্ছে করেই এসব শব্দ নির্বাচন করেছেন যেন বোঝা যায় যে তিনি গুড়গাঁও পুলিশের হয়েই কাজ করছেন। "আপনি এবং আপনার বন্ধু কি আমাদেরকে সাহায্য করবেন?"

www.pathagar.com

"অফ-কোর্স" কলিনের দিকে তাকিয়ে ইমরান আর দীপককে গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিটিং রুমে নিয়ে এলো। তারপর দীপককে ফারুক আর ইমতিয়াজের চেহারা বর্ণনা করতেই স্কেচ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুলিশ আর্টিস্ট।

শেষ হবার পর স্কেচ দেখল বিজয় আর কলিন, "ফারুকের ছবিটা প্রায় হুবহু হয়েছে, কী বলো?" বিজয়ের দিকে তাকাল কলিন। মাথা নেড়ে সায় দিল বিজয়।

"কিন্তু ইমতিয়াজের স্কেচ তেমন ভালো হয়নি" দীপকের দিকে তাকাল, "আয়্যাম সরি, হয়ত আমরা ইমতিয়াজের চেয়ে ফারুককে নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলাম।"

"দ্যাটস ওকে" একদৃষ্টে ফারুকের পোর্ট্রেট দেখছেন ইমরান, "সত্যিই অনেক উপকার হল। অন্তত চেষ্টা করে এবার ভিজ্যুয়ালি ম্যাচ করার চেষ্টা করা যাবে। আর আপনি বলেছিলেন উনি একটা দলের নেতা, তাইনা?"

দুই বন্ধুতে একযোগে মাথা নাড়ল।

"আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হবে।" হাসি দিয়ে উঠে পড়লেন ইমরান।

স্টাডিতে ফিরে এলো বিজয় আর কলিন। এখনো ধাঁধা নিয়ে ব্যস্ত ডা. শুকলা, রাধা আর প্রফেসর হোয়াইট।

"উনারা কেন এসেছিলেন?" জানতে চাইলেন ডা. শুকলা।

পোর্ট্রেট সম্পর্কে জানালেও বিজয়ের ধাঁধা নিয়েই আগ্রহ বেশি। "এখনো ভাগ্যের শিকে ছিঁড়েনি?"

"ওয়েল, আমাদের মনে হচ্ছে এটা আসলে ৯-এর চারজন সদস্যের কোনো একটা পরোক্ষ উল্লেখ হবে হয়তো।" বলে উঠল রাধা। "কিন্তু তা নাও হতে পারে। যেমন ডিস্কেও তো অরিজিনাল ৯ জনের কথা বলা হয়নি।"

"তো, তোমার ধারণা, একই যুক্তি ব্যবহার করে এখানেও অশোকের চারটা রাজকীয় নির্দেশের কথাই বলা হয়েছে?" "যা মনে হচ্ছে এখানে চারটা অবকাঠামোর কথা বলা হয়েছে। হয়তো অশোকের তৈরি কিংবা সে সময়ে নির্মিত। যদি দ্বিতীয় লাইনের সম্রাট বলতে অশোককেই বোঝানো হয়ে থাকে তো।"

"মানে কোনো পিলার বা এ জাতীয় কিছু?" জিজ্ঞেস করল বিজয়।

"হয়ত কোনো ধরনের মন্দির?" যোগ দিল কলিন। "মন্দিরের মাঝেই তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়, তাই না?"

মাথা দোলালেন প্রফেসর হোয়াইট। "অশোক বুদ্ধিস্ট ছিলেন। হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বর কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিতে শুনেছি কিন্তু চৈত্য কিংবা অন্যকিছু বলি দেয়া তো হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম এভাবে পালিত হয় না।"

www.pathagar.com

"কিন্তু এখানে তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলির কথা লেখা হয়নি" জোর দিল কলিন, "যদি এমন হয় যে তাঁরা স্বয়ং বুদ্ধের কাছে বলি দিয়েছেন? অথবা মানুষের কাছে? নিজের জনগণের জন্য অশোক তো এমনটা করেছেন তাই না?"

"হ্যাং অন" বাধা দিল রাধা।

"আপাতত দ্বিতীয় লাইনটা বাদ দিয়ে অশোকের তৈরি এমন কোনো স্ট্রাকচার খুঁজতে হবে যা চার ভ্রাতার বর্ণনার সাথে মিলে যায়।"

প্রফেসর হোয়াইটের দিকে তাকাল বিজয়, "গুড আইডিয়া। কাম অন গ্রেগ, এখানে একমাত্র আপনিই হিস্টোরিয়ান আছেন।"

"অশোকের সময়ে নির্মিত খুব বেশি কাঠামো আজ আর টিকে নেই।" ভ্রু-কুঁচকে বলে চললেন হোয়াইট, "তিনি তো অনেক কিছু বানিয়েছিলেন– পিলার, আশ্রম, রাজপ্রাসাদ আর অবশ্যই তাঁর রাজকীয় নির্দেশ। রাজপ্রাসাদগুলোর একটাও আজ আর আস্ত নেই। কেবল কয়টা টিকে আছে। হতে পারে সেগুলোর কোনো একটাই হবে।"

"অশোকের পরেও যেন বোঝা যায় সে কারণেই তৈরি হয়েছে এ ধাঁধা। "চিন্তিতস্বরে বলে উঠল রাধা, "তাই যে চারটা কাঠামোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নিশ্চয় টিকে থাকার মতোই তৈরি হয়েছিল। এমন কোনো একক কিংবা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে যা অশোকের সাথে পরিচিত যে কেউ চট করে বুঝে ফেলবে।"

"আর এসব কাঠামো এমন হবে যা আপাত ধ্বংসযোগ্য নয়। মোটের উপর বলতে গেলে সময় আর আবহাওয়াকেও হার মানিয়ে দেবে।" যোগ করলেন ডা. শুকলা।

"আমরা তো জানিই যে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থান আর ভূমির চিহ্নের ব্যাপারে লাইন কতটা খুঁতখুঁতে ছিল। তারা কোনো সুযোগ নিতে চায়নি; তাই এমন কোনো জায়গা নিশ্চয়ই বাছাই করেনি যা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।"

"ধরুন", বলে উঠল বিজয়, "আমার আঙ্কেলের কথা মত আরও একবার রাজকীয় নির্দেশ ফলো করলাম। অশোকের তৈরি এ পাথরগুলোই কেবল দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এমন কোনো রাজকীয় নির্দেশ কি আছে যেগুলো একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত? এমন কোনো কিছু যা 'ভ্রাতা' হিসেবে ভাবা যায়?"

ডিস্কের সূত্র মেলানোর সময় বিজয় যে প্রিন্ট আউট বের করেছিল সেই কাগজগুলো নিয়ে এলো কলিন। সবার হাতে হাতে দিতেই আবারো কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ল পুরো দল। খুঁজছে এমন কোনো সূত্র যাতে হয়ত ধাঁধাটার সমাধান করা যাবে।

www.pathagar.com

নিস্তব্ধতার মাঝে কানে আসছে কেবল ঘড়ির টিকটিক আর কাগজ উল্টানোর শব্দ।

হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল কলিনের চেহারা, "আমার মনে হয় কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি। শোনো।" সামনে একটা কাগজের পাতা ধরে পড়ে চলল, "খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহান সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বারাবার পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে বারাবার গুহা। এখানে একটা কিংবা দুটো চেম্বার থাকলেও অভ্যন্তরে চমৎকারভাবে পালিশ করা হয়েছে।"

শব্দগুলো শোনার সাথে সাথে অবচেতনভাবেই বিজয়ের চোখ চলে গেল মসৃণ পাথরের বলটার দিকে। কাকতালীয় কিছু? নাকি নেহাৎই এক সম্ভাবনা? ডেস্কের কাছে হেঁটে গিয়ে ল্যাপটপে টাইপ করল কয়েকটা শব্দ।

সবার মনোযোগ বেশ উপভোগ করছে কলিন; বলে চলল, "এই গুহাগুলো অশোক আ..." থেমে গিয়ে খুব কষ্টে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, "আ-জি-ভি-কা-দেরকে দান করে গেছেন। ঠিক আছে না শব্দটা?" চারপাশে তাকাতেই দেখল সম্মতিতে মাথা নাড়ছে অন্যেরা। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে পরেরটুকু শোনার জন্য।

আবারো কাগজে চোখ রাখল কলিন, "এই গুহাগুলো দেখতে হুবহু সে সময়কার সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত কাঠের মৌচাকের কুঁড়েঘরের মতো। আর অশোকের শাসনামলে এরকম চারটা গুহা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীনটিই অশোকের রাজত্বকালের দ্বাদশ বৎসরে তৈরি।" আবারো উৎসুক মুখগুলোকে দেখে নিল, "তো, কী মনে হচ্ছে?"

"চারটা গুহা" গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবছে বিজয়, "চার ভ্রাতা...মসৃণ দেয়াল। আর আমাদের কাছে আছে এই চকচকে পাথরের বল। কিছু একটা ব্যাপার তো আছেই। তোমার কী হয়েছে?" রাধার কৌতূহলী মুখ দেখে জানতে চাইল বিজয়।

"আরে আমি এত গাধা" মাথা নাড়ছে রাধা, "বিশ্বাসই হচ্ছে না যে কেন এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।"

"মানে?" জানতে চাইল কলিন। "এখন আমি নিশ্চিত যে বারাবার গুহাগুলো নিয়ে তোমার ধারণাই ঠিক।"

"তেমন মনে হচ্ছে বটে; কিন্তু তুমি কিভাবে এতটা নিশ্চিত হলে?" অবাক হয়ে গেলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"এখানে কেউ ই.এম. ফরস্টারের বই পড়েছে, 'অ্যা প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'?"

কেউই না।

www.pathagar.com

"ওয়েল, এ বইয়ে উনি চন্দ্রপুর নামে কাল্পনিক এক শহরে সারি সারি পাহাড়ের কথা লিখেছেন যেখানকার গুহাগুলোর দেয়াল একেবারে মসৃণ। উনি এগুলোকে "মারাবার গুহা" বলেছেন। আসলে তিনি বারাবার গুহা থেকেই ধারণা নিয়েছেন। নামের ক্ষেত্রেও তাই অনেক মিল আছে। দুবারের ভারত ভ্রমণে একবার গুহাগুলোতে ঘুরেও এসেছিলেন। আর বইয়ের প্রধান ঘটনাগুলোর একটা তো এই গুহাতেই ঘটেছে।"

থেমে গিয়ে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন আগে কেন মনে আসেনি ভেবে আফসোসে মরে যাচ্ছে। "এখন আসি কলিনের কথায়। এই গুহাগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতিধ্বনি। গুহাগুলোতে প্রতিধ্বনি হয়!" "৯ জনের রহস্যের প্রতিধ্বনি" বিড়বিড় করলেন প্রফেসর হোয়াইট, "ব্যাপারটা সত্যিই এত অদ্ভুত। মনে হচ্ছে যেন জিগস্ পাজল্ খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। এখন তোমার কথা শোনার পর পদ্যটারও অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"অবশ্যই আছে" একমত হল বিজয়। "চারটা গুহাই—চার ভ্রাতা। অশোক দান করে গেছেন। সম্রাট দিয়ে গেছেন। আর গুহাগুলোতে প্রতিধ্বনি হয়। শেষ লাইনটার দুটো অর্থ আছে। গুহার উদ্দেশ্যও বোঝায়, যাতে ৯-এর গুপ্ত রহস্যের কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু একই সাথে আরেকটা বৈশিষ্ট্যও মনে করিয়ে দেয়; এগুলো অশোকের অন্যান্য স্থাপনা থেকে ভিন্ন।"

এতক্ষণ সমানে টাইপ করে যাবার পর এবারে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাল।

"বারাবার শব্দটা দিয়ে গুগলে সার্চ দিয়েছিলাম। গয়া থেকে বিশ কি. মি. দূর। আর ঠিকভাবে বলতে গেলে বিহারের প্রাণকেন্দ্র। আরেকটা বর্ণনায় লেখা আছে, বেলা থেকে ধূলি মাখা একটা রাস্তা সোজা গুহাগুলোর দিকে চলে গেছে।"

ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে তাকাল বিজয়। "কী মনে হচ্ছে? ৯-এর গুপ্ত রহস্য কি ওখানে সত্যি লুকানো আছে?"

"হতে পারে" সাথে সাথে উত্তর দিল কলিন। "অস্বাভাবিক না। সভ্যতা থেকে এত দূর; এমন জায়গাতে গুপ্ত রহস্য লুকানো থাকতে পারে কেউ ভাববেই না।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। জানালেন ডা. শুকলা।

"আমিও বারাবার-কে ভোট দিচ্ছি" হাত তুললেন প্রফেসর হোয়াইট। "আমিও।" উত্তেজিত হয়ে উঠল রাধা, "বিজয়, এটাই সেই জায়গা।"

"ওকে" হেসে ফেলল বিজয়। "কাল সকালেই আমরা পাটনা রওনা হচ্ছি। এক্ষুণি টিকিটের ব্যবস্থা করছি।"

www.pathagar.com

ডা. শুকলার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু প্রথমেই একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে বলে দিতে চাই, পদ্যটার মর্মোদ্ধারের উত্তেজনায় বলতে ভুলে গেছি।"

আগ্রহ নিয়ে ছেলেটার দিকে তাকালেন ডা. শুকলা; বুঝতে পারছেন না কী বলতে চাইছে বিজয়।

"বৈরাতের গোপন চেম্বারের সেই লেখা যেটা আপনি বলেছিলেন যে মহাভারতের একটা এয়ারক্রাফট (বিমান) সম্পর্কিত; তখন কিছুই বুঝতে পারি নি।"

"ওহ্, ইয়েস, অফ কোর্স, গুপ্ত সিঁড়িটা পাবার পরেই ভেবেছিলাম যে তোমাকে বলব।"

"মানে আপনি বলতে চাইছেন যখন আমি গুপ্ত সিঁড়িটা আবিষ্কার করেছিলাম" কপট গর্বে ভরে গেল কলিনের বুক।

মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল বিজয়; হেসে থেমে গেল কলিন।

"দেয়ালে খোদাই করা লেখাগুলো 'বিমান পর্বের' সারাংশ।" ব্যাখ্যা করলেন ডা. শুকলা। "একেবারে শব্দ ধরে অনুবাদ করলে এর মানে 'দ্য বুক অব ফ্লাইং মেশিনস'। উড়ন্ত মেশিন সম্পর্কে লেখা বই। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা হল কয়েক শতক ধরে যে মহাকাব্যের চর্চা করা হয় সেখানে এই বইটার কোনো উল্লেখই নেই। কোনো অস্তিত্বও নেই অথচ আছে, অন্তত সারাংশ হলেও তা আছে। এমন একটা গোপন চেম্বারে পাওয়া গেল যেটা ৯-এর। অথবা সেরকমটাই আমাদের বিশ্বাস।"

"এক মিনিট" মাঝখানে কথা বলে উঠল কলিন, "আমি একটু কনফিউজড হয়ে পড়ছি। মহাভারত হল শত শত বছরের পুরনো একটা মহাকাব্য। তাহলে এর একটা বই কিভাবে হারিয়ে গেল?"

"আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে; তবে এর যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যাও নিশ্চয় আছে, ধরো মহাভারত খুব সাম্প্রতিক সময়ে এসে পুঁথি আকারে লেখা হয়েছে। সময়টা নিশ্চিত না হলেও সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ২০০ অব্দের ভেতরে। এর আগ পর্যন্ত এ মহাকাব্য কেবল মানুষের মুখে মুখেই লোক কাহিনি হিসেবে টিকে ছিল।"

এবার ঢুকল কলিনের মাথায়, "তার মানে মানুষ মৌখিকভাবে এর কথা জানলেও হতে পারে কোনো এক কারণে লেখা হয়নি?"

"ঠিক তাই। কেন আর কিভাবে তা ভিন্ন ইস্যু। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা এরকমই বলে মনে হচ্ছে।"

"তো, এর মাঝে কী লেখা আছে? ৯-এর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে কিছু?" গুহার দেয়ালের শব্দগুলোর পেছনকার গুঢ় অর্থ বের করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছে বিজয়।

www.pathagar.com

মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা, 'আমি জানি না আসলে। অন্তত এ ধরনের কোনো গুপ্ত রহস্য দেখিনি যা দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বইটাতে কেবল একটা গল্প লেখা আছে; মহাভারতের অন্য বইগুলোতে যেমন আছে। এই 'বিমান' কিংবা 'ফ্লাইং মেশিনের' কথা মহাভারত আর রামায়ণে বহুবার লেখা হয়েছে। এই উড়ন্ত মেশিনগুলো সাধারণত রথ হত যা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বধ করতেন ঈশ্বর কিংবা দেবতাগণ। বিমান পর্বে কৌরবের মিত্র, মগধের রাজার কথাই লেখা আছে। দেয়ালে লেখা সারাংশ অনুযায়ী রাজা পাণ্ডবদের সেনাবাহিনীকে হত্যা করার জন্য স্বর্গীয় অস্ত্র বহনকারী এক বিমান বহর গোপনে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অস্ত্রের নাম কিংবা প্রকৃতির কথা কিছু লেখা নেই। আর উপসংহারে আছে রাজার সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। কেননা বহর সম্পূর্ণ হবার আগে যুদ্ধই শেষ হয়ে যায়। পাণ্ডবরা জিতে যায়, মগধের রাজা মৃত্যুবরণ করেন আর সেই সাথে তাঁর সব পরিকল্পনার মৃত্যু হয়।"

"এমন এক গোপন অস্ত্র যা একটা সেনাবাহিনীকে হত্যা করতে পারবে?" অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কলিন। "একটু বেশি বেশি শোনাচ্ছে তাই না?"

হেসে ফেললেন ডা. শুকলা, "তোমার নিশ্চয় মনে আছে, মহাকাব্যে প্রায়শ এমন সব রূপক ব্যবহার করা হয়। মহাভারতের অনেক অস্ত্রের ক্ষেত্রেই "স্বর্গীয় অস্ত্র" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে; যা নিজ নিজ যোদ্ধাকে দান করতেন দেবতারা।"

"ইয়েস" শৈশবে আঙ্কেলের কাছ থেকে শোনা গল্প মনে করল বিজয়, "আমার মনে আছে, ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে এমন এক অস্ত্র। যুদ্ধে অর্জুন যেটা ব্যবহার করেছিলেন।"

মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা, "হুম। এরকম আরও অনেক অস্ত্রের কথা এ মহাকাব্যে পাবে। মহেন্দ্র নামে আরেকটা অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন অর্জুন যা তাঁকে দেবতাদের ঈশ্বর ইন্দ্র দিয়েছিলেন। কৌরবের সেনাবাহিনীর উপর একসাথে হাজার হাজার তীর বর্ষণ করেছিল এ অস্ত্র। এরপর আরেকটা অস্ত্র হচ্ছে প্রমোহন, যা কৌরব বাহিনীকে অবশ করে দিয়েছিল। চেতনা হারিয়ে সৈন্যরা অসহায়ের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এর বিপক্ষে পাণ্ডব আর কৌরবদের গুরু দ্রোনাচার্য রাজনা নামে আরেকটা অস্ত্র তৈরি করেন।"

চারপাশে তাকিয়ে বললেন, "এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। যখন শয়তান আলামবুশ পুরো যুদ্ধক্ষেত্র গহীন আঁধারে ঢেকে দেয় তখন অভিমন্যু এমন এক সূর্যালোকের অস্ত্র বের করেন যা অন্ধকারকে কাটিয়ে দিয়ে

www.pathagar.com

আলোকিত করে তোলে সমরাঙ্গন। অর্জুন আরেকটা যে ভয়াবহ দিব্যঅস্ত্র ব্যবহার করে ছিলেন তা হারিকেন সৃষ্টি করেছিল। তার বিখ্যাত অস্ত্রগুলোর অন্যতম একটি হল অঞ্জলিকা, যেটা দিয়ে কর্ণকে হত্যা করেছিলেন। সূর্যের মত দীপ্যমান ছিল সাড়ে পাঁচ ফুট আর ছয় ফুট লম্বা এই অস্ত্র। অর্জুন তাঁর ধনুকের ছিলায় যখন এই অস্ত্র নিয়েছিলেন তখন নাকি কেঁপে উঠেছে পুরো পৃথিবী আর আকাশ ভরে গেছে সে শব্দে। বজ্রগর্জন করে ছুটে গেছে অস্ত্র; ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে কর্ণের শরীর।"

"ওয়াও" বেশ মজা পাচ্ছে কলিন।

"যদিও এসব বর্ণনাকে সত্যিকার অর্থে কেউ আমল দেয়নি।" বলে চললেন ডা. শুকলা। "প্রাচীনকালে গল্পটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এমন বহু অতিকল্পনা মেশাতেন গল্পবাজরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গল্পের অংশ হিসেবেই টিকে থেকেছে এসব কল্পনা; ফলে মূল গল্প থেকে এদের আলাদা করা কঠিন। তাই, বিমান পর্ব তেমন একটা মৌলিক নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় উড়ন্ত মেশিন খুব দ্রুতগামী কোনো রথও হতে পারে।"

"তাহলে কেন গুপ্ত একটা চেম্বারের দেয়াল খোদাই করে এ কাহিনি লেখা হল যা কিনা ৯-এর লাইব্রেরি হতে পারে?" চিৎকার করে উঠল বিজয়।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডা. শুকলা। "হয়তো এই বইটাও লাইব্রেরির অংশ।"

"দ্যাটস ইন্টারেস্টিং" মন্তব্য করল রাধা। "এরকমটা করার পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। এটাতো জানা কথাই লাইব্রেরির অন্য যে কোনো বইয়ের তুলনায় এই লেখাগুলো বেশি দিন টিকবে। মোটের উপর বলা যায় তাদের সম্রাট অশোকও তো এই একই কারণে পাথরের উপর নিজের রাজকীয় নির্দেশ লিখে গেছেন।"

"আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে এর অন্য কোনো কারণ আছে। কিন্তু কী সেটা?" ভ্রু-কুঁচকে ফেলল বিজয়।

আশা করল বারাবারে হয়তো এর উত্তর পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

২৩
সপ্তম দিন

ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার্স, নয়া দিল্লী

সামনের পোর্ট্রেটটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন ইমরান। ওপাশে বসে থাকা ব্লেক বুঝলেন ব্যাপারটা।

"মিলে গেছে, তাই না।"

হাসছেন ইমরান, "কষ্ট হলেও কেষ্ট মিলেছে।" এখনো যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, "মাঝে মাঝে আমার সত্যিই অবাক লাগে। এরকম কাকতালীয় ঘটনা সত্যিই ঘটে কিনা। মানে, নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টকে যে হত্যা করেছে, সেই একই ব্যক্তি তার ভাতিজাকে অপহরণ করেছে আবার আল-কায়েদার ভিডিও আর সন্দেহভাজন গুপ্ত ঘাতকের ফোন ট্যাপ করেও তার নাম পাওয়া গেছে, সব কেমন অদ্ভুত না?"

এবারে হাসলেন ব্লেক। তার মানে ভারতে ফারুক সিদ্দিকী খুব বড় সড় কিছুর সাথে জড়িত, তাদের এ সন্দেহ একেবারে সঠিক। কিন্তু সেটা যে কী, তাই এখনো অজানা রহস্য।

"তো এখন আপনি কী করবেন?" এ ব্যাপারে ব্লেক খুব সচেতন যে এরপর ইমরান কী করবেন তার উপরে নির্ভর করবে এই বিশেষ কাজের সাফল্য। লোকটার পর্যবেক্ষণ শক্তি আর সহজাত বোধ সত্যিই প্রবল।

পাল্টা হাসলেন ইমরান। "দুটো জিনিস : প্রথমত, বিজয় সিংয়ের ল্যান্ড লাইন আর মোবাইল ফোন ট্যাপ করার আদেশ দিয়েছি। আল-কায়েদা আর এলইটি তাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছে নিশ্চয় এই মাথা ব্যথার পেছনে কোনো কারণ আছে। দ্বিতীয়ত, মহারাজা ভীম সিংয়ের ইন্টারভিউ নেব।"

ভ্রু-কুঁচকে ফেললেন ব্লেক, "পারবেন?"

"সেক্ষেত্রে হোম মিনিস্ট্রিতে কল-কাঠি নাড়তে হবে। আর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে ব্যাপারটা সহজ হবে না।"

www.pathagar.com

দুষ্টুমি করে হেসে উঠলেন ব্লেক, "আমার তো মনে হচ্ছে আপনার অসাধ্য কিছুই নেই।"

স্থির প্রতিজ্ঞা

অন্য পাশের প্রতিক্রিয়া শুনে কালো হয়ে গেল ফারুকের চেহারা। মাত্র কয়েক মিনিট আগে ফোনটা এসেছে আর বৈরাতের অপারেশন নিয়ে তো রীতিমত ক্ষেপাক্ষেপি শুরু করেছে কলার।

"যদি তুমি তোমার মোটা মাথাকে কাজে লাগাতে তাহলে এতক্ষণে গুপ্ত কক্ষটাও পেয়ে যেতে।" কণ্ঠে যথেষ্ট ঝাঁঝ ঢেলে জানাল ওপাশের বক্তা, "আমি বুঝতে পারছি না এত তাড়াতাড়ি বিজয় সিং আর তার বন্ধুদেরকে হাপিশ করে দিয়ে তোমার কী লাভ হবে। একবার যদি লক্ষ্যে পৌঁছে যাই তখন তো এ নিয়ে আমি দু'বার ভাবতাম না। বৈরাতে যা হল তাতে তো সবই পন্ড হত যদি না কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান থাকত।"

চুপচাপ শুধু শুনছে, কিছুই বলছে না ফারুক। তবে দু-একটা যে শোনাতে ইচ্ছে করছে না তা নয়। "পাবলিসিটি ভালোই কামিয়েছ যেটার কোনো দরকারই ছিল না। অথচ লক্ষ্যে পৌঁছার কোনো খবর নেই। সাহায্য করবে এরকম কোনো তথ্য কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। আর ভুলে যেও না যে ঘোষণার দিন একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখন আর ইঁদুর-বিড়াল খেলার সময় নেই।"

ফারুক বুঝতে পারল যে এখন আর নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে কোনো লাভ নেই। আর এ ব্যাপারটা তো মিথ্যে না যে বৈরাতে সে কিছু একটা মিস্ করেছে। এটাও সত্যি যে ব্যক্তিগত ক্ষোভও কাজ করেছে। এখনো মানতে পারছে না যে ওই বিজয় ছোকরা তাকে এতবার নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। তাই পাল্টা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু না, এভাবে কাজ হবে না। মিশনের সফলতাই আসল কথা। ভুল হলেই সমূহ বিপদ হবে। "আমরা সেখানে পৌঁছাবোই।" প্রমিজ করল ফারুক। "আর কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

"শুনে ভালোই লাগল। ব্যর্থতার পরিণতি কী তা তো তুমি ভালোই জানো।"

কেটে গেল ফোন। হতাশা নিয়ে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে রইল ফারুক।

দরজায় নক্ শুনে তাকাতেই দেখল যে মারফি ঘরে ঢুকছে।

এই ব্যাটাকেও মোটেই সহ্য হয় না। কেমন করে যেন আমেরিকানটা তাকে এই প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর কাছে হারতে একটুও ভালো লাগছে না।

www.pathagar.com

"কী চাও?"

"আমাকে সোজা আপনার সাথে কাজ করতে বলা হয়েছে। এখন থেকে আপনাকে সহায়তা করব।"

নিজের বিতৃষ্ণা লুকোবার কোনো চেষ্টাই করল না ফারুক। "একদিকে ভালোই হল"। মারফিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, "আমরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব। তাতে সময়ও বাঁচবে। আর চিন্তা করবেন না; আমি কেবল সাহায্য করতে এসেছি। আপনার পথের বাধা হবো না।"

"তাই মনে হচ্ছে নাকি তোমার?"

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি, "আপনারা আসলে ভুল বুঝছেন।"

"এখন তুমি আমাদেরকে শেখাবে?"

"না। যা করছেন তাতে নিশ্চয় আপনারা দক্ষ। আতঙ্ক সৃষ্টি করতে আপনার মতো আর কেউ পারে না। কিন্তু জানেন এটা কিন্তু আপনার পথ নয়।"

"তোমার ধারণা তুমিই ভালো জানো?"

"এটাই তো আমার পেশা।"

"তাহলে তুমি কী করতে চাইছ?" চ্যালেঞ্জের মতোই শোনাল কথাটা। "আমাকে বলা হয়েছে হাতে আর বেশি সময় নেই। ঘোষণার পর থেকেই কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে যাবে। তাই যা খুঁজছি তা পেতেই হবে। ব্যর্থতার কোনো স্থান নেই।" খানিক বিরতি দিয়ে শব্দ খুঁজে নিল মারফি, "আপনার কৌশলগুলো নিয়ে আবার একটু ভাবুন। পেশির জোর খাটাতে চেয়েছেন; কিন্তু কী পেয়েছেন?"

কিছুই বলল না ফারুক। "ঠিক তাই। এবারে কী হবে যদি আপনি সব চেষ্টা বাদ দিয়ে ওদের কাছ থেকেই গুপ্ত রহস্যটা আদায় করে নেন?"

"হাত গুটিয়ে বসে থাকার তো কোনো মানে হয় না।"

"আমি তা বলতে চাইনি। দেখুন, আপনি মেইলের মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি। ওরা পেরেছে। এখন বৈরাত থেকে আরেকটা ধাঁধা নিয়ে এসেছেন। আর তারা গুপ্ত চেম্বার থেকে একটা পাথরের বল পেয়েছে। তাহলে সূত্রগুলো কিভাবে মেলাবেন?"

বুঝতে পারল ফারুক। "তোমার কথাই ঠিক। এই খেলাতে ওরাই এগিয়ে আছে। এই পর্যন্ত যখন এগিয়েছে তখন আরও এগোবে। আমাদের শুধু ওদেরকে অনুসরণ করতে হবে। ওরাই আমাদেরকে লক্ষ্যের কাছে নিয়ে যাবে।"

হেসে ফেলল মারফি।

www.pathagar.com

মাথা নাড়ল ফারুক, "ফাইন। এখন থেকে ওদেরকে আর ঘাঁটাবো না। দেখা যাক ওরাই গুপ্ত রহস্যের কাছে নিয়ে যায় কিনা। আর আমি জানি কখন কন্ট্রোল নিজের হাতে নিতে হবে।"

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলো মারফি, "কেমন ভাবে জানবেন?"

কদর্য হয়ে উঠল ফারুকের হাসি, "ধরে নাও আমি বৈরাতে যা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়েছি।"

রূঢ় এক প্রত্যাখ্যান

জাঁকজমক পূর্ণ এক স্টাডি রুমে বসে চারপাশে নজর বোলালেন ইমরান। স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছেন মেহগনি ডেস্ক, পালক লাগানো কলম আর ক্রিস্টালের হোল্ডার ও কালির দোয়াত। দেয়ালগুলোর একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেবল বুক কেস। মহারাজা মনে হচ্ছে বইয়ের পোকা।

স্টাডির দরজা খুলে ভেতরে এলেন ভীম সিং। পরনে গাঢ় ধূসর রঙা নেহরু জ্যাকেট। "ইয়োর হাইনেস" ইমরান দাঁড়াতেই মাঝপথে থামিয়ে দিলেন মহারাজা।

"আমি জানি আপনি কেন এসেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলেছেন।"

ইয়াহ, মনে হচ্ছে তিনি রিপোর্ট করেছেন।

মহারাজার উদ্ধত আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন ইমরান।

মেহগনি ডেস্ক ঘুরে বহুমূল্যবান চামড়ার চেয়ারে বসলেন ভীম সিং। এখনো ইমরানকে বসতে বলেন নি।

"দ্যাটস গ্রেট" যাই হোক: ইমরান নিজে থেকেই বসে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই লোকের ইন্টারভিউ নিতে তাঁর বয়েই গেছে। হতে পারে ভীম সিং একজন প্রাক্তন মহারাজা আর বিখ্যাত পলিটিশিয়ান; কিন্তু তাই বলে উনাকে ছাড় দিতে রাজি নন ইমরান।

"তাহলে তো সোজা পয়েন্টেই আসা যায়।"

কিছু না বলে বুকের উপর হাত দুটো এমনভাবে আড়াআড়ি করে রাখলেন মহারাজা, যেন অপেক্ষা করছেন।

"আমরা ফারুক সিদ্দিকী নামে একজন মানুষ আর ভারতে তার কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্ত করছি।" খুব সাবধানে শুরু করলেন ইমরান; ভাবছেন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখবেন হয়তো। কিন্তু না, কিছুই নেই। "আমার বিশ্বাস এই লোকটার বিরুদ্ধেই আপনি জোনগঁড়ের বিজয় সিংয়ের কিডন্যাপিং-এর ফাইল করিয়েছিলেন।"

www.pathagar.com

"আমি ফারুক নামক লোকটার বিরুদ্ধে কেস করার জন্য চাপ দিয়েছি। সিদ্দিকী পদবীর কাউকে চিনি না।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণটা কি জানতে পারি?"

"আমার মনে হয় না এটা আপনার জানা দরকার।"

আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইমরান। "আয়্যাম সরি ইয়োর হাইনেস, কিন্তু কেসটার তদন্ত করতে গেলে উত্তরগুলোও আমাদের জানা দরকার। আপনি বিজয় সিংকে কিভাবে চেনন?"

"বিজয়; বিক্রম সিংয়ের ভাতিজা যিনি নিজেও একজন রাজপরিবারের সন্তান। আমাদের গতিবিধিও একই পেশাকে ঘিরে। আমি বিজয়কে চিনি না; কিন্তু ওর আঙ্কেলের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে গিয়েই এস এইচ ও অব জোনগঁড়ের সাথে দেখা। ভদ্রলোক কেসটার তদন্ত করতে অপারগ থাকায় আমি শুধু জানিয়েছি যে এটা উনার করা উচিত। এর জন্য কি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন?"

বুকের গভীর থেকে দম ছাড়লেন ইমরান। যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে এই ভীম সিংকে ভাঙা।

"না, ইয়োর হাইনেস্, আমার এরকম কোনো বাসনা নেই।"

"ওয়েল, যদি তাই হয়, তাহলে আমি উঠছি। আপনি হয়ত জানেন যে আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট শহরে এসেছেন আর আগামীকাল এখানে আমার সাথে দেখা করতে আসছেন।" উঠে দাঁড়ালেন ভীম সিং।

নিজেকে শক্ত করে ফেললেন ইমরান। "ইয়োর হাইনেস, আমি আর একটামাত্র প্রশ্ন করতে চাই।"

গোমড়া মুখে বসে পড়লেন মহারাজা। বেঢপ রোলেক্স ঘড়িটাও একবার দেখে নিলেন।

"আমি দ্রুত সেরে ফেলব" আশ্বাস দিলেন ইমরান, "আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে হরিয়ানা চিফ সেক্রেটারি এই কেসটাকে অমীমাংসিত অবস্থাতেই বন্ধ করে দিতে চাইছেন।"

খুব সর্তকভাবে ভীম সিংয়ের চেহারা দেখে নিলেন। কিন্তু এবারেও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তাই মনে হল হয় মহারাজা সত্যিই কিছু জানেন না নয়তো খুব পাকা অভিনেতা।

"এ ব্যাপারে আপনার কোনো মন্তব্য আছে স্যার?"

ডেস্কের উপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকলেন মহারাজা, "আমি একজন ব্যস্ত মানুষ" যেন বোমা ফাটালেন, "এসব আজেবাজে প্রশ্নের জন্য সময় নষ্ট করবেন বলে আপনাকে আমি অ্যাপয়েনমেন্ট দেইনি। যদি এসবই বলতে চান তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই। এখন বিদেয় হোন।"

www.pathagar.com

মানে চলে যাও; কিন্তু একটুও নড়লেন না ইমরান। ভীম সিংয়ের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে চললেন,

"ইয়োর হাইনেস, এটা জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে ফারুক, যিনি বিজয় সিংকে কিডন্যাপ করেছিলেন সেই ফারুক সিদ্দিকীই হচ্ছেন মিসিং পাকিস্তানি নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট, যে কিনা লস্কর-ই-তৈয়বার সাথেও জড়িত।"

এতক্ষণে বিস্মিত হলেন ভীম সিং। "তাই, ইয়োর হাইনেস" সুযোগ পেয়ে গেলেন ইমরান, "আমি আমার উত্তরগুলো চাই।"

নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে মনোযোগ সহকারে ইমরানকে দেখলেন ভীম সিং।

"আমার কোনো মন্তব্যই নেই" আবার নিজের রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন, "আমি কিভাবে জানব যে হরিয়ানা কিংবা গুড়গাঁওতে কী ঘটনা? এগুলো আমার সাংবিধানিক এলাকা নয়।"

আরেকবার নিঃশ্বাস ফেললেন ইমরান, "তাহলে হয়ত আপনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করবেন যে হরিয়ানা চিফ সেক্রেটারির অফিস কেন দাবি করছে যে আপনিই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন যেন ফারুক সিদ্দিকীর বিপক্ষে এই কেস তুলে নেয়া কিংবা বন্ধ করে দেয়া হয়?"

একের পর এক অনুভূতি খেলে গেল ভীম সিংয়ের চেহারায়। অবাক হয়ে আবার সন্দেহে পড়ে গেলেন, শেষমেষ তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন?" বজ্রকঠিন গলায় চিৎকার করে উঠলেন মহারাজা, "মাথা ঠিক আছে তো? আশা করব আপনার এসব আকাশ কুসুমের পেছনে নিশ্চয়ই প্রমাণ আছে। হোম মিনিস্টারকেও জানাচ্ছি। আপনার কত বড় সাহস যে আমার বাড়িতে, আমার অফিসে ঢুকে এ ধরনের একটা অভিযোগ করছেন?"

যাই হোক নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "কী নিয়ে কথা বলছেন তাতে আপনার কোনো আইডিয়াই নেই। আমি একটা টপ সিক্রেট গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের সাথে জড়িত। যদি ডিটেইলস্ জানতে চান গিয়ে বস্‌কে জিজ্ঞেস করুন। ব্যস, ইন্টারভিউ এখানেই খতম।"

আর একটাও কথা না বলে কিংবা ইমরানের দিকে না তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে বের হয়ে গেলেন ভীম সিং। খানিক পরেই দুজন লম্বা চওড়া সিকিউরিটি গার্ড চলে এলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইমরান। "আমি আসলে চলেই যাচ্ছিলাম।" লোকদুটোকে পেছনে নিয়ে বাইরে চলে এলেন ইমরান।

www.pathagar.com

২৪
সপ্তম দিন

ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার্স, নয়া দিল্লী

মি. বৈদ্যের অফিসে, ডিরেক্টরের বিপরীত পাশে বসে আছেন ইমরান। চেহারাতে অবজ্ঞার ছাপ। বৈদ্যকে বেশ রাগী রাগী দেখাচ্ছে। "তোমার কী মনে হয়েছিল" ইমরানের কাছে জানতে চাইলেন।

"এই দাবি করলে যে ভীম সিং কেসটাকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন? তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে উল্টোপাল্টা কিছু বলবে না। হোম মিনিস্টার আমাকে কী কী শুনিয়েছেন জানো?"

তাকিয়ে রইলেন ইমরান। বেশ বোঝা গেল যে নিজের কাজ নিয়ে একটুও অনুতপ্ত নন। "ওয়েল, ব্যাপারটাতো সত্যি। আমি হরিয়ানা চিফ সেক্রেটারির অফিসে খুব বিশ্বস্ত একটা সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছি।"

সামনে বাড়লেন অর্জুন, "কিন্তু চীফ সেক্রেটারির কাছ থেকে তো অফিসিয়াল কোনো স্টেটমেন্ট পাওনি, তাই না?"

"জানি এটা কেবলই একটা অনুমান; কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার কোনো ভুল হয়নি।" এখনো দৃষ্টি সরাননি ইমরান। "আমার মনে হয় ভীম সিংহের ফোন ট্যাপ করা দরকার। বলছেন একটা টপ সিক্রেট প্রজেক্টের সাথে জড়িত। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই তাহলে জানেন না, এটা কী হয়? আমরাই বা কেন জানি না?"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন অর্জুন বৈদ্য। "উত্তরটা হচ্ছে না। আজকে যা হল তারপর তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এরকম কোনো অনুরোধ করাই যাবে না।"

এজন্য আগেই প্রস্তুত ছিলেন ইমরান; এই আলোচনাও আগে থেকেই প্ল্যান করে এসেছেন..."ওয়েল, দেন স্যার, তাহলে বলব যে আগামীকাল স্টিভ বাকওয়ার্থ যখন ভীম সিংকে ভিজিট করবেন, আমিও সেই সিকিউরিটি ডিটেইলের অংশ হতে চাই।"

এমনভাবে ইমরানের দিকে তাকালেন অর্জুন যেন ভাবছেন লোকটার মাথা গেছে। তবে কৌতূহলবশত সোজাসুজি না করে দিলেন না। "ইউ এস ভাইস-প্রেসিডেন্ট? কী পাবে তাহলে?"

www.pathagar.com

"স্যার, ভীম সিংয়ের বিরুদ্ধে অফিসিয়াল সার্চ ওয়ারেন্ট পাবো না আর আজকের পর তো ফার্মহাউজেও আর ঢুকতে পারব না। কিন্তু যদি বাকওয়ার্থের সিকিউরিটি টিমে অফিসিয়ালি অ্যাসাইন করেন তাহলে কেউ বাধা দেবে না। যখন ভিপি (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) ভীম সিংয়ের সাথে মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন আমি সেই ফাঁকে টুক করে সরে পড়ব আর সার্চ করে দেখব। আমার অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণ নিয়েই ফিরব, দেখবেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মি. বৈদ্য। জানেন যে ইমরানের পর্যবেক্ষণ শক্তি আর অনুমান বোধ বেশ প্রবল। অতীতেও কেবল সহজাত বোধের উপর ভিত্তি করে অনেক কেস সমাধান করেছে।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা বহু অপরাধী ধরেছেন। কিন্তু এবারে পুরো রাঘব-বোয়াল নিয়ে কারবার। আর তাই বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও বেশি। ইমরান শুধু যে প্রাক্তন মহারাজাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে তাই না, বিখ্যাত পলিটিশিয়ান হিসেবে সরকারের সাথেও ভীম সিংয়ের বেশ দহরম মহরম আছে। কোনো রকম ভুলচুক হলেই তারা উভয়েই শেষ হয়ে যাবেন।

"আপনার কাছে আসার আগে আমি কিছু হোমওয়ার্ক করে এসেছি।" আবারো শুরু করলেন ইমরান। ডেস্কের উপর একটা ডোশিয়ার (তথ্য প্রমাণ) রেখে পাতা উল্টাতে লাগলেন। কাঙ্ক্ষিত জায়গায় এসে থেমে জানালেন, "আপনি জানেন ভীম সিং কেন বাকওয়ার্থের সাথে মিটিং করছেন।"

মি. বৈদ্য ঠিক করলেন যে পুরোটা শুনবেন। তাই বললেন, "সারা দুনিয়া জুড়ে বিজনেস কন্টাক্টের বদৌলতে কনসোর্টিয়াম (কোম্পানি) করেছেন ভীম সিং আর আমেরিকায় যে বিজনেস করেছেন তা গত ছয় মাসে এক লক্ষ নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। তাই এবার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ডীল (বিমান পথে ব্যবসা) নিয়ে ভারতে অফিসিয়াল ভিজিটে এসে ভাইস প্রেসিডেন্ট একই সাথে ভীম সিংকে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছাও পৌঁছে দিতে চান। কেননা যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্ব দূরীকরণে মহারাজার বিজনেস অনেক প্রভাব ফেলেছে।"

"কারেক্ট" হেসে ফেললেন ইমরান। "অন্তত অফিসিয়ালি তো এ গল্পই বলা হচ্ছে।

অপেক্ষা করলেন মি. বৈদ্য। জানেন ইমরানের ঝুলিতে আরও কিছু আছে। "হয়তো তাদের মিটিং-এর সত্যিকার কারণও এটাই।" বলে চললেন ইমরান। "কিন্তু এর আগের বার কেন বাকওয়ার্থ ভীম সিংয়ের সাথে দেখা করেছিলেন?"

অবাক হয়ে গেলেন ডিরেক্টর।

"তাঁরা আগেও দেখা করেছিলেন?"

www.pathagar.com

"অনেকবার।" নিজের হাতের ডোশিয়ারের দিকে তাকালেন ইমরান। "ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটর থাকার সময় সেই ২০০৪ সাল থেকেই তারা নিয়মিত দেখা করে আসছেন। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। কিন্তু তখন থেকে অন্তত পনের বার মিটিং করেছেন; এর মাঝে এ বছরের শুরুতে একবার। প্রতি বছর অন্তত দুবার দেখা করেন; যদিও মিটিংগুলো বেশ লো-প্রোফাইল টাইপের (সংক্ষিপ্ত ধরনের)।"

"হয়ত যুক্তরাষ্ট্রে ভীম সিংয়ের বিজনেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে।" যুক্তি দেখালেন মি. বৈদ্য।

"হয়তো, কিন্তু একা দুজনে যে মিটিং করেন তা নয়। প্রায়ই ওদের সাথে আরও অনেকেই ছিলেন। জেন হাওজিং; জ্যাকস দুবোইস; জেরেমি মার্টিন, এরা অনেক মিটিংয়েই ছিলেন, মাঝে মাঝে একসাথে সবাইই এসেছিলেন আবার কখনো একা।"

নামগুলো চিনতে পারলেন মি. বৈদ্য। এরা সবাইই নিজ নিজ দেশের বিখ্যাত পলিটিশিয়ান। চীন, ফ্রান্স, ইউকে, আর বাকওয়ার্থও সামনে রাষ্ট্রপতি পদে লড়বেন সেটাও সবারই জানা। কিন্তু নয় বছর ধরে কেন তারা এত বারে বারে মিটিং করেছেন? আর মিডিয়াতে কেন আসেনি এসব খবর?"

"এখানে এরকম আরও খবর আছে" ডোশিয়ারে টোকা দিলেন ইমরান। "অনেক মিটিংয়ের সময় আরও একজন ইউরোপীয়ান বিজনেস ম্যানও থাকতেন। ক্রিশ্চিয়ান ভ্যান ক্লুক।" মি. বৈদ্য নামটা চিনতে পারেন কিনা দেখার জন্য থেমে গেলেন ইমরান।

"অস্ট্রিয়ান বিজনেস ম্যান?"

মাথা নাড়লেন ইমরান। "আর এ সমস্ত কনসোর্টিয়াম আর যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি সৃষ্টির দাবিদার এই ভ্যান ক্লুক সাহেবও।"

দ্বিধায় পড়ে গেলেন অর্জুন। "নয় বছর আগে নিশ্চয়ই এই কনসোর্টিয়ামের প্ল্যান হয়নি? কেবল কিছুদিন আগে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই এর কথা শুনা গেল।"

"ঠিক তাই। তাহলে গত নয় বছর ধরে দুবার করে প্রতি বছর এই ভদ্রলোকেরা কী নিয়ে মিটিং করতেন? পাঁচজন পলিটিশিয়ান আর একজন বিজনেসম্যান। যদি না ভীম সিংকেও বিজনেসম্যানের তালিকাতে ফেলেন। আর ভেন্যুগুলো (স্থান) দেখুন; এস্তোনিয়া, ইটালি, গ্রিস, তুরস্ক, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভিয়েতনাম আর শ্রীলংকা। নিজেদের দেশ বাদে বাকি সব জায়গায়। গণমাধ্যমেও কোনো প্রেস রিলিজ (সংবাদ) হয়নি। যেন কাউকে জানাতেই চাননি যে মিটিং করছেন।"

"তার মানে তোমার ধারণা আগামীকালকের মিটিঙে ভীম সিং আর বাকওয়ার্থের মাঝে অন্য কিছু আলোচনা হবে?" ইমরানের যুক্তি ধরতে পারলেন অর্জুন।

www.pathagar.com

"আমার সেরকমই ধারণা, এবারে কেবল ভীম সিং আর বাকওয়ার্থ। আমেরিকা থেকে তার কোনো ডেলিগেশন টিম আসেনি। কিন্তু সাধারণত প্রেস থেকে উভয় পক্ষের লোক থাকে। এবার কেন নেই?"

"কী মনে হয়? কী নিয়ে মিটিং করবেন?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।" স্বীকার করলেন ইমরান। "কেবল মনে হচ্ছে যে কিছু একটা জট পাকাচ্ছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মি. অর্জুন। "ফাইন। কিন্তু হোম মিনিস্টারকে জানাতে পারব না। তবে তোমাকে ফার্ম হাউজে ঢুকিয়ে দেব। একবার ভেতরে গেলে এবার তোমারটা তুমিই বুঝবে। যদি দেখ তোমার ধারণা ভুল; অন্তত কোনো গন্ডগোল করো না। তাহলে কিন্তু আমি কাভার দিতে পারব না। বুঝতে পেরেছ?"

মাথা নাড়লেন ইমরান। "পেরেছি। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা পাবোই।"

একেবারে সঠিক পথে

"তো এটাই হল প্ল্যান" মারফিকে জানাল ফারুক। "তুমি সিগন্যাল না দেয়া পর্যন্ত আমরা বের হবো না। আর তারপর তুমি একেবারে নিশ্চুপ থাকবে যতক্ষণ না ফাইনালে পৌঁছাই।"

মারফিকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। "শুনে তো প্ল্যানটা ভালোই মনে হচ্ছে। শুধু সমস্যা হল যদি বারাবারে আরও কোনো সূত্র পায় তাহলে এ খোঁজ চলতেই থাকবে। এদিকে হাতে সময়ও বেশি নেই।"

"মনে হয় না আর বেশি কিছু হবে।" আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করলেন ফারুক। "আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকেই মগধ সাম্রাজ্যের সূচনা আর অশোকের রাজধানীও সেখানেই ছিল। তাই গুপ্ত রহস্যের নির্দিষ্ট স্থানটাও নিশ্চয়ই দূরে হবে না। মন্ত্রী সূরসেনের বর্ণনা অনুযায়ী সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে দশ দিন লেগেছিল যেতে আর ইনিই তো ২০০০ বছর আগে গুহাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। একেবারে কাছে চলে এসেছি। আর তাই আমার ধারণা, নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।"

"ভেরি ওয়েল।" উঠে দাঁড়াল মারফি। "এবারে কোনো ঝামেলা করবেন না। ওরা যে আপনাকে নিয়ে খুশি নন সেটা কিন্তু আমি সত্যিই বলছি।"

কোনো উত্তর দিলো না ফারুক। গুপ্ত-৯ একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বলা যায়। তাই আর যাতে এ স্বপ্ন না ভাঙ্গে সেটা এবার ঠিকই নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

২৫
অষ্টম দিন

পাটনা-গয়া হাইওয়ে, বিহার

বিহার রাজ্যের রাজধানী শহর পাটনাতে ভাড়া করা নিশান এক্স ট্রাকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কলিন। খুব সকালে পৌঁছাবার পর পাটনার 'অশোক প্যালেস' হোটেলকেই নিজেদের মূল ঘাটি বানাবে বলে ঠিক করল। এরপর দুই ঘণ্টা আগে পাটনা ছেড়ে এখন গয়ায় যাচ্ছে।

"আর এক কি. মি. গেলেই বেলা শহর" রাস্তার পাশের মাইলস্টোন দেখে ঘোষণা করল কলিন। তারপর কোলের উপর বিছানো বিহারের রোডম্যাপ দেখে বলল, "বেলাতে পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে মোড় নিতে হবে।"

"যাক। শুনে ভালোই লাগছে।" গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের আসনে নড়েচড়ে বসল বিজয়। পাশে কলিন আর রাধা, ডা. শুকলা আর প্রফেসর হোয়াইট পেছনের সিটে। পথভ্রমণ বেশ ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। রাস্তাটা দুই লেনের হাইওয়ে হলেও অবস্থা তেমন ভালো না। একটু পর পর ফাটল আর খানা-খন্দ থাকাতে গাড়ির গতি তোলা যাচ্ছে না। আর একটু গতি বাড়ালেও দেখা যায় তক্ষুণি পথের দুধারে চলে আসা গ্রামের কারণে আবার ধীর করতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় হঠাৎ করেই দুপাশের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া মেঠোপথ থেকে উদয় হয় গরুর গাড়ি কিংবা ট্রাক্টর।

সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারল যে বেলার শহরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু বাই সাইকেল, ঠেলা গাড়ি, গরুর গাড়ি, রিক্সা আর মোটর সাইকেলের জন্য চলার জো নেই।

মানুষ জন, গরু আর রাস্তার কুকুরগুলোও জ্যামের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে ইচ্ছেমত হর্ণ দিচ্ছে বিজয়। অতঃপর জানালা দিয়ে মুখ বের করে এক চুড়িওয়ালার কাছে জানতে চাইল,

"বারাবার যাবার জন্য কোনদিকে মোড় নিতে হবে?"

www.pathagar.com

যদিও শুধু হকারকে ডেকেই প্রশ্ন করেছে বিজয়; তারপর দেখা গেল চারজন উৎসাহী পথচারী গাড়ির চারপাশে জমে গিয়ে বারাবার যাবার সবচেয়ে ভালো রাস্তাটা খোঁজার জন্য মাথা কুটে মরছে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে বিজয়। লোকগুলো সাগ্রহে খতিয়ে দেখছে প্রতিটি রাস্তার ভালো-মন্দ।

অবশেষে পথ বাৎলে দিল একজন। আর প্রতিবারে এমনভাবে মাথা নাড়ছে যেন নিজের পরামর্শ একেবারে নিঃসন্দেহ।

কয়েক মিনিট এগোবার পরেই বুঝতে পারল যে এবার সঠিক দিশা পেয়েছে।

স্বস্তি ফিরে পেয়ে নির্দেশ মত চলতেই পৌঁছে গেল বারাবার রোড।

কিন্তু রাস্তাটা বেশ ভাঙাচোড়া আর গাড়ি ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে। রাস্তার বেশির ভাগটাই কাঁদা আর গর্তে ভরা। পাটনা থাকতেই রাস্তার ভগ্নদশার কথা শুনেই এক্স ট্রাক ভাড়া নিয়েছে।

পয়তাল্লিশ মিনিট পরে একেবারে বলা যায় কাঁপতে কাঁপতে পৌঁছেছে গুহার পাশে। হাঁড়গোড় যেন আর আস্ত নেই। চারপাশের প্রকৃতিও বেশ শুষ্ক আর রুক্ষ। ঝোপঝাড় আর এলোমেলো ফেলে রাখা বড় বড় পাথর খণ্ড আর নুড়ি পাথরগুলো দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড আক্রোশে ছুঁড়ে ফেলেছে কোনো দানব। দূরে পাহাড়ের গায়ে অবশ্য বিন্দু বিন্দু গাছ দেখা যাচ্ছে।

এগোতে গিয়ে মনে হল বারাবার পাহাড় নামটা আসলে এখানে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে।

পাহাড় বলতে কেবল বড় সড় একটা কালো পাথর। উচ্চতা বড়জোড় ত্রিশ ফুট। মাটি থেকে এমনভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে যেন সমুদ্রের তিমির পিঠ। কোনো রকম সবুজের ছোঁয়া নেই।

পাথরের পাদদেশে পৌঁছে গাড়ি থামাল বিজয়।

চারপাশের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট, "বেশির ভাগ মানুষ হয়তো জানেই না যে এ জায়গাটা মহান সম্রাট অশোকের নামের সাথে জড়িত। অশোকের রাজত্বকালের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপনাগুলোর একটি হিসেবে এ স্থানকে এমন পরিত্যক্ত ফেলে রাখা উচিত হয়নি।"

রাধা মন্তব্য করল, "এখন বুঝতে পারছি কেন সবাই এখানে একা আসতে মানা করেছে।"

গাড়ি থেকে নেমে এলো সবাই। নিজের কালো লেদারের ব্যাগ থেকে এক তোড়া কাগজ বের করল বিজয়।

www.pathagar.com

"এতে লেখা আছে সবচেয়ে পুরনো গুহার নাম সুরমা। এটি পাথরের পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। পদ্য অনুযায়ী সুরমা হচ্ছে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাই প্রথমে এটিকেই চেক করে দেখতে হবে।"

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটা শুরু করল বিজয়। পাশে চলে এলো কলিন। বাকিরা ডা. শুকলাকে নিয়ে ধীরে ধীরে আসছে।

দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে কালো দেয়াল ধরে হাঁটা শুরু করল সবাই।

"শুধু একবার ভাবো" বলে উঠল কলিন, "এখান দিয়ে ২৩০০ বছর আগে হেঁটে বেরিয়ে ছিলেন পৌরাণিক এক রাজা। আমরাও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। আমার তো ভাবতেই কেমন শিহরণ জাগছে। ভারতের এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভালো লাগে। যেখানেই যাবে শত বর্ষের পুরনো ইতিহাস পাবে; কখনো কখনো তো তা হাজার হাজার বছরেরও প্রাচীন হবে। কি অসাধারণ।"

মাথা নাড়ল বিজয়। "হ্যাঁ। এরকমভাবে আমিও কখনো ভাবিনি।"

হঠাৎ করেই বন্ধুর হাত ধরে ইশারা করল কলিন। ঠিক তাদের সামনেই পাথর কুদে চারকোণা একটা প্রবেশ পথ তৈরি হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল দুই বন্ধু। এখানেই কি গন্তব্যে পৌঁছবে তাদের যাত্রা?

ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দুটো পোর্টেবল ল্যাম্প বের করে আনল বিজয়। কলিনের হাতে একটা ধরিয়ে দিল। জোড়া আলোর উজ্জ্বলতাও কাটাতে পারল না ভেতরের অন্ধকার।

খুব সতর্কভাবে ভেতরে পা দিল বিজয়। চারপাশে আলো ফেলে ফেলে দেখছে।

অবাক হয়ে দেখল দেয়াল থেকে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে।

গুহাটা পুরো শূন্য।

"ওয়াও!" বিজয়ের পাশে এসে একই ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছে কলিন। "অসাধারণ তো!"

"সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত" সম্মত হল বিজয়।

কারিগরেরা গুহাকে এমন মসৃণভাবে খোদাই করে গেছে যে পুরো আয়নার মত চকচক করছে ভেতরের দেয়াল। ২৩০০ বছর পর আজকের দিনেও এর চমক এতটুকু ফিকে হয়নি।

সবিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখছে দুই বন্ধু। কোনো একটা শব্দ শুনেই দুজনে লাফ দিয়ে উঠেছে। দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে প্রতিধ্বনি।

এতক্ষণে পৌঁছেছে সঙ্গী বাকি তিনজন। আর ঢুকেই রাধা প্রতিধ্বনি টেস্ট করে দেখেছে।

www.pathagar.com

বিজয় খেঁকিয়ে উঠলেও রাধার সারা মুখে হাসি।

"কেন এমন করলে? ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়।" "ঠিক তাই" একমত হল কলিন।

"এভাবে ভয় দেখানোটা মোটেই ভালো হয়নি।"

"আরে আমি তো সেটাই করতে চেয়েছিলাম।" এখনো হাসছে রাধা, "ফরস্টারের বই পড়ার পর তো বিশ্বাসই হয়নি যে কখনো এসে এখানে দাঁড়াতে পারব কিংবা এর প্রতিধ্বনি নিজ কানে শুনতে পাবো।"

"জায়গাটা সত্যিই অসাধারণ" প্রফেসর হোয়াইট নিজেও বেশ অবাক হয়েছেন। "চলো দুই দল হয়ে খুঁজি।" বলে উঠল, বিজয়।

"রাধা আর আমি গুহার এ পাশটা দেখছি। কলিন, তুমি গ্রেগ আর ডা. শুকলাকে নিয়ে ওপাশ দেখো।"

সম্মত হয়ে সবাইই ছড়িয়ে পড়ল।

"আমরা আসলে ঠিক কী খুঁজছি?" অন্যদিক থেকে বিজয়ের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে জানতে চাইল কলিন। ফিসফিস করার কথা ভুলেই গেছে। আর সাথে সাথে গুহার চারপাশে শোনা গেল শব্দগুলোর একের পর এক প্রতিধ্বনি।

অন্য দলটার কাছে এগিয়ে এলো বিজয়, "দেয়াল লিখন।"

"ঠিক আছে" ফিসফিসিয়ে জানাল কলিন, "দেখো এই দেয়াল।"

একটু কাত করে দেয়ালে আলো ফেলতেই দেখা গেল খোদাইকৃত চিহ্নের সারি। রাশি রাশি চিহ্ন একের পর এক লাইন বেঁধে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। "আমরা যা খুঁজছি এগুলো তা নয়।" নম্রস্বরে জানালেন প্রফেসর হোয়াইট। "হুম সেটাই।" একমত হলেন ডা. শুকলা। "এগুলোতে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মী স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয়েছে অশোকের রাজকীয় নির্দেশের মত। আর বাকিগুলো সম্ভবত তারও পরের আমলের লেখা। মনে হচ্ছে আগের লেখার উপর গুপ্ত সাম্রাজ্যে নতুন করে লেখা হয়েছে। যা এ অঞ্চলে পঞ্চম শতকে বিস্তার লাভ করেছে।"

রাধার কাছে ফিরে এসে দেয়ালে আলো ফেলল বিজয়। এখানকার দেয়ালেও প্রচুর লেখা। তাড়াতাড়ি তাই ডাক্তার-কন্যাকে অন্যদের মতামত জানাল।

আর ঠিক তখনই কলিনের চিৎকারে গুহা জুড়ে শুরু হয়ে গেল প্রতিধ্বনির খেলা।

কপট হতাশায় মাথা নেড়ে রাধার হাত ধরে কলিনের কাছে চলে এলো বিজয়।

"সরি" লাজুকভাবে হাসল কলিন, "শুধু ভুলে যাই; কিন্তু দেখো।"

www.pathagar.com

গুহার মাঝখানের পাথরের দেয়ালে আলো ফেলতেই দেখা গেল চার ফুট উঁচু ইউ আকৃতির একটা দরজা।

"ওকে" হাসিমুখে ইশারা করল বিজয়, "তুমি আবিষ্কার করেছ; তাই তুমিই আগে যাবে।"

"আর আমাকে গুপ্তধন রক্ষকেরা কিংবা ৯-এর গুপ্ত রহস্যের যেসব দানবই পাহারা দিক না কেন ওরা খেয়ে নিক, তাই না? 'দ্য মমি' দেখোনি? নো ওয়ে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকল বিজয়। ছোট্ট একটা সুরঙ্গে ঢুকে পড়ল। ল্যাম্পের আলোতে দেখা যাচ্ছে যে সুরঙ্গের দেয়ালও ঠিক কাঁচের মতই মসৃণ আর আলোর প্রতিফলন হচ্ছে।

উবু হয়ে কয়েক ফুট হাঁটার পর অবশেষে একটা চেম্বারে পৌঁছালো। বাইরের গুহাটা এর চেয়ে বড় আর ব্যারেলের মত ছাদ। কিন্তু ভেতরের যে চেম্বারে এখন দাঁড়িয়ে আছে তার ছাদটা ফাপা আর অর্ধ-গোলাকার।

তবে এ চেম্বারটাও শূন্য।

দরজার কাছে আলো ফেলে এবারে অন্যদেরকে ডাকল, "চলে এসো। ইটস অলরাইট।"

খেয়াল হলো যে এ চেম্বারে কোনো প্রতিধ্বনি হচ্ছে না।

সুরঙ্গ পথ দিয়ে ভেতরে এলো বাকি দল। এসে দেখল বিপরীত পাশের দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিজয়।

"কিছু পেয়েছ?" জানতে চাইলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"ইয়েস" উত্তরে জানাল বিজয়। "এই দেয়ালগুলো বাইরের দেয়াল থেকে আলাদা, খেয়াল করেছেন?"

দেয়ালের কাছে গিয়ে তাকালেন প্রফেসর হোয়াইট, "কোনো লেখা নেই?" "ঠিক তাই।" চারপাশের দেয়ালের উপর আলো ফেলল বিজয়। "কেবল একটা দেয়াল ছাড়া আর কোথাও কিছু লেখা নেই" প্রবেশ পথের বিপরীত পাশের দেয়ালে আলো ফেলতেই দেখা গেল খোদাইকৃত চিহ্ন।

৯টা খাঁজওয়ালা একটা চাকা। ৯-এর চিহ্ন।

পরস্পরের দিকে তাকালো দুজনেই। যা-ই খুঁজছে, এই ইনার চেম্বারে নিশ্চয় আছে তা। এখন শুধু খুঁজে বের করার পালা।

অশুভ এক হুমকি

"আমরা মিডিয়াকে মানা করেছি আর তারাও সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে... তবে আপাততর জন্য" রিপোর্ট করলেন ইমরান।

www.pathagar.com

উনার দিকে তাকিয়ে হাই তুলতে তুলতে চোখ রগড়ালেন মি. বৈদ্য। মাঝরাতের খানিক পর থেকেই একসাথে জেগে আছেন দুজন। মাথা নেড়ে জানালেন, "গুড ওয়ার্ক। কিন্তু তারপরেও নজর রাখতে হবে। বলা যায় না কখন আবার কোন সাংবাদিকের মাথায় আসে যে এটা তার ক্যারিয়ারের প্লাস পয়েন্ট হতে পারে আর সব ভন্ডুল করে দেবে।"

"হুম, তাও বিবেচনায় রেখেছি। প্রতিটা মেজর টেলিভিশন চ্যানেল আর মিডিয়া নেটওয়ার্কের স্টুডিও আর অফিসে আমার লোক আছে। কয়েকটা টেলিভিশন চ্যানেল তারপরও জোর করেছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে জানি এমন কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেয়ার পর আর কোনো রা করেনি।"

"ওদেরকে কী বলে ধমক দিয়েছ তা জানতে চাই না।" মি. বৈদ্যের চেহারায় হাসি ফুটেও মিলিয়ে গেল। আগেও দেখেছেন ইমরানের কাজ।

"ওহ, আরে ধূর, আমি কেন ওদেরকে ভয় দেখাব।" হেসে ফেললেন ইমরান। "আমি শুধু শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কিছু পরামর্শ দিয়েছি, ব্যস। কেবল নিশ্চিত হতে চেয়েছি যে আমার পিঠ পিছে যেন আবার তা ছড়িয়ে না দেয়।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন অর্জুন। "হোম মিনিস্টারের সাথে মিটিঙের সময় হয়ে গেছে। উনাকে জানাব যে সবকিছু আন্ডার কন্ট্রোলে আছে।" ইমরানের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তাকালেন, "সত্যি তুমি তোমার প্ল্যান মোতাবেক কাজ করতে চাও? এই থ্রেট কিন্তু একেবারে টপ প্রায়োরিটি ক্যাটাগরির আর ভীম সিং সম্পর্কে তোমার ধারণা কেবলই একটা অনুমান মাত্র।"

মাথা নাড়লেন ইমরান। "ওখানে ঢুকার জন্য এরকম সুযোগ আমি আর পাবো না, চিন্তা করবেন না। বেশি সময় নেব না। চারপাশ একবার ঘুরে দেখেই বের হয়ে যাব। আধা ঘণ্টার বেশি কিছুতেই লাগবে না।"

"আমাকে সময় মত সব জানাবে।" রুম ছেড়ে চলে এলেন অর্জুন বৈদ্য। পিছু নিলেন ইমরান।

করিডর ধরে নিজের অফিসে যেতে যেতে মনে পড়ে গেল মাঝরাতে পাওয়া অদ্ভুত ই-মেইলটার কথা। দশটা বড় বড় প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে এক যোগে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সোর্স কিংবা অভিপ্রায় নিয়ে দোটানার কিছু নেই। এটা সরাসরি একটা সন্ত্রাসী হুমকি।

অফিসের দরজা খুলতেই চমকে উঠলেন। চিন্তিত মুখে বসে আছেন ব্লেক। তিনি নিজেও মাঝরাত থেকে নিজের সি আই এ কলিগদের সাথে নিয়ে কাজ করছেন। "আমরা আসলে ভুল করে ফেলেছি। এ সম্পর্কে আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, ভিডিও ক্লিপ তো দেখেছিই।" কফি নিয়ে ইমরানকে বসতে দেখেই জানালেন ব্লেক।

www.pathagar.com

কাঁধ ঝাঁকালেন ইমরান "অনুমান করার তো কোনো উপায় ছিল না। আর ভুলে যাচ্ছেন কেন ভিডিও ক্লিপটা তো এলইটি সম্পর্কে ছিল না। পুরোটাই আল জাওয়াহিরি আর আল-কায়েদা। শেষ শব্দটা কী ছিল?"

"বিশটা দেশ।" ইমরানের দিকে তাকালেন ব্লেক, "সবকটিই জিটুয়েন্টি (G20) ভুক্ত। কিন্তু কোনো রকমে এ বিশ দেশের খবর প্রচার করা থেকে বাঁচতে পেরেছি। এবার অন্তত মিডিয়া খানিকটা শালীনতা দেখিয়েছে।"

"মেসেজটাও কি একই?"

"বলতে গেলে একই, কমন বিষয়টা হল তিন মাসের ভেতরে ওয়াশিংটন ডিসিতে যে জিটুয়েন্টি ইকোনমিক সামিট হবে, সেখানে হামলা। দেশের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তিরা সবাইই আসবেন। আর তারপর প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট কিছু টার্গেটে হামলার তারিখও দেয়া হয়েছে। যেমন ভারতের টার্গেট হল, নিউক্লিয়ার স্থাপনা, এয়ার ফোর্স বেস্, তেল শোধনাগার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যদি সবকটিকে একত্র করেন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন চারটা হামলা মিলিয়ে সর্বমোট ১০ দিন লাগবে। জিটুয়েন্টি ও সামিটে হামলার পর, অভিপ্রায়ও পরিষ্কার। জিটুয়েন্টি সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে হত্যা করে তাদের অর্থনীতিকেও পঙ্গু করে দেয়া।"

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন ইমরান। "সেটা তো বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। দেখুন আমরা যে ই-মেইল পেয়েছি সেখানে কী লিখেছে; মনে হয় বাকিগুলোতেও একই জিনিস লিখেছে। যদি এ কারণে জিটুয়েন্টি সামিট বন্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে প্রতিটা জিটুয়েন্টি দেশে পৃথক পৃথকভাবে হামলা করে প্রতি দেশের সরকারকে ধ্বংস করে দেবে। তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই, সরকারই তাদের লক্ষ্য। বেশ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। সারা দুনিয়াতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বৈশ্বিক, সামরিক আর রাজনৈতিক সংকট তৈরি করা।"

মাথা নাড়লেন ব্লেক। "এর ফলে ৯/১১-কেও শিশুদের খেলা মনে হবে। আর এর ফলে এলইটিও আল-কায়েদার মতোই বড় সড় লীগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এতদিন পর্যন্ত তো আমরা ভাবতাম তারা বুঝি কেবল কাশ্মীর নিয়ে ব্যস্ত। একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে সি আই এ টের পেয়েছে যে তারা দুনিয়া জুড়ে কিছু করতে চায়। কিন্তু কিভাবে যে এদের থামানো যায় সেটাই মাথায় আসছে না।"

"আমিও ঠিক একই কথা ভাবছি। প্রথমত, এলইটির কাছে আল-কায়েদার মতো পেশি শক্তি নেই। তাহলে এরকম অপারেশনের জন্য ফান্ড আর রিসোর্স কোথায় পাচ্ছে? দ্বিতীয়ত, এত আগে থেকেই এরকম হুমকি দেয়ার মানে কী?

www.pathagar.com

প্রতিটা টার্গেটের সময়সূচিও ঠিক করে দিয়েছে। তাহলে বিস্ময় কিভাবে ঘটবে? একক কোনো রাষ্ট্রের কথা বাদ দিন; এই ই-মেইল পাবার পর তো জিটুয়েন্টি সামিটও বেশ নিরাপত্তার মাঝেই অনুষ্ঠিত হবে; তাহলে হামলা করবে কিভাবে?" "বাজি ধরুন" সম্মত হলেন ব্লেক, "আমেরিকায় হাই এলার্ট জারি করা যাবে। ইউ এ এফ আর নেভী এখন থেকে শুরু করে সামিট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব উপকূলে টহল বাড়িয়ে দেবে। আর জিটুয়েন্টি ভুক্ত সবকটি দেশও হাই এলার্ট অবস্থায় থাকবে।"

ভ্রু-কুঁচকে আবার বললেন, "কিন্তু তিনমাস আগে কেন ঘোষণাটা দিল? কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"আরেকটা ব্যাপারও আমার মাথায় ঢুকছে না" ইমরানও চিন্তায় পড়ে গেলেন, "এই বিশটা দেশে হামলা করেই বা এলইটি কী পাবে? সন্ত্রাসী দল হিসেবে তো অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারলেই তারা বেশি সার্থক হবে। তাহলে তারা কী চাইছে?"

প্রায় একই সাথে চমকে উঠলেন দুজন পুরুষ, "গুড লর্ড" আস্তে করে জানালেন ব্লেক, "এলইটির সেই অজ্ঞাত পার্টনার। যে কিনা মারফিকে ভারতে পাঠিয়েছে ফারুক সিদ্দিকীর সাথে কাজ করার জন্য।"

ইমরানও মাথা নাড়লেন, "ইয়েস। পুরো ব্যাপারটাই মারফি ট্যাপ আর ভিডিও ক্লিপের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু ফারুক ভারতে এমন কী করছে যাতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য হবে?"

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুজন। ধাঁধাটা কিছুতেই জট খুলছে না। তবে একটা ব্যাপারে দুজনেই নিশ্চিত। আগে ফারুককে খুঁজে বের করতে হবে। খুব দ্রুত।

কিন্তু সমস্যা একটাই; কেউই জানে না সে কোথায়।

www.pathagar.com

২৬
অষ্টম দিন

বারাবার গুহা

"আমরা পেয়ে গেছি" নিজের উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারছে না রাধা। দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পের আলো ফেলে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখল চিহ্নটা। ৯টা খাঁজওয়ালা চাকার নিচে দেয়ালে এক ফুটের মতন গভীর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে; একেবারে গোল। মিনিট খানেক দ্বিধা করলেও অবশেষে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

"কী করছ তুমি?" ভয় পেয়ে গেল বিজয়। "ভেতরে কোনো ফাঁদও তো থাকতে পারে।"

ঠোঁট চেপে মাথা নেড়ে রাধা হাত বের করে আনল। "কিছুই নেই, একেবারে খালি" বিজয় আর কলিনের দিকে তাকিয়ে হাসতেই দেখল ওদের চেহারায় ভীতি।

"দ্যাট ওয়াজ সিলি" বলে উঠল কলিন, "আরে, এটা আবার কী?" বাতি এগিয়ে ধরে গর্তটার নিচে দেয়ালের আরেকটা অংশ দেখছে।

পাথরের দেয়ালে নিখুঁত গোলাকার আরেকটা গর্ত মাটি থেকে এক ফুট উপরে আর প্রথম গর্তটার চেয়ে খানিক বাম পাশে।

"এখন আবার তোমার পা ঢুকিয়ে দিও না" রাধার দিকে তাকিয়ে হাসল কলিন।

ভ্রু কুঁচকে ফেললেন প্রফেসর হোয়াইট। "দেয়ালে কেন এরকম দুটো গর্ত করে রেখে গেছে? যদি এগুলোর ভেতরে কিছু থেকেও থাকে তা নিশ্চয়ই বহু আগেই উধাও হয়ে গেছে।"

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করে ফেলল সবাই। মনে হচ্ছে তীরে এসে তরী ডুবে গেছে।

"মুভিতে দেখা যায়", বরাবরের মতোই নীরবতা ভাঙ্গল কলিন, "গর্তের মাঝে হাত ঢুকিয়ে কোনো একটা লিভার ধরে টান দিলে পাথরের দেয়াল সরে

www.pathagar.com

গিয়ে বেরিয়ে পড়ে কোনো গুপ্ত গুহা। আর সেই সাথে গর্তে ঢোকা হাতটা খোয়াবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।" হেসে ফেলে আরও জানাল, "কিন্তু এরই মাঝে রাধা টেস্ট করে ফেলেছে আর হাতটাও আস্ত আছে। তাই না?"

কপট রাগের ভঙ্গিতে কলিনের কাঁধে চাপড় দিলে রাধা।

"তুমি আছো তোমার হলিউড নিয়ে। কিন্তু বাছা এটা প্রাচীন ভারতীয় এক গুহা; মুভির সেট নয়।"

একটুও অনুতপ্ত না হয়ে পাল্টা হাসি দিল কলিন।

হঠাৎ করে বিজয়ের মাথায় একটা আইডিয়া এলো। নিজের ল্যাম্পটা প্রফেসর হোয়াইটের হাতে দিয়ে ব্যাগ থেকে কী যেন একটা বের করে নিল। ল্যাম্পের আলোয় ধরতেই দেখা গেল পাথরের সেই মসৃণ বল, পালিশ করা বলটার আলোতেই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুরো গুহা। বৈরাতে গোপন চেম্বারে পেয়েছিল এই বল। মনে হচ্ছিল যে এর কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু নিশ্চিত না থাকলেও এত দূর ঠিকই বহন করে এনেছে। এবারে বুঝতে পারল যে বলটা দেখতে হুবহু এই গুহাগুলোর মতই মসৃণ।

"তোমার ধারণা এটা এখানকার?" অবাক হয়ে গেলেন হোয়াইট।

"দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে না?" বলটাকে হাতে নিয়ে কী করবে ভাবছে বিজয়।

"হিয়ার, লেট মি ট্রাই" কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে বলটাকে নিয়ে নিল রাধা। দেয়ালের কাছে এগোল। অন্যেরা ভাবছে মেয়েটা না জানি কী করে। আস্তে করে হুইলের নিচের গর্তে রেখে দিতেই খাপে খাপে এটে গেল বল।

তারপর রাধা আস্তে করে ধাক্কা দিতেই গড়িয়ে ভেতরে চলে গেল।

পাথরের সাথে পাথরের ঘষা খাবার চড়চড় শব্দ করে ভেতরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল বল। বেশ জোরে শোরে একটা ক্লিক শব্দ হল; কিন্তু থেমে যাবার পরিবর্তে বেড়ে গেল শব্দের মাত্রা।

আর সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেয়ালের ভেতর বলের গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ ক্রমেই চড়া হয়ে উঠল। হঠাৎ করেই নিচের গর্ত দিয়ে বের হয়ে এসে মেঝের উপর পড়ল বল। দেয়াল থেকে কয়েক ফুট সামনে গিয়ে অবশেষে থামল।

মুহূর্ত খানেকের জন্যে সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে।

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল কলিন, পাথরের বলের আবার পোশাক। এখন তো আমি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি!

"আসলেই অদ্ভুত" একমত হল বিজয়। "দুটো গর্তকে সংযুক্ত করে নিশ্চয়ই একটা সুরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কেন?" পাথরের বলটার উপরে

www.pathagar.com

আলো ফেলল। মনে হচ্ছে যেন বলটা নিজের রহস্য উন্মোচন করতে মোটেই রাজি নয়।

"এক মিনিট" নিচু হয়ে বলটাকে তুলে নিলেন ডা. শুকলা। হাতের মাঝে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। "বলের গায়ে খোদাই করে কিছু লেখা আছে। এটা আবার কোত্থেকে এলো?" বিজয়ের দিকে তাকালেন।

"বৈরাতে যখন পেয়েছি তখন তো কিছু লেখা ছিল না তাই না?"

"হুম, কিছুই না।"

"তাহলে এটা একই বল নয়।"

কথাটা হজম করার জন্যে খানিক সময় নিল সবাই।

এবারে আগে মন্তব্য করল রাধা, "যদি একই বল না হয় আর মানে সুরঙ্গের কোথাও আরেকটা বল লুকানো ছিল। প্রথম বলটা গড়িয়ে গিয়ে গুপ্ত বলটাকে বের করে দিয়ে নিজে আবার কোথাও আটকে গেছে। নিচের গর্ত দিয়ে এই বলটা বেরিয়ে এসেছে।"

"অসাধারণ বুদ্ধি" বিস্ময়ে ভ্রু তুলে ফেললেন প্রফেসর হোয়াইট, "প্রথমটা তোমার কাছে না থাকলে তুমি কিছুতেই দ্বিতীয়টা পাবে না।"

"ঠিক ৯-এর অন্য ধাঁধাগুলোর মতন।" সম্মত হলেন ডা. শুকলা।

"কী লেখা আছে এখানে?" জানতে চাইল কলিন।

"আরেকটা ধাঁধা" উত্তরে জানালেন ডা. শুকলা, "আমরা মেটাল ডিস্ক পেয়েছি, চাবি আর পাথরের বলও পেয়েছি। বাকি ছিল এই লেখা।" পদ্য পড়ে শোনালেন ডা. শুকলা।

'পদ্যে ৯-এর ধাঁধা'
প্রতিধ্বনি করে যে কক্ষ
সেদিক থেকে চোখ তুলে তাকালাম দক্ষিণ পানে
দেবতার জন্মভূমির দিকে
স্বপ্নের ভেতরে
মাতাকে পাশ কাটিয়ে
সবুজ অরণ্যে শুয়ে আছেন
যিনি গর্ভে ধরে রেখেছেন
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লুকায়িত
৯-এর গুপ্ত রহস্য।

"সত্যিই কোনো তুলনা হয়না" নিজের হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারল না কলিন। "কিন্তু এর মানে কী?"

www.pathagar.com

কাঁধ ঝাঁকালেন ডা. শুকলা। "এটাই হল সর্বশেষ সূত্র। বেগারের ডায়েরি থেকে তো এটাই জানা গেছে। আর এই বারই প্রথম ৯-এর কথা উল্লেখ করা হল। কিন্তু আমার কোনো ধারণাই নেই যে তা কী হতে পারে।"

"আমি শুধু বুঝতে পারছি যে জঙ্গলের মাঝে কোনো গুপ্ত রহস্য লুকানো আছে।" মন্তব্য করল কলিন, "কিন্তু এই মা-কে? একবার উনাকে পেলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।"

"ভারতে তো অনেক জঙ্গলই আছে।" মাথা চুলকালো বিজয়; "আচ্ছা পাটনা ফিরে যাই আগে; তারপর ভেবে-চিন্তে বের করা যাবে যে কী করা যায়, তাইনা?"

অন্যরাও একমত হল।

বাইরে আসতেই চড়া রোদে ঝলসে গেল চোখ। এখনো মাথার উপরে সূর্য দেখা যাচ্ছে। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার থাকাতে গুহার বাইরে এসে যেন তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে।

চুপচাপ ভাড়া করা ট্রাকের কাছে ফিরে এলো সবাই। ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে গাড়ি চালিয়ে দিল বিজয়।

অত্যন্ত বিপজ্জনক এক আবিষ্কার

ভীম সিংয়ের ফার্মহাউজের বিশাল সদর দরজা ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা ভেতর ঢুকতেই নার্ভাস ভঙ্গিতে নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলেন ইমরান। গতবারের অভিজ্ঞতা এখনো এত স্পষ্ট মনে পড়ছে যে মহারাজার সাথে ঠোকাঠুকি না হলেই বাঁচেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ফোর্সের ভারতীয় শাখার কমান্ডার ইমরানের দিকে কেমন কটাক্ষ করে তাকালেন। ইমরানকে কেন তাঁর দলের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে বুঝতে না পেরে বেজায় চটে আছেন কমান্ডার। একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁর নিজের একজনকে সরিয়ে হোম মিনিস্ট্রির বিশেষ অনুরোধে ইমরানকে জায়গা দিতে হয়েছে। তবে বিরক্ত হলেও মনে মনে কৌতূহলও বোধ করছেন। তার উপরে ক্ষোভের আরেকটা কারণ হল ফার্মহাউজে ঢোকার পর নাকি ইমরানকে আবার ছেড়ে দিতে হবে। তিনি নিজের বিশেষ কাজে চলে যাবেন। সেই বিশেষ কাজটা যে কী, না জানা পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।

থেমে গেল শোভাযাত্রা। সামনে তিনটা গাড়ির একটা নিজের লিমুজিন থেকে নেমে ভীম সিংয়ের সাথে করমর্দন করলেন স্টিভ বাক্ওয়ার্থ। ইউ এস সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের বগলদাবা হয়ে দুজনেই টুক করে আবার ফার্মহাউজের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

"ওকে, নেমে এসো সবাই" হাঁক ছাড়লেন কমান্ডার। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ফার্মহাউজকে সুরক্ষিত রাখার, ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, ইমরান। "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। "আমি তাহলে এবার আসছি।"

কমান্ডারও মাথা নাড়তেই বিপরীত দিকে হাঁটা ধরলেন ইমরান। সদর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ইউ এস এজেন্টরা তাকে তো আর ভীম সিং আর বাকওয়ার্থের পিছু নিতে দেবেন না। তাই আশপাশ ঘুরে ভেতরে ঢোকার অন্য রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

করার চেয়ে আসলে বলাটা বেশি সহজ। আপন মনেই ভাবলেন ইমরান। পুরো জায়গাটা সত্যিকার অর্থেই একটা দুর্গ। কালো পোশাকধারী ভীম সিংয়ের ব্যক্তিগত সিকিউরিটি ফোর্স ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। কমান্ডোদের মতই একই নীলরঙা ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরে থাকাতে থামলেন না ইমরান। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ডদের যত জনের সামনেই পড়েছেন সবাই কেমন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

ঘুরে বাড়ির এক কোণায় আসতেই দেখা গেল গ্রিলবিহীন একটা খোলা জানালা। দ্রুত একবার আশেপাশে দেখে নিলেন। অন্য কমান্ডোদের মত ভারী অ্যাসল্ট রাইফেল কাঁধে না থাকাতে চটপট লাফ দিয়ে জানালায় উঠে ঢুকে পড়লেন চমৎকারভাবে সাজানো স্টাডি রুমের ভেতরে। কোমরের সাথে বাঁধা গ্লক (পিস্তল) অ্যাডজাস্ট করে তাকালেন চারপাশে। এই একটামাত্র অস্ত্রই সাথে বহন করছেন।

এই স্টাডি রুমেই মহারাজার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন।

স্টাডির দরজাটা আলতো করে ফাঁক করে দেখে নিলেন করিডর। কোথাও কেউ নেই। প্যাসেজে বের হয়ে এলেন ইমরান।

কিন্তু কোনো দিকে যাবেন? দ্রুত মনস্থির করে ডানদিকে হাঁটা ধরলেন। ভীম সিং কোথায় লুকিয়ে রাখেন তাঁর যাবতীয় গোপন জিনিস? নিশ্চয় স্টাডি কিংবা এখানকার কোনো রুমে নয়। একটু বেশিই পাবলিক হয়ে যায় তাহলে। প্যাসেজের দুপাশের দেয়াল জুড়ে ঝুলছে ভারতীয় আর আন্তর্জাতিক পেইন্টারদের আঁকা ছবি। আর করিডর থেকে দুপাশে যত দরজা গেছে প্রতিটির সামনেই অ্যান্টিক (প্রাচীন) কোন ভাস্কর্য; পাথর আর ধাতুর তৈরি। এর সাথে আবার সুদৃশ্য জমকালো পেডাস্টালও (স্তম্ভ) আছে। করিডরের শেষে দেখা গেল আরেকটা প্যাসেজ। বাম দিকে মোড় নিয়ে খানিক হাঁটতেই নিচে যাবার সিঁড়িতে পৌঁছে গেলেন।

www.pathagar.com

বেজমেন্ট! ভেবে দেখলেন এদিকে যাওয়াটাই ঠিক হবে।

সতর্কভাবে নামতে লাগলেন ইমরান। কিন্তু খেয়াল করে দেখলেন যে সিঁড়িতে কোনো আলো নেই। বেজমেন্টেও তাই। মনে মনে গাল দিলেন নিজেকে। উপরের করিডরের আলো এ অব্দি আসছে না। কেন যে সাথে টর্চ আনলেন না।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে আসতেই দেখা গেল কেবল ডানদিকেই এগিয়েছে বেজমেন্টের সীমানা। বাম পাশে দেয়াল। আস্তে আস্তে যেতে যেতে তিনটা দরজা পার হলেন। নিজের ডান আর বাম দু'পাশের দরজাতেই তালা দেয়া দেখলেন। বাকি আছে কেবল ঠিক সামনের দরজা।

হ্যান্ডেল ঘোরাতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। এতক্ষণ উত্তেজনার বশে দম বন্ধ করে রেখেছিলেন। এবারে তাই হুশ করে বের করে দিলেন বুকের জমানো বাতাস। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঝাপসা আলো চোখে সইয়ে যাওয়ার সময় নিলেন।

দেখে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের কনফারেন্স রুম হবে হয়ত। সামনেই বিশাল জায়গা জুড়ে একটা অর্ধ-গোলাকৃতি টেবিল। চারপাশে কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের ওপাশে মনে হচ্ছে দেয়াল।

কিন্তু বিস্মিত হবারও সময় পেলেন না ইমরান। সিঁড়িতে কয়েকজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারলেন যে লোকগুলো সোজা এ রুমেই আসছে।

দ্রুত চারপাশে নজর বুলিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজলেন। নিরাপদ বলতে দরজার পাশেই রুমের এক কোণাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট একটা ডেস্ক।

কোনো রকম হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই জ্বলে উঠল রুমের আলো; ভীম সিংয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলেন, "এখান থেকেই আমরা ওর সাথে কথা বলব।"

শিস দিয়ে উঠলেন বাকওয়ার্থ। "টেলিপ্রেজেন্স রুম। গ্রেট আইডিয়া! কিন্তু কেউ যদি লাইনে আঁড়িপাতে?"

"আপনার কি ধারণা আমি এমনি এমনিই একটা সফটওয়্যার কোম্পানি চালাই?" ইমরানের কানে এলো ভীম সিংয়ের দাম্ভিক কণ্ঠ। "আমরা এমন সফট্ওয়্যার বানিয়েছি যে যদি কেউ আঁড়িপাতার যন্ত্র বসিয়েও থাকে, কোথায় কথা বলছি তা কখনোই জানতে পারবে না।"

"বেশ অদ্ভুত তো। তো সে কী আমাদের ফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছে?"

"ইয়েস। সবকিছুই প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমি শুধু ডায়াল করব। আপনি আরাম করে বসুন।"

www.pathagar.com

টাচটোন ফোনে নাম্বার ডায়াল করার শব্দ শুনতে পেলেন ইমরান। অন্যপাশে ফোন বাজার শব্দও শুনছেন। সাথে সাথে তুলে নিল কেউ একজন।

"গুড ইভনিং জেন্টেলম্যান।" ইউরোপীয় টানে কথা বলে উঠল অপর প্রান্তের লোকটা।

ডেস্কের কিনার থেকে খুব সাবধানে উঁকি দিলেন ইমরান। অর্ধ-গোলাকার কনফারেন্স টেবিলের ওপাশে যেটাকে দেয়াল বলে মনে হচ্ছিল তা আসলে একটা বিশাল পর্দা। তার ভেতরে আরেকটা কনফারেন্স রুমের মিরর ইমেজ দেখা যাচ্ছে। উন্নত কপাল আর ঈগলের মত বাঁকা নাকওয়ালা লম্বা-চওড়া একজনকে দেখা গেল বসে থাকতে। ভদ্রলোকের মাথায় রূপালি ধূসর চুল আর ধূসর চোখ জোড়ার উপর রীমলেস চশমা।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলেন ইমরান।

পর্দার লোকটা আর কেউ নয়; ক্রিশ্চিয়ান ভ্যান ক্লুক।

অস্ট্রিয়ান এই বিজনেসম্যান বাকওয়ার্থ আর ভীম সিংয়ের সাথে আগেও কিছু মিটিং করেছেন।

আবার চট করে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়লেন ইমরান। ভ্যান ক্লুক যদি এই রুমটাকেও পর্দায় দেখেন তাহলে অন্তত ডেস্কের পিছনে ইমরানকেও দেখে ফেলবেন।

"হেই ক্রিশ্চিয়ান" কেবল বাকওয়ার্থ উত্তর দিলেন।

"এ ধরনের কনফারেন্স আমার ভালো লাগছে না" সোজা পয়েন্টে চলে এলেন ভ্যান ক্লুক, "আমরা একটু বেশিই ঝুঁকি নিচ্ছি।"

"আমারও ভালো লাগছে না" উত্তরে জানালেন বাকওয়ার্থ, "কিন্তু আমার এখানে আসার পেছনেও কারণ আছে। তুমি যদি তোমার পার্টনারদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতে; তাহলে তো এভাবে মিটিংয়ের কোনো প্রয়োজনই ছিল না।"

"দুজনেই শান্ত হোন।" কথা বলে উঠলেন ভীম সিং। মনে হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী হয়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বাকওয়ার্থের কথা শুনে চমকে উঠলেন ইমরান,

"এটাই সত্যি, বেশ জেদিস্বরে কথা বলছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।" "আমরা যখন মিশন পূরণের এতটা কাছে চলে এসেছি তখন তারা এই হুমকিটা কেন দিচ্ছে? সবকিছু এখন ভন্ডুল হয়ে যাবে তাহলে। জানো এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্যে কতটা কাজ করতে হবে? আর তোমাদের সরকারকেও। তাদের উদ্ভট মেসেজ পেয়েছে এরকম সব সরকারকে।"

www.pathagar.com

ঠাণ্ডা আতঙ্কে শিরশির করে উঠল ইমরানের শরীর। উনি কি ঠিক শুনছেন? এটাও কি সম্ভব?

"এটা কোনো ব্যাপারই না" এখনো ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন ক্লুক। "ঘোষণার জন্য আমাদের প্ল্যানের কোনো ক্ষতিই হবে না। আমরা ঠিক পথেই এগুচ্ছি। ভীম সিং সবটুকু তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।"

"অবশ্যই" সাথে সাথে সম্মত হলেন ভীম সিং। "আমি আজকেই নিশ্চিত হয়েছি যে শেষ সূত্রটাও পাওয়া গেছে। এতক্ষণে ওরা পাটনা ফিরেও এসেছে। ফারুকও এরই মাঝে পাটনা পৌঁছে গেছে। আমি ওদেরকে বলে দিয়েছি যেন বিজয় আর মেয়েটাকে বন্দি করা হয়। এই শেষ ধাঁধাটার সমাধান করে ফেললেই জেনে যাবো কোথায় আছে সেই গুপ্ত রহস্যটা। আমার মনে হয় আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সব কমপ্লিট হয়ে যাবে।"

"দ্যাটস গ্রেট।" কিছুটা শান্ত হয়েছে বাকওয়ার্থ। "কিন্তু এলইটির উপরে সত্যিই কি ভরসা করা যায়? এর উপরে আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। হাউজিং, ডুবোইস আর মার্টিনেরও তাই ধারণা। হুমকিটা পাবার পর থেকেই ওরা আমার সাথে যোগাযোগ করছে। তোমার পার্টনারদেরকে নিয়ে ওরা কেউই খুশি নয়।"

"আমরা একা খুব বেশি কিছু করতে পারব না।" বলে উঠলেন ভ্যান ক্লুক। "পাবলিসিটি ছাড়া তো নয়ই।"

একমত হলেন ভীম সিং, "আমাদের পরিচয় তো দেয়া যাবে না। অন্তত এখনো নয়। তাই তারাই ভালো ঢাল হিসেবে কাজে দেবে...সন্ত্রাসী হিসেবে এমনিতেই তাদের সুখ্যাতি কম নয়। আর ভুলে যাবেন না যে এ ধরনের হুমকি দেবার সম্ভাবনা আছে জেনেই তারা আমাদের পার্টনার হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদেরও কিন্তু লাভ হয়েছে। সবাই সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমরাও আমাদের প্রস্তুতি সারতে পারব। নির্বাচিত না হয়েই যদি আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চান তাহলে কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে স্টিভ। আর একবার এলইটি তাদের মিশন পুরো করলেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে চলে আসবে। ঠিক যেমনটা প্ল্যান করেছি।"

"বুঝতে পেরেছি" মেনে নিলেন বাকওয়ার্থ। "কিন্তু তার মানে এই না যে এটা আমাকে পছন্দ করতে হবে।"

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ করে গেলেন। এরপর আবারো বলে উঠলেন বাকওয়ার্থ, "ধরলাম যে তারা এক সপ্তাহের ভেতরে লোকেশন খুঁজে পাবে, তাহলে কি টাইমলাইন মেনে ডেলিভারি দেয়া যাবে?"

www.pathagar.com

"উনাকে আসলে একটা নমুনা দেখানো উচিত" পরামর্শ দিলেন ভ্যান ক্লুক।

উত্তর দেবার আগে খানিক দ্বিধা করলেন ভীম সিং, "এখনো পুরোপুরি কাজ করার মতো হয়নি।" একটু পরে উত্তরে জানালেন, "যাই হোক তারপরেও আপনাকে দেখাচ্ছি। তাহলে আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন। গুপ্ত রহস্যটা পুরোপুরি হাতের মুঠোয় চলে এলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আর তখন শুধু প্রযুক্তি ফিট করতে যেটুকু সময় লাগে। সামিটের আগেই কাজ হয়ে যাবে। ওকে ক্রিশ্চিয়ান এখন রাখছি।"

"সপ্তাহ খানেক পর আবার দেখা হবে।" ভ্যান ক্লুকের শেষ শব্দগুলোর পর পরই নীরব হয়ে গেল রুম। ইমরান অনুমান করলেন যেন কনফারেন্স শেষ।

"চলুন, আপনাকে দেখাচ্ছি" ভীম সিংয়ের কথা ভেসে এলো। তার পরপরই নিভে গেল আলো।

কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ বসে রইলেন ইমরান। যেন নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছেন। বিশ্বাসই হচ্ছে না এইমাত্র যা যা শুনেছেন উনার ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু এভাবে হবে কখনো ভাবেনও নি। গোপন আস্তানা থেকে বের হয়ে দরজার কাছে এগোলেন। বাইরে থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে করিডরে উঁকি দিয়ে দেখলেন; কেউ নেই।

মানুষ দুজন নিশ্চয়ই তালাবদ্ধ রুমগুলোতে ঢুকেছে। তাই কী বলে শুনতে হলে কাছাকাছি যেতে হবে।

করিডরে বের হয়ে এলেন ইমরান। সিঁড়ির পাশেই বাম পাশের দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। দরজার সাথে একেবারে আঠার মত সেঁটে ঝুঁকি নিয়েও ভেতরে উঁকি দিলেন। কিন্তু কী আজব, কেউ নেই!

গলার শব্দগুলোও মিইয়ে গেছে।

রুমের ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকালেন ইমরান। মানুষগুলো যেন ঠিক হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

"আপনার কালেকশন তো বেশ ভালো বলতে হবে।" হঠাৎ করেই নীরবতা ভাঙ্গলেন বাকওয়ার্থ। মনে হচ্ছে একেবারে মেঝের নিচ থেকে আসছে চিৎকার।

ইমরান বুঝতে পারলেন যে নিচে আরেকটা তলা আছে। কিন্তু কিভাবে সেখানে পৌছানো যায় সেটা কিছুতেই মাথায় আসছে না। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছেন সেটা ছাড়া তো আর কোনো রাস্তাও চোখে পড়ছে না। "ইয়েস" উত্তরে জানালেন ভীম সিং "প্রাথমিকভাবে যা পেয়েছি তাতেই বেশ কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কিছুই তৈরি করতে পেরেছি।"

www.pathagar.com

"এটা কী? কিভাবে কাজ করে?" বাকওয়ার্থ মনে হল কিছু একটা দেখে খুব আগ্রহ বোধ করেছেন।

"দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। তাঁর জন্যে ঘড়িটা খুলে রাখতে হবে। এই রিস্ট ব্যান্ডগুলো একসাথে পড়তে হবে। একই সাথে বর্ম আর অস্ত্র দুটোরই কাজ করে। ইন্টেনসিটি ডাউন (শক্তির তীব্রতা কমিয়ে) করেই আপনাকে দেখাচ্ছি।

কড়কড় একটা আওয়াজের সাথেই খুব জোরে "পপ" একটা শব্দ হল। নিশ্চয়ই ভীম সিং তাঁর অস্ত্র চালু করেছেন, ভাবলেন ইমরান।

"দ্যাটস কুল। আগে এরকম কিছু দেখিনি কখনো। এমনকি এ জিনিস ডারপা'র কাছেও নেই।"

"হুম সেটাই। কেননা এই প্রযুক্তির কথা ৯ জনের বাইরে কেউ জানতোই না।"

"তো সেই প্রোটোটাইপ (মূল নমুনা) কই?" বাকওয়ার্থের কণ্ঠে যথেষ্ট উত্তেজনা।

"এই তো এখানে।"

"কোথায়? আমি তো দেখছি না।"

"এই দিকে আসুন... ঠিক আছে...আরেকটু সামনে, হ্যাঁ, এইবার আপনার বাম পাশে।" বোধ হয় বাকওয়ার্থকে পথ দেখাচ্ছেন ভীম সিং। "এখন একটু অপেক্ষা করুন, আমি..." আবার খানিকক্ষণের নীরবতা আর তারপর ভীম সিং জানালেন, "এই তো।"

মুগ্ধ হয়ে গেলেন বাকওয়ার্থ,

"ওয়েল, এই তাহলে!"

"অসাধারণ, তাই না? যদিও এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। কিন্তু একবার ফারুকের হাতে গুপ্ত রহস্যটা চলে এলেই নিখুঁতভাবে কাজ করবে। জিটুয়েন্টির কেউ পাত্তাই পাবে না।"

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বাকওয়ার্থের গলা, "শুধু খেয়াল রাখবেন যেন আর কোনো গড়বড় না হয়। নয় বছর ধরে এমনি এমনি অপেক্ষা করছি না যে একদল ইডিয়ট আমার সব প্ল্যান টয়লেটে পানির সাথে ফ্লাশ করে দেবে।"

পদশব্দ শুনতে পেলেন ইমরান। বুঝতে পারলেন ওরা ফিরে আসছেন। লুকোবার কোনো জায়গাই দেখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বাইরেই যেতে হবে। কনফারেন্স রুমেই কেবল জায়গা আছে। মনে হয় না এরা আর ওখানে ফিরে যাবে। এলেও ডেস্কের নিচে তো লুকোতে পারবেন অন্তত।

কিন্তু লুকোবার তাড়া সত্ত্বেও মানুষ দুজন যে রুম থেকে কিভাবে হাওয়া হয়ে গেলেন সেটা দেখতেও মন চাইছে। তাছাড়া ভীম সিংকে ফাঁসাতে হলেও

www.pathagar.com

প্রমাণ দরকার। হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে এসব বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না। ভীম সিংয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ভালোই আছে। আর গুপ্ত সেই রুমেই পাওয়া যাবে সব প্রমাণ।

দরজার কাছে এসে শেষ একবার পিছনে তাকাতেই দেখা গেল সামনের পুরো দেয়ালটা মেঝের মধ্যে ঢুকে গেল। আর দেয়ালের জায়গায় আরেকটা ফ্লোরের দরজা। পাথরের কিছু সিঁড়িও দেখা যাচ্ছে যা অন্ধকারে নিচের দিকে নেমে গেছে। এতটাই অন্ধকার যে নীলচে একটা আলো বের হচ্ছে।

ওহ্ এটাই তাহলে নিচে যাবার গোপন দরজা।

আর কিছু দেখার অপেক্ষা না করে দরজা দিয়ে সাৎ করে বের হয়ে এলেন ইমরান। কনফারেন্স রুমে ফিরে এসে আবার ডেস্কের নিচে লুকিয়ে পড়লেন। শুনতে পেলেন দরজা আটকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন ভীম সিং আর বাকওয়ার্থ।

দুজনের গলার আওয়াজ ফিকে হয়ে আসতেই বুঝতে পারলেন তাঁরা উপরে চলে গেছেন। আরও একটু অপেক্ষা করে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে অবশেষে করিডরে ফিরে এলেন ইমরান। বাতিগুলো নিভে গেছে আর বেজমেন্টও আবার অন্ধকারে ডুবে গেছে।

অদৃশ্য দেয়ালওয়ালা রুমটার দরজার হাতল ধরে ঘোরালেন ইমরান। অবাক হয়ে দেখলেন যে খুলে গেল। রুমে ঢুকে দরজা আটকে দিতেই গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল চারপাশ থেকে। দ্বিতীয় বারের মত একটা টর্চের জন্যে আফসোস করলেন। মনে পড়ল দরজার ডান দিকেই সুইচ বোর্ড দেখেছিলেন। তাড়াতাড়ি তাই মোবাইল ফোন বের করে স্ক্রিনের আলোয় খুঁজতে লাগলেন চারপাশ।

মিনিট খানেক পর পেয়েও গেলেন। আশা করছেন বাইরের করিডর থেকে নিশ্চয়ই রুমের আলো দেখা যাবে না। কিন্তু আলো ছাড়া তো দেয়ালটাকে সরানোর কলকব্জাগুলোও পাবেন না।

বিপরীত পাশের দেয়ালের কাছে গিয়ে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। খুঁজলেন এমন কিছু যা সুইচ কিংবা লিভার হিসেবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু দেয়ালটা একেবারে শূন্য।

তাহলে ভীম সিং কিভাবে নিচের লেভেলে গিয়েছিলেন?

রুমের অন্য দেয়ালগুলো খুঁজেও পেলেন না। লাইটের সুইচ ছাড়া দেয়ালে আর কোনো সুইচ নেই। হতাশায় ডুবে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে এ রুমে আর কিছু করার নেই। মি. বৈদ্যর নাম্বার ডায়াল করে অপেক্ষা করলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট জানাল, ডিরেক্টর অর্জুন বৈদ্য হোম মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন; তবে যে কোনো সময় ফিরে আসবেন।

www.pathagar.com

"প্লিজ উনাকে বলো যেন ফেরার সাথে সাথেই আমাকে ফোন করেন; ব্যাপারটা বেশ জরুরি।" ব্লু-টুথ ইয়ারপিস বের করে কানে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর আরও ছোট একটা ব্লু-টুথ মাইক্রোফোন কলারের সাথে আটকে নিলেন। এটা এতটাই শক্তিশালী যে, কোনো রকম ফিসফিসের শব্দও পিকআপ করতে পারবে আর আশে-পাশের হট্টগোলেও কোনো রকম সমস্যা হবে না। মি. বৈদ্যর নাম্বারে অটো অ্যানসার সেট করে পকেটে রেখে দিলেন মোবাইল ফোন।

তারপর আবারো দেয়ালটার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন প্রথমবার কিছু মিস করেছেন কিনা। কিছুই না। বিরক্তিতে মাথা নেড়ে ফেরার পথ ধরলেন।

কিন্তু আবারো থেমে যেতে হল।

রুমে তিনি একা নন। নিঃশব্দে ভীম সিং এসে এখন তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। চেহারাতে কৌতূহলের সাথে মিশে আছে প্রচণ্ড ক্রোধ।

www.pathagar.com

২৭
অষ্টম দিন

অশোক প্যালেস হোটেল, পাটনা

পাটনার শহরতলীর হোটেলটার গাড়ি বারান্দায় এসে থামল এক্স ট্রেইল (গাড়িটা)।

"তোমরা যাও, আমি পার্ক করেই আসছি।" বলে উঠল বিজয়।

পার্কিং লটে কেবল আর দুটো গাড়ি আছে। বিজয় ভালো একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখানে ওদের রুম থেকেই দেখা যাবে এক্স ট্রেইল। গাড়ি থেকে বের হয়ে ব্যাগ কাঁধে নিতেই মনে হল কেউ একজন যেন সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে আছে। পার্কিং লটে ঢোকার সময় লোকটাকে দেখলেও তেমন খেয়াল করেনি।

কেন লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ভাবতে ভাবতেই দরজা আটকে লোকটার দিকে ঘুরল বিজয়।

দুজনের চোখাচোখি হল, ফারুক।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর পর পরই নগ্ন আতঙ্কে ছেয়ে গেল মন। ফারুক কিভাবে জানে যে তাকে কোথায় খুঁজতে হবে? তার চোখে ফারুক কোনো সাধারণ গুপ্তধন শিকারী নয়। যদি দিল্লী থেকে এতদূরেও তাকে অনুসরণ করার মত রিসোর্স তার কাছে থাকে তাহলে তো লোকটা রীতিমত ভয়ংকর।

অবচেতনেই ব্যাগটাকে নেড়ে দেখল বিজয়। ভেতরে নিরাপদে শুয়ে আছে পাথরের বল।

ওর দিকেই হেঁটে আসছে ফারুক। হোটেলের পাশের দরজা দিয়ে আরও দুজন বের হয়ে এসে যোগ দিলো ফারুকের সাথে। প্রত্যেকের চেহারাতেই আগ্রাসী ভাব।

চারপাশে তাকিয়ে দ্রুত কার পার্কের দিকে হাঁটা ধরল বিজয়।

কিন্তু এ রাস্তাও বন্ধ। দুজন দাঁড়িয়ে আছে; একজনের হাতে আবার বন্দুক।

www.pathagar.com

ফারুকের সাথের দুজনের হাতেও অস্ত্র আছে।

হন্যে হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে বিজয়। কার পার্কের চারপাশে চার ফুট উঁচু ইটের দেয়াল। পেছনে সার্ভিস লেন। দ্রুত ভেবে নিয়ে দেয়ালের দিকে দৌড় দিল বিজয়; আশা করছে এরকম একটা জায়গায় নিশ্চয় ফারুকের লোকেরা গোলাগুলি করবে না। কিন্তু ওর ধারণা ভুল।

দেয়ালের কাছে পৌঁছাতেই মনে হল পেছনে কেউ যেন হাততালি দিচ্ছে; কিংবা গাড়ির দরজা ঠাস করে বন্ধ হল। অথচ কানের পাশ দিয়ে শো শো করে উড়ে বেড়াচ্ছে বুলেট। আতঙ্কিত হয়েও বুঝতে পারল যে বন্দুকের মুখে সাইলেন্সার (শব্দ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র) লাগানো আছে। দেয়ালের উপর লাফ দিল বিজয় আর ঠিক তখনি ইটের দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এক রাশ বুলেট।

এপাশের মাটিতে লাফ দিতেই শুনলো উর্দুতে কিসব আদেশ দিচ্ছে ফারুক।

"গর্দভের দল! যাও ধরো ওকে!"

হাচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াল বিজয়। শুনতে পাচ্ছে একসাথে বহুজনের দৌড়ে আসার শব্দ। এখান থেকে যে করেই হোক বেরুতে হবে।

সার্ভিস লেন গিয়ে আরেকটা রাস্তার সাথে মিশেছে। এরই সামনে হোটেল। রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে মনে হল সামনেই শহরের মেইন রোড। সেখানে নিশ্চয় আরও বেশি লোকজন থাকবে আর তাই ফারুক আচমকা কিছু করতে পারবে না।

অন্তত বিজয় সেরকমই আশা করল।

তাই একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের অবস্থাও দেখে নিল। ফারুককে দেখা না গেলেও কর্ণারে চলে এসেছে দলের তিনজন; সার্ভিস লেন থেকে বেরিয়েই ওর পিছু নিয়েছে।

মেইন রোডে পৌঁছে দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল বিজয়। ডানদিকে একটা হকার্স মার্কেট। ইচ্ছে করেই সেদিকে দৌড় দিল, যেন ভিড়ের ভেতরে হারিয়ে যেতে পারে।

কাঁধের ব্যাগটাও যথেষ্ট ভারী; জনতার সাথে মিশে গেল বিজয়।

আবার একবার পিছনে তাকাতেই দেখল ইন্টারসেকশনে (মধ্যবর্তী স্থান) দাঁড়িয়ে আছে লোক তিনজন।

চারপাশে তাকিয়ে তাকে খুঁজছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে একজন সোজা ওর দিকে তাকিয়েও আবার কী মনে করে চোখ সরিয়ে নিল।

www.pathagar.com

কিন্তু সাথে সাথেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার তাকাল। তার মানে ওকে চিনে ফেলেছে।

তিনজন দ্রুত কী যেন আলোচনা করে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

একজন ভিড় ঠেলে বিজয়ের দিকে এগোল। অন্য দুজনকে দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেছে? কিন্তু ভেবে সময় নষ্ট করার মানে নেই। ওর কাছে চলে এসেছে লোকটা।

একে ওকে ধাক্কা দিয়ে আরও দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল বিজয়।

হঠাৎ করেই পাশের গলিটা চোখে পড়ল। পিছনে একবার চকিত তাকাতেই দেখল ভিড় নিয়ে ব্যস্ত লোকটা। চট করে গলিতে ঢুকে পড়ল বিজয়। এ গলি ওকে কোথায় নিয়ে যাবে কোনো ধারণাই নেই; কিন্তু যে করেই হোক হোটেলে পৌঁছে অন্যদেরকে সাবধান করতে হবে।

গলি জুড়ে গাছের সারি আর দুপাশে ছোট-ছোট ইটের প্লাস্টার করা বাড়ি। এটি শহরের আবাসিক এলাকা নিশ্চয়।

একেবারে সোজা ওর দিকে অস্ত্র তাক করে ছুটে এলো আরেকজন।

ফারুকের দলের লোক।

এতক্ষণে নিশ্চয় এখানে চক্কর কাটছিল মার্কেটে ঢোকার আশায়। আর বিজয়েরও এমন কপাল যে এ গলিটাই বেছে নিল।

তাড়াতাড়ি করে গাছের নিচে এসে লুকালো বিজয়। চারপাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ছুটন্ত বুলেট। সাইলেন্সার থাকায় কোনো শব্দই হল না।

খুব দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। বের হয়েই চট করে আরেকটা গাছের পেছনে ঢুকে পড়ল বিজয়। এভাবে একের পর এক গাছকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এগোতে লাগল। ওদিকে একটু পর পর গুলি ছুঁড়ছে লোকটা।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?

কোনো একটা প্ল্যান করতে হবে। ব্যাগ খুলে পাথরের বলটা বের করে আনল। আশা করছে এমআইটির অ্যাথলেটিক জ্ঞান এখানেও কাজে লাগবে।

হঠাৎ করেই গাছের পেছন থেকে বের হয়ে এক হাত দিয়ে তুলে নিল পাথরের বল। কেবল একবারই সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই লোকটার গায়ে লাগাতেই হবে...

সামনে পিছনে সমানে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত মার্কেটে যে লোকটা পিছু নিয়েছিল সেও এবার গলিতে নেমে এলো।

লুকোবার আর কোনো জায়গা নেই। দুজন সশস্ত্র লোকই ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ফাঁদে পড়ে গেছে বিজয়।

www.pathagar.com

হোটেলের লবিতে বিজয়ের অপেক্ষায় অন্যদেরকে রেখে নিজের রুমের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল রাধা। বারাবার যাওয়া-আসায় বেশ ধকল গেছে। তাই আবার আলোচনার টেবিলে বসার আগে খানিক রিল্যাক্স হতে চায়।

মনের মধ্যে খচখচ করছে আরেকটা ব্যাপার। আজকাল বিজয়ের প্রতি কেন যেন বেশ আকর্ষণ অনুভব করছে। যদিও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে না কাউকে।

শৈশবের বন্ধু হলও বড় হবার পর মাত্র বছর দুয়েক আগে দেখা। আর এবার এই গুপ্ত রহস্যের খোঁজ করতে করতে মনে হচ্ছে আরও বেশি কাছে চলে এসেছে। অনেকবারই মনে হয়েছে ছেলেটার সাথে শেয়ার করে ওর যত দুঃখ আর আনন্দ।

বিজয়েরও কি তাই মনে হয়? বৈরাতে যখন ফারুকের লোকজন আটকে রেখেছিল তখন বারবার মনে হচ্ছিল যে বিজয় ওকে প্রটেক্ট করতে চাইছে। কিন্তু এখনো নিশ্চিত হতে পারছে না। আর এও মাথায় রাখতে হবে যে ছেলেটা আমেরিকার নাগরিক। যদি এমন ধরেও নেয় যে বিজয়ও একইভাবে অনুভব করছে, এই সম্পর্ক কি আদৌ টিকবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধা। মাথায় একটা আইডিয়া এলো, কলিলেন সাথে কথা বলতে হবে। রাধা আর বিজয় দুজনের সাথেই কলিনের বেশ ভাব। হয়ত সে-ই রাধাকে সাহায্য করতে পারবে।

দরজায় নক্ করার শব্দ হল। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল রাধা। বিজয়? মাথা নেড়ে তাড়িয়ে দিল চিন্তাটা। হয়ত অন্যেরা কেউ।

দরজা খুলে দিল।

সাথে সাথে মনে হল জমে গেছে। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। তাদের পেছনে মুখে হাসি নিয়ে প্রশান্ত চেহারার আরেকজন।

"মিস রাধা শুকলা?" আনন্দিত কণ্ঠে জানতে চাইল লোকটা।

"আমি ফারুক সিদ্দিকী। আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। এখন আমার সাথে চলো। বাধা দেবার কিংবা চিৎকার করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই যদি না মরতে চাও!"

রাধা জানে ওর পালাবার কোনো পথ নেই।

প্রকাশ পেল এজেন্ডা (পরিকল্পনা)

ভীম সিং কতক্ষণ ধরে এভাবে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছেন কিংবা কেনই বা ফিরে এসেছেন সে সব ভাবার এখন আর সময় নেই। ট্রেনিংয়ের বদৌলতে হাত

www.pathagar.com

অবচেতনভাবে চলে গেল কোমরের হোলস্টারে, গ্লক ধরতে, কিন্তু আঙ্গুলগুলো পিস্তলটাকে স্পর্শও করতে পারল না; তার আগেই হালকা ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে কেঁপে উঠল ইমরানের হাত। চট করে তাই হাত সরাতে বাধ্য হলেন।

আর ঠিক সাথে সাথেই মোবাইল ফোন ভাইব্রেট করে উঠল। হিডেন ইয়ারপিসে শোনা গেল মি. বৈদ্যের গলা।

"কিড়বাঈ? আমাকে ফোন করেছিল?" শক্ত হয়ে গেলেন ইমরান। "কিড়বাঈ? শুনতে পাচ্ছো?" আবারো বলে উঠলেন বৈদ্য।

"আপনার জায়গায় আমি হলে এরকম কাউবয় সাজার চেষ্টা করতাম না।" ঠাণ্ডা স্বরে জানালেন ভীম সিং। হাতে স্টিলের রিস্টব্যান্ড। "এটা তো কেবল একটা নমুনা। এখন এমন লেভেল সেট করব যে যেখানে আছেন সেখানেই স্থির হয়ে যাবেন।"

ইমরানের মনে পড়ে গেল আঁড়িপেতে শোনা বাকওয়ার্থ আর মহারাজার মধ্যেকার আলোচনার কথা। নিজের ঘড়ি খুলে রেখে ভাইস প্রেসিডেন্টকে একটা অস্ত্রের নমুনা দেখিয়েছিলেন ভীম সিং। রিস্ট ব্যান্ড। এখন বুঝতে পারছেন এই সেই অস্ত্র। কোনো না কোনোভাবে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এই ইলেকট্রিক চার্জ। রেঞ্জ অনুমান না করতে পারলেও তিনি নিশ্চিত যে প্রয়োজনে তা যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে।

এটা কী ধরনের প্রযুক্তি? আর তৈরিই বা হয়েছে কোথায়? কোমরের পাশেই হাত রেখে দিলেন ইমরান। হেসে ফেললেন মহারাজা।

"দ্যাটস স্মার্ট। আপনি এতদূর যখন চলে এসেছেন তখন বলতেই হবে যে ব্যর্থ হয়েছে আমার সিকিউরিটি ফোর্স। তাই ভাগ্যই বলতে হবে ঘড়িটা ভুলে ফেলে যাওয়ায় আমি আবার ফিরে এসেছি। থাক। ভেতরে এসেছেন তো। এটা কঠিন কিছু না। সহজই বলা যায়।" একপাশে ঘুরে দরজার হ্যান্ডেল ধরে অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ঘোরালেন ভীম সিং। আর একটু আগে যে দেয়াল নিয়ে ইরমান এত ভাবছিলেন তা ঝপ করে নেমে গেল। নিচে যাবার সিঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

ডিরেক্টর অর্জুন বৈদ্যের আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফোন রেখে দিয়েছেন নাকি শুনছেন? ইমরানের অবস্থাটা কি অনুমান করতে পেরেছেন? শুধু এটুকুই আশা যে ভীম সিংয়ের কণ্ঠ শুনে হয়তো ফোন চালু রেখেছেন অর্জুন বৈদ্য।

"আপনি তো এটাই খুঁজছিলেন তাই না?" ডোর হ্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন ভীম সিং। "এতটা নিশ্চয় আশা করেননি যে কেউ চাইলেই এটা খুঁজে পাবে? বায়োমেট্রিক্সের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কেবল

www.pathagar.com

আমিই জানি এর কৌশল।" ইমরানকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেও নামতে লাগলেন।

বিশাল আয়তাকার একটা রুমে এসে পৌঁছালেন ইমরান। চারপাশে গাঢ় নীল আলো। মনে হচ্ছে যেন নাইটক্লাব। রুমের দেয়ালগুলো থেকে সাদা আভা ছড়ালেও পুরু দুটো পিলার কক্ষটাকে অসমানভাবে ভাগ করে রেখেছে।

বুঝতে পারলেন সারা রুমে আলট্রা ভায়োলেট লাইট ঘুরছে আর দেয়ালেও সম্ভবত ফ্লোরেসেন্ট পেইন্ট লাগানো আছে।

ডানপাশের দেয়াল জুড়ে সাদা রঙের শেল্‌ফ। ভিন্ন ভিন্ন গড়ন আর আকারের বিভিন্ন ধাতব পাত রাখা। এগুলোর একটাকেও চিনতে পারলেন না ইমরান। কিন্তু ভীম সিংয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই রিস্ট ব্যান্ডের মতোই কোনো ধরনের অস্ত্র হবে হয়ত।

রুমের অন্যপাশে বিশাল বিশাল সব মেকানিক্যাল ডিভাইস। একেকটির উচ্চতা তিন থেকে সাত ফুট পর্যন্ত হবে। কয়েকটা আবার চাকা লাগানো প্লাটফর্মের উপর দাঁড়ানো বড় ধনুকের মতো দেখতে। এবারেও এগুলোর একটাকেও চিনতে না পারলেও উদ্দেশ্য বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না।

ভীম সিং এগুলো কোথা থেকে পেয়েছেন?

"আমি তো আরও শুনেছি আপনি নাকি ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর বিশেষ মেধা সম্পন্নদের একজন।" মহারাজা যেন তাঁকে বিদ্রূপ করছেন। "কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারে নাক গলানোটা সত্যিই খারাপ। আমি চেয়েছিলাম আপনি ভালোয় ভালোয় পার হন। তাই আমাকে যখন তদন্ত করতে এসেছিলেন বেশি ভালো ব্যবহার করিনি। হোম মিনিস্টারের উপরেও চাপ দিয়েছি। কিন্তু আপনার কাজ হল ঘাড় ত্যারামি করা। আর, কী করলেন? আমার ঘরেই ঢুকে পড়লেন। জানি না কতক্ষণ ধরে এরকম মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর কী শুনেছেন কিংবা কী দেখেছেন, তবুও এত কিছুর পর আপনাকে আর ছেড়ে দেয়া যাবে না। আর আপনাকে জীবিত রাখাও বোধ হয় উচিত হবে না, কী বলেন? দুটোই সমান যন্ত্রণাদায়ক।"

হিম হয়ে গেল ইমরানের রক্ত। শুধু আশা করছেন বৈদ্য এখনো লাইনে আছেন। শুনছেন। তাই ঠিক করলেন মহারাজাকে দিয়ে কথা বলাতে হবে।

"তো আপনার ধারণা এসব খেলনা দিয়ে ইউএস প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে তাঁর জায়গায় বাকওয়ার্থকে বসানোর জন্য আপনার যে প্ল্যান তা সার্থক হবে?" উদ্ধত ভঙ্গিতে মহারাজার দিকে তাকিয়ে রইলেন ইমরান।

www.pathagar.com

খানিক উনার দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললেন ভীম সিং। ইউভি আলোতে চকচক করে উঠল মহারাজার দাঁত। ইমরান বুঝতে পারলেন যে তীর ঠিক নিশানাতেই লেগেছে।

"তার মানে বাকওয়ার্থের সাথে আমার আলোচনাও শুনে ফেলেছেন?" মিটিমিটি হাসছেন ভীম সিং "আর আপনার ধারণা বাকওয়ার্থকে প্রেসিডেন্ট বানানোই আমার ইচ্ছে। কেন আমি তা চাইব?"

বোকার মতো অভিনয় করবেন বলে মনস্থির করলেন ইমরান।

"ব্যবসায়িক কারণ। আপনি একজন ব্যবসায়ী আর গ্লোবাল ইন্টারেস্টের কথাই ভাবছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমির ইঞ্জিনের কিং মেকার (নাটের গুরু) হয়ে বিশ্বব্যাপী নিজের ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় আছে? অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমেরিকা এখনো কমার্স আর ট্রেডের সুতিঁকাগার।" এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে মহারাজার ইগো বেশ প্রবল। তাই নিজের মনোবাসনা খুলে বলতে দ্বিধা না করারই কথা।

মনে হল যেন ইমরানের সুতোয় নাচছেন ভীম সিং। "আমার ধারণা আপনাকে সত্য কথাটা খুলে বলা যায়। আফটার অল্ আপনার যেহেতু ছাড়া পাবার কোনো আশাই নেই।

মনে মনে হাসলেন ইমরান। পাখি এতক্ষণে ধরা দিয়েছে। যেমনটা ভেবেছেন আঁতে ঘা খেয়েছেন মহারাজা।

"ব্যাপারটা কেবল আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জিটুয়েন্টিভুক্ত দেশগুলোর নেতাদেরকে সরিয়ে তাদের জায়গায় নিজেদের লোক বসাতে পারলেই পৃথিবীর অর্থনৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে আমাদের হাতে। ফলে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না। একেবারে একচ্ছত্র অধিপতির মত ছড়ি ঘোরানো যাবে।" নিজের ভবিষ্যৎবাণী বলতে পেরে মহারাজা বেশ তৃপ্ত হলেন। ইমরানের দিকে তাকিয়ে তাই হাসলেন।

"তাই নাকি? সবকিছু কিভাবে করবেন?" একটু আগে এটা নিয়ে ব্লেক আর তিনি চিন্তা করছিলেন।

"তার আগে শুনুন আমার পূর্বপুরুষের এক আবিষ্কারের কাহিনি। দেড় হাজার বছর আগে যিনি ছিলেন রাজবীর গঁড়ের প্রথম মহারাজা।"

সেই আবিষ্কার আর মহাভারতের সাথে তার সংযোগের কথা খুলে বললেন ভীম সিং; ইমরানকে জানালেন এমন এক গোপন দিব্য-অস্ত্রের কথা যা সময়ের আবর্তে হারিয়ে মানুষের স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে। নতুন দুর্গ নির্মাণ করার সময় পাথরের উপর লেখা একটা বই পাওয়া গিয়েছিল। বেশ ভালোভাবে

www.pathagar.com

সুরক্ষিত থাকা বইটার মাঝে বর্ণীত হয়েছে মহাভারতের এক কাহিনি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মহাকাব্যের কোনো ভার্শনেই এ গল্পের উল্লেখ নেই।

ভীম সিংহের পুরো কাহিনি শোনার পর কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন ইমরান। "এত হাজার বছরের পুরনো একটা পৌরাণিক কাহিনি কেমন করে বিশ্বাস করলেন আপনি? মহাভারত একটা পুরাণ বৈ তো কিছু নয়। হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা ভয়ংকর যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে। তাই বলে সেসব উদ্ভট অস্ত্র যা কিনা দেবতারা দিয়েছিলেন? আপনি নিশ্চয় সিরিয়াস নন?"

"এইখানেই আপনি ভুল করছেন। চারপাশে তাকান। যা দেখছেন এগুলোই মহাভারতের সেই তথাকথিত দিব্য-অস্ত্র। প্রাচীন নকশা ব্যবহার করেই আধুনিক ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে এসব অস্ত্র। মহাভারত আর এর ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা যাই হোক না কেন এসব অস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এবং আছে; এর মাঝে আছে পাথরের বইটাতে পাওয়া সেই অস্ত্রও। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে আমার পূর্বপুরুষ আরও কী কী আবিষ্কার করেছিলেন।

"এসব অস্ত্র যেখানে লুকানো ছিল সে জায়গাটাকেও মাটি চাপা দিয়ে গেছেন মহান অশোক আর সৃষ্টি করেছেন এমন এক গোপন ব্রাদারহুড যারা এই জায়গাটাকে সুরক্ষা দেবার পাশাপাশি কেউ যাতে কখনো এর কথা জানতে না পারে সে ব্যাপারটাও নিশ্চিত করবেন। আমার পূর্বপুরুষের রাজ জ্যোতিষিও এই ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে উনাকে পাকড়াও করার আগেই উধাও হয়ে যান সেই রাজ জ্যোতিষি। যাঁকে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি। কেবল এগারো বছর আগে। ঘটনার পরিক্রমায় আফগানিস্তানে আবিষ্কৃত হয়েছে উনার দেহাবশেষ (কঙ্কাল)। হাড়গোড়ের সাথে পাওয়া গেছে কিছু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যাতে লেখা আছে সেই গোপন অস্ত্র ভান্ডারের ঠিকানা।"

"আর লোকেশন খুঁজে পেয়ে এসব অসাধারণ অস্ত্র ব্যবহার করে নিজের পরিকল্পনা সফল করার কাজে নেমে পড়লেন?" কণ্ঠের অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখতে পারলেন না ইমরান।

"আসলে তা না। আমরা এখনো লোকেশনটা খুঁজেই পাইনি। কিন্তু আমাদের পার্টনাররা কাজ করে যাচ্ছেন। এরই মাঝে একটা প্রোটোটাইপ (নমুনা) অস্ত্র তৈরি করা হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে যে পুঁথি পাওয়া গেছে সেখানে আরেকটা লোকেশনের কথা বলা হয়েছে; যা খুঁজে পেলে অস্ত্রটা কেমন করে বানাতে হবে সে ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। গত তিন বছর ধরেই সব জোগাড় করা হচ্ছে। কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যাপার হল পুঁথিটা সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায়নি। তাই অরিজিনাল অস্ত্রের স্যাম্পল দরকার। যাতে তা দিয়ে পুরোপুরি কার্যোদ্ধার করা যায়।"

হঠাৎ করেই ইমরানের মাথা খুলে গেল, বিজয় সিং আর তার বন্ধুরা। কোনো একভাবে তারাও এতে জড়িয়ে পড়েছে। তার মানে ফারুক ওদের কাছে এটাই খুঁজছে, †সই অস্ত্রের লোকেশন। কিন্তু বিজয় সিং এ সম্পর্কে কিভাবে জানে?

মাথায় আরেটকা চিন্তা খেলে গেল। একটু আগেই শুনেছেন ভীম সিং বাকওয়ার্থকে বিজয় সিং আর আরেকজনকে অপহরণ করার কথা বলছিলেন। সে এক নারী। দুর্গে গিয়ে ওদের দুজনকেই দেখেছিলেন। তার মানে ওরা এখন বিরাট বিপদে আছে।

"আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে এই প্রাচীন অস্ত্র দিয়ে আপনি কিভাবে লাভবান হবেন" জোর দিলেন ইমরান। "এলইটির ঘোষণার পর তো এ নিয়ে আশা করাটাও ভুল।"

হেসে ফেললেন ভীম সিং। আবারো ঝক ঝক করে উঠল মহারাজার দন্ত সারি। "আবারো একটি ভুল করছেন। এলইটির হুমকিকে বাস্তবে রূপদানের জন্যেও সাহায্য করবে এ অস্ত্র। চলুন আপনাকে প্রোটোটাইপটা দেখাই; তাহলেই বুঝবেন আমি কী বলছি।" রুমের এক দিকে ইশারা করলেন ভীম সিং।

সেদিকে তাকালেও তেমন একটা মুগ্ধ হতে পারলেন না ইমরান।

"এইটা?"

সুইচ টিপে দিলেন ভীম সিং। সাথে সাথে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের ঠাণ্ডা সাদা আলোতে ভেসে গেল পুরো রুম।

আলট্রা ভায়োলেটের আলোতে দেখা ডিভাইসটার দিকে তাকালেন ইমরান। এবারে মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সুইচ টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল ইউ ভি লাইট। এভাবেই তাহলে নিজেদের পরিকল্পনা সফল করবেন।

ঠিকই বলেছেন মহারাজা। যদি এই অস্ত্রকে ঘষে-মেঝে নিখুঁত করে তোলা যায় তাহলে তাদেরকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

www.pathagar.com

২৮
সেপ্টেম্বর ২০০১

বামিয়ান, আফগানিস্তান

শীতকাল শুরু হয়েছে। তাই গরম জামা-কাপড় বের করার জন্য ট্রাঙ্ক খুলল বারান।

সাধারণ সব আলখাল্লা, শাল বের করে ট্রাঙ্কের একপাশে স্তূপ বানিয়ে ফেলল।

কিন্তু বাদামি রঙের শালটা টান দিতেই ভাঁজের ভেতর থেকে কিছু একটা গড়িয়ে পড়ে গেল। নিরাপদে রাখার জন্যে এখানেই লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল একটা প্যাকেট।

দেখেই চিনতে পারল বারান। প্যাকেটের ভেতরে রাখা মেটাল ডিস্ক আর পুঁথিগুলো কয়েক মাস আগে মূর্তি ভেঙে ফেলার সময় পেয়েছিল। কিন্তু তারপর আবার নিজেই ভুলে গিয়েছিল প্যাকেটের কথা।

সাথে সাথে একটা কথা মনে হল। কয়েকদিন আগেই পৌঁছেছেন মোহাম্মদ বিন জাবাল। আল কায়েদা লিডারকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘিরে রাখার সময়েই তার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে বারান। দুই সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর থেকেই তালিবানদের ভেতরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে আর আল কায়েদা ও বিন লাদেনের সম্মানও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

আফগানিস্তানের এই অংশে তালিবানদের কার্যক্রম দেখাশোনা করতে এসেছে বিন জাবাল। কেননা বাতাসে বিভিন্ন কথা ভাসছে। আমেরিকা নাকি বিন লাদেনকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানের এ অংশে সামরিক অভিযান চালাবে।

কিন্তু বারানের মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা।

তার এক তালিবান কমরেড জানিয়েছে যে বিন জাবাল নাকি আল-কায়েদার প্রাচীন শিল্প বিশেষজ্ঞ আর আন্তর্জাতিক ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যবসায়ী।

www.pathagar.com

আর এই ভাবেই আফগানিস্তান আর এর বাইরে নিজেদের কার্যক্রমের জন্যে ফান্ড জোগাড় করে আল কায়েদা।

আবারো প্যাকেটের দিকে তাকাল বারান। যত সময় গড়াবে এর গুরুত্ব হারাবে। এমনকি স্যুভেনির হিসেবেও হয়ত ভেঙে ফেলা বুদ্ধ মূর্তির পাথরের ধারে কাছেও নেই। তাই মনে হয় না নিজের কাছে রেখে দিয়ে আর কোনো লাভ হবে।

তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল বারান। বিন জাবালের সাথে কথা বলে তাকে পুঁথিগুলো দেখাবে। হয়ত পড়ে জানাতে পারবে যে এগুলোর কোনো মূল্য আছে কিনা। অন্তত বিন জাবাল এগুলোর বিনিময়ে কিছু অর্থ নিশ্চয় দেবে?

সেটাই ভালো। শীতের জন্যে নতুন কাপড় দরকার। হাতের নিচে প্যাকেটটাকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এলো বারান। ভুলে গেল ট্রাঙ্কের পাশে জমা করে রাখা কাপড়ের স্তূপের কথা।

www.pathagar.com

২৯
বর্তমান সময়

অষ্টম দিন
পাটনা

মুহূর্ত খানেকের জন্যে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল বিজয়। আতঙ্কে জমে গেছে। বুঝতে পারছে না কী করবে। উপলব্ধি করল অতশত ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাথরের বলটা মাটিতে রেখে আকাশে হাত তুলে দাঁড়াল।

সাবধানে ওর দিকে এগিয়ে এলো সশস্ত্র দুজন। ফারুক বারবার বলে দিয়েছে যেন বিজয়কে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা শুধু এতক্ষণ ওকে কোনো কিছু চেষ্টা করা থেকে বিরত রাখার জন্যই গুলি ছুঁড়ছিল।

দুজনের একজন পাথরের বলটাকে ভরে নিয়ে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিল ব্যাগ।

অন্যজন বন্দুক দিয়ে বিজয়ের পাঁজরে ধরে তিনজনে মিলে হকার্স মার্কেট থেকে সরে এলো।

এই লোকগুলো শহরটা এত ভালোভাবে চেনে দেখে অবাক হয়ে গেল বিজয়। কিন্তু তাদের কথা-বার্তা কিংবা চেহারা দেখে তো স্থানীয় বলে মনে হয় না। একটা মাত্র সম্ভাবনা হল যে এরই মাঝে পুরো এলাকা খুব ভালোভাবে রেকি করে ফেলেছে। তার মানে তাদের কাছে ম্যাপ আর জিপিএসও আছে। এরা যেই হোক না কেন আর্থিক সংগতিও ভালো। আর যেখানেই যায় সাথে অস্ত্রও বহন করতে পারে। কেমন করে এসব ম্যানেজ করছে তা না জানলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে লোকগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খালি পার্কিং লটে পার্ক করে রাখা ফোর্ডের কাছে চলে এলো তিনজন। দুটো এসইউভি আর আটজন সশস্ত্র লোক ছাড়া পুরো জায়গাটাকে কেমন পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিজয়ের হাত দুটো পিছ মোড়া করে বেঁধে ধাক্কা দিয়ে ফোর্ডের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। ভেবেছিল বাধা দেবে, কিন্তু কোনো লাভ তো নেই। গাড়ি চালু হয়নি দেখে বসে বসে ভাবছিল যে এরপর কী হতে পারে।

ওরা কার জন্য অপেক্ষা করছে?

সময় পার হচ্ছে আর বাইরে লোকগুলোর কথা শুনছে। কী বলছে কিছুই বুঝতে না পারলেও ঠিক করল আশা ছাড়বে না। হতে পারে পাথরের বলটা নিয়ে ওকে হয়ত ছেড়ে দিবে ফারুক।

কিন্তু ধুলোয় মিশে গেল ওর সব আশা-ভরসা। হঠাৎ করেই খুলে গেল এসইউভির দরজা আর কব্জিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা রাধাকে জোর করে ওর পাশের সিটে বসিয়ে দেয়া হল। মেয়েটার চোখে মুখে সন্ত্রস্ত ভাব দেখে উথাল-পাথাল করে উঠল বিজয়ের বুক।

এবার ও নিজেও বেশ ভয় পেয়ে গেল। সামনে উঠে বসল দুজন আর পেছনে আরও দুজন। সচল হল এসইউভি। বের হয়ে এলো পার্কিং লট ছেড়ে।

বিজয় রাধাকে শান্ত করতে চাইল; কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দই বের হল না। নিজেও এত অস্থির হয়ে আছে যে কেবল মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল; যেন ইচ্ছে শক্তির জোরেই মুক্তি পাবে রাধা।

কিছু না বলে রাধাও বড় বড় চোখ দুটো মেলে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। জানে এ অবস্থা থেকে বের হবার জন্যে ওদের কিছুই করার নেই। কলিন, ওর বাবা কিংবা প্রফেসর হোয়াইটও কিছু করতে পারবেন না।

ওদেরকে বেশ ভালোভাবেই বন্দি করা হয়েছে।

সতর্ক হয়ে উঠল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার

খুব মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনছেন অর্জুন বৈদ্য। স্পিকারফোনের দিকে এত অধীর হয়ে তাকিয়ে আছেন যে ভুলেই গেলেন ডেস্কের ওপাশে বসে থাকা বাকি দুজন আই-বি অফিসারের কথা। ইমরানকে ফোন করে ভীম সিংয়ের গলা শোনার সাথে সাথেই চিনতে পেরেছেন আর খানিক বাদে এও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এবারেও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে কিড়বাঈয়ের অনুমান। এরপরই একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আবার ফোনের আলাপচারিতাও মিস করেন নি।

ফোনের সব ধরনের শব্দই এখন রেকর্ড হচ্ছে আর হোম মিনিস্টারের লাইনের সাথে জুড়ে দেবার ফলে তিনিও সবকিছু পরিষ্কারভাবে শুনছেন। নিজের সততার জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত হোম মিনিস্টার যে ভীম সিংয়ের এসব আদৌ জানেন না তা বেশ ভালোভাবেই জানেন মি. বৈদ্য।

www.pathagar.com

এরই মাঝে ভীম সিংয়ের ফার্মহাউজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে একদল কমান্ডো। ওদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিল্ডিংটাকে সিকিউর করার পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো প্রমাণই নষ্ট না হয়। ভীম সিংয়ের বিশাল রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আছে; তাই উনি যেন ফাঁক গলে কিছুতেই ছাড়া না পান সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন আই-বি ডিরেক্টর অর্জুন বৈদ্য। আর এও জানেন যে এখন ইমরানকে বের করে আনাও উনার দায়িত্ব।

কিন্তু আলোচনা যতই এগোল ততই তিনি উপলব্ধি করলেন যে বাস্তব পরিস্থিতি আরও কতটা জটিল আর ভয়াবহ।

"তো এখন আপনি বুঝতেই পারছেন যে" কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস ফুটিয়ে বলে উঠলেন ভীম সিং, "এই পরিকল্পনা পুরোপুরি দুর্ভেদ্য। মাত্র কয়েক মাস, তারপর আমরাই শাসন করব পুরো পৃথিবী।" মিটিমিটি হাসছেন মহারাজা। নীরবতা শুনে মনে হল ইমরানের কাছে এই ঔদ্ধত্যের কোনো জবাব নেই।

"আমার কথা যথেষ্ট হয়েছে।" ইমরানের উত্তরের আশা না করেই শুরু করলেন ভীম সিং, "এখন আপনার ব্যাপারে আসি। কেমন করে এর সমাপ্তি টানা যায়? উমম উমম..." আবারো চুপচাপ হয়ে গেল ফোন।

"এসব করে আপনি পার পাবেন না" দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন ইমরান, "আমাকে মেরে ফেললেও ওরা আপনাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে।"

"ওরা?" অবাক হলেন মহারাজা।

"কারা?" ওহ্, বুঝতে পেরেছি। আই-বি। মাই ডিয়ার ফেলো, ওরা কিভাবে জানবে যে আমি আপনার সাথে কী করেছি কিংবা এর সাথে জড়িত আছি? আমি কি এতই গাধা যে নিজের জন্য কাভার রাখিনি?" থেমে গেলেন ভীম সিং।

স্পিকার ফোনে খানিকটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেলেও শব্দটা চিনতে পারলেন না মি. বৈদ্য।

"এইটা দেখেই 'কূল' বলে বিস্ময় দেখিয়েছিলেন স্টিভ বাকওয়ার্থ" প্রশংসা ঝড়ে পড়ছে ভীম সিংয়ের কণ্ঠে, "প্রাচীন এক অস্ত্র, ঠিক ভারতীয় সভ্যতার মতই পুরনো। এত চমৎকারভাবে খুন করে যে কিছু বোঝারই উপায় নেই।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মি. বৈদ্য। কমান্ডোরা কোথায়? এখনো পৌঁছায়নি কেন?

www.pathagar.com

৩০
জানুয়ারি, ২০০৩

বিক্রম সিংয়ের অ্যাপার্টমেন্ট, নয়া দিল্লী

নিজের স্টাডি রুমের টেবিলে বসে আছেন বিক্রম সিং। মিশ্র এক অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছেন গাছের ছালের উপর লেখা, বাঁধানো বইয়ের দিকে। কেন যেন বেশ আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে আবার এও মনে হচ্ছে যে রহস্যময়ভাবে দেড় হাজার বছর আগে হারিয়ে যাবার পর কেমন করে আবার উদয় হল এই পুঁথি।

চোখ তুলে ডেস্কের ওপাশে বসে থাকা লোকটাকে দেখলেন।

বিক্রমের দিকে তাকিয়ে হাসছে ফারুক সিদ্দিকী। তার অনুমানই সত্যি। পুঁথিগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

"অসাধারণ!" উত্তেজনায় জ্বলছে বিক্রমের চোখ।

"তুমি তাহলে লেখাগুলো পড়তে পেরেছ?"

"অফ কোর্স। খারোস্তি ভাষায় লেখা। ভারতের অত্যন্ত প্রাচীন এক ভাষা।

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলেন ফারুক, "কী লেখা আছে?"

পাণ্ডুলিপি না পড়েই বিক্রম জানালেন যে কেমন করে রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজার আমলে পাণ্ডুলিপি আর ডিস্ক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন রাজ জ্যোতিষি।

"রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজা? মানে ভীম সিংয়ের পরিবার?" হাসছে ফারুক। তার মানে এভাবেই ৯ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন ভীম সিং আর ভ্যান ক্লুক।

মাথা নাড়লেন বিক্রম। "হ্যাঁ। রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজাই ভীম সিংয়ের পূর্বপুরুষ আর উনার মাধ্যমেই এ রাজপরিবারের সূচনা। পুরাণ অনুযায়ী একদিন তাঁর রাজ জ্যোতিষি উধাও হয়ে যান। মহারাজা উনাকে অনেক খুঁজেছিলেন কিন্তু জ্যোতিষি যেন দুনিয়া থেকেই মুছে গেছেন। উনার সাথে হারিয়ে যায় ৯-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাণ্ডুলিপি। আর দুটো মেটাল ডিস্কের একটা যা ধাঁধারই অংশ। এর মাধ্যমেই ৯ নিজেদের গোপন ঠিকানা লুকিয়ে রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

"মানে এ ধরনের মেটাল ডিস্ক?" নিজের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে গোলাকার একটা ধাতুর পাত বের করে আনল ফারুক।

ডিস্কটাকে নিতে গিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বিক্রমের হাত। ডেস্কের উপর পুঁথির পাশে রেখে খানিক পরীক্ষা করলেন। তারপর হঠাৎ করেই চোখ তুলে বললেন,

"তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছ ফারুক? পুঁথি, মেটাল ডিস্ক! মনে হচ্ছে যেন রাজ জ্যোতিষির সাথেই দেখা হয়েছে। দেড় হাজার বছর ধরে এসব শিল্প নিদর্শনের কোনো খোঁজ ছিল না। হঠাৎ করে আবার কিভাবে উদয় হল?"

"এগুলো নকল নয়, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।"

"আমি জানি তা নয়। কেবল কোথায় পেয়েছ সেটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে।"

"ওহ, আফগানিস্তানে এক অ্যান্টিক ডিলারের সাথে দেখা।" নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল ফারুক। "ব্যাটা এগুলোর মূল্য হিসেবে কিছুই জানে না। কিন্তু দেখার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে যে এগুলো নিশ্চয় বিশেষ কিছু। কিন্তু আমি তো এ লেখা পড়তে পারি না। তাই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।"

"এতটা সময় পার হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কোনো ক্ষতিই হয়নি।" ফোরসেপ দিয়ে খুব সাবধানে পাতাগুলো উল্টাতে লাগলেন বিক্রম সিং। যেন প্রাচীন বইটার কোনো অনিষ্ট না হয়।

"সেই ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পুঁথিগুলো টিকে আছে কারণ এগুলো ভোজ গাছের বাকলের উপর লেখা হয়েছিল। তাই ক্ষয় কিংবা পচে যায়নি। আর আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে মানে সেখানকার ঠাণ্ডা শীত আর শুকনো আবহাওয়া এগুলোকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে।

"কী লেখা আছে, বলো না?"

"অনেক কিছু। ৯-এর অরিজিনাল মেম্বারদের নাম। মিশনের স্টেটমেন্ট, ব্রাদারহুডের উদ্ভবের কারণ। আর এমন কিছু নির্দেশনা যা পড়ে মনে হচ্ছে কোনো একটা গোপন আস্তানার লোকেশন হবে হয়ত।" পরের শব্দগুলো বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল বিক্রমের গলা, "আর এখানে মহাভারতের হারিয়ে যাওয়া বইটার কথাও আছে, দ্য বিমান পর্ব। অফিশিয়ালি যেটির কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। ৯-এর গুপ্ত রহস্যগুলোও লেখা আছে।"

সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ফারুক, "মানে সবকিছু লিখে রেখে গেছে? কেন?"

কাঁধ ঝাঁকালেন বিক্রম। "এটা এমন না যে, কেউ চাইলেই পড়তে পারবে। এমনকি তুমিও যদি খারোস্তি জানো, তাহলে পড়ে মনে হবে যে

www.pathagar.com

প্রাচীন কোনো কল্পকাহিনি কিংবা ৯ জনের গল্প পড়ছি। এমনকি বিমান পর্বটাকেও কেউ চিনতে পারবে না; যদি না সে আগে থেকেই এর কথা জানে কিংবা ধারণা না থাকে। পদ্যের আকারে লেখা হয়েছে পুরো পুঁথি। খুব কম সংখ্যক লোকই এদের সত্যিকার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে।

"এ ব্যাপারে তুমি যে একজন বিশেষজ্ঞ তা আমি জানি।" দাঁত বের করে হেসে ফেলল ফারুক, "তো যে লোকেশনের কথা লেখা আছে সেখানেই কি ৯ তাদের রহস্য লুকিয়ে গেছে?"

মাথা নেড়ে না করলেন বিক্রম, "হতেই পারে না। এত সহজ হবার কোনো মানেই হয় না। কেন তাহলে ৯ জন এত কষ্ট করে একটা ধাঁধা তৈরি করে গোপন লোকেশনটাকে সুরক্ষিত করতে চাইল আবার তা লিখেও গেল?"

"তাহলে ৯-এর গোপন রহস্যটা আসলে কী?"

ফারুকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন বিক্রম, "তোমার কি মনে হয় তুমি এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত? জানতে চাও এমন কোনো বিপদের ভয় পেয়েছিলেন মহান সম্রাট অশোক যা দুনিয়াকে তছনছ করে দিতে পারে?"

পাল্টা দৃষ্টি হানল ফারুক। এখন বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। "হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি।"

সামনে ঝুঁকে গভীরভাবে ফারুককে দেখলেন বিক্রম। "তাহলে আমি তোমাকে বিমান পর্বটা পড়ে শোনাচ্ছি। গুপ্ত ৯ জেনে বিস্মিত হবার জন্য তৈরি থাকো!"

www.pathagar.com

৩১
জানুয়ারি, ২০০৪

দ্য ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন

হোটেলের লবি পার হয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল বেশ লম্বা চওড়া এক লোক। মানুষটার নাক একেবারে ঈগলের মত বাঁকানো আর মাথায় রুপালি-ধূসর চুল। চোখের রীমলেস চশমা ব্যক্তিত্বকে আরও ক্ষুরধার করে তুলেছে। যে কেউ এক নজরেই বুঝতে পারবে, এই ভদ্রলোক নিশ্চয় ইউরোপের ধনী কোনো বিজনেসম্যান যার প্রাচুর্যের কোনো সীমা নেই।

ধারণাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অস্ট্রিয়ান নাগরিক ভ্যান ক্লুক পেশায় একজন ব্যবসায়ী। কয়েক প্রজন্ম ধরেই তার পরিবার অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে বলতে গেলে সারা দুনিয়াব্যাপী ব্যবসা করে যাচ্ছে। ভ্যান ক্লুকের পারিবারিক ইতিহাসের কয়েক শতক পেছনে গেলেই দেখা যাবে যে, হাপাসবুর্গ রাজসভাতে ক্লুকের পূর্বপুরুষ ছিল ধরে নেয়া হয়। ক্রিশ্চিয়ানের পূর্বপুরুষদের অনেকেই সভ্য-ভদ্র কেউ নয়; বরঞ্চ গভীর সমুদ্রে জলদস্যু হিসেবে লুটপাট, জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই নিজেদের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে বলে গল্প চালু আছে। যাই হোক গত তিন প্রজন্ম ধরে এ পরিবার সময়ের সাথে সাথে নিজেদের ব্যবসার ধরন পাল্টেছে। এই কৌশলের মাধ্যমে শুধু যে নিজেদের প্রাচুর্য বাড়িয়েছে তা নয়; বরঞ্চ ব্যবসা করে এমন সব দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। কারো কারো মতে জাতিসংঘের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী এই ভ্যান ক্লুকেরা। কিন্তু প্রচার করার কোনো ব্যাপার নেই।

এলিভেটরে চড়ে একেবারে টপ ফ্লোরে উঠে এলেন ক্রিশ্চিয়ান ভ্যান ক্লুক। এখানেই হারলেকুইন স্যুইট।

দরজা খুলতেই দেখা গেল প্রায় ভ্যান ক্লুকেরই সমবয়সী এক লোক। লম্বায় দুজন সমান হলেও দ্বিতীয় লোকটার কাঁধ বেশ চওড়া আর ইউরোপীয়ানদের চেয়ে মোটা। অভিজাত এক চেহারার উপর চূড়ো হয়ে আছে ধূসর চুলের গোছা।

www.pathagar.com

ভ্যান ক্লুককে দেখে হাসি দিয়ে ঢোকার জন্য ইশারা করলেন ভীম সিং।

"কী খবর?" সোফায় বসার পর জানতে চাইলেন ভীম সিং।

"আমি ফারুকের সাথে দেখা করেছি। পাকিস্তানে।" চুমুক দিলেন ফাইন সিংগেল মল্ট হুইস্কির গ্লাসে। "লোকটা সত্যি কথাই বলছে। যা চাইছি তা ওর কাছে আছে।"

স্পষ্টতই নড়ে উঠলেন ভীম সিং। "মেটাল ডিস্ক? অবশেষে পাওয়া গেছে? আপনি দেখেছেন?"

মহারাজার উত্তেজনা দেখে হেসে ফেললেন ভ্যান ক্লুক।

"ইয়েস দেখেছি। হাতে নিয়েই দেখেছি। আর শুধু ডিস্ক নয়, ব্রাদারহুড সম্পর্কে লেখা পুঁথি, মহাভারতের হারিয়ে যাওয়া বই আর গোপন লোকেশনের ঠিকানা, ফারুক সবকিছুকেই অনুবাদ করিয়েছে। আপনার দুর্গে যেগুলো পেয়েছিলেন সেগুলোর সাথে মিল আছে। গুপ্ত রহস্যটা আসলেই সত্যি। আর এখন এর আস্তানার সন্ধানও পাওয়া গেল।"

নিজের চেয়ারে আরাম করে বসলেন ভীম সিং, "আপনি একটা গোপন আস্তানার কথা বললেন, তার মানে গুপ্ত রহস্যটা কোথায় লুকানো আছে সে সম্পর্কে লেখা আছে?"

মাথা নাড়লেন ভ্যান ক্লুক, "ফারুকের ধারণা ব্যাপারটা এত সহজ নয়। যে কেউ পুঁথি পড়লেই খুঁজে পাবে এ উদ্দেশ্যে ধাঁধাটা তৈরি করেনি ৯। গোপন আস্তানাতে কী পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চিত না হলেও ফারুকের ধারণা ওটা কিছুতেই আসল গুপ্ত রহস্য নয়। এর জন্য সূত্র ধরে এগোতে হবে। কিন্তু শুরু করার জন্য ডিস্কটা তো অন্তত আছে।"

"আর আরেকটা মুসিবত।"

"মানে সে একটা শর্ত দিয়েছে।"

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ভ্যান ক্লুকের দিকে তাকালেন ভীম সিং। ফারুকের সাথে কী কথা হয়েছে তা খুলে বললেন ক্লুক।

ভ্যান ক্লুকের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ফারুক, "এগুলোই আমার শর্ত। আমি গুপ্ত রহস্যটা চাই। আর ডিস্ক ছাড়া যে আপনি পাবেন না তাও আমি জানি।"

মুহূর্ত খানিক ভাবলেন ভ্যান ক্লুক, "ঠিক, তোমাকে আমাদের দরকার, কিন্তু তোমারও আমাদেরকে দরকার। শুধু গুপ্ত রহস্যটা হাতে পাওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, আর এন্ড ডি ল্যাবস (গবেষণা এবং উন্নয়ন ল্যাবরেটরি) আর ইঞ্জিনিয়ারও প্রয়োজন হবে। এগুলো কোথায় পাবে? ধরলাম এসবও যোগাড় হল; কিন্তু তারপর?"

www.pathagar.com

ভেবে দেখল ফারুক, "আপনার প্রস্তাবটা বলুন?"

"তার আগে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা হাতে পেলে তুমি কী করবে।"

দ্বিধায় পড়ে গেল ফারুক। নিজের প্ল্যান বলে দেয়াটা ঠিক হবে? কিন্তু এও জানে যে এই ইউরোপিয়ান আর তার দোস্তদের ছাড়া নিজের মিশনও সফল করতে পারবে না।

"ফাইন" অবশেষে জানাল, "আমার মনে হয় এলইটির কৌশলগুলো উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। বিশ্ব সন্ত্রাসী ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলেও কেবল ভারতের কিছু টার্গেট নিয়ে দলা পাঁকিয়ে আছে। গ্লোবাল স্টেজে আমিই এর লিডার হতে চাই। এত বড় কোনো বিপর্যয় করতে চাই যেন পৃথিবী আমাদের পায়ের কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য হয়। সারাটা দুনিয়ার সরকারেরা হবে আমার টার্গেট; ইসলামের শত্রু সব বড় বড় দেশ। সাধারণভাবে অসম্ভব। কিন্তু ৯-এর গুপ্ত রহস্য হাতে এলে তা কোনো ব্যাপারই না। যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়ে এলইটির আঘাত হানার ক্ষমতাকে সবাই তখন গুরুত্ব দেবে। আর তখনই দুনিয়া শাসন করতে পারবে ইসলাম।"

চিন্তায় পড়ে গেলেন ভ্যান ক্লুক, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। কিন্তু কাজে প্রমাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা আছে।"

"যেমন?"

"গ্লোবাল টেররিস্ট অর্গানাইজেশন (বিশ্ব সন্ত্রাসী সংগঠন) হয়ে তোমরা যে আতঙ্কের পরিবেশ গড়ে তুলতে চাও তাতে তো সরকার, আইন-শৃঙ্খলা আর সেসব দেশের শান্তি বজায় রাখাটাও জরুরি। যদি তোমরা সরকারকে উড়িয়ে দাও তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তখন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটানোর কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে। নিশ্চয়ই তা চাও না?"

"আপনার সমাধান কী?"

"এবার তাহলে পয়েন্টে এসো। গুপ্ত সূত্রটা খুঁজে পাবার কাজে আমরা সাহায্য করব। কিন্তু তোমার হাতে না দিয়ে একে উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। প্ল্যান পূরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি আমরা দেব। এসব দেশে শক্তিশালী মিত্রেরও কোনো অভাব নেই। তোমরা সরকার বিধ্বস্ত করে দেয়ার সাথে সাথে স্ট্যান্ড বাই গভর্নমেন্ট (নির্ভরযোগ্য সরকার) সে জায়গা নিয়ে নেবে। বলা বাহুল্য যে নতুন সরকার হবে আরও বেশি বিশ্বস্ত, নমনীয় আর সাহায্যকারী। ফলে উভয় পক্ষেরই লাভ হবে।"

"মানে? আপনারা তাহলে কী পাবেন?" কিছুই বুঝছে না ফারুক।

"কেন? লাভ অফ কোর্স। বিজনেস, ট্রেড আর কর্মাসের জন্যে আমরা প্রয়োজনীয় শর্ত দেব। নবগঠিত সরকার আমাদের বিনিয়োগের নিশ্চয়তা আর ব্যবসার জন্যে ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করবে।"

www.pathagar.com

"শুনে তো প্ল্যানটা বেশ ভালোই মনে হচ্ছে" স্বীকার করে নিল ফারুক।

"কিন্তু আমার জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে যে, এতগুলো সরকারকে একসাথে কিভাবে ধ্বংস করে দেবে? কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০টা দেশ।"

"আরে ধূর এটা তো খুবই সহজ। বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেব। পে-লোড (বোমাসহ ক্ষেপণাস্ত্র) বহনকারী একটা প্লেনের টার্গেট হবে প্রতিটি দেশের পার্লামেন্ট কিংবা সরকারের ভবন। ব্যস হয়ে গেল।" বোঝা গেল ফারুক বেশ আত্মবিশ্বাসী।

"আই সি। গুপ্ত সূত্রটা তাহলে ভালোই কাজে দেবে। তো ঠিক আছে তাহলে, ডীল রেডি?" হাত বাড়িয়ে দিলেন ভ্যান ক্লুক।

"রেডি" অস্ট্রিয়ান ব্যবসায়ীর সাথে হাত মেলালো ফারুক।

"এক্ষুণি প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে। আগামী দশকের প্রথমার্ধই আমাদের টার্গেট, তাই এখনো বহুকাজ বাকি," সবকিছু শুনে ঘোষণা করলেন ভীম সিং।

"কেন?"

"কারণ ২০০৮-এর ইউএস নির্বাচন হতে এখনো চার বছর বাকি। বাকওয়ার্থ তো কেবল একজন সিনেটর ছাড়া আর কিছু নয়। তাই এখন থেকেই তাঁকে তাঁর ইমেজ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তারপর আরও চার বছরে নিশ্চিত করতে হবে যেন ২০১২-তে প্রেসিডেন্ট-ই আবার পুনঃনির্বাচিত হন। অন্যদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যও তো কিছু সময় দিতে হবে। এছাড়া যথাসময়ে যে সার্চ শেষ করে ফ্যাক্টরিও তৈরি হয়ে যাবে তারও তো কোনো ঠিক নেই। প্রথমে গুপ্ত সূত্র পেতে হবে। তারপর প্রোটোটাইপ বানিয়ে প্রডাকশনের আগেই টেস্টও করতে হবে। এভাবে করে ২০১০ এসে পড়বে।"

চশমা খুলে রাখলেন ভ্যান ক্লুক। "ঠিকই বলেছেন। ব্যাপারটাতে সময় লাগবে। এসব দেশে আমাদের বন্ধুদের সাথেও কথা বলতে হবে। নিজেদের অবস্থান আর প্রোফাইল তৈরিতে তাদেরও সময় লাগবে।" ভীম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভারত ছাড়া অবশ্যই। ভারতের ব্যাপারটা আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম। ফাইনালি।"

জ্বলে উঠল ভীম সিংয়ের চোখ। "এই মুহূর্তটার জন্যই গত দেড় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছে আমার রাজবংশ। রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজা রাজবীর সিংয়ের শাসনামল থেকেই তাঁরা মনের মাঝে এ স্বপ্ন লালন করছেন যে একদিন ভারত মানচিত্রের উপর উড়বে আমাদের রাজপরিবারের পতাকা। ফিরে আসবে স্বর্ণোজ্জ্বল সেই অতীত যখন একজন রাজাই শাসন করতেন

www.pathagar.com

পুরো দেশ। ঈশ্বরও জানেন যে এদেশের যা প্রয়োজন তা হল একজন রাজা। গণতন্ত্র এখানে চলবে না। হামবড়া সব রাজনীতিবিদ, যত আহাম্মক সরকারি কর্মচারী–আপনার কোনো ধারণাই নেই যে ওদের সঙ্গ আমার কতটা অসহ্য লাগে–একজন রাজা-ই কেবল তাদেরকে শাসন করতে পারবে আর এমনভাবে দেশ সামলাবে যা একজন মহারাজার পক্ষেই সম্ভব।

"জানেন, যখন আমি প্রথমবারের মত কেল্লার গোপন কক্ষে ওই পুঁথিগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম তখন তো এসব বিশ্বাসই করি নি। কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আর তারপর আপনি পেলেন বেগারের ডায়েরি।"

নাক সিটকালেন ভ্যান ক্লুক, "ন্যুরেমবার্গ ওয়ার ক্রাইমস ট্রায়ালে যে আমেরিকানটার বাবা ছিল ওর সাথে ঝামেলা না বাঁধলে তো এই ডায়েরিও পেতাম না। বেকুবটা আমাকে জার্মান ভেবেছে আর গর্বভরে ট্রাংক ভর্তি নাৎসি ডক্যুমেন্টস দেখিয়েছে যা ওর বাবা জার্মানি থেকে এনেছে।"

"আপনি না তাকে মেরে ফেলেছেন?" চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা মনে করার চেষ্টা করলেন ভীম সিং।

মাথা নাড়লেন ভ্যান ক্লুক, "কখনোই না। আমি আমার হাত নোংরা করার মাঝে নেই। কুপারই (ভাড়াটিয়া খুনী) এসব সামলেছে।"

বিড়বিড় করে উঠলেন ভীম সিং, "চৌদ্দ বছর লেগে গেছে। ভাগ্য অবশেষে আমাদের সহায় হয়েছে।" একসাথে হেসে উঠলেন দুজন।

www.pathagar.com

৩২
বর্তমান সময়

অষ্টম দিন
গুড়গাঁও

ভীম সিংয়ের হাতের ডিভাইসটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ইমরান। উপরের দিকে ধরে ফাঁপা একটা সিলিন্ড্রিকাল মেটাল টিউবের ভেতর ইনডেক্স ফিংগার (অনামিকা আঙুল) ঢুকিয়ে টিউবটাকে আবার গোলাকার একটা ডিস্কের মাঝখানের গর্তে ঢুকিয়ে দিলেন মহারাজা। হাত বের করে আনতেই দেখা গেল যে টিউবসহ ডিস্কটা ঘুরতে শুরু করেছে। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে চমৎকারভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

"আপনি এটা সম্ভবত চিনতে পেরেছেন, তাই না?" ঘূর্ণায়মান ডিস্কের উপর দিয়ে ইমরানের দিকে তাকালেন ভীম সিং। "না? তাহলে আর্টিস্টদেরকে নিশ্চয় দেখেছেন টেলিভিশন সিরিয়ালে এরকমটা তৈরি করতে। বলা হয়, কৃষ্ণ দেবতা তাঁর যুদ্ধে এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করেছিলেন। দেবতা বিষ্ণুও এই দিব্য অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। এর উপর গোল্ড প্লেট রেখে দিলেই সুদর্শন চক্র হিসেবে চিনতে পারবেন। সত্যিই এক বিস্ময়, কী বলেন? মেটাল এক্সিসের (ধাতব অক্ষের) চারপাশে চুম্বকীয় শক্তির কল্যাণে চমৎকারভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে ঘুরছে। তবে হ্যাঁ, বাইরের কোনো শক্তি এতে ব্যাঘাত ঘটালে নষ্ট হয়ে যাবে এই ব্যালান্স। যেমন কারো উপর ছুড়ে মারা।" হেসে ফেললেন মহারাজা, "এই রুমে এটা নিয়ে আমি বেশ কয়েকবার প্র্যাকটিস করেছি। আমার ধারণা এতদিনে হাত বেশ পাঁকা হয়ে উঠেছে। আপনার একটুও ব্যথা লাগবে না।"

দেয়ালে সাজানো সারিগুলোর দিকে ইমরানের চোখ চলে গেল। এখন বুঝতে পারছেন যে এগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে। ভবিতব্যের জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন। শুধু আক্ষেপ রয়ে যাবে একবার যদি জানতে পারতেন যে মি. বৈদ্য কি তাদের আলোচনা শুনেছে নাকি, না।

www.pathagar.com

"এই জিনিস দিয়ে তো আপনি আমাকে মারবেন না।" সাহসী ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন ইমরান কিড়বাঈ। "মেঝের উপর রক্ত ফেলার ঝুঁকি নেবেন না নিশ্চয়। এই গোপন রুমে অন্তত নয়।"

চতুর হাসি হাসলেন ভীম সিং, "এইখানেও আপনি একটা ভুল করলেন। জানেনেই তো কেউ কখনো সুদর্শন চক্রের কাজ দেখেনি। শুধু দেখেছে আর্টিস্টদের কারসাজি যেন চক্রের আঘাতে ঝরনার মত রক্ত ঝরে। কেউ কখনো ধারণাই করতে পারবে না যে সবচেয়ে বড় রহস্য হল এই অস্ত্রের আঘাতে এক ফোটাও রক্ত ঝরবে না অথচ মানুষটা মরে যাবে। এটাতে এমন এক ধরনের লেজার তৈরি হয় যাতে কাটার সাথে সাথে পুড়ে যায় রক্তবাহী শিরা। হাজার হাজার বছরের পুরনো একটা অস্ত্রের পক্ষে একটু বেশিই আধুনিক, তাই না? আর আমরা তো এটা ব্যবহারে একেবারে সিদ্ধহস্ত বলতে পারেন।"

একটা কথা মনে পড়তেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন ইমরান। জোনগঁড়ে বিক্রম সিং নামে যে বিজ্ঞানীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে, নিউজপেপারে তার বর্ণনা পড়েছিলেন, "তার মানে বিক্রম সিংকেও এই অস্ত্র দিয়েই হত্যা করেছেন!" নিচু কণ্ঠে হলেও বেশ দৃঢ়ভাবেই মন্তব্য করলেন।

"কারেক্ট" আবারো তিরস্কারের ভঙ্গিতে হাসলেন ভীম সিং। "এটা আগেও টেস্ট করে দেখা হয়েছে। যারা এর নকশা করেছেন ওরা ভালোভাবেই জানতেন যে কী করছেন।"

ঘূর্ণায়মান ডিস্কসহ হাত দুটো মাথার উপর তুলে ফেললেন ভীম সিং। এত ধীরে ধীরে পেছনে নিলেন যেন বর্শা ছুড়বেন।

হঠাৎ করেই দুটো বিস্ফোরণের শব্দের পাশাপাশি শোনা গেল অটোমেটিক অস্ত্রের গুলিবর্ষণের আওয়াজ, ফার্মহাউজ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে চিৎকার চেচামেচি।

চমকে উঠে ইমরানের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন অন্যমনস্ক ভীম সিং। এই সেকেন্ডের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন ইমরান। দ্রুত গতিতে ডাইভ দিয়ে পড়লেন মার্বেলের তাকের উপর; সাথে সাথে হাত ঘুরিয়ে ভীম সিংয়ের দিকে ছুঁড়েদিয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। আশা করছেন জায়গামত লেগেছে।

ভীম সিংয়ের গায়ে আঘাত না লাগলেও সংঘর্ষ এড়াবার জন্য এক পাশে ঝাঁপ দিতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন মহারাজা। ঝাঁকুনি খেয়ে মেটালিক সিলিন্ডার থেকে খুলে পড়ে গেল স্পিনিং হুইল। অন্য কোনো ম্যাগনেটিক ফোর্স না পেয়ে সোজা নিচে পড়ল। তখনো পূর্ণ গতিতে ঘুরছে।

www.pathagar.com

চিৎকার করার জন্য মুখ খুললেও কোনো শব্দ করতে পারলেন না মহারাজা। ঘূর্ণায়মান ডিস্ক কেটে দিল গলার ধমনী। লাফ দিয়ে উঠেই অন্য পাশে সরে গেলেন ইমরান। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মেঝেতে পড়ে স্থির হল ডিস্ক।

সতর্ক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবারো মহারাজার নিশ্চল দেহের দিকে এগিয়ে গেলেন ইমরান। হাতের বন্দুক তাক করে রেখেছেন। তবে মনে হয় না ব্যবহার করতে হবে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন ভীম সিং। অনিচ্ছে সত্ত্বেও ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ইমরান। সত্যি এক ফোঁটাও রক্ত বের হয়নি। ডিস্কের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ধরে খানিক পরীক্ষা করে দেখলেন। বেশ তেতে আছে। একটা নয়, দুটো ডিস্ক খুব সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগান হয়েছে। আর দুটো ব্লেডের হুক বিপরীত দিকে তীক্ষ্ণ খাঁজ কাটা। চোখ কুঁচকে ডিস্কটাকে আবার নামিয়ে রেখে দিলেন। বাকিটা ফরেনসিকদের কাজ।

গোপন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা কমান্ডোদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। গলার কাছে মাইক্রোফোনে শুনতে পেলেন এক কমান্ডোর কণ্ঠ, "মিশন সম্পন্ন। সবাইকে জড়ো করে ফেলেছি।"

"থ্যাংকস গাইজ" সত্যিই কৃতজ্ঞ হলেন ইমরান। তারা না এলে এতক্ষণে মেঝেতে মৃতদেহ হয়ে শুয়ে থাকতে হত।

সাথে সাথে মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা। হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন, সাড়ে ছয়টা বাজে। দুই জায়গায় ফোন করতে হবে। বিজয় সিং আর তার বান্ধবি বিপদে পড়েছে।

হত্যার হুমকি

পরস্পরের দিকে তাকালেন কলিন, ডা. শুকলা আর প্রফেসর হোয়াইট। গত আধা ঘণ্টা ধরে লবিতে অপেক্ষা করছেন অথচ বিজয়ের দেখা নেই।

"হয়ত রুমে চলে গেছে" অনুমান করলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"নাহ, বিজয় এভাবে গায়েব হতে পারে না। ও নিজেই তো বলল যে লবিতে দেখা করবে।" কলিন ঠিক করল আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে।

কিন্তু ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে। "যাই ওর রুম চেক করে আসি" অন্যেরা কেউ কিছু বলার আগেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

পনের মিনিট পরে যখন ফিরে এলো; চোখে মুখে চিন্তার ছাপ।

"কী হয়েছে?" কলিনের চোখে উদ্বেগ দেখলেন ডা. শুকলা।

"ও রুমে নেই। পার্কিং লট দেখে এসেছি। গাড়ি আছে। কিন্তু বিজয় নেই।" খানিক দ্বিধা করে জানাল, "আর রাধা কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করার

www.pathagar.com

জন্যে ওর রুমে গিয়ে দেখি সেও নেই। মনে হয় না ওরা আমাদেরকে না বলে এভাবে হোটেল ছেড়ে যাবে। কোথাও কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে।"

চিন্তায় পড়ে গেলেন ডা. শুকলা। নিজের মেয়েকে তিনি ভালোভাবেই চেনেন। তাঁকে না জানিয়ে বিজয়ের সাথে হলেও কোথাও যাবে না রাধা।

আর ঠিক তখনই হোয়াইটের ফোন বেজে উঠল। কানে ধরতেই উঁচু হয়ে গেল ভ্রু। "ইয়েস, আমিই গ্রেগ হোয়াইট। আর এখানে বাকিরাও আছে।" ফোন কেটে দিয়ে স্কিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্রেগ।

"ফারুক।" অন্যদের চোখে মুখে প্রশ্নসূচক ভাব দেখে বলে উঠলেন হোয়াইট।

আর কিছু বলতে হল না। "সেই ব্যাটা এখানে?" বিস্মিত হয়ে গেল কলিন, "কিভাবে..?"

কাঁধ ঝাঁকালেন হোয়াইট। "আমি জানি না, বিজয়ের ফোন থেকে কথা বলল।"

কলিন বুঝতে পারল যে লোকটা বিজয়কে হয় বন্দি করেছে নতুবা মেরে ফেলেছে।

"কী চায়?"

"বিজয়কে ধরেছে। আর রাধাকেও। আমাদের সবার সাথে কথা বলতে চায়। চলো তোমার রুমে যাই। তখন ফোন করে স্পিকার অন করে দেব।"

"ফারুক আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে?" আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল ডা. শুকলার চোখ। পাশে রাখা সোফার উপর ধপ করে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

"ডা. শুকলা" পাশে এসে বসল কলিন, "আমরা ফারুকের সাথে কথা বলে ঠিকই খুঁজে বের করব যে সে কী চায়। ওরা এখনো সুস্থ আছে আর তাই যেন থাকে তার জন্য ফারুকের সাথে কথা বলতেই হবে।"

অতঃপর সবাই মিলে কলিনের রুমে চলে এলেন। বিজয়ের নাম্বারে ডায়াল করে স্পিকার অন করে দিলেন প্রফেসর হোয়াইট।

দুপাশে জড়ো হল কলিন আর ডা. শুকলা।

"জেন্টেলম্যান" ভেসে এলো ফারুকের মোলায়েম গলা, "আপনারা সবাই গর্দভ ছাড়া আর কিছুই না। বিশেষ করে বিজয় সিং। সবসময় আমার চেয়ে এক কদম এগিয়ে থাকে। তাই না! কিন্তু এসবই এখন ইতিহাস। আপাতত আমিই এগিয়ে আছি।"

কেউ কোনো কথা বলল না। কেবল কলিন জানতে চাইল, "বিজয় আর রাধা কোথায়?"

"আমার কাছে। আর আমি যা চাই তা না দেয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে।"

www.pathagar.com

"কী চাও তুমি?" জানতে চাইলেন হোয়াইট; অবশ্য কলিন উত্তরটা জানে।

"আমার ডিম্যান্ড বেশি কিছু না। জানি আপনারা বারাবার পাহাড়ে গেছেন; কী পেয়েছেন তাও জানি। একটা ধাঁধা, সিক্রেট লোকেশনের সর্বশেষ অধ্যায়। খানিক বিরতি দিয়ে আবার বলল, "আমি এর মানে জানতে চাই, আমি যেই আস্তানা খুঁজছি এখানে তা লেখা আছে। বলে দিন, ওদেরকে ছেড়ে দেব।"

ত্যাড়া জবাব দিল কলিন, "পদ্যের অর্থ আমরা কেউই জানিনা।" হোয়াইট আর শুকলার দিকে তাকানোর পর উনারাও মাথা নাড়লেন।

"বুঝতে পেরেছি" বিশ্বাস করল ফারুক, "আজই মাত্র ধাঁধাটা পেয়েছ। তাই এখনো মর্মোদ্ধার করার সময় পাওনি। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত সূত্র খুঁজে ঠিকই এসেছো। আমি নিশ্চিত এটাও পেয়ে যাবে। তাহলে এটাই ডিল্। তোমাদেরকে দুদিন সময় দিলাম। আটচল্লিশ ঘণ্টা। কিন্তু সময় নষ্ট করো না। ফোন করে আমি যেন গুপ্ত স্থানের ঠিকানা পেয়ে যাই।"

"আর যদি না পাই আমরা?"

"ওয়েল, তাহলে তো আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নেই।" শান্ত হয়ে গেল ফারুকের কণ্ঠস্বর, "বন্ধুদেরকে আর কখনো দেখতে পারবে না। আর মেরে ফেলার আগে মেয়েটার সাথে তো অনেক কিছুই করা যায়, তাই না!"

কেটে গেল ফোন।

"আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার প্রতিটা মিনিট কাজে লাগাতে হবে। পদ্যটার মর্মোদ্ধার করতে হবে।" স্থির গলায় জানাল কলিন। জানে সে নিজের সবটুকু দিতে রাজি আছে; বাকি দুজনেও তাই করবেন। কিন্তু যথেষ্ট হবে তো এই প্রচেষ্টা?

মিশন পাটনা

ডিরেক্টর অর্জুন বৈদ্যের অফিসে এসেছেন ইমরান। গত চার ঘণ্টা ধরে লাগাতার বিজয়ের ফোন ট্রাই করে যাচ্ছেন ফারুকের হুমকির কথা জানানোর জন্যে, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। এটাও মানতে মন চাইছে না যে, বিজয় সাথে সেলফোন নেয়নি, কিংবা অন্যকোনো কারণে ধরতে পারছে না। তার মানে আশংকাটাই সত্যি! তিনি দেরি করে ফেলেছেন।

আর তাহলে তো উনার পরিকল্পনাও কাজ করবে না। "কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না" মি. বৈদ্যের দিকে তাকালেন ইমরান। "তারা আর কী চাইছে? যা যা দরকার সব কি পায়নি? ফারুককেই কি চায় নাকি? ব্লাডি বুরোক্র্যাটস!"

মিনিট আগেই মি. বৈদ্য ইমরানকে জানিয়েছেন যে, হোম মিনিস্ট্রি পাটনার উদ্দেশ্যে ৫০ জন কমান্ডো পাঠাবে; কিন্তু তার আগে যথাযথ কারণ দর্শাতে হবে। ফলে ক্ষেপে উঠেছেন ইমরান।

www.pathagar.com

উনাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন অর্জুন। ভালোভাবেই জানেন যে ইমরানের ক্ষোভের কারণটাও যৌক্তিক; বুঝতে পারছেন ওর হতাশা।

"অন্য সবার চেয়ে তো তুমি ভালো জানো যে ইচ্ছে মত কাজ করার উপায় নেই" ইমরানকে বোঝালেন অর্জুন। "হোম মিনিস্ট্রির ধারণা ভীম সিংয়ের মৃত্যুর ফলে বানচাল হয়ে গেছে পুরো প্লট। তোমার সাথে আলোচনার সময় মহারাজা তো ফারুকের নাম উল্লেখ করেননি। তাই অযথা এক প্লেন ভর্তি কমান্ডো পাটনায় পাঠাতে চায় না..."

"আমি জানি এটাই সিস্টেম। কিন্তু তারা নিশ্চয়ই ভীম সিংয়ের মুখে পার্টনারদের কথা শুনেছে? রেকর্ডেও তাই আছে।"

"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ডিটেইলে শুনেছে কিনা তাই বা কে জানে। হয়তো এমনটা ভাবছে যে ভীম সিংয়ের মৃত্যুতে পুরো দল নেতা শূন্য হয়ে পড়বে।"

"বিজয় সিং আর তার বান্ধবি রাধা শুকলাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে" আস্তে করে বলে উঠলেন ইমরান।

ভ্রু তুলে ফেললেন মি. বৈদ্য। "গতকাল আমি বিজয়ের ফোন ট্যাপ করেছিলাম। এমনিই। তাই নিশ্চিত যে ঘণ্টা খানেক আগে ওর ফোন ব্যবহার করে অন্যদেরকে কল্ করেছে ফারুক। জানিয়েছে ওদেরকে জীবিত ফিরে পেতে হলে কী যেন পদ্যের মর্মোদ্ধার করে দিতে হবে।"

কৌতূহলে সামনে ঝুঁকে এলেন মি. বৈদ্য, "ফারুক নিজের নাম বলেছে?"

ইমরান জানেন যে অর্জুন কী খুঁজছেন; কিন্তু কিছু করার নেই, "না, বলেনি।"

"তাহলে তো আমাদের আর কিছু করার নেই। ফারুক যে এতদূর এগিয়ে পাটনায় গেছে তার প্রমাণ তো দরকার। আমাকে কিছু একটা জোগাড় করে দাও। আমি প্রমিজ করছি এক ঘণ্টার নোটিশে পাটনায় কমান্ডো পাঠিয়ে দেব।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইমরান। জানেন ডিরেক্টরের কথাই ঠিক, এমনিতেই ভীম সিংয়ের ফার্মহাউজে উনার রেইড নিয়ে সবাই কপাল কুঁচকেছে। অথচ এটা ভাবছে না যে তিনি কত বড় একটা সন্ত্রাসী প্লটের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তিনি নিয়ম ভেঙেছেন। তাই কমান্ডোরা যদি পাটনা গিয়ে ফারুককে না পায় তাহলে আরও ঝামেলা হবে। আর এটা জানারও কোনো উপায় নেই যে ফারুক সত্যিই হুমকি অনুযায়ী কতটা এগিয়েছে। কারণ ভীম সিংয়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চয়ই এখনো তার কানে পৌঁছেনি। যখন জানবে কী করবে? সার্চ বন্ধ করে দেবে?

www.pathagar.com

"বিজয় আর রাধা শুকলার ফোন ট্রেস করার আদেশ দিয়েছি।" অর্জুনকে জানালেন ইমরান, "ফারুক যদি আবার ওই ফোনগুলো ব্যবহার করে আমরা পেয়ে যাবো লোকেশন। তখন আপনাকে জানাব।"

"তুমি পাটনা যাচ্ছো?"

কঠোর হয়ে গেল ইমরানের হাসি, "এই জারোজটাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না।"

www.pathagar.com

৩৩
অষ্টম দিন

পাটনা

বন্দিদেরকে দেখে বেশ তৃপ্ত হল ফারুক। "যাক, অবশেষে যেখানে চেয়েছিলাম সেখানেই তোমাদেরকে পেলাম। তোমাদের বন্ধুরা এতক্ষণে বারাবারের সূত্র নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর একবার তা হাতে এলেই ৯-এর গোপন সূত্র আমাদের।"

সামনের মেঝেতে বসে আছে বিজয় আর রাধা। রাধার হাত খুলে দেয়া হলেও বিজয়ের হাত এখনো পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সরু আর অন্ধকার সব গলি দিয়ে এস ইউ ভির ভেতরে বসে ঝাঁকি খেতে খেতে খানিক আগে এসে পৌঁছেছে পাটনার এই তিন তলা বাড়িতে। অতঃপর দুজনকেই টানতে টানতে এনে ফেলে রাখা হয়েছে এ রুমে। তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে ফারুকের গুন্ডারা।

ওদেরকে যে চোখ বাঁধা হয়নি কিংবা বিল্ডিংয়ের লোকেশন না জানানোর জন্য কোনো রকম পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়নি দেখে অবাক হয়ে গেছে বিজয়। মনে হচ্ছে পরে যদি জায়গাটা চিনে ফেলে সেটা নিয়েও ফারুকের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তার মানে ফারুক তাদেরকে ছাড়বে না। ভাবতেই কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল বিজয়।

তারপরেও চাইছে নিজের সাহসী মনোভাব টিকিয়ে রাখতে আর রাধাও তাই। মেয়েটা বেশ শক্ত; বিজয় এটা আগে থেকেই জানে তারপরেও এখন ওকে এ পরিস্থিতিতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাধার প্রতি ওর শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল বহুগুণ। নিজেও তাই মরিয়া হয়ে উঠল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফারুকের দিকে, "তুমি কখনোই পার পাবে না"

"তাই নাকি? তোমাদেরকে কে খুঁজে বের করবে? দোস্তরা তো নয়ই।"

"মহারাজা" হঠাৎ করে বলে উঠল রাধা, "ভীম সিং। প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইট উনাকে জানালেই আমাদের জন্য রেসকিউ পার্টি (উদ্ধারকারী দল)

www.pathagar.com

চলে আসবে।" ফারুকের দিকে তাকিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল মেয়েটা, "তুমি আর তোমার গুন্ডাবাহিনী তখন জেলে পচবে।"

খিক খিক করে হেসে ফেলল ফারুক, "গুন্ডাবাহিনী, তাই? এখানে যে কার সাথে লেগেছ তা নিয়ে তোমার কোনো ধারণাই নেই খুকী।"

হঠাৎ করেই ভয় পেয়ে গেল বিজয়, "কে তুমি?" জানতে চাইল, "কী চাও?"

এবারে সত্যিকারের অবাক হল ফারুক, "তার মানে ৯-এর গুপ্ত সূত্র কী তোমরা সত্যিই জানো না?" কণ্ঠে অবিশ্বাস।

মাথা নাড়ল বিজয়। "না। শুধু জানি যে মহান সম্রাট অশোক কোনো একটা মহান কিন্তু বিপজ্জনক আবিষ্কারকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ৯-জনের ব্রাদারহুড তৈরি করেছিলেন। ব্যাস।"

মন খুলে হেসে উঠল ফারুক, "৯-এর সূত্র ধরে এতদূর এসেছ, গোটা ভারত চষে ফেলেছ তাদের গোপন সূত্রের খোঁজে অথচ জানোই না যে সেটা কী! হা হা হা, "শুনে মজা পেলাম।"

রেগে গেল বিজয়। ফারুকের গা জ্বালানো হাসি সহ্য না হলেও লোকটা মিথ্যে বলেনি। এতদিন পর্যন্ত কেবল আংকেলের মেসেজ, গোপন সূত্র আর সূত্রগুলোর কথাই ভেবেছে। অথচ সে আর তার বন্ধুরা এটা কখনো ভেবে দেখেনি যে গুপ্ত বস্তুটি আদৌ কী হতে পারে। ফারুকের কথা শুনে নিজেকে বড্ড বোকা মনে হচ্ছে।

"তুমি জানো গুপ্ত রহস্যটা কী?"

পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বিজয়।

"অবশ্যই।" তৎক্ষণাৎ উত্তর পেয়ে গেল, "গত দশ বছর ধরে তো আমরা এই কাজই করছি।"

"আমরা?" বুঝতে পারল না রাধা।

মনে মনে কী যেন ভাবল ফারুক। তারপর জানাল, "তোমাদেরকে উদ্ধার করতে কেউ আসছে না আর ভাগতেও পারবে না। তাই তোমাদেরকে সবকিছু খুলে বলা যায়; অন্তত এতদূর যখন সহ্য করেছ তখন জানাটা তোমাদের অধিকার।"

হাঁক ছাড়তেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে রুমে একটা চেয়ার দিয়ে গেল ফারুকের লোক। আরাম করে বসে নিজের কাহিনি শুরু করল পাকিস্তানি নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট, "তো, সবার আগে প্রাচীন ইতিহাস শোন। মহান সম্রাট অশোক আর তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৯-এর জন্মকাহিনি নিয়ে তুমি যা জানো তাতে কোনো ভুল নেই। এরপর চলে এসো ৫০০ খ্রিস্টাব্দে, রাজবীরগঁড়ের প্রথম মহারাজার

www.pathagar.com

হাতে এসে পড়ে মহাভারতের হারিয়ে যাওয়া বই আর ৯জন সদস্য সম্পর্কে লেখা কিছু পুঁথি।"

"এক মিনিট" বাধা দিল রাধা, "রাজবীরগড়? এটাই তো ভীম সিংয়ের রাজপরিবার?"

আবার খিক খিক করে হেসে ফেলল ফারুক, "হ্যাঁ। আমিও ভীম সিংয়ের পূর্ব-পুরুষদের কথাই বলছি। গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর শুরু হয় তাদের রাজত্ব। পাথরের সেই বইটা হল 'বিমান পর্ব'। ইচ্ছেকৃতভাবেই যার রেকর্ড রাখা হয়নি। তাই মৌখিক রূপকাহিনির যুগ পার হয়ে লিখিত যুগে আর পাওয়া যায় নি এ পর্ব। বইটাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত গোপন একটা অস্ত্রের কথা লেখা আছে; যা মগধের রাজার সহযোগিতায় যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবের ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই যুদ্ধের যবনিকাপাত হওয়াতে এ অস্ত্র আর ব্যবহারই করা হয়নি।"

"ইনস্ক্রিপশনেও (শিলা লিপিতেও) তাই লেখা আছে" বিজয়ের দিকে তাকালো রাধা। "বৈরাতের গুপ্ত চেম্বারের দেয়ালে যা দেখেছিলাম। মনে নেই পাপা যে অনুবাদ করে শুনিয়েছিল?"

বিজয় মাথা নাড়তেই এবারে তেতে উঠল ফারুক, "আমি তো দেখিনি। যাই হোক এখন আর এসব বলে লাভ নেই।"

আবারো নিজের কাহিনিতে ফিরে গেল, "মহারাজা আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নিজের রাজ জ্যোতিষিই ৯-এর একজন সদস্য আর তাই গোপন সূত্রটা আদায় করারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু গায়েব হয়ে যায় সেই রাজ-জ্যোতিষি; যাকে আর কখনো দেখা যায়নি।"

"তবে ২০০১ সাল পর্যন্ত" যখন বামিয়ান বুদ্ধমূর্তিগুলো ধ্বংস করে ফেলে তালিবান।"

হতাশায় ডুবে গেল বিজয়। ফারুকের কথা শুনে তো অশুভ কিছুরই ইঙ্গিত পাচ্ছে। সে নিজেও তালিবান নয় তো? "মূর্তিগুলোর পেছনে লুকানো কয়েকটা গুহা পাওয়া গেছে, যা গত দেড় হাজার বছর ধরেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। এরকমই একটা গুহায় নরকংকালের সাথে প্রাচীন কিছু ডকুমেন্টসও খুঁজে পায় তালিবান সৈন্যরা। এতদিন পরেও কোনোভাবে অক্ষত রয়ে গেছে সমস্ত ডকুমেন্টস। সাথে বিভিন্ন চিহ্ন খোদাই করা একটা মেটাল ডিস্কও ছিল। বহু আগে হারিয়ে যাওয়া রাজজ্যোতিষির সন্ধান পাওয়া গেল অবশেষে।"

পরস্পরের দিকে তাকাল বিজয় আর রাধা। এটাই তাহলে সেই দ্বিতীয় ডিস্ক।

www.pathagar.com

"দুর্ভাগ্যক্রমে" বলে চলল ফারুক, "পুঁথিগুলো পড়ার সাধ্য ছিল না তালিবানদের। খারোস্তি ভাষায় লেখা থাকায় নিরক্ষর বেকুবগুলো এর কথা ভুলেই গিয়েছিল।"

"তো, তুমি এটা কিভাবে পেলে?" জানতে চাইল বিজয়। আফগানিস্তানের এই কুখ্যাত প্রাক্তন শাসকদলের সাথে ফারুকের সংযোগ আছে ভাবতেই মনে মনে কেঁপে উঠছে বিজয়।

"ধীরে বৎস ধীরে" বিজয়কে দমিয়ে দিল ফারুক। "সে কথাও বলব। তবে আরও কিছু আছে যা তোমরা জানো না।" দাঁত বের করে হেসে ফেলল ফারুক, বোঝাই যাচ্ছে যে বিজয়ের আহাম্মকী দশা দেখে মজা পাচ্ছে।

"পুঁথিগুলো যখন আবিষ্কৃত হয় ঠিক তার কাছাকাছি সময়ে, ২০০১ সালে আমি নিজে ৯-এর কাছ থেকে ব্রদারহুডে যোগদানের নিমন্ত্রণ পাই। তাদের একজন সদস্য মৃত্যুবরণ করাতে রিপ্লেসমেন্টের (পুনঃ নিয়োগের) প্রয়োজন দেখা দেয়।"

"তার মানে ৯ সত্যিই আছে?" সবিস্ময়ে বলে উঠল বিজয়, "আমি তো আরও ভেবেছি বহু শতক আগেই মৃত্যুবরণ করেছে?"

সরাসরি বিজয়ের দিকে তাকাল ফারুক, "আমাকে নিমন্ত্রণটা পাঠিয়ে ছিলেন তোমার আংকেল। সে নিজেও ৯-এর সদস্য।" আর তাদের দল নেতা।"

অবিশ্বাসে যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল বিজয়।

খানিক পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে জানতে চাইল, "এটা তোমার নতুন কোনো চাল নয় তো? আমার আংকেল ৯-এর সদস্য আর ওদের দল নেতা?"

পাল্টা দৃষ্টি হানল ফারুক, "জানি কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত; তবে এটাই সত্য।"

"কথাটা মিথ্যে নয়" আস্তে আস্তে বলে উঠল রাধা। বিজয়কে জানাল, "তোমার কাছে যে ই-মেইলগুলো দিয়ে গেছেন সেখানেই এর প্রমাণ আছে। এই কারণেই এই সূত্রগুলোর লোকেশন তিনি এত ভালোভাবে জানেন। এবং সে কারণেই উনার লকারে মেটাল ডিস্কটাও পেয়েছ।"

"ওহ্, ব্যাপারটা আসলে ওকে দিয়ে শুরু হয়নি।" শুধরে দিল ফারুক। "ডিস্ক আর এর চাবি কখনো একই ব্যক্তির কাছে থাকে না; সবসময় দুজন ভিন্ন সদস্যের কাছে থাকে। যার কাছে ছিল তাকে আমি হত্যা করার পর বিক্রম পেয়ে যায়। দুই বছর আগে।" রাগে জ্বলে উঠল চোখ, "কিন্তু এ কথা আমাকে কখনো জানায় নি। তাদের এমন একটা সিক্রেট কোড আছে যার মাধ্যমে একজনের কিছু হলে অন্য যাকে চেনে তার কাছে দিয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত সদস্যের জায়গায় নতুন কেউ আসছে।"

www.pathagar.com

নীরব হয়ে গেল সবাই। রাধা আর বিজয় দুজনেই বুঝতে পারল যে বাকি ৯-জনের কী দশা হয়েছে। মনে পড়ে গেল আংকেলের ডেস্কে দেখা সফট বোর্ডের কথা। সারা বিশ্ব জুড়ে রহস্যময়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন আটজন বিখ্যাত ব্যক্তি। উনারাও কি ৯-এর মেম্বার?

আবারো শুরু করল ফারুক, "বিক্রমের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি খুশি মনেই ৯-এ যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটি সত্যিই বেশ সম্মানজনক। ভারত আর পাকিস্তানের রাজনৈতিক যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন একজন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমার ধারণা ৯ কোনো রাজনৈতিক কিংবা ভূ-তাত্ত্বিক সীমানা মানে না। কিন্তু ব্যাপারটা বেশি দূর স্থায়ী হয়নি। ৯/১১'র পর আফগানিস্তান হামলা করে ইউএস হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলে তালিবানকে উচ্ছেদ করার পর আমি আল-কায়েদাতে যোগ দেই। কোনো রকম কারণ ছাড়া নিরাপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যা করার কোনো অধিকার নেই পশ্চিমাদের।

"গোপনে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামে পাকিস্তানকে বহুদিন ধরেই সাহায্য করে আসছে ইউ এস; তাই আমাকে আমেরিকা বন্ধু মনে করে। কিন্তু ৯/১১'র পর থেকে আমি আমেরিকাকে ঘৃণা করতে শুরু করি আর আল কায়েদায় যোগ দেই। ঠিক করি আল কায়েদাকে পাকিস্তানি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ তথগুলো জানিয়ে দেব যেন তারাও নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে পারে।"

হা হয়ে গেল বিজয়। কী যে বলবে কিংবা ভাববে কিছুই বুঝতে পারছে না। ফারুক আল কায়েদার মেম্বার! কোন পাগলে পেয়েছিল যে, নিজেকে বুক ফুলিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে দাবি করছে এমন একজনের সাথে লাগতে গিয়েছে? এখন শুধু একটাই আশা বাকি, ভীম সিং। মহারাজা নিশ্চয়ই তাদেরকে খোঁজার কোনো না কোনো রাস্তা বের করে ফেলবেন।

কিন্তু মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। ৯-এর গোপন সূত্রে এমন কী আছে যার জন্য আল-কায়েদা এত আগ্রহী?

ফারুকের কথা শুনে এবারে নিজের উত্তর পেয়ে গেলেও ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙে পড়ল বিজয়, "আল-কায়েদার একজন পার্টনারকেও খুঁজে পাই। অস্ট্রিয়ান এই বিজনেসম্যানের শক্তিশালী এক আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। যার সাথে জড়িত আছেন ভ্যান ক্লুক আর ভীম সিং। ১৯৯০ সাল থেকেই দুজনে মিলে ৯-এর গোপন সূত্র খুঁজে ফিরছেন যখন রাজবীরগঁড়ের কেল্লার গুপ্ত চেম্বারে প্রাচীন ডকুমেন্টগুলো খুঁজে পান বর্তমান মহারাজা। সেই পুঁথিতেই লেখা আছে 'বিমান পর্ব আর রাজ জ্যোতিষির কথা'।"

"কী?" নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রাধা। "ভীম সিং আল-কায়েদার পার্টনার?"

www.pathagar.com

এক কান থেকে আরেক কানে গিয়ে পৌঁছাল ফারুকের হাসি। বন্দি দুজনের দিশেহারা অবস্থা দেখে বেশ মজা পাচ্ছে। ভালোভাবেই জানে যে এই দুই গাধা এতক্ষণ ধরে মহারাজার আশাতেই ত্যাড়ামি করছিল।

পুরো ব্যাপারটা হজম করতে গিয়ে একেবারে চুপসে গেল বিজয়। রাধা আর ওর মুক্তির আর বুঝি কোনো আশা রইল না। মেয়েটার দিকে তাকাতেই বড় বড় চোখ জোড়াতেও দেখতে পেল একই আকুলতা।

"তার মানে ভীম সিং জানতেন যে তুমিও ৯-এর সদস্য?" জানতে চাইল রাধা।

"না। আমি ওদেরকে সবকিছু বলিনি। নিশ্চিত যে ওরাও অনেক কিছু লুকিয়েছে।"

এবারে মুখ খোলার আগে খানিক চুপ করে রইল ফারুক, "৯-এর সূত্রগুলো খোঁজার জন্যে দুনিয়া উলট পালট করে দিচ্ছে ভ্যান ক্লুক আর ভীম সিং। এমনকি লাসার কাছের টেম্পল অব দ্য টুথেও গুপ্তহত্যাকারী পাঠিয়ে নির্বিচারে সন্ন্যাসীদেরকে খুন করিয়েছেন। মন্দিরের ভল্টে রাখা প্রাচীন ডকুমেন্টসগুলোও আনিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই মেটাল ডিস্ক আর চাবিটা পান নি।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, "সেটাই স্বাভাবিক, ৯-এর কাছে কেবল একটা ডিস্ক আছে। অন্যটা বামিয়ানের বুদ্ধের পেছনে রাজজ্যোতিষির কংকালের সাথে পড়েছিল।"

সামনে ঝুঁকে বিজয়ের দিকে তাকালো ফারুক, "এবারে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তালিবান উচ্ছেদের আগেই আল-কায়েদা লিডার মোহাম্মদ বিন জাবালের হাতে এসে পৌঁছায় সেই মেটাল ডিস্ক আর ডকুমেন্টস। কিন্তু ২০০৩ সালের আগে আমিও দেখিনি। তবে দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারি যে এগুলো নিশ্চিয়ই জরুরি; যদিও ধারণাই ছিল না যে কী হতে পারে। তারপর বিক্রম সিংয়ের কাছে নিয়ে দেখাই; ও তখনো আল কায়েদার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তো বিক্রম আমাকে পুঁথিগুলো অনুবাদ করে শোনানোর পর আমিও জেনে যাই ৯-এর গোপন সূত্র।"

আবারো বিজয়ের দিকে তাকাল ফারুক, "কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এগুলোর উৎস নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে তোমার আংকেল। আর ৯-এর কোন সদস্যের কাছে চাবি আছে জানতে চাইলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। চুপিচুপি আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করে বের করে ফেলে যে আমি আল-কায়েদায় যোগ দিয়েছি। আমাকে ধরিয়ে দেয়ার হুকমিও দিতে থাকে।" কালো হয়ে গেল ফারুকের চেহারা, "ওকে সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। এও বলেছি যে চাবিটা কার কাছে আছে বলে দিলেই ওর আর কোনো ক্ষতি করব না।"

www.pathagar.com

"কিন্তু উনি তা করেন নি।" গর্বে ভরে উঠল বিজয়ের বুক।

"এর পরপরই আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়। এ সময়ে লস্কর-ই তৈয়বার সাথে যোগাযোগ হয়; যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল ইসলামিক বিশ্বাসের সুরক্ষা। তখন ভীম সিং আর ভ্যান ক্লুককেও এ আবিষ্কার সম্পর্কে জানাই। একটা পুঁথিতে গোপন এক লোকেশন আর সেখানে যাবার নির্দেশনাও লেখা ছিল। কিন্তু আসল সিক্রেটটা নয়। এর পরিবর্তে অস্ত্রের ছোটখাট একটা ভাণ্ডার পাওয়া যায়। অ্যান্টিক (প্রাচীন) সত্ত্বেও অত্যন্ত কার্যকর এই অস্ত্রগুলোর সাথে আধুনিক প্রযুক্তি মিশিয়ে তৈরি করা হয় আমাদের নিজস্ব রক্ষাকবচ।"

ডা. শুকলার কাছে শোনা মহাভারতের তথাকথিত সেসব দিব্য অস্ত্রের কথা মনে করল রাধা আর বিজয়। ভয়ংকর সেসব অস্ত্র দিয়ে এক আঘাতেই হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করাসহ ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া যাবে পুরো অঞ্চল। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"ব্যাংকের ভল্টের দরজা ভাঙার জন্য যে অদ্ভুত যন্ত্রটা ব্যবহার করেছিলে ওটা তাহলে এ ভাণ্ডার থেকেই এসেছে?" দিল্লীর ব্যাংকে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা মনে করল বিজয়।

"অরিজিনাল অস্ত্রগুলোরই একটা" উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফারুকের চেহারা। "আমাদের তৈরি করা নকলগুলো নয়। ভাবো তো, প্রাচীন একটা অস্ত্র এখনো কতটা ভালো কাজ করছে! আর ওজনেও একেবারে হালকা। এই ধাতু– আমরা এখনো যৌগগুলো আবিষ্কার করতে পারিনি– অ্যালুমিনিয়াম আর কার্বন ফাইবারের চেয়েও হালকা।"

বিজয়ের মনে পড়ে গেল কেমন করে ডিভাইসটাকে ভাঁজ করে অর্ধেকেরও ছোট করে স্বচ্ছন্দ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ফারুকের লোকেরা। এর শক্তিকে চাক্ষুস করার পর এলইটির মত সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে যদি এগুলো পৌঁছায় তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে ভাবতেই তো আতঙ্ক জাগছে মনে।

"তার মানে মহাভারতের কাহিনিগুলোতে সারবস্তুও আছে?" অবাক হয়ে গেল রাধা, "প্রাচীনকালে এই যুদ্ধ তাহলে সত্যিই হয়েছিল?"

"হোক বা না হোক" তেমন একটা পাত্তা দিল না ফারুক, "অস্ত্রগুলো শক্তিশালী। কিন্তু আমরা তো তা খুঁজি নি। যদিও একটা অসম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পাওয়া গেছে যে কেমন করে বিমান পর্বে উল্লেখিত বহ্মাস্ত্রটা বানাতে হবে। আর সেই অনুসারে একটা প্রোটোটাইপ তৈরিও হয়েছে। কিন্তু তেমন কাজ করছে না। তাই অস্ত্রটা যেখানে লুকানো আছে সেই লোকেশনটা খুঁজে পেতে হবে। আর এ জন্যে চাই ডিস্কের চাবি। এভাবেই শুরু হয় সার্চ।"

www.pathagar.com

"আর ৯-এর সদস্যদেরকে একের পর এক খুন করা হয়" তীব্র হয়ে উঠল বিজয়ের গলা।

পুরনো স্মৃতি মনে করে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ফারুক, "গুপ্ত লোকেশনে পাওয়া অস্ত্র ভাণ্ডার ব্যবহার করে তৈরি আমাদের অস্ত্রগুলোই ব্যবহার করেছি। তোমার আংকেলকে আমি বেশ পছন্দ করতাম। ওকে তাই মারতে চাইনি। তাই সবার শেষে ওর নাম্বার এসেছে, ভেবেছি অন্য কারো কাছে হয়ত চাবিটা পাওয়া যাবে।"

"এই কারণেই আংকেল কেল্লাতে এত অত্যাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেম লাগিয়েছিলেন। নিজের বিপদও আঁচ করতে পেরেছিলেন।" বলে উঠল রাধা।

"আর তাকে হত্যা করলে।" নিচু স্বরে বলে উঠল বিজয়। আংকেলের কথা ভাবতেই বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। নিজের উপরেও এই ভেবে রাগ হচ্ছে যে শত শত বছর ধরে এত কষ্টে সামলে রাখা ৯-এর গোপন সূত্র খুঁজতে সে একটা সন্ত্রাসী দলকে সাহায্য করেছে।

"তো, গোপন সূত্রটা তাহলে কী?" আবারো জানতে চাইল রাধা।

"এক অত্যাশ্চর্য ওয়েপনস ডেলিভারি সিস্টেম, হিসহিস করে উঠল ফারুক। জ্বলে উঠল চোখ, "যেটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের হুমকিকে সফল করা হবে।" নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাসছে, "আসছে জিটুয়েন্টির সামিটে ওয়াশিংটনে হামলা করা হবে। আল কায়েদার দিন শেষ; দন্তহীন এক কাগুজে বাঘ। তাই ওদের জায়গায় আরও শক্তিশালী আর সৃজনশীল কোনো প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এবার পৃথিবী নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হবে। লস্কর-ই তৈয়বা!"

www.pathagar.com

৩৪
নবম দিন

অশোক প্যালেস হোটেল, পাটনা

কলিনের রুমে চলে এলেন প্রফেসর হোয়াইট আর ডা. শুকলা। গতরাতে একটুও ঘুম হয়নি আর ভাষাবিদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তিনিও ঘুমাতে পারেননি। যাই হোক একতাড়া কাগজ আর আগের মিটিংগুলোতে ব্যবহৃত প্রিন্টআউট নিয়ে এলো কলিন।

"সারা রাত ধরে কেবল পদ্যটার কথাই ভেবেছি" শুরু করল। "কে এই মাতা আর কোথায়ই বা তাঁর আবাস বনভূমি। কিন্তু মাথায় কিছুই আসেনি। তারপর মনে হল হয়ত যেটাকে নিয়ে এত ভাবছি যে পদ্যের আসল অর্থই এড়িয়ে যাচ্ছি। তাই অন্যান্য বারের মত এবারেও একেবারে প্রথম লাইন ধরে এগোতে হবে।"

"প্রথম লাইনটাকে সহজই মনে হচ্ছে" বলে উঠলেন হোয়াইট, "প্রতিধ্বনি করে যে চেম্বার তা নিশ্চয় বারাবার।"

মাথা নাড়ল কলিন। "আমারও তাই মনে হয়েছে। তো যদি রাবাবারে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাই তাহলে কী দেখা যাবে?"

কাগজপত্রের স্তূপ থেকে ভারতের মানচিত্র বিছিয়ে বসল। জোনগঁড়ে বসে কয়েকদিন আগে এই ম্যাপের উপর প্রত্যেকটা রাজকীয় নির্দেশের লোকেশন মার্ক করেছিল।

"অনুমান করছি এবারেও অশোকের রাজকীয় নির্দেশ ধরে কাজ করতে হবে। বারাবারের দক্ষিণে কেবল দু'জায়গায় রাজকীয় নির্দেশ পাওয়া গেছে।" ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে দুটো স্থান দেখাল কলিন, "অন্তত একটা তো বেশ কাছে। বাকিগুলো সম্রাটের দক্ষিণ সীমানা জুড়ে অবস্থিত।"

"ধোলি আর জগাদা" মানচিত্র দেখে নাম দুটো পড়লেন প্রফেসর হোয়াইট।

www.pathagar.com

"আমার মনে হয় এই দুটোর যে কোনো একটার কথাই বোধহয় পদ্যে বলা হয়েছে।" ধারণা করলেন ডা. শুকলা।

"পদ্যটা অনুযায়ী দেবতার জন্মভূমি থেকে দক্ষিণে দেখতে হবে। মানে কী? কে এই দেবতা বা প্রভু?"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ডা. শুকলা, "এই পদ্যগুলো অশোকের রাজদরবার থেকে লেখা হয়েছে। তার মানে দেবতা বা প্রভু বলতে এখানে বুদ্ধ-ই হবে।"

"আর তাঁর জন্মের পূর্বলক্ষণ গেয়েছে কে?" জানতে চাইল কলিন।

ডা. শুকলার মাথায় ঘুরছে কন্যার চিন্তা। মেয়েটা নিরাপদ আছে তো? ওর সাথে কোনো খারাপ আচরণ করা হচ্ছে না তো? জোর করে মন থেকে এসব অলক্ষুণে চিন্তা বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, "বুদ্ধের জন্ম নিয়ে কোনো পূর্বলক্ষণ কিংবা ভবিষ্যৎ বাণীর কথা আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু, উনার মা, মায়া-র এক স্বপ্নের মাধ্যমে সাধারণত বুদ্ধের ধারণা তুলে ধরা হয় যিনি কিনা গর্ভে এক শ্বেত হাতিকে দেখেছিলেন। জানি না এর জন্মও অশোকের আমল থেকে কিনা; তবে কেবল এটাই মনে পড়ল।"

"তাহলে এটাই হবে।" বিশ্বাস করল কলিন। "কেননা পরের লাইনে লেখা আছে স্বপ্নে। আপনার কি মনে হয়, পাঠককে দ্বিধায় ফেলার জন্যেই কি ইচ্ছে করে একটা লাইনকে ভেঙে দুটো করা হয়েছে?"

কয়েকটা প্রিন্ট আউট বের করে ওগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কলিন।

"বারাবার থেকে দক্ষিণে তাকালে কোথায় পাওয়া যাবে সেই শ্বেতহস্তী? এটা কি হাতির কোনো ছবি? যেমনটা বললেন চিত্রশিল্পে তেমনটাই দেখা যায়।" ভ্রু কুচকে ফেলল কলিন।

"শোনো" নিজের হাতের একটা কাগজ থেকে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন, হোয়াইট, "ধোলিতে প্রাচীন শহর তোশালির কাছে পাথরের খোদাইকৃত অশোকের রাজকীয় নির্দেশ পাওয়া গেছে। এর ঠিক উপরেই একটা ছাদ আছে। যার ডানপাশে একটা হাতির সামনের অংশ খোদাই করা আছে। উচ্চতায় চার ফুট হবে। লর্ড বুদ্ধের এই চিহ্নে এখন সবাই উপাসনা করে।" বাকি দুজনের দিকে তাকালেন "কী মনে হচ্ছে?"

"হতে পারে।" বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল কলিন। আশার আলো দেখা যাচ্ছে অবশেষে। "ওকে, ধরে নিলাম বারাবার থেকে দক্ষিণে তাকাল যে হাতি দেখা যাবে তা হল ধোলি। তারপর?"

"আবারো তাহলে মাতা-র কাছে ফিরে আসা যাক।" মনে করিয়ে দিলেন হোয়াইট। "প্রথমেই যেখানে আটকে গেছি।"

www.pathagar.com

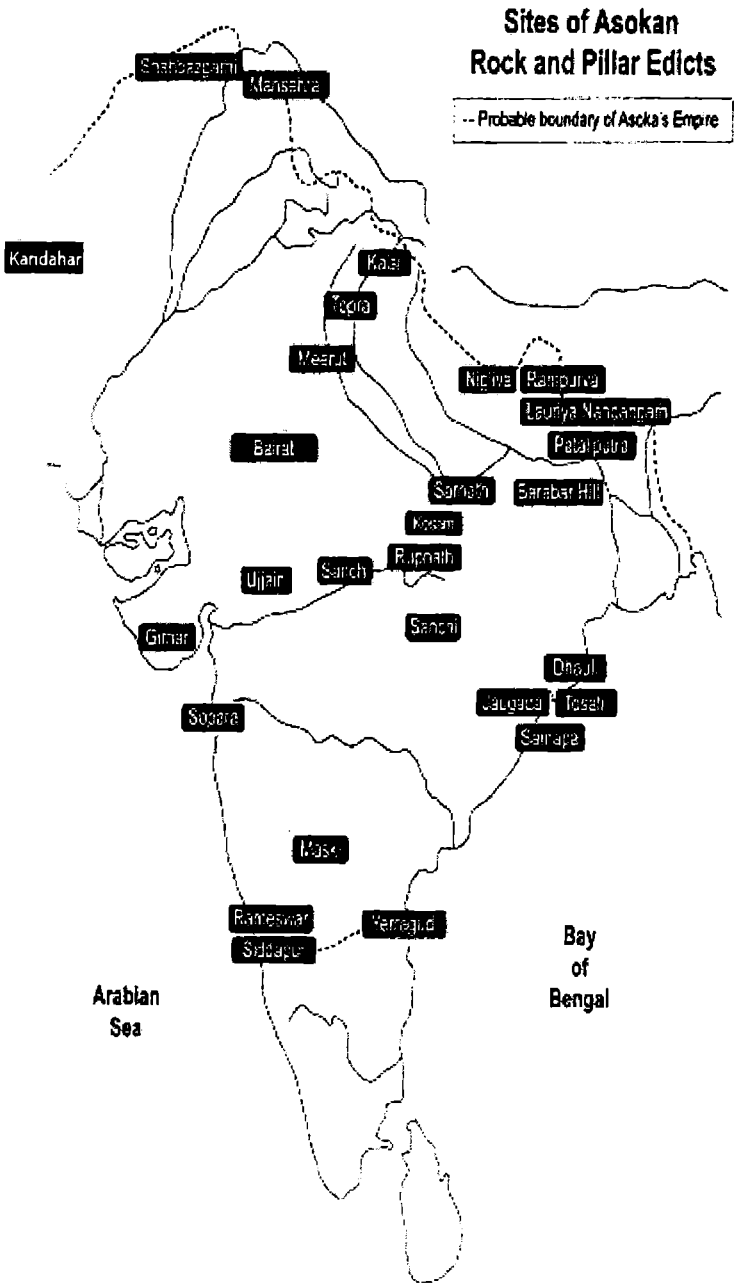

www.pathagar.com

"এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।" স্বীকার করল কলিন। "কে এই মাতা আর কিভাবেই বা কেউ তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে? তখনকার দিনে নিশ্চয় প্লেন ছিল না?"

"এখানে কি প্রাচীন কোনো মূর্তির কথা বলা হয়েছে?" চিৎকার করে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলেন প্রফেসর হোয়াইট।

"যদি তা নয় তবে সে সময়ে নিশ্চয় বেশ বিখ্যাত ছিল" অনুমান করলেন ডা. শুকলা। "কিন্তু সে সময়কার এমন কোনো নারীর কথা জানা নেই যার মহিমা শত শত বছর ধরে টিকে আছে।"

হঠাৎ করেই হোয়াইটের মাথায় এলো একটা কথা, "অশোকের রাজকীয় নির্দেশ কী বলে? হয়তো আবারো রাজকীয় নির্দেশকেই অনুসরণ করতে হবে। ওগুলোর ভেতরে কি কোনো মাতার কথা লেখা আছে?"

মাথা নাড়ল কলিন। আবার অজানা আশংকাতে ভরে উঠল মন। "গতরাতে আমি সবকিছু ঘেঁটেছি। কিন্তু রাজকীয় নির্দেশ পাওয়া গেছে এরকম কোনো লোকেশনেই মা সম্পর্কিত কিছু পাইনি।"

মন খারাপ করে ফেলল কলিন; এই রহস্য কি তারা আদৌ সমাধান করতে পারবে? আর যদি পারেও তাহলেও কি সময় মত রাধা আর বিজয়কে উদ্ধার করতে পারবে?

www.pathagar.com

৩৫
দশম দিন

পাটনা

হোটেলের সামনের রাস্তাটা ধরে হাঁটছেন প্রফেসর হোয়াইট আর কলিন। কোনো অগ্রগতি ছাড়াই কেটে গেছে একটা দিন। আজকের দিনটাতেও তেমন কোনো আশা দেখছে না। অথচ আর মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি আছে। হঠাৎ করেই রাস্তার পাশের একটা দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল কলিন। শপ কাউন্টারে রাখা রঙিন সব ব্রোশিউরের দিকে ইশারা করল।

"ট্রাভেল ব্রোশিউর" পাতা উল্টাতে লাগল কলিন, দোকানটা একটা ছোট ট্রাভেল এজেন্সি। "লোকাল ট্যুরের আয়োজন করে। বেশ অনেককিছুই তো দেখার আছে দেখছি।" মনটাকে জোর করে অন্যদিকে ফেরাতে চাইছে, হতে পারে একেবারে চিন্তা বাদ দিয়ে দিলেই জন্ম নিবে নতুন আইডিয়া।

আরও কয়েকটা ছোট ছোট বই হাতে নিয়ে দেখল; এবার সত্যিই আগ্রহ হচ্ছে। "বারাবারে তেমন কেউ যায় না বলেই মনে হচ্ছে। এই ব্রোশিউরগুলোর একটাতেও গুহার কথা কিছু লেখা নেই।"

হোয়াইটের চেহারা দেখে মনে হল উনার মাথায় কিছু ঢুকছে না। তারপরেও কয়েকটা লিফলেট তুলে নিয়ে পাতা উল্টালেন।

"বিহার আর ঝাড়খণ্ড ট্যুর।" একটার টাইটেল পড়লেন। দুজন আমেরিকানকে দেখে তাড়াহুড়া করে মেইন কাউন্টারে চলে এলেন ট্রাভেল এজেন্সির মালিক।

"দেখার জন্যে বেশ চমৎকার জায়গা, স্যার" কলিনকে দিয়ে শুরু করলেন লোকটা। "এখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়, স্যার।" কলিনের হাতের ব্রোশিউরের দিকে তাকালেন। তীক্ষ্ণ চোখ ঠিকই ধরে ফেলল যে কলিন বারাবারের খোঁজে পাতা উল্টাচ্ছে।

"প্রাচীন বেশ কিছু সাইট আছে, স্যার" বলে চললেন এজেন্ট, ভাবছেন যে ভালো মক্কেল পেয়েছেন। "হাজারিবাগ মালভূমি, এখান থেকে তেমন দূরে

www.pathagar.com

নয়। আরও আছে : বানারাগ প্রস্তরখণ্ড, কোলারিয়া উপজাতির সমাধি পাথর, বাওয়ানবাঈ পাহাড়। লিজেন্ডে (রূপকথায়) আছে যে এটা মানুষে তৈরি প্রাচীন এক পাহাড়।" খানিক বিরতি দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে কলিন শুনছে কিনা। কিন্তু বিদেশিদের চেহারা দেখে তেমন একটা খুশি হতে পারলেন না। তারপরেও বললেন, "উত্তরে কারানপুরা উপত্যকা। পাথরের যুগের সংস্কৃতি। পাথরে খোদাই করা চিত্র; ভেরি ওল্ড। কারানপুরা উপত্যকা। আরও পাথুরে চিত্র।" আবারো খানিক থেমে কাস্টোমারদের দিকে তাকালেন।

"আরও অনেক কিছু আছে।" বললেও বুঝলেন যে আমেরিকানদেরকে কিছুতেই আশ্বস্ত করতে পারছেন না। "সীতাগড় পাহাড়।" পেছনের অ্যাক্রিলিক (বাণিজ্যিক) ব্রোশিউর র‍্যাক থেকে আরেকটা লিফলেট এনে হোয়াইটের হাতে দিলেন, "বেশ গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিস্ট সাইট। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পবিত্র ভূমি। দেবী মাতার গড়নে তৈরি। গোত্রের লোকেরা উপাসনা করে।"

হেসে লোকটার কাছ থেকে ব্রোশিউরটা নিলেন প্রফেসর হোয়াইট।

সাথে সাথে জমে গেল কলিন। হাত বাড়িয়ে ব্রোশিউরটা নিয়ে নিল।

"কী..?...হোয়াইট কিছু একটা বলতে গিয়েও কলিনের চেহারা দেখে থেমে গেলেন। "তুমি কি কিছু পেয়েছ?"

কিন্তু কোনো কিছুই কলিনের কানে ঢুকছে না। মনোযোগ দিয়ে কেবল ব্রোশিউর পড়ছে। শেষ করার পরে দেখা গেল সারা মুখে হাসি। "থ্যাংক ইউ।" ট্রাভেল এজেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিল ৫০০ রূপীর নোট, "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন!"

"নো মেনশন্ (ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই") কী যে উপকার করলেন কিছুই বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইলেন এজেন্ট। যাই হোক রূপী পেয়ে খানিক খুশি হলেও মন খারাপ করে ভাবলেন যে আমেরিকান দুজনকে ভজাতে পারেন নি।

"কাজে ফিরে যাবার সময় হয়েছে" দরজার দিকে পা বাড়াল কলিন; রাধা আর বিজয়ের অপহরণের পর থেকে এই প্রথমবারের মতো মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে চিন্তার রেখা।

www.pathagar.com

৩৬
দশম দিন

অশোক প্যালেস হোটেল, পাটনা

কলিনের রুমে এসে জড়ো হলেন প্রফেসর হোয়াইট আর ডা. শুকলা। ডেস্কের উপর বিজয়ের ল্যাপটপ আর বিছানা ভর্তি বিভিন্ন কাগজ।

হোটেলে ফিরেই নিজের রুমে ডুব দিয়েছে কলিন। মাত্র মিনিট খানেক আগ পর্যন্ত ছেলেটার কোনো সাড়াই পাওয়া যায়নি। এইমাত্র ফোন করে বাকি দুজনকে নিজের রুমে নিয়ে এসেছে।

"যাক", উজ্জ্বল হয়ে উঠল কলিনের চেহারা, "বিজয় আর রাধাকে উদ্ধারের আশা পাওয়া গেছে।"

ডা. শুকলার চেহারা থেকে এখনো সরেনি দুশ্চিন্তার মেঘ; তবে হোয়াইট মাথা নাড়লেন।

ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে পাওয়া লিফলেটটা মেলে ধরল কলিন; "লোকটা আমাদেরকে সীতাগড় পাহাড়ের কথা বলেছিলেন না?" পড়তে শুরু করল কলিন, "এখানে লেখা আছে, সীতাগড় পাহাড় হল এক প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা। হাজারিবাগ মালভূমির উপর অবস্থিত এ ধ্বংসাবশেষে বিভিন্ন ধরনের লোহা আর পাথরে খোদাইকৃত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাথরের পিলার আর ব্লকসও (চিত্র) আছে। শিল্পদ্রব্যসমূহের বয়সকাল ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।"

থেমে গিয়ে আবার একটু পরে বলল, "আমি এগুলোর উপরে খানিক রিসার্চ করেছি। পবিত্র এসব সমাধি সাধারণত বুদ্ধের কোনো একটা নিদর্শনের উপর তৈরি করা হয়েছে। আর এখানে শুনুন, উত্তেজিত হয়ে উঠল কলিন, "মারাং বুরু কিংবা জুলজুল নামক পবিত্র পাহাড় দেবী মাতার গড়ন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। দক্ষিণে পয়ষট্টি ফুট লম্বা পাথুরে চেহারা যাকে মহাদেব বলে ডাকে বারহার উপজাতি। মহাদেব শব্দটা নিয়ে দেবতা শিব আর বুদ্ধকেও বোঝানো হয়। বারহার উপজাতি এখনো এই পাহাড়কে মাতৃদেবী হিসেবে পূজা করে।"

www.pathagar.com

কলিন কী বলতে চাইছে বুঝতে পেরে আশার আলো ফিরে পেলেন ডা. শুকলা।

"তার মানে তোমার ধারণা পদ্যে এই মাতৃদেবীর কথাই বলা হয়েছে?" হোয়াইটও বুঝতে পারলেন।

মাথা নাড়ল কলিন, "আর কী হতে পারে এছাড়া?" অশোকের রাজকীয় নির্দেশগুলোর লোকেশন দেখতে ম্যাপ বিছিয়ে বসল। "দেখুন" বারাবার থেকে সোজা ধোলি পর্যন্ত লাইন টেনে দিল; এখানেই আছে পাথুরে হাতি।

মানচিত্রের উপর অঙ্কিত লাল লেখার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। বিহার, ঝাড়খণ্ড আর উরিষ্যা (উড়িষা) ছোট করে চলে গেছে লাইন।

"বুঝতে পারেন নি এখনো?' ম্যাপের উপর সার্কেল এঁকে দিল কলিন, "পূর্ব ভারতের প্রায় বিশটা ম্যাপ চেক্ করে দেখেছি। প্রতিবারই হাজারিবাগের উপর লাইন চলে যায়। মনে আছে ধাঁধাটার কথা?"

বারাবার গুহাতে পাওয়া পাথরের বলের উপর লেখা ধাঁধার কথা মনে করল।

'পদ্যে ৯-এর ধাধা'
প্রতিধ্বনি করে যে কক্ষ
সে দিক থেকে চোখ তুলে তাকালাম দক্ষিণ পানে
দেবতার জন্মভূমির দিকে
স্বপ্নের ভেতরে
মাতাকে পাশ কাটিয়ে
সবুজ অরণ্যে শুয়ে আছেন
যিনি গর্ভে ধরে রেখেছেন
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লুকায়িত–
৯-এর গুপ্ত রহস্য।

"ব্রোশিউর আর ইন্টারনেট মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে হাজারিবাগ মালভূমি পুরোটাই এক গহীন জঙ্গল। আমার মনে হয় এই সবুজ অরণ্যের কথাই বলা হয়েছে। আর মাতৃদেবীর পাহাড়ই হল সেই মাতা। তাহলে এইখানেই পাওয়া যাবে ৯-এর সেই গুপ্ত আস্তানা।"

পরস্পরের দিকে তাকাল সবাই। এতগুলো ঘটনা নিশ্চয় কাকতালীয় কিছু নয়।

www.pathagar.com

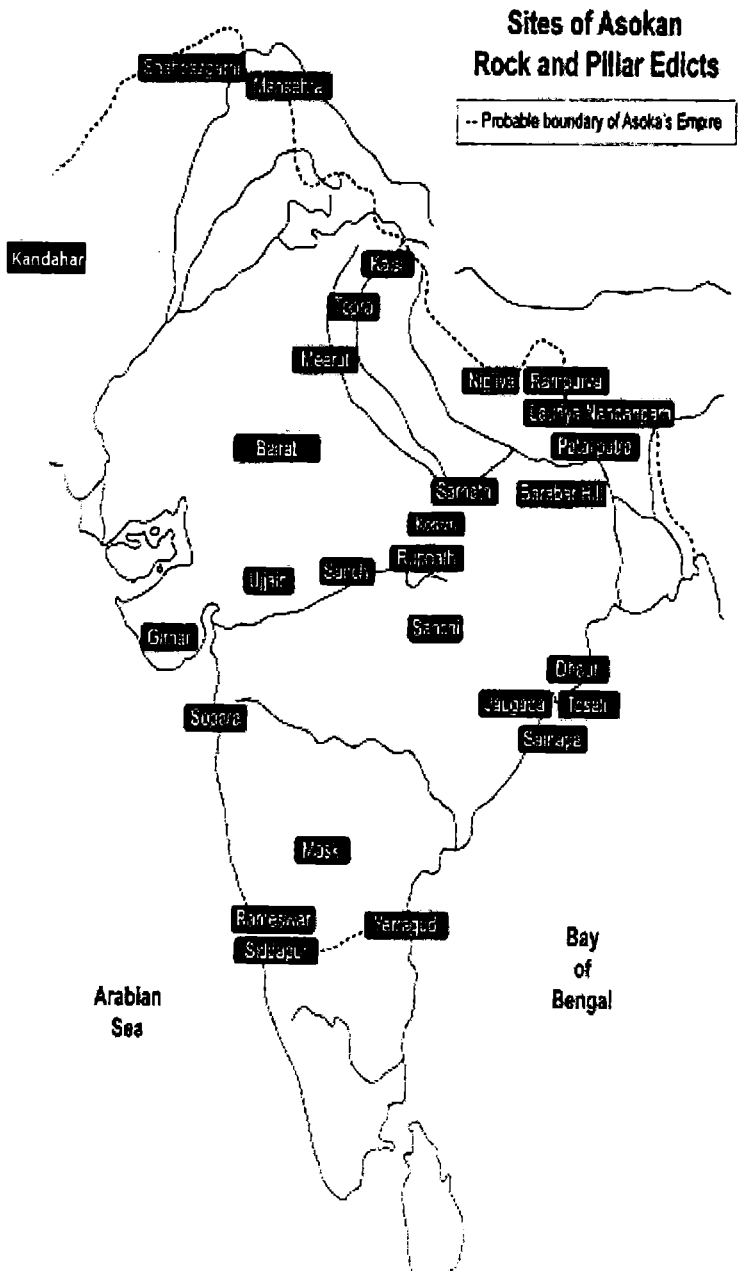

www.pathagar.com

"তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে।" হাজার হাজার বছরের পুরনো একটা রহস্য খুঁজে পাওয়া আর মেয়েকে উদ্ধারের আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডা. শুকলার চোখ। "বেগারের ডায়েরিতে লেখা মন্ত্রী সুরসেনের বর্ণনাতেও শত বছর ধরে পাহাড়ের মাঝে লুকায়িত গুপ্ত রহস্যের কথাই পড়েছি।"

"অথচ এতদিন ধরে আমরা ভেবে আসছি যে গুপ্ত রহস্যটা যাই হোক না কেন ৯ সদস্য সেটাকে অরিজিনাল জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রেখেছে।" মাথা নাড়লেন প্রফেসর হোয়াইট, "পুরোটা সময় ধরে এটা তার নিজের জায়গাতেই আছে। ঠিক যেখানে পাওয়া গিয়েছিল; পাহাড়ের ভেতরে কোনো একটা গুহায়।"

আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে লাগল হৃদয়। হঠাৎ করেই ৯-এর গুপ্ত রহস্যটা যেন লোককাহিনি থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে; অলীক কল্পনা বলে আর মনে হচ্ছে না। অবশেষে হয়তো হাতের নাগালে চলে এসেছে।

আর এই পুরো আবিষ্কার ফারুকের হাতে তুলে দিতে হবে ভেবে গম্ভীর হয়ে উঠল কলিনের চেহারা। যাই হোক বন্ধুদেরকে নিরাপদে ফিরে পেতে হলে এমনটাই হবে।

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা ছয়টা। আর আধ ঘণ্টা বাদেই ফারুক ফোন করবে।

কে যেন দরজাতে নক করছে। তিনজনেই একসাথে ঘুরে তাকাল।

"ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো। প্লিজ দরজা খুলুন।" গলার স্বরটা বেশ দাম্ভিক।

অবাক হয়ে গেল কলিন, "কে?"

"আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মতই ভারতীয় একটা সংস্থা।" বুঝিয়ে বললেন ডা. শুকলা, "আগে খুলে দাও। হয়তো ভুল করে এসেছে।"

প্রফেসর হোয়াইটের দিকে তাকাল কলিন; প্রফেসর কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, "আপনি ঠিক আছেন তো?"

"ইয়াহ" বিড়বিড় করে উঠলেন হোয়াইট, "শুধু ভারতীয় পুলিশের কথা ভেবে নার্ভাস লাগছে। ওদের সম্পর্কে অনেক রকম গল্প শুনেছি। কেউই নাকি তেমন ভালো না।"

"চিন্তা করবেন না; হয়তো কিছুই না।" দরজা খুলে দিল কলিন।

তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথে লিডারকে চিনে ফেলল কলিন। জোনগঁড়ের কেল্লাতে এই পুলিশ সদস্যই ফারুক আর ইমতিয়াজের স্কেচ নিতে এসেছিল।

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি, প্লিজ?" ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর আই ডি কার্ড দেখিয়ে জানতে চাইলেন ইমরান।

www.pathagar.com

"শিওর" একপাশে সরে জায়গা দিলেও ভড়কে গেছে কলিন, "আপনি না জোনগঁড়ে দেখা করতে এসে নিজেকে গুড়গাঁও পুলিশ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন?"

ইমরানের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেও সাথে সাথে আবার নিভে গেল, "আসলে আমি তেমন কিছু বলিনি। আন্ডার কাভারে ছিলাম। যদি আপনি একজন আই বি অফিসারের লোকাল পুলিশ হবার কাহিনিকে আন্ডারকাভার হিসেবে ধরেন তো!"

ডা. শুকলা আর প্রফেসর হোয়াইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল কলিন, "কেসের কোনো ব্যাপারে এসেছেন? আপনাকে বলার মত তেমন আর কিছু নেই।"

"ওহ্, আছে। আছে।" চিন্তায় পড়ে গেলেন ইমরান, "আমি বিজয় আর রাধার কথা জানি। কিন্তু আপনারা ফারুক সিদ্দিকী সম্পর্কে জানেন না। লোকটা বেশ বিপজ্জনক। আল-কায়েদা আর লস্কর-ই তৈয়বার সাথে জড়িত। অনেক দিন ধরেই সত্যি যে সে কিসের পেছনে লেগেছে তা না জানা পর্যন্ত কিছু করতে পারছিলাম না। এখন সেটাও জানি।" জি টুয়েন্টি সামিটে এলইটি বোমা বিস্ফোরণের হুমকির কথা বললেন ইমরান।

প্রফেসর গ্রেগ হোয়াইটের মুখ হয়ে উঠল পাংশুবর্ণ আর ডা. শুকলা নিজে ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর এক সন্ত্রাসী দলের হাতে বন্দি হয়ে আছে তাঁর মেয়ে!

"আর আপনি যে ভীম সিংয়ের কারণেই ভারত এসেছেন তাও জানি।" হোয়াইটের দিকে তাকালেন ইমরান, "তাই জানাতে খুব খারাপ লাগছে যে মহারাজা ভীম সিং নিজেও ফারুকের সাথে এই জটিল কার্যক্রমে জড়িত। আর সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর তা হল ভীম সিং একজন রিং লিডার (পালের গোদা)। কিন্তু তাঁকে নিয়ে এখন আর কোনো চিন্তা নেই।"

"আপনি উনাকে গ্রেফতার করেছেন?" কালো হয়ে গেল প্রফেসর হোয়াইটের চেহারা। বোঝা গেল তিনি খবরটা ভালোভাবে নেননি।

মাথা নাড়লেন ইমরান। "দুর্ভাগ্যজনক হলেও উত্তরটা হল 'না', তিনি আমাদেরকে আরও অনেক কিছু জানাতে পারতেন। কিন্তু এখন আর পারবেন না। মারা গেছেন।"

সোজা মূল বিষয়ে চলে এলেন ইমরান, "ফারুক আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে কোনো একটা পদ্যের মর্মোদ্ধার করার কথা জানিয়েছে, তাই না? বিজয়ের ফোন ট্যাপ করে এই আলোচনা শুনেছি। তাই এখন আমি যা বলব, তাই করবেন।"

www.pathagar.com

পুরো গ্রুপটার দিকে তাকালেন ইমরান, "পদ্যের মর্মোদ্ধার হয়ে গেছে?"

হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ল কলিন।

"গুড। এখন ফারুক যখন আধা ঘণ্টা পর ফোন করবে তখন তাকে উত্তরটা জানাবেন ঠিকই; কিন্তু অনেকক্ষণ পরে।"

"তাহলে কী হবে?" জানতে চাইল কলিন।

"আমরা ওর গোপন আস্তানাটা বের করে ফেলেছি।" ব্যাখ্যা করলেন ইমরান, "যেতে পয়তাল্লিশ মিনিটের মত লাগবে। তাই এ সময়টা ওকে আলোচনায় ব্যস্ত রাখবেন। বিজয় আর রাধার মুক্তির ব্যাপার নিয়ে কথা বলবেন। বিভিন্ন শর্ত দেবেন। কেমন করে রহস্য ভেদ করেছেন তা বিস্তারিত জানাবেন; যে কোনো কিছু বলে শুধু ব্যস্ত রাখবেন। ফলে আমাদের সুবিধা হবে।" কলিনের দিকে তাকালেন, "আর তাহলেই কেবল দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা যাবে। বিশ্বাস করুন, ওদেরকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই ফারুকের। একবার নিজের প্রয়োজন ফুরোলেই আপনার বন্ধুদেরকে খতম করে দেবে।"

খানিক কী যেন ভেবে হোয়াইট আর ডা. শুকলার দিকে তাকাল কলিন। দুজনেই মাথা নাড়লেন। এটাই মনে হচ্ছে একমাত্র পথ।

"ফাইন"! ফুস্ করে নিঃশ্বাস ফেলল কলিন, আপনার কথা মতোই কাজ করব। শুধু ওদেরকে ফিরিয়ে আনুন।"

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ইমরান। "আমি আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব।" কিন্তু ভেতরে ভেতরে তেমন একটা ভরসা পাচ্ছেন না। উনার একটা প্ল্যান আছে; তবে তা কাজে রূপান্তরের জন্য আরও বহু কিছুর সংগতি লাগবে। কী যে হবে কিছুই বলা যায় না।

ইমরান চলে যেতেই প্রফেসর হোয়াইট বললেন, "আয়্যাম সরি; কিন্তু আমাকে খানিকক্ষণের জন্যে শুতে হবে। আশা করি, আপনারা কিছু মনে করবেন না।"

"শিওর" নো প্রবলেম।" হোয়াইট চলে যেতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কলিন। ডা. শুকলা এখনো প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন।

মাথায় হঠাৎ করে একটা চিন্তা খেলে গেলেও পাত্তা দিল না কলিন। ভীম সিংয়ের মৃত্যুতে যে হোয়াইট ঘাবড়ে গেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু উনাকে কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখেছে কলিন! কিন্তু থাক, এতে কিছু যায় আসে না। হয়ত 'ও' একটু বেশিই ভাবছে। গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক কাজ আছে।

www.pathagar.com

আনন্দময় এক মুহূর্ত

বন্দি হয়ে একটা রুমের মেঝেতে বসে আছে বিজয়। কিন্তু কেন যেন তেমন খারাপ লাগছে না। মনকে বোঝাতে চাইছে যে এভাবে হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না। মৃত্যুর একেবারে কাছে চলে এসেছে সে আর রাধা। তাই যেখানে কোনো আশাই নেই সেখানে অনর্থক আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ কী।

মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। বুঝতে পেরেছে কী হয়েছে। রাধাকে ভালোবেসে ফেলেছে। খানিকক্ষণের জন্যে যেন সুখের এক আরামদায়ক পরশে ডুব দিল সারা দেহ-মন। কিন্তু কী আজব এক সময়ে খুঁজে পেল এই ভালোবাসা! যখন কিনা মৃত্যুদূত দরজায় এসে কড়া নাড়ছে! কিন্তু যদি তারা বেঁচে যায়, মেয়েটাও কি ওকে ভালোবাসবে? এখন পর্যন্ত তো ওর প্রতি তেমন বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিজয়। ধুত্তোরি শালা এটা একটা জীবন।

আর যেন ঠিক ওর মনের কথা টের পেয়েই রুমে ঢুকল দুই এলইটি সৈন্য। একজন একে ৪৭ বাগিয়ে ধরল আর আরেকজন ইশারা করল তার পিছু নেবার জন্যে।

দুঃসাহসী প্রচেষ্টা

এক কোণাতে তুলার শক্ত একটা ম্যাট্রেস ছাড়া রাধার রুমে দ্বিতীয় আর কোনো ফার্নিচার নেই। মেঝে ময়লা হলেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তেলাপোকা কিংবা ইঁদুরের উপদ্রব নেই। অন্তত রাধার চোখে পড়েনি।

পাটনাতে বিদ্যুতের অবস্থা তেমন ভালো না। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে আর ব্ল্যাক আউটের সীমা আধ ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। মনে হচ্ছে এই বিল্ডিং-এ কোনো ব্যাকআপ জেনেরেটর কিংবা ইনভার্টার নেই। অন্ধকারের মধ্যে তাই যে কোনো শব্দ আরও হাজারগুণ জোরে শোনায়। তবে দেয়ালে কেবল টিকটিকির আওয়াজ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোনো শব্দ পায়নি। পুরোপুরি শান্ত, নিঝুম চারপাশ।

আর লোকগুলো তার সাথে যে ব্যবহার করেছে সেটা নিয়েও ওর কোনো অভিযোগ নেই। দিনে তিনবার খাবার দেয়া হয়, বেশ সাধারণ মানের খাবার। কিন্তু কখনো ক্ষুধায় মরতে হয়নি।

প্রথম দিনের পর থেকে ফারুককে আর দেখেনি। এমনকি বিজয়কেও না। মোবাইল ফোনটাও ফারুক নিয়ে গেছে। বিজয় কেমন আছে কে জানে; শুধু এটুকুই আশা যে ছেলেটা নিরাপদে থাকুক।

www.pathagar.com

গত দুদিনের নিঃসঙ্গতা বেশ কষ্ট দিচ্ছে। তবুও লড়াই করছে হতাশ না হতে। প্রায়ই যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, অন্ধকার আর নীরবতা তখন বেশি করে মনের উপর জেঁকে বসে। কোনো আবেগ-অনুভূতি-চিন্তা-চেতনা যেন কাজ করতে চায় না। সেসব মুহূর্তে সত্যি বড় খারাপ লাগে।

শুধু একবার যদি বের হয়ে সবাইকে জানাতে পারত! ভারত সরকারের তো জানা প্রয়োজন। অন্য সরকারদেরকেও সর্তক করতে হবে। যদি ফারুকের কথাগুলো সত্যি হয়, তাহলে তো একদমই সময় নেই হাতে।

দরজায় শব্দ হতেই চোখ তুলে তাকাল। ঘরে এলো ফারুকের এক লোক। রাধার দিকে তাকিয়ে পিছু নিতে ইশারা করল।

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল রাধা। বন্দুকধারী লোকটা সেই যে সামনে তাকিয়েছে আর পিছু ফেরেনি। যেন জানেই যে রাধার যাবার কোনো জায়গা নেই।

করিডর ধরে নেমে এলো গার্ড। পিছনে রাধা। এরপর বিশাল একটা রুমে ঢুকল; চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে ফার্নিচার। দরজার দিকে তাকিয়ে বড় একটা সোফাতে বসে আছে ফারুক। সামনের টেবিলে এক বোতল হুইস্কি আর সোডা। অন্য পুরুষদের হাতেও হুইস্কি।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থাতে ফারুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়। রাধা বুঝতে পারল যে আগেও বিজয় কয়েকবার পালিয়ে যাওয়াতে এবার আর কোনো ঝুঁকি নেয়নি লোকটা। আর ওর বেলাতে তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। তাই খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করছে রাধা। প্রথমে নারী হিসেবে ওকে দুর্বল ভাবার জন্যে লোকগুলোর উপর প্রচণ্ড রাগ হলেও পরে মনে হল তাই তো; সে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোনো চেষ্টা তো করতে পারবে। ঠিক করল খুব সর্তক থাকতে হবে। যেন পালানোর ছোট্ট কোনো সুযোগও নষ্ট না হয়। যাই থাকুক না কেন কপালে, এভাবে বিনা যুদ্ধে হার মানবে না আর বিজয়ও নিশ্চয় তাই ভাবছে।

কিন্তু নিজের প্রচণ্ড দৃঢ় মনোভাব থাকা সত্ত্বেও রুমে ঢুকতেই লোকগুলোর মুখের হাসি দেখে রাধার গা রি রি করে উঠল।

ওকে দেখে স্বস্তি পেয়েছে বিজয়। যদিও ছেলেটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে নিজে তেমন ভালো নেই। কিন্তু শারীরিক কোনো দুর্ব্যবহারের চিহ্নও নেই।

তাহলে ওর চোখে উদ্বেগের পেছনের কারণটা কী? বিজয়ও কি ওকে ভালোবাসে! রাধার বুকের মাঝে শুরু হল উথাল-পাথাল ঢেউ। ভালোবাসার মানুষটা ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে; অথচ নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করারও সাধ্য নেই।

www.pathagar.com

"চল্লিশ মিনিট আগে" সম্ভাষণের ভঙ্গিতে বলে উঠল ফারুক, "তোমার দোস্তরা গুপ্ত রহস্যের ঠিকানা বের করেছে।" বিজয়ের ক্রোধ মাখা দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, "যা চাইছি তা হাতে পাবার পর তোমার ব্যাপারে চিন্তা করব।" লম্পটের মতো হাসছে ফারুক। নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না?" হাসিতে যোগ দিল পুরো রুম। চোখগুলোর দৃষ্টি রাধার কাছে সুবিধের মনে হল না।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বিজয়। ওর চোখের আগুন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাধা, নিজেকে সামলানোর জন্যে বেশ কষ্ট করছে বেচারা। কিন্তু থমথমে চেহারাটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে হামলে পড়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। ফারুক ওদেরকে নিয়ে ইচ্ছে করেই মশকরা করছে। জানে যে এই দুই চিড়িয়ার উড়ে যাবার কোনো সাধ্য নেই।

রাধার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল স্রোত। ওর ধারণাই সত্যি হতে যাচ্ছে। ওদেরকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই এই শয়তানটার। আর এখন এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ওকে চট করে মারবে না। যার মানে রাধা ভালো ভাবেই জানে।

নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করে কান্না জমল চোখে। কিন্তু না, এই বদমাশগুলোকে নিজের ভীতবস্থা দেখাবে না। তাতে এদের সাহস আরও বেড়ে যাবে।

তৃপ্তির হাসি হেসে গ্লাস তুলল ফারুক, "টু দি ওয়েপন অব লস্কর-ই তৈয়বা!" উর্দুতে চিৎকার করে জানাল সবাইকে।

অন্যরাও একই সাথে প্রতিধ্বনি তুলল। কেউ কেউ তো আরও এক কাঠি সরেস! মেঝেতে জুতা ঠুকছে।

রাধার হাত দুটো কাঁপছে। চেষ্টা করল পিছনেই লুকিয়ে রাখতে। আর তারপরই ঘটনাটা ঘটে গেল।

পাওয়ার (বিদ্যুৎ) চলে যাওয়ায় অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো রুম।

"রাধা, গো!" বিজয়ের চিৎকারের সাথে সাথে শোনা গেল সোফা উল্টে পড়ার শব্দ, কেউ একজন ধাক্কা খেয়েছে, গ্লাস পড়ে চুরমার হয়ে গেল। চিৎকার করে ব্যথায় কাঁতরে উঠল ফারুক। কাকে যেন আবার অভিশাপও দিল। সারা রুম জুড়ে শুরু হয়ে গেল হৈ হট্টগোল।

এক মুহূর্তের জন্য জমে গেল রাধা। তারপরই বুঝল যে কী হয়েছে।

সুযোগ বুঝে ফারুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজয়। টেবিল আর সোফা ফেলে দিয়েছে। এরপর বোধহয় বাঁধা অবস্থাতেই অন্য কারো গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে।

www.pathagar.com

নিজের সুযোগকে চোখের সামনে দেখতে পেল রাধা।

কিন্তু তার মানে তো বিজয়কে রেখে যেতে হবে। তবে ছেলেটার মনের কথাও পড়তে পারছে। একজন অন্তত বাইরে গিয়ে সরকারকে জানাক। নিজের ঝুঁকি জেনেও এতবড় স্টেপ নিয়েছে বিজয়।

বাতি নিভে গেছে তার মানে বাড়িতে কোনো ইনভার্টার নেই। যদি জেনেরেটর থেকেও থাকে তাহলে তা অন্ করার আগেই যা খুশি করতে হবে।

কেউ একজন উর্দুতে চিৎকার করছে, "মেয়েটাকে ধরো!"

রাধার মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। যে দরজাটা দিয়ে রুমে ঢুকেছে সেটা সোজা তার পিছনে। ঘুরেই রুম থেকে বেরিয়ে চলে এলো। চিৎকার শুনে বোঝা যাচ্ছে যে লোকগুলো এতক্ষণ সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এসে বুঝতে পেরেছে রাধা নেই।

সবাইকে ছাপিয়ে শোনা গেল ফারুকের গলা, উর্দুতে চিৎকার করছে, "গাধার দল! নিশ্চয় রুম থেকে বাইরে চলে গেছে!"

পেছন থেকে ঝাপসা আলো আসছে। কেউ বোধহয় মোমবাতি জ্বালিয়েছে। কিন্তু এ অস্পষ্ট আলোতে সামনের করিডরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক অন্তত কিছুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে না।

করিডর দিয়ে দৌড় লাগাল রাধা।

সামনে একগাদা প্যাসেজ। ডানদিকে অন্ধের মত দৌড়াতে লাগল রাধা। আশা করছে ঠিক পথেই এগুচ্ছে। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায়...

কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। এমন কোনো সম্ভাবনার কথা ভাবতেও চায়না। প্যাসেজের দুপাশের সবকটি রুমের দরজাই বন্ধ।

বেশ উজ্জ্বল একটা আলো চিরে দিল অন্ধকার। কেউ টর্চ জ্বালিয়েছে।

প্যাসেজে ওর গায়ের উপর টর্চের আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠল লোকটা। সর্বনাশ ওকে দেখে ফেলেছে।

টর্চের আলোতে করিডরের একেবারে শেষে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কোথায় গেছে?

গতি বাড়িয়ে দ্রুত দৌড়াতে লাগল রাধা। এভাবে কতক্ষণ টিকতে পারবে?

দরজার কাছে পৌঁছেই ঝট করে খুলে ফেলল পাল্লা।

নিচের দিকে যাবার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আরেকটু হলে সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত।

সেকেন্ড খানেকের জন্যে দ্বিধা করল। ঠিক পথেই যাচ্ছে তো? নাকি আবারো কোনো ফাঁদে পড়ে যাবে?

পেছনের লোকগুলোও এসে পড়ল বলে।

www.pathagar.com

দ্রুত মনস্থির করে সিঁড়িতে পা দিল রাধা। অন্ধকারে তরতর করে নেমে যাচ্ছে।

তবে এই আঁধার যেমন ওকে সাহায্য করছে; তেমনি চলার গতি ধীর করতেও বাধ্য হল। কিন্তু পুরুষদের তো সে চিন্তা নেই। দ্রুত তালে নেমে আসছে ওরা পিছু পিছু।

পরের ল্যান্ডিংয়ের দেয়ালে একটা জানালা। একটু থেমে বাইরে দেখে নিল একবার। আকাশে চাঁদ থাকলেও তেমন একটা আলো নেই চারপাশে। রাস্তার আলোয় দেখে নিল যা দেখার।

নিচ তলার পরেই রাস্তা। যাক, এত কষ্ট সার্থক হল।

আশা ফিরে পেয়ে আগের চেয়েও দ্রুত নেমে এলো নিচে।

বেশ বড় একটা রুমে এসে শেষ হল সিঁড়ি। পর্দাবিহীন জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে একগাদা শয়তান।

সিঁড়ি দিয়ে নিচের অন্ধকারাচ্ছন্ন বেজমেন্টেও চলে যাওয়া যাবে। বাম আর ডান দু'পাশে দুটো দরজা। কিন্তু দুটোই বন্ধ।

দ্বিধায় পড়ে গেল রাধা। যে কোনো একটা দরজা বেছে নিতে হবে আর ভুল করার মত সময়ও নেই।

মনে হচ্ছে উপরের জানালা দিয়ে বাম পাশের দরজাটাই দেখেছে। এটাই নিশ্চয়ই সদর দরজা।

দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে পাগলের মত হাতল ধরে টানতে লাগল। জ্যাম হয়ে গেছে বোধহয়।

দ্রুত আবার রুমে ফিরে অন্য দরজাটা ধরে টান দিল। এবারে মসৃণভাবে খুলে গেল দরজা। পেছনে তাকাতেই দেখা গেল লোকগুলোও রুমে এসে পড়েছে।

রাধাকে দেখে হাসতে হাসতে ওর দিকে এগুলো বদশামগুলো।

মরিয়া হয়ে একটু আগে খোলা দরজাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতেই ধপাস করে ভেতরের দিকে পড়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রুমের ভেতরে।

হঠাৎ করেই উপরের সিঁড়ি থেকে ভেসে এলো চিৎকার।

রাধার পিছু ধাওয়া করে আসা লোকগুলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

www.pathagar.com

আবার চিৎকার ভেসে আসতেই একজন বাদে বাকি সবাই ফিরে সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগাল। অবশিষ্ট লোকটা দরজার কাছে এসে চোখে আগুন নিয়ে তাকাল রাধার দিকে। কিন্তু কিছু না বলে মুখের উপর ঠাস করে আটকে দিল দরজা। তারপর চিৎকার করে উপরের লোকগুলোকে কী যেন বলেও উঠল। হয়ত ওদেরকে জানাল যে রাধাকে আবার আটকে ফেলেছে।

আরও একবার বন্দি হল রাধা।

www.pathagar.com

৩৭
দশম দিন

পাটনার কোনো এক স্থান

আলো জ্বলতেই দেখা গেল যে রুমের মাঝখানে আড়াআড়ি করে পড়ে আছে বিজয়। দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে সেখানেই পড়ে গেছে। এখনো মাথা ঘুরছে আর জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। উঠে বসার চেষ্টা করল; কিন্তু তার আগেই একপাশ থেকে চুলের মুঠি ধরে ওকে তুলে ধরল ফারুক।

ব্যথায় চিৎকার জুড়ে দিল বিজয়; কিন্তু তাতে আরও খুশি হল ফারুক।

"নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবো, অ্যাঁ?" কানের কাছে হিসহিস করছে শয়তান নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট, "যদি আমার উত্তরটার চিন্তা না থাকত তবে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে।"

বিজয়কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পাজর বরাবর জোরে লাথি কষালো। তারপর হিসাব করে আরেকটা। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেলেও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল বিজয়। একটুও টু শব্দ করল না। সে যে ব্যথা পাচ্ছে এটা জানিয়ে ফারুকের আনন্দ বাড়াতে চায় না। কিন্তু কতক্ষণ পারবে জানে না। আর ঠিক তখনই ফারুকের কাছে থাকা বিজয়ের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। বিস্মিত হয়ে তাকাল এলইটি লিডার। কিন্তু বিজয় তাকাতেই ফোনটা কেটে পকেটে রেখে দিল।

সাথে সাথে আবার রিং হল। এবারে ফোন তুলল ব্যাটা, "এই নাম্বারে আমাকে বার বার ফোন করছ কেন?" রেগে উঠল ফারুক, "প্ল্যান জানো না, আমি..."

কথা শেষ করার আগেই কলারের কোনো একটা খবর শুনে ঝুলে পড়ল চোয়াল। হয়ত এমন কিছু যা আশা করেনি। কিন্তু কী হতে পারে!

"তুমি নিশ্চিত তো?"

চুপচাপ আবার উত্তরটা শুনল। তারপর জানাল, "ফাইন। চেঞ্জ অব প্ল্যানস। আমরা এখুনি রওনা দিচ্ছি।" ফোন কেটে দিয়ে বিজয়ের দিকে তাকাল ফারুক।

www.pathagar.com

"তোমার বন্ধুরা পদ্যের মর্মোদ্ধার করে ফেলেছে। এবারে এসে তোমার সাথে যোগ দেবে আর সবকটা একসাথে মরবে।" খিকখিক করে হেসে উঠল শয়তান এলইটি।

ফারুক কিভাবে জানল ভেবে অবাক হয়ে গেল বিজয়। মনে তো হয়নি যে ওর কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলেছে, তাহলে? কিন্তু আর বেশি ভাবার সময় পেল না। "এক্ষুণি রওনা দিতে হবে!" নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে কাজে লেগে পড়ল ফারুক। দুজন এসে টানতে টানতে বিজয়কে দাঁড় করিয়ে রুম থেকে বাইরে নিয়ে এলো।

"মেয়েটার কী হবে?" উর্দুতে একজন আবার ফারুকের কাছে জানতে চাইল।

"জাহান্নামে যাক; এখন তার চেয়েও জরুরি কাজ আছে।" চিৎকার করে উত্তর দিল ফারুক। "অন্যদেরকেও ডাকো। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আমাদের লোকেশন জেনে গেছে। ওরা আসার আগেই পালাতে হবে।"

ধুপধুপ লাফাতে শুরু করল বিজয়ের বুক। তার মানে ফারুকের কথা ওর বন্ধুরা ছাড়াও আরও কেউ জানে। "নিচের একটা রুমে মেয়েটাকে তালা দিয়ে এসেছি।" আরেকজন এসে ফারুককে জানাল।

"বাদ দাও। এখন এগোও।" উত্তরে জানাল লিডার।

মনে মনে হাসল বিজয়। যদি আইবি এলইটি লিডারের পিছু নেয় তাহলে নিশ্চয় আগে পরে এখানে আসবেই। তাই ফারুকের লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে গেলেও অন্তত রাধা তো মুক্তি পাবে।

কিন্তু ফারুকের শেষ কথাটা শুনে উবে গেল সব আশা। "পুরো বিল্ডিংয়ে আগুন ধরিয়ে দাও।"

ভীষণ বিলম্ব

ইমরানের ফোন বাজছে। পুলিশের জিপে চড়ে ফারুকের সেফহাউজের দিকে যাচ্ছেন। নাম্বারের দিকে তাকাতেই দেখলেন যে সার্ভেইল্যান্স টিমের একজন, যাকে আগে ভাগেই সেফহাউজের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফারুকের লোকজনের উপর নজর রাখাটাই ছিল দায়িত্ব।

"কমান্ডোরা পৌঁছে গেছে?" অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন ইমরান। ভালোভাবেই জানেন যে সিক্রেট লোকেশনের ঠিকানা পাবার সাথে সাথেই পাটনা ছেড়ে চলে যাবে ফারুক। তাই বড় আশা করে বিজয়ের বন্ধুদের কাছে গিয়েছিল যেন তারা খানিকটা দেরি করিয়ে দিতে পারে।

"না" সেফহাউজের বাইরে থেকে রিপোর্ট করল এক এজেন্ট। "আর আমার ধারণা ফারুক কেটে পড়েছে। পুরো বিল্ডিংয়ে আগুন জ্বলছে।

www.pathagar.com

ফোন কেটে দিয়ে গালি দিয়ে উঠলেন ইমরান। ফারুককে হারিয়ে ফেললেন!

কোথায় খুঁজতে হবে সেটাও জানেন না।

এগোবার আদেশ

প্রফেসর হোয়াইটের দরজায় নক্ করল কলিন। দরজা খুলে দিতেই আর্কিওলজিস্টকে বেশ নরম্যাল দেখাল। খানিক বিশ্রামে বোধহয় কাজ হয়েছে।

"আপনার ফোন" ব্যাখ্যা করল কলিন, "আপনার ফোনেই তো ফারুক ফোন করে।"

"ওহ্, অ্যায়াম সো সরি।" লাজুক ভঙ্গিতে হাসলেন হোয়াইট, "তোমার কাছে দিয়ে আসাটা উচিত ছিল। এতশত আসলে ভাবিনি।"

ডেস্ক থেকে ফোন নিয়ে এলেন।

এমন সময়ে করিডর দিয়ে কলিনের রুমের দিকে এগিয়ে এলো দুজন লোক।

আর সাথে সাথে বেজে উঠল মোবাইল ফোন। স্ক্রিনে বিজয়ের নাম্বার ভাসছে।

ফারুকের খসখসে গলা শোনা যাচ্ছে, তোমাদের কাছে আমার ইনফর্মেশনটা আছে।"

প্রশ্ন নয় কলিনকে শোনাল ফারুক। তারপরেও উত্তর দিল কলিন, "ইয়েস!"

"তো?"

"আমরা ধাঁধাটার সমাধান করেছি।"

"আর উত্তরটা কী?" ফারুকের এমন গলার স্বর আর কখনো শোনেনি কলিন। মনে পড়ে গেল ইমরানের কথা, যত পারবে দেরি করাবে।

শুধু এটুকুই আশা যে বিজয় আর রাধার বিপদ কমেছে বৈ বাড়েনি।

"হাজারিবাগ মালভূমিতেই আছে সেই সিক্রেট লোকেশন।"

"আর কী দেখে তা মনে হল?"

"তার আগে আমি জানতে চাই যে কোথায় আর কিভাবে রাধা ও বিজয়কে ফেরত দেবে?"

"আমাকে বোকা বানাতে চাও?" ক্রোধে উন্মত্তের মত চিৎকার করছে ফারুক। আরও কিছু আছে যা কলিন ধরতে পারছে না। হতাশা নাকি?

"তুমি জানো তোমার বন্ধুরা কী করেছে?" রাগে কাঁপছে ফারুকের গলা। "পালানোর চেষ্টা করেছে।"

কেঁপে উঠল কলিনের বুক। ফারুকের পরের কথাটা শুনে তো হিম হয়ে হেল রক্ত।

www.pathagar.com

"আমার ধৈর্য শেষ। আর কোনো রকম দরকষাকষির কোনো ইচ্ছেই নেই। যদি যা চাইছি তা না দাও তো ঠিক আছে; বন্ধুদেরকে আর কখনো দেখতে পাবে না।"

দ্বিধায় পড়ে গেল কলিন। নিজের অপশনসগুলো নিয়ে ভাবছে। গুপ্ত সূত্রের লোকেশন জানার পরেও যে ফারুক ওদেরকে ছাড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে যদি তা না পায় তাহলেও তারা শেষ।

কেবল একটাই পথ আছে। কলিন শুধু আশা করছে যে ইমরান সময় মত পৌঁছেছেন।

"সীতাগড় পাহাড়" ফারুককে জানিয়ে দিল, "হাজারিবাগ মালভূমি, তারপর ব্যাখ্যা করে শোনাল এই ধারণার কারণ।

কিন্তু সন্দেহ করছে ফারুক, "আমার সাথে যে সত্য কথা বলছ সেটাই বা কিভাবে জানব?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই কলিনের কাছে।

"একটাই পথ আছে" চিন্তার মাঝখানে বলে উঠল ফারুক, "পাহাড়ে যাবার রাস্তাটা তুমিই দেখাবে।"

"তাহলে কি ওরা দুজন মুক্তি পাবে?" জানতে চাইল কলিন।

"এক্ষুণি পাটনা ছেড়ে রওনা দাও। তোমরা তিনজনেই।" কলিনের প্রশ্ন যেন শুনতেই পেল না ফারুক। "হাজারিবাগ চলে যাও। আমিও ওখানেই দেখা করব। তারপর সবাই মিলে পাহাড়ে যাবো। যদি তোমার কথা সত্যি না হয় তো..." কী বলতে চাইছে তা বুঝতে কলিনের কোনো সমস্যাই হল না। "আরেকটা কথা। তোমার ফোন সুইচ অফ করে দাও। হাজারিবাগ না পৌঁছানো পর্যন্ত খুলবে না। এই নির্দেশ মানছো কিনা দেখার জন্যে আমি ফোন করে দেখব। তাই ফোন যেন অন না পাই। হাজারিবাগের কাছাকাছি গিয়ে আমাকে ফোন করো।"

কল কেটে দিলে ফারুক। "আসছে নাকি?" উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলেন প্রফেসর হোয়াইট।

মাথা নাড়ল কলিন, তাড়াতাড়ি অন্যদেরকে বিজয় আর রাধার পালানোর চেষ্টা আর ফারুকের ডিম্যান্ড জানাল।

"আমাদেরকে যেতে হবে" উঠে দাঁড়াল কলিন। "ফারুক বলেছে যেন এক্ষুণি পাটনা ত্যাগ করি। এক্স ট্রেইল (ট্রাক) বের করছি। আপনারাও আসুন। পাঁচ মিনিটের ভেতর গাড়ি বারান্দায় দেখা হবে।"

www.pathagar.com

রুমের লাইট জ্বালিয়ে দিল রাধা।

কোনো জানালা না থাকায় ভেতরটা একেবারে কুচকুচে কালো। দেয়াল ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুইচবোর্ডটা পেয়ে গেছে।

দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা স্টোর রুম। চারপাশে খালি সব বাক্স আর কার্টন পড়ে আছে। এক কোণাতে একগাদা তুলার জাজিমের স্তূপ।

এগুলো সন্ত্রাসীদের বিছানা; ধারণা করল রাধা।

বাইরেও সবকিছু বেশ শান্ত। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু মনের মাঝে আশা যে বিজয় ভালো আছে। যদিও ভালোভাবেই জানে যে ফারুক হয়তো তার জন্যে ছেলেটাকে শাস্তি দিবে।

কিন্তু এখন রাধার কী হবে? হঠাৎ করেই মনে হল যে বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে। দরজার দিকে তাকাতেই ভয় পেয়ে গেল। ধোঁয়ার কুন্ডুলি ঢুকছে রুমের ভেতরে।

আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল হাত-পা। বিল্ডিংয়ে আগুন ধরেনি তো?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দমাদম ঘুষি মারতে লাগল। যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে সাহায্য চাইল।

কেউ কি আগুন লেগেছে বুঝতে পারছে না?

হলের বাইরে আগুন ধরার মচমচ শব্দও শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে দরজা ছেড়ে আরও ভেতরের দিকে এসে এমন কোনো জায়গা খুঁজল যেখানে শ্বাস নেয়া যাবে। চোখ জ্বলে কাশি শুরু হয়ে গেল। কোথায় যেন পড়েছে যে বেশির ভাগ দুর্ভাগা আগুন পুড়ে নয় বরঞ্চ নিঃশ্বাস নিতে না পেরেই মৃত্যুবরণ করে।

কিন্তু কেউ কি ওকে বাঁচাতে আসবে না? এভাবে জীবন্ত পুড়ে মরে যাবে?

মনে হয় কপালে তাই আছে।

অন্যদিকে বাইরে জিপ থামতেই লাফ দিয়ে নামলেন ইমরান। কমান্ডোরা এরই মাঝে পৌঁছে ডিফেন্সিভ পজিশন নিয়ে নিয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের লোক এসে আগুন নিভানোর চেষ্টা করছে। ইমরানের কথা মত অ্যাম্বুলেন্সও চলে এসেছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

নীড় ছেড়ে উড়ে গেছে পাখি। ফারুক আর তার লোকেরা পালিয়েছে।

কমান্ডারের দিকে এগিয়ে গেলেন ইমরান। মেজর কিশোর ভার্মার কাছে জানতে চাইলেন, "বাড়িতে কাউকে পেয়েছ? হয়ত আগুনে পুড়ে মরার জন্যে রাধা আর বিজয়কে রেখে গেছে। গন্তব্য জেনে যাওয়াতে ওদেরকে দিয়ে ফারুক আর কিই বা করবে।

www.pathagar.com

মাথা নাড়লেন ভার্মা, "খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আর এ জন্যে হিট সেন্সরও কাজ করছে না। তাই ভেতরে কাউকে খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। ফায়ারম্যানদেরও ধারণা যে এখন ভেতরে ঢোকাটা ঠিক হবে না। মনে হচ্ছে আগুনটাকে জিইয়ে রাখার জন্যে ওরা কোনো একটা কেমিকেল ব্যবহার করে গেছে।"

ভার্মার চোখের দিকে তাকালেন ইমরান, "দুজন–এখানে বন্দি অবস্থায় ছিল। ফারুক যখন চলে যায় তখনো যদি ওরা জীবিত থেকে থাকে তাহলে এই আগুনে ওদেরকে হারাতে চাই না।"

কমান্ড ভেহিকেল থেকে চিৎকার করে উঠল এক কমান্ডার। হিট সেন্সরের সাথে এতক্ষণ চোখ আঠার মত লাগিয়ে বসে ছিল। ২৬/১১'র পর থেকে এই যন্ত্রের পেছনে বেশ বিনিয়োগ করছে সরকার।

"ভেতরে একজনকে দেখা যাচ্ছে।" বলে উঠল কমান্ডো। একটা রুমের ভেতর মানবশরীরের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছে সেন্সর।

"কেবল একজন?" জানতে চাইলেন ইমরান।

মাথা নাড়ল কমান্ডো। "পজিশন লক্ করেছ?" জানতে চাইলেন ভার্মা।

আবারো মাথা নাড়ল কমান্ডো "সদর দরজার দিক বিপরীতের রুমটা।"

দ্রুত ফায়ারম্যানদেরকে বুঝিয়ে বললেন ভার্মা। দুজন সাথে সাথে ভেতরে ঢোকার জন্য রাজি হয়ে গেল।

"আমিও আসছি।" ঘোষণা করলেন ইমরান, "তর্ক করার সময় নেই। চলো।" যা ঘটেছে তার জন্যে উনি নিজেকেও কেন যেন দায়ী বলে মনে করছেন।

তৎক্ষণাৎ ইমরানের জন্যে চলে এলো টুপি, গ্লাভস, জ্যাকেট আর গ্যাস মাস্ক। ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা দেখিয়ে দিলেন ইমরান। হলের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজা ভেঙে ফেলল ফায়ারম্যান। রুমের একেবারে শেষ মাথায় মেঝেতে পড়ে আছে রাধা। দ্রুত তিনজনে মিলে ওকে ধরাধড়ি করে বেরিয়ে এলো বিল্ডিংয়ের বাইরে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু করে দিল প্যারামেডিকদের দল।

চিন্তিত মুখে অ্যাম্বুলেন্সের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন ইমরান। মেয়েটার জ্ঞান ফিরবে তো?

www.pathagar.com

৩৮
বর্তমান সময়

দশম দিন
পাটনা

"আমি যে আপনার প্রতি কত কৃতজ্ঞ তা বলে বোঝাতে পারব না" ইমরানের দিকে তাকিয়ে হাসল রাধা। অ্যাম্বুলেন্স আর লোকাল হাসপাতালে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এখন দুজনেই পুলিশের জিপে উঠে বসেছে।

পাল্টা হাসলেন ইমরান, "সময় মত এসে পড়াতেই আমি খুশি।"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুছে গেল রাধার হাসি, "ফারুক পালিয়ে গেছে, কারণ জেনে গেছে যে আপনি পিছু নিয়েছেন?" মাথা নাড়লেন ইমরান, "হ্যাঁ। বিজয়ের ফোন ট্যাপ করাতে জানতে পেরেছি যে আগুন ধরার মিনিট আগেই ফারুক ভীম সিংয়ের মৃত্যুর খবরসহ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কথাও জেনে গেছে।"

জ্ঞান ফেরার পরে প্রথমেই ইমরানকে ভীম সিংয়ের কথা জানিয়েছে রাধা। তারপর টের পেল যে ইমরান আগে থেকেই জানেন। "তো তার মানে আই বি-তে লিক (স্পাই) আছে?"

মাথা নাড়লেন ইমরান। "না। কেবল একজনই আছে যে, সবকিছু জানে অথচ এ পর্যন্ত তার উপর কারো কোনো সন্দেহই হয়নি।"

"কে?" বহু চেষ্টা করেও অনুমান করতে পারল না রাধা।

নামটা জানালেন ইমরান।

আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল রাধার চোখ, "আপনি নিশ্চিত?" "অ্যায়াম পজিটিভ। ছবি মেলানোর জন্যে স্কেচ করেছি। পুরোপুরি মিলে গেছে।"

"ফারুক কলিনকে জানিয়েছে অন্যদেরকে নিয়ে হাজারিবাগের কাছে পৌঁছতে।" রাধাকে জানালেন ইমরান।

মেয়েটা এবার প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল, "আমাদেরকে কিছু একটা করতেই হবে।"

www.pathagar.com

"করছি। পনের মিনিটের মাঝে কমান্ডোদের সাথে দেখা করব। তারপর সবাই মিলে সীতাগড় পাহাড়ে যাবো।" প্রফেসর হোয়াইটের ফোনে চেষ্টা করলেন ইমরান। কিন্তু সুইচ অফ্, যোগাযোগের কোনো রাস্তাই নেই আর।

ইমরানের কাছ থেকে সীতাগড় পাহার আর গুপ্ত রহস্যের লোকেশনের অবস্থান নিয়ে কলিনের ব্যাখ্যা শুনে তো তাজ্জব বনে গেল রাধা।

সবকিছুই খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

"আমরা কিভাবে সেখানে পৌঁছাবো?" অবাক হয়ে জানতে চাইল রাধা।

"জায়গাটা আমি চিনি" উত্তরে জানালেন ইমরান। "বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সাইটটাকে হেভি আর্টিলারি রেঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করে।" হঠাৎ ফোন বেজে উঠতেই ধরলেন, "হাই, বিষ্ণু" কিন্তু কেন যেন নীরব হয়ে গেলেন; মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, "গুড। কাজ করছে জেনে খুশি হলাম। যদি তোমার সাথে হোম সেক্রেটারি যোগ দেয় আর বিএসএফও সাহায্য করে তাহলে তো কথাই নেই। কী যে ঘটবে কিছুই আসলে বলা যাচ্ছে না।"

কলারের উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন ইমরান, "ওকে। থ্যাংকস বিষ্ণু। হাজারিবাগে দেখা হচ্ছে।"

ফোন কাটতেই আগ্রহ নিয়ে তাকাল রাধা, "বিষ্ণু প্রসাদ, হাজারিবাগ জেলার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর। সীতাগঁড়ের পাহাড়ি গুহায় কী আছে জানি না; কিন্তু মনে হয় না যে এলইটি যার পেছনে ঘুরছে কেবল তাই আছে। তাই ডিসিকে বলেছি হাজারিবাগের অধিবাসীদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। জাস্ট ইন কেস। পাহাড় থেকে শহরটার দূরত্ব কম বেশি হলে ২০ কি.মি । তাই কোনো ঝামেলা হলে সাধারণ জনগণের ক্ষতি হোক চাইনা। এলইটির এই দলটা ছোট্ট হলেও তাদের সাথে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র আছে।

তাই নিরাপরাধ জনগণের জান-মালের ঝুঁকি নেয়া যায় না। ওরা হাজারিবাগ পৌঁছানোর আগেই সবাই সরে পড়বে আশা করছি।"

কৌতূহলী হয়ে উঠল রাধা। "আপনি তো মনে হচ্ছে সবই জানেন। ৯ জনের ব্রাদারহুড, গুপ্ত রহস্য আর এর সূত্রগুলো..."

"পুরোপুরি সব জানি না..." হেসে ফেললেন ইমরান। "খানিকটা, তাও ভীম সিংয়ের কল্যাণে। আর আপনার কাছ থেকে বাদ বাকিটা শুনব। ওহ, হো, আমরা পৌঁছে গেছি।"

কমান্ডোদের ট্রাক বহরের কাছে এসে থামল জিপ। কালো দেহবর্মে ঢাকা কমান্ডোদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটা পাঁচটনী ক্যামোফ্লেজ ট্রাক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে উঁচু স্তরের এ বাহিনীর কাছে আছে আইএন এস এএস ৫.৫৬ এমএম লাইট মেশিন গান, এজিএস ১৭ প্লামিয়া ৩০ এম এম

www.pathagar.com

অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার, কার্ল গুস্তাভ ৮৪ এম এম রিকয়েললেস রাইফেল আর গ্লক ১৭.৯ এম এম পিস্তল।

একেবারে প্রথম ট্রাকে উঠে বসলেন ইমরান আর রাধা। তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, "সত্যিই আপনি পারবেন তো?" সাথে আসার জন্য জেদ ধরেছিল রাধা।

"অবশ্যই" আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করল রাধা। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন ইমরান। হাইওয়ে ধরে রাঁচির দিকে এগিয়ে চলল পুরো কনভয়।

www.pathagar.com

৩৯
দশম দিন

পাটনা-রাঁচি হাইওয়ে

হাত দিয়ে চোখ রগড়ালো কলিন। গত চার ঘণ্টা ধরে টানা গাড়ি চালাচ্ছে। পাটনা ছাড়ার পর থেকে একটুও বিরতি দেয়নি। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে অন্ধকার।

হাইওয়েতে ওদের গাড়ি ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

দুই ঘণ্টা আগে নাওয়াদী শহর পার হয়ে এসেছে। খোলা মাঠের উপর দিয়ে সাপের মত আঁকাবাঁকা হাইওয়ের দুপাশে ফেলে এসেছে আরও অসংখ্য গ্রাম। এবার গহীন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে পথ।

"ফারুকের সাথে কোথায় দেখা করতে হবে?" হঠাৎ করে জানতে চাইলেন হোয়াইট। ডা. শুকলা আর উনি এতক্ষণ চুপচাপ এক্স-ট্রেইলের (ট্রাকের) পেছনে বসে ছিলেন।

"কিছু তো বলে নি।" রাস্তার একপাশে ধীরে ধীরে গাড়ি থামিয়ে উত্তর দিল কলিন। তারপর হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

"বোধহয় আপনার ফোন অন করার সময় হয়েছে।"

কথা মত কাজ করলেন হোয়াইট। আর ঠিক তখনি বেজে উঠল ফোন।

"আমার কথা মত কাজ করেছ দেখে খুশি হলাম।" ফোনের স্পিকার বেয়ে শোনা গেল ফারুকের মোলায়েম কণ্ঠস্বর।

"কোথায় পৌঁছেছো?"

"জানি না কোথায়।" নিজেকে বহুকষ্টে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে কলিন।

"হাইওয়ের পাশের কোনো জঙ্গলে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পার হয়ে এসেছ?"

"না। কিন্তু আমাদের দুপাশেই গহীন অরণ্য দেখা যাচ্ছে।"

"তাহলে হাজারিবাগের আশেপাশেই হবে। বামদিকে তাকিয়ে ধ্বংসাবশেষ খুঁজবে। মিস করার কথা না। ওখানে থেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।"

কেটে গেল ফোন।

www.pathagar.com

হাইওয়ের বাম পাশ ঘেষে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগল কলিন। সবাই বাইরে তাকিয়ে ফারুকের বর্ণনা মতো জায়গাটা খুঁজছে। কিন্তু অন্ধকার আর গাছের সারির জন্য বেশ কষ্টই হচ্ছে।

যাই হোক, সবার আগে হোয়াইট দেখতে পেয়েছেন, "এই তো, গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে।"

ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল কলিন। ধীরে ধীরে পেছন দিকে এসে বন্ধ করে দিল হেডলাইট।

সাথে সাথে যেন চারপাশ থেকে জাপটে ধরল গাঢ় অন্ধকার। সবাই মিলে একদৃষ্টে তাকিয়ে গাছের মাঝে আবিষ্কার করলেন আবছায়া এক কাঠামো।

চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। শামুকের গতিতে কাটছে একেকটা মুহূর্ত। কোথায় গেছে ফারুক? আপন মনে ভাবল কলিন।

হঠাৎ করেই অন্ধকার চিরে দিল আলোর দুটো বিন্দু। ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলো। এগিয়ে এলো একটা কনভয়।

"ফারুক" হুশ করে শ্বাস ফেলল কলিন। ওর সাথে কি বিজয় আর রাধাও আছে?

কাছে আসতেই দেখা গেল মোট ছয়টা কালো ফোর্ড গাড়ি। এক্স ট্রেইলের সামনে এসে থেমে গেল। উজি হাতে লাফিয়ে নামল একগাদা লোক। কলিনের দিকে এগিয়ে এলো।

সবার পেছনে রিভলবার হাতে এলো ফারুক।

ওদের সাথে বিজয়কে দেখেই থেমে গেল কলিন। হাত দুটো পেছনে বাধা, মুখে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও বেঁচে আছে ওর বন্ধু।

কিন্তু এর পরের ঘটনার জন্যে সে একটুও তৈরি ছিল না।

প্রফেসর হোয়াইটের দিকে একটা উজি ছুঁড়ে দিল ফারুক। হা হয়ে কেবল তাকিয়ে রইল বিজয় আর তার বন্ধুরা।

"আসতে এত সময় লাগিয়েছেন।" উত্তপ্ত স্বরে জানালেন আর্কিওলজিস্ট।

ফারুক শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। কিছু বলল না। হাবে-ভাবে বোঝা যাচ্ছে কারো প্রশ্ন শুনতে তার ভালো লাগে না।

দুজনের দিকে তাকিয়ে বিজয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। কী হচ্ছে এসব?

"ওকে, চলো তাহলে শো শুরু করা যাক।" এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।" জানালেন নকল হোয়াইট। নিজের লোকদের দিকে তাকাল ছদ্মবেশী হোয়াইট, "এই তিনজনকে ওদের গাড়িতে তুলে দাও।"

www.pathagar.com

৪০
একাদশতম দিন

পাটনা-রাঁচি হাইওয়ে

"আমরা কোথায়?" গত কয়েক ঘণ্টার ধকলে পাটনা ছাড়ার প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাধা। ভীম সিংয়ের কীর্তি আর গ্রেগ হোয়াইটের জায়গায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্ত ঘাতকের ছদ্মবেশী অভিনয় শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কিছুতেই মানতে মন চাইছে না যে তার বাবা আর বন্ধুরা এমন একদল লোকের হাতে বন্দি যাদের কাছে মানুষ হত্যা পেশা বৈ কিছু না।

"হাজারিবাগের কাছাকাছি" জানালেন ইমরান।

"ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে সীতাগড় পৌঁছে গেছে।" বিড়বিড় করে উঠল রাধা।

"যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু এই ট্রাকগুলো তো এতটা গতির কথা ভেবে তৈরি হয়নি।" মেয়েটার দিকে তাকালেন ইমরান। "আপনারা বন্দি থাকা অবস্থাতে ফারুক নিজের কোনো প্ল্যানের কথা জানিয়েছে?"

ফারুক যা যা করেছে সব খুলে বলল রাধা। "হুম, বেশ বিশাল একটা প্ল্যান।" চিন্তিত হয়ে পড়লেন ইমরান। "কনসোর্টিয়াম ও এলইটি-কে কাজে লাগাচ্ছে। কেউ তাদের এই আড়াল থেকে ঘুঁটি নাড়ার কথা জানতেই পারবে না। এলইটি ও আল-কায়েদার চেয়েও বড় সন্ত্রাসী সংগঠন হবার জন্যে নিজেদের যে পরিকল্পনা তা সার্থক করার সুযোগ পাচ্ছে। আর কনসোর্টিয়াম নিজেদের অস্ত্রাগার বানাবে। প্রডিউসার হিসেবে তালিকা থাকবে তাদের হাতে। এলইটির হাতে কেবল স্বল্প সংখ্যক অস্ত্র দিয়ে জিটুয়েন্টিতে বোমা ফেলবে। তারপর এসব দেশের সরকার প্রধানদের জায়গায় কনসোর্টিয়াম নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদেরকে বসাবে। ফলে দুপক্ষই খুশি থাকবে। এলইটি পনের মিনিটের খ্যাতি নিয়েই খুশিতে নাচবে। পলিটিশিয়ানরা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করবে, অথচ পুরো ঘটনার রাশ থাকবে কনসোর্টিয়ামের হাতে। তারাই দুনিয়া শাসন করবে। পাওয়ার আর প্রফিট উভয়ই তাদের। অ্যা পারফেক্ট প্ল্যান।"

www.pathagar.com

ইমরানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল রাধা, "এলইটির কাজে বাধা দেবারও কেউ নেই। এমন এক অস্ত্র ব্যবহার করবে যার বিরুদ্ধে অসহায় পৃথিবীর সব সেনাবাহিনী। কারণ এটিকে কেউ কখনো দেখেই নি।"

একমত হলেন ইমরান, "আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি এ অদ্ভুত অস্ত্র। না দেখলে তো বিশ্বাসই হত না। ভীম সিং মারা গেছে তো কী হয়েছে। ভ্যান ক্লুক তো জীবিত আছেন। আর তাদের রাজনৈতিক মদদদাতারাও এলইটিকে সাহায্য করবে। তাদেরকে কেবল রুখতে পারে একটি মাত্র জিনিস।"

দুজনেই জানেন সেটা কী। কমান্ডোদেরকে সঠিক সময়ে সীতাগড় পাহাড়ে পৌঁছে যেতে হবে।

www.pathagar.com

৪১
একাদশ তম দিন

হাজারিবাগ শহরের পেছনে কোনো স্থানে

হাইওয়ে ধরে চলতে চলতে পুরো ঘটনাটা নিয়ে ভাবল বিজয়। ফারুকের সাথে হাত মিলিয়েছেন গ্রেগ হোয়াইট। আর ভীম সিংও। তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই সবসময় ওদের পরিকল্পনা ও গতিবিধি জেনে যেত ফারুক। কেন যে এতদিন হোয়াইটকে সন্দেহ হল না! কিন্তু আংকেলও গ্রেগ হোয়াইটের সাথে কথা বলার জন্যে লিখে গেছেন। ফারুকের সাথে হাত মিলিয়ে কি পাবেন এই আর্কিওলজিস্ট?

"এলইটির সাথে আর্কিওলজিস্টের কী কাজ?" এক্স ট্রেইলে বসার পরে হোয়াইটকে প্রশ্ন করেছিল বিজয়।

"আমি কোনো আর্কিওলজিস্ট নই। আমার নাম মারফি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেদিন এসেছিলেন সেদিন আমি হোয়াইটকে অপহরণ করেছি।" বিকারগ্রস্তের মতো হেসে উঠল মারফি। হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল।

আরও আগেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল; মনে মনে ভাবল বিজয়। বিভিন্ন সময়ে যখন একজন আর্কিওলজিস্ট আর ইতিহাসবিদ হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট তাদেরকে কোনো সাহায্যই করতে পারেনি, তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল। কিন্তু সূত্রের পিছু ধাওয়া করা নিয়ে বিজয় এতটাই ব্যস্ত ছিল যে অন্য কোনো দিকে আর মনোযোগ দেয়নি। আর এখন তো একেবারে সোজা মারফির ফাঁদেই বসে আছে।

এস ইউ ভিতে ঢোকার সাথে সাথেই ডা. শুকলা বিজয়ের কাছে জানতে চেয়েছেন, "রাধা কোথায়?"

উনার চোখের দিকে তাকাতে পারেনি বিজয়; কেমন করে বলবে যে ফারুক উনার মেয়েকে জীবন্ত পুড়ে মরার জন্যে সেফহাউজে রেখে এসেছে। "আমি জানি না" শেষ পর্যন্ত কেবল বিড়বিড় করে এটুকুই জানিয়েছে। যদিও জানে যে আগুন থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নেই; তারপরও মনে প্রাণে

www.pathagar.com

আশা যে রাধা হয়ত পালাতে পারবে। কিন্তু এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই। ওর হাতে নির্ভর করছে আরও দুটো জীবন, যে করেই হোক কলিন আর ডা. শুকলাকে বাঁচাতে হবে।

রাধার কথা ভেবে একেবারেই নীরব হয়ে গেছেন ডা. শুকলা। বিজয় নিজেও আশা করছে যে হয়ত পাটনার কোথাও মেয়েটাকে জীবিত পাওয়া যাবে।

হাজারিবাগ শহর পার হয়ে এলো গাড়ি। খানিকক্ষণ পরে হাইওয়ে এত সরু একটা রাস্তায় নেমে গেল যে তা প্রায় বেলা থেকে বারাবারের মতই খারাপ।

কলিন আর ডা. শুকলাকে সব খুলে বলল বিজয়। ওর কিডন্যাপিং, বন্দিত্ব, রাধার পালানোর চেষ্টা, এলইটি-র সাথে ভীম সিংয়ের সম্পর্ক, জি টুয়েন্টি সামিটের হুমকি, সবকিছু...

"৯-এর গুপ্ত সূত্রটা হলো খুব সফিস্টিকেটেড (অত্যাধুনিক) একটা প্রযুক্তির ব্লু প্রিন্ট।" ফারুক ওদেরকে বলেছে, "এমন এক প্রযুক্তির জন্যেই পৃথিবী এতদিন স্বপ্ন দেখেছে। হয়ত এ স্বপ্নের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে হাজার বছর আগে থেকেই রয়ে যাওয়া এর অস্তিত্ব। কল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য কদম তুলেছে বিজ্ঞানীদের দল। অথচ পাহাড়ি এক গুহায় পড়ে আছে এই প্রযুক্তি।"

কথা বলতে বলতে প্রথম দিনেই ফারুকের সাথে রাধা আর তার আলোচনার কথা স্মরণ করল বিজয়। "কী বলছ তুমি?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে বিজয়।

ওদের হতভম্ব অবস্থা দেখে হেসেছে ফারুক। "বিমান পর্বে এই অস্ত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেয়া আছে। পুঁথি অনুযায়ী মগধের রাজা আকাশ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর নিক্ষেপ করার জন্য তৈরি করেছিলেন এই বিমান। এত তীর নিক্ষেপ করা যাবে যে পান্ডবের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে কৌরব বিজয় অর্জন করবে।" প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থেমে গেল ফারুক।

"আর এই বিমানকে অদৃশ্য থেকে প্রয়োগ করার প্রযুক্তিও আবিষ্কার করেছিলেন।"

কী বলবে ভেবেই পাচ্ছে না বিজয়। হয় লোকটা পাগল নতুবা ওদের সাথে মশকরা করছে।

"ইউ আর জোকিং" মন্তব্য করল বিজয়, "অদৃশ্য! কেবল ফ্যান্টাসি কাহিনিতেই সম্ভব। হ্যারি পটার, লর্ড অব দ্য রিংস এসব গল্পেই কেবল এ ধরনের প্রযুক্তি পাওয়া সম্ভব।"

মুহূর্ত খানেকের জন্যে মনে হল ক্রোধে ফেটে পড়বে ফারুক। তারপরই কী মনে করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করল। "আমি কোনো

www.pathagar.com

তামাশা করছি না। ফ্যান্টাসি অবশেষে বাস্তব রূপ পেতে যাচ্ছে তোমার হয়তো কোনো ধারণাই নেই, কিন্তু বিজ্ঞান এক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। আমি কিন্তু ক্যামোফ্লেজ টেকনোলজির কথা বলছি না। সত্যিকারের অদৃশ্যতা আলোকে এমনভাবে ভাঁজ করে ফেলে যেন কোনো বস্তুর চারপাশ দিয়ে যায়। ফলে মানুষের চোখে আসল বস্তুটার কোনো প্রতিবিম্ব পড়বে না।"

মাথা নাড়ল বিজয়, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ফিজিক্স তো আমিও পড়েছি।"

"দাঁড়াও ব্যাখ্যা করছি।" বের হয়ে এলো ফারুকের বিজ্ঞানী সত্তা। লেকচার দেয়ার জন্যে আরাম করে চেয়ারে বসে বলল,

"দৃশ্যমান ব্যাপারটা কী তুমি তো জানই, কোনো কিছুর মাঝে থেকে বিচ্ছুরিত আলোই মানুষ দেখে।"

বিজয় আর রাধা দুজনেই মাথা নাড়ল। এটাতো একেবারে বেসিক সায়েন্স।

"প্রাকৃতিক সব ধরনের পদার্থই হল তাদের পারমাণবিক শক্তির সমষ্টি।" পদার্থের এই পারমাণবিক অংশটুকুর সাথে আলোচনার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক প্রবাহের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই তৈরি হয় প্রতিসরণ কিংবা প্রতিফলন।

বিষমসারক (জোলাপ জাতীয়) পরিবর্তনশীল জড়বস্তু (এনিসোট্রোপিক মেটাম্যাটেরিয়াল) নামে একদল পদার্থ আছে যেগুলোতে অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহ প্রাকৃতিকভাবে নয় বরঞ্চ কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত হয়। কৃত্রিম হওয়াতে এই সমষ্টি পারমাণবিক কণার উপর নির্ভরশীল নয়। নির্ভর করে তাদেরকে তৈরি করেছে যে উপাদান তার সমষ্টি আর যে গড়ন কিংবা ছাঁচের মাধ্যমে এগুলোকে একত্রিত করে মেটাম্যাটেরিয়াল তৈরি হয়েছে তার উপর। বর্তমানে এর উপরে বিস্তর গবেষণা চলছে।

তাত্ত্বিকভাবে বিষমসারক পরিবর্তনযোগ্য জড়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনশীল প্রতিসরণ সূচক (থিওরোটিক্যালী এনিসোট্রোপিক মেটাম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ভ্যারিয়েবল রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স) আছে আর তাই আলোকে ভাঁজ করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ মেটাম্যাটেরিয়ালের মাধ্যমে তৈরি পোশাক থেকে আলোর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে না। প্রাকৃতিক সবকিছুই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনকে কেবল একদিকে ধাবিত করে; যা স্বাভাবিক থেকে দূরেই যায়। অন্যদিকে মেটাম্যাটেরিয়াল এমনভাবে কাজ করে যেন রিফ্রাকশন ফোর্সের ইনডেক্স স্বাভাবিকের দিকেই ধাবিত হয়। প্রবাহকে বস্তুর উপরের দিকে কিংবা চারপাশে ঠেলে দিয়ে আবার নিচে আসায় দৃষ্টিশক্তিতে তা আর ধরা পড়ে না। এর উপরে আবার যদি আলোর গতিকে এমনভাবে গাইড করা যায় যেন তা

www.pathagar.com

আবার অরিজিনাল কোর্সেই ফিরে আসে তাহলে তো ছায়াও পড়বে না। তাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মেটাম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি একটা এয়ারক্রাফটকে (বিমানকে) খোলা চোখে কখনোই দেখা যাবে না।"

"আর এটাই হল তোমাদের প্ল্যান? এই প্রযুক্তিকে চুরি করে সন্ত্রাসবাদের কাজে লাগানো?" চড়ে উঠল বিজয়ের গলা।

"কারেক্ট। এই টেকনোলজী ব্যবহার করেই তিনমাস বাদে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য জিটুয়েন্টি সামিটে হামলা করা হবে। এক আঘাতেই মৃত্যুবরণ করবে বিশ দেশের সরকার।"

"কোনো কিছু চেষ্টা করার আগেই তোমাকে খুঁজে বের করা হবে।" ফারুকের আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরাতে চাইছে বিজয়ের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

"খুঁজে বের করবে?" ব্যাঙ্গ করে উঠল ফারুক। "আমরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি। আর বেকুবের দল তো এই ভেবেই মরছে যে এতদিন আগে কেন জানালাম। কিন্তু অদৃশ্য এক শক্তির হাত থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবে এই পৃথিবী! ভয়ংকর বোমা বহনকারী অদৃশ্য একটা প্লেন দুনিয়ার কোনো সিকিউরিটি এজেন্সির সাধ্য আছে যে এটাকে রুখবে?"

"রাডার" মন্তব্য করলেও তা যে কতটা অর্থহীন বিজয় ভালোভাবেই জানে, "ক্ষতি করার মতো কাছাকাছি তো যেতেই দেবে না।"

"তুমি এত কঠিন করে কেন ভাবছ?" তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিল ফারুক, "নিশ্চয় জানো রাডারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হিসেবে মাইক্রোওয়েভকে ব্যবহার করা হয়। মিলিমিটার থেকে শুরু করে মিটারে পর্যন্ত মাপা যায় এর ওয়েভলেংথ। প্রত্যক্ষযোগ্য আলোর ওয়েভলেংথ মাপক হল ন্যানোমিটার। যদি প্রযুক্তির বদৌলতে প্রত্যক্ষযোগ্য আলোর প্রবাহকে ম্যানিপুলেট করা যায় তাহলে মাইক্রোওয়েভকে ম্যানিপুলেট করা কোনো ব্যাপারই না, তাই না? হয়ত তুমি আধুনিক কালের এক্সপেরিমেন্টগুলো সম্পর্কে কোনো খবরই রাখো না; আজকাল তো মেটাম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করে মাইক্রোওয়েভকেও নিজের কাজে বদলে নেয়া হচ্ছে। তাই এরকম এয়ারক্রাফট রাডারের চোখ ফাঁকি দিতেও সক্ষম। যদিও কেবল ডারপা-ই (Defense Department's Advanced Research Projects Agency) মেটাম্যাটেরিয়ালকে কাজে লাগিয়ে আলোর গতিকে বদলাতে চাইছে, ভেবে দেখো তো এই প্রযুক্তি হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। তাই আমাদের এয়ারক্রাফট দুই ধরনের আবরণ দিয়ে তৈরি হবে। প্রথমত, তা রাডারকে ফাঁকি দেবে আর একবার টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেই দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ ন্যানোশিল্ডকে অ্যাকটিভেট করে দেবে। ফলে খালি চোখেও দেখা যাবে না। হেসে খেলে সম্পূর্ণ হবে মিশন।"

www.pathagar.com

"এখানেও একটা সমস্যা আছে" এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় বিজয়। কিছুতেই মানতে পারছে না দুনিয়ার উপর এলইটির ছড়ি ঘোরানোর কাজে সে নিজেও অনেকটুকু ভূমিকা রেখেছে।

"কী?"

"মানলাম যে মেটাম্যাটেরিয়ালের তৈরি এয়ারক্রাফট আলোকে ভাঁজ করে ফেলতে পারে। কিন্তু ভেতরে বসে থাকা আরোহী তো তাহলে বাইরের কিছু দেখতে পারবে না।"

"এই ফিল্ডের লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টস সম্পর্কে কিছুই জানো না; তাই এমনটা ভাবছ।" মাথা নাড়ল ফারুক, "অতি সম্প্রতি, চায়নিজ এক গবেষক এক ধরনের অ্যান্টি-ক্লোক তৈরির দাবি করেছেন; থিওরেটিক্যালি যা তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবে। টেকনোলজির দুই দিকের অংশকে দুভাবে নির্মাণ করাও সম্ভব। অ্যান্টিক্লোকিং ম্যাটেরিয়াল ও অ্যানিসোট্রোপিক মেটাম্যাটেরিয়াল। অদৃশ্য ক্লোকের বিরুদ্ধে অ্যান্টিক্লোককে ব্যবহার করে ভেতরে বসা আরোহী স্বচ্ছন্দ্যে বাইরের সবকিছু দেখতে পারবে। অথচ বাইরে থেকে এয়ারক্রাফটের মতোই অদৃশ্য থাকবে। এই প্রযুক্তি নিয়ে তাই গবেষণা এখনো চলছে। তারপরও মনে হচ্ছে যে প্রাচীনকালের মানুষেরাই এর সমাধান করে গেছেন।"

"কিন্তু বর্ণচ্ছটার কী হবে?" আরেকটা সমস্যার কথা মনে পড়তেই জানতে চাইল বিজয়। "বর্ণচ্ছটার ভিন্ন ভিন্ন রঙগুলো আলাদা আলাদা ওয়েভলেংথে থাকে। তাই পৃথক এই ওয়েভলেংথগুলোকে একত্রিত করা কিভাবে সম্ভব হবে?"

"অদৃশ্য শিল্প তৈরি করে যাওয়া প্রাচীন বিজ্ঞানীরা এ সমস্যা কিভাবে উতরে গিয়েছিলেন আমি জানি না," স্বীকার করল ফারুক, "আর এই কারণেই সিক্রেট লোকেশনটা জানা এত জরুরি হয়ে পড়েছে। আমাদের নির্মিত প্রোটোটাইপ এখনো পুরোপুরি অদৃশ্য হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। বেশ জরুরি একটা অংশ প্রতিবারই নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাই অরিজিনাল শিল্ড কিংবা সেই টেকনোলজির ব্লু প্রিন্টটা পেতেই হবে।"

"যদি এই কথাগুলো তোমার মুখ থেকে না শুনতাম তাহলে তো কখনো বিশ্বাসই করতাম না" বিজয়ের সবকিছু শুনে মন্তব্য করল কলিন। "এই কারণেই আই বি ফারুকের পিছনে লেগেছে।"

হঠাৎ করেই ব্রেক কষে থেমে গেল এক্স-ট্রেইল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেল চারপাশে গহীন জঙ্গল। খানিকটা দূরত্বে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ছয়টা ফোর্ড; গাছের সারির গায়ে পড়েছে হেডলাইটের আলো।

www.pathagar.com

কী ঘটবে ভাবতে না ভাবতেই ফোর্ড থেকে বাইরে কিছু একটা ছুঁড়ে দেয়া হল। ভারী শব্দ করে পড়ল জঙ্গলের মেঝেতে।

"আমাদের গাইড" বলে উঠল ফারুক, "যার বদৌলতে এতদূর এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে আর বেশিদূর এগোতে আগ্রহী নয়। তাই মারুশই এবার তার দেখভাল করুক। আমাদের আর কোনো মাথাব্যথা নেই ব্যাটাকে নিয়ে।"

গাইডের নিষ্ঠুর হত্যা দেখে জমে গেল বিজয়, ডা. শুকলা আর কলিন। মারফি পাকিস্তানি বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে ইশারা করতেই দুজন-মিলে বাইরে একপাশে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন আলোচনা করল। তারপর নিজের কয়েকজনকে ডেকে ফারুক কিছু আদেশ দিতেই মাথা নেড়ে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো।

"ঠিক আমাদের সামনেই আছে সেই পাহাড়" ফিরে এসে বিজয়দেরকে জানাল ফারুক। "তাই এ রাস্তাটা ধরে এগোনোটাই ভালো হবে।" তিনজন বন্দির দিকে তাকিয়ে জানাল, "তবে কোনো হাস্যকর চালাকির চেষ্টা করলেই কিন্তু মৃত গাইডের সঙ্গী হতে হবে আমাদের ৯।" নিজের রসিকতায় মজা পেয়ে নিজেই আবার হেসে ফেলল।

বন্দিদেরকে মাঝখানে রেখে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল পাঁচজন সশস্ত্র লোক।

মারফির দিকে এগিয়ে গেল ফারুক আর দুজন মিলে পুরো দলটাকে পথ দেখাল। জঙ্গলের অন্ধকার চিরে দিল তাদের হাতের শক্তিশালী ফ্লাশলাইটের আলো।

পথটা বলা যায় সোজাসোজিই এগিয়ে গেছে। আর আস্তে আস্তে সবার চলার গতিও দ্রুত হয়ে উঠল। কিন্তু ডা. শুকলার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে; জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। উনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো বিজয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এগোবার পর থামার জন্যে নির্দেশ দিল মারফি। সবাই এসে একসাথে জড়ো হতেই সামনের দিকে নির্দেশ করে বলল,

"ওই তো।"

সামনে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একটা পাথুরের দেয়ালের আবছায়া।

নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠল বিজয়ের বুক; এই কি সেই জায়গা?

পাথুরে দেয়ালটার কাছে গিয়ে দেখা গেল যে এটা পাহাড়ের সামনের দিকের পাদদেশে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সুউচ্চ পাহাড়ের ছায়ার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে পুরো দল। বাকি জঙ্গল থেকে এ জায়গাটা যেন আরও বেশি অন্ধকারে ঢাকা।

"এবার কী?" বিজয়ের দিকে তাকাল মারফি।

www.pathagar.com

খুব দ্রুত চিন্তা করছে বিজয়; বেগারের ডায়েরি থেকে ডা. শুকলা যে মন্ত্রি সুরসেনের আবিষ্কারের কাহিনি পড়েছিলেন তা মনে করার চেষ্টা করছে। যদি মন্ত্রী সুরসেন এখানেই এসে থাকেন তাহলে নির্ঘাৎ কোনো প্রবেশ মুখ পাওয়া যাবে।

"পাথরের উপর ফ্লাশলাইটের আলো ফেলো।" বিজয়ের কথা শোনার সাথে সাথেই পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবকটি লাইটের আলো।

দেয়াল ধরে হাঁটতে লাগল সবাই। খুঁজছে গুপ্ত প্রবেশ পথে ঢোকার কোনো চিহ্ন। অরিজিনাল ৯ সদস্য প্রবেশপথটাকে বন্ধ করে গেলেও বিজয় নিশ্চিত যে কোনো না কোনো নিশানা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

কিন্তু নাহ্। বিধি বাম। পাহাড়ের চারপাশে ৬০ ফুট অবধি ছড়িয়ে থাকা পুরো দেয়াল ঘুরে এসেও কোনো প্রবেশপথ কিংবা চিহ্ন কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ মাথায় এসে পাহাড় আর দেয়ালের মাঝখানের গ্যাপে আলো ফেলার জন্য নির্দেশ দিল বিজয়। ও নিজে এগিয়ে গেলেও থামিয়ে দিল ফারুক। বদলে নিজের একটা লোককে আগে বাড়ার আদেশ দিল।

সতর্কভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে গেল লোকটা। আর কী আশ্চর্য গ্যাপের মধ্যে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

খানিক পরেই শোনা গেল চিৎকার সাথে দুর্বোধ্য সব শব্দ।

"কী বলছে?" জানতে চাইল মারফি।

"কিছুই নাকি নেই।" পাল্টা চিৎকার করে কিছু বলে বিজয়ের দিকে তাকাল ফারুক। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাগে থমথমে চেহারা।

কিছুই বুঝতে পারছে না বিজয়। নিজেও মাঝখানের ফাঁকটুকু দিয়ে ঢুকে গেল। চারপাশের পাহাড়, দেয়াল, সবকিছু তো সুরসেনের বর্ণনামতোই মিলে গেছে; তো? আছে। কেবল একটা পার্থক্য আছে। পাহাড়ের ঢোকার কোনো পথ নেই। চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলো বাইরে। হতাশায় ভরে গেল মন। ৯ কি তবে এতদূর এমনিই টেনে আনল?

নাকি গুহাটার অবস্থান হিসেবে সীতাগড় পাহাড় সম্পর্কে তাদের ধারণাটাই ভুল?

www.pathagar.com

৪২
একাদশতম দিন

হাজারিবাগ শহরের বাইরে

ট্রাকের কনভয় থেমে যেতেই লাফ দিয়ে নামলেন ইমরান। রাধাও নেমে এলো। তারপর দুজনে মিলে এগিয়ে এলো আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকা সাদা অ্যাম্বাস্যাডর গাড়ির কাছে।

"তোমাকে দেখে ভালো লাগছে বিষ্ণু" গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত হাজারিবাগ ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন ইমরান।

"তোমাকে দেখেও খুশি হয়েছি ইমরান।" মধ্য ত্রিশেকের ডিসির মাথার চুল এখনো পুরোপুরি কৃষ্ণ কালো আর সাথে পেন্সিলের মত পাতলা গোঁফ।

রাধাকেও পরিচয় করিয়ে দিলেন ইমরান।

মেয়েটাকে দেখে হাসি দিয়ে ইমরানের দিকে ফিরলেন বিষ্ণু, "জানি উনি কে আর এখানে কেনই বা এসেছেন তা আর আমাকে বলছ না এখন।"

"না। সে বেশ লম্বা কাহিনি। এত সময় নেই হাতে। এক্ষুণি আবার রওনা দিতে হবে।"

"এ কারণেই ভাবলাম যে তোমার সাথে আগেই দেখা করি যেন পুরো শহরে চক্কর মারতে না হয়। তাতে তোমার আরও আধা ঘণ্টা নষ্ট হবে।" ট্রাকের কমান্ডোদের দিকে তাকালেন বিষ্ণু। "আর তাহলে যার পিছু ধাওয়া করছ সে পাখি ফুরৎ হয়ে যাবে।" ইমরানের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, "কীসের পেছনে লেগেছে সেটাও বোধকরি বলবে না। মাঝরাতে পুরো শহর খালি করিয়ে তিনট্রাক ভর্তি কালো বিড়াল নিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছো! বেশ বুঝতে পারছি নিশ্চয় কোনো রাঘব বোয়ালই হবে হয়তো।"

পাল্টা দাঁত বের করে হাসলেন ইমরান। মনে হচ্ছে দুজনে দুজনকে ভালো ভাবেই চেনেন, "ন্যাশনাল সিকিউরিটি। তোমাকে বলা যাবে না। কিন্তু তুমি ঠিকই ধরেছ। আসলেই রাখব বোয়াল। হাজারিবাগ খালি হয়ে গেছে না?"

www.pathagar.com

"বিএসএফ অনেক সাহায্য করছে। কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।"

"মানুষকে কী বলেছ?"

"১৪৪ নম্বর সেকশন। ভূকম্পের সম্ভাব্য সতর্কতা।" ইমরানের দিকে তাকালেন বিষ্ণু, "ব্যাপারটা যদিও তেমন সহজ হয়নি।"

বুঝতে পারলেন ইমরান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো আসলে কাগজে-কলমেই ভালো শোনায়। এগুলোকে কাজে লাগানো পুরোপুরি ভিন্ন ব্যাপার। তাই আর কিছু না বলে জানালেন, "আমাদের রওনা দেয়া উচিত। তুমিও এগোও, যদি কোনো কাজে লাগে।"

বেশ সিরিয়াস হয়ে গেলেন বিষ্ণু, "নিজের খেয়াল রেখো ইমরান।" তারপর রাধার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, "আপনিও। আর আশা করছি যাকে ধরতে নেমেছেন, পেয়ে যাবেন।"

নিজের গাড়িতে উঠে চলে গেলেন বিষ্ণু। ইমরান আর রাধাও ট্রাকে চড়ে বসল। নিজেদের লক্ষ্যের বেশ কাছে চলে এসেছে।

কিন্তু সময় মতো পৌঁছাতে পারবে তো?

সর্বশেষ কাজ

সবার মাঝে টেনশন বেড়ে গেছে। দরদর করে ঘামছে বিজয়।

আর ঠিক তখনি আশা জাগাল কলিন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আশে-পাশে না একটা স্তম্ভও দেখা গিয়েছিল?"

কলিনের দিকে তাকাল বিজয়; ভাবছে ছেলেটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কীসব বাজে বকছে। বোধহয় সুতোর উপর দুলতে থাকা নিজেদের ভাগ্য, গত কয়েকদিনের বিনিদ্র দিন আর টেনশনেই এত দুরাবস্থা।

কলিন বুঝতে পারল যে, বিজয় তো ট্রাভেল এজেন্সির ব্রোশিউর পড়েনি তাই হয়ত ধরতে পারছে না। তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে জানাল।

এবারে বিজয়ও বুঝতে পারল। "তার মানে অরিজিনাল প্রবেশ পথটা এখানে সত্যিই আছে। দেয়ালের পিছনে। ৯ নিশ্চয় পথটাকে বন্ধ করে এমনভাবে ঢেকে রেখে গেছে বাকি পাহাড় থেকে আলাদা করা কষ্টকর হবে। ২০০০ বছর সময়ও কম নয়। এতদিনে ধুয়ে মুছে গেছে তাদের হাতের কাজ। কিন্তু বিকল্প একটা পথ অবশ্যই আছে। স্তম্ভটাই সেই চিহ্ন।"

বিজয়ের দিকে মুহূর্ত খানেক তাকিয়ে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লো ফারুক। সবাই মিলে স্তম্ভ খুঁজতে লেগে গেল।

www.pathagar.com

একের পর এক টানটান মুহূর্ত কাটছে। নিরাবেগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারফি। চেহারাতে নির্লিপ্ত ভাব। অন্যদিকে ফারুকের অবস্থা খাঁচায় আটকে পড়া সিংহের মতন।

অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেল কারো চিৎকার।

দ্রুত সেদিকে হাঁটা ধরল ফারুক। পিছু নিল পুরো দল।

বয়সের ভারে কালো একটা স্তম্ভের উপরে ফ্লাশলাইটের আলো ধরে রেখেছে ফারুকের দুজন লোক। যদি আশেপাশে কোনো দেয়াল থেকে থাকেও শত শত বছর পরে আজ তার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। সামনে পড়ে আছে কেবল দশ ফুট উঁচু অর্ধ-গোলাকার একটা পাথরের ঢিবি মতন। কিন্তু গায়ে পাথরের কোনো কারুকাজ দেখা গেল না।

উত্তেজনায় দম বন্ধ করে এগিয়ে এলো বিজয় আর তার বন্ধুরা।

"চলো, ভাগ ভাগ হয়ে কাঠামোটা পরীক্ষা করে দেখি। জানো তো আমরা কী খুঁজছি।" পথ বাৎলে দিল বিজয়।

মাথা নেড়ে আলাদা হয়ে গেল কলিন আর ডা. শুকলা। স্তম্ভটাকে দেখে ৯-এর অন্যান্য নিশানার মতই লাগছে।

সরাসরি পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। ইট কিংবা প্লাস্টার নেই। এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন শত ঝঞ্ঝায়ও কিছু না হয়।

সবার আগে পেয়ে গেলেন ডা. শুকলা, "এই তো।"

সবাই মিলে দ্রুত স্তম্ভের একেবারে শেষ মাথায় চলে এলো। দেখতে পেল মৌলিক সেই কারুকাজ।

মাটির সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে ছয় ইঞ্চি সমান পাথুরে কলাম। পিলারের পাদদেশে ছোট ছোট খোদাই করা সিংহ। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ছে তা হল সিংহগুলোর বৃত্তের মাঝে অলঙ্ঘনীয় সেই চিহ্ন।

৯ খাঁজওয়ালা চাকা।

উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিনজন। ভুলেই গেছে যে আশে-পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুদূতের প্রহরীরা।

এগিয়ে এসে পিলারের দিকে তাকিয়ে রইল ফারুক আর মারফি। এরপর বিজয়ের দিকে তাকিয়ে মারফি জানতে চাইল, "তো?"

৯-এর চিহ্নসমূহের সাথে পরিচিত নয় এমন কারো কাছে এই পিলার হয়তো কোনো বার্তাই বহন করবে না।

"এখানেই কোথাও আছে।" চারপাশে তাকাল বিজয়। কী নির্দেশ করছে এই চিহ্ন? যদি কোনো প্রবেশ পথকেই বুঝিয়ে থাকে তবে তা কোথায়?

www.pathagar.com

"এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?" চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল ফারুক।

পাত্তা দিল না বিজয়, "খুঁজতে থাকো।" নিজ সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দিয়ে জানাল, "এখানেই আশেপাশেই হবে হয়তো।"

স্তম্ভের চারপাশের ভাঙা কলাম আর পিলারের পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল তিনজন। হয়তো এগুলোর কোনো কিছুর ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না। যাতে পাহাড়ের ভেতর গুহায় ঢোকার রাস্তা বলে মনে হয়।

খানিকটা দূরের সিলিন্ড্রিকাল একটা পিলারের কাছে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন ডা. শুকলা। তিন ফুট উঁচু পিলারটা মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে একটা বেসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পিলারের মাথার কাছাকাছিই ছোট, ফাঁপা পাথুরে একটা ছিদ্র।

বিজয় আর কলিন, ডা. শুকলার আগ্রহ দেখে নিজেরাও এসে দাঁড়িয়ে গেল।

কোনো সূত্র কি আছে?

স্তম্ভের কাছে কলামটার দিকে তাকাল কলিন।

সাথে সাথে তিনজনের মাথাতেই এলো একই চিন্তা। ডা. শুকলা যেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন সোজা সেই বরাবর নির্দেশ করছে পিলার। আর দুটোরই উচ্চতা একেবারে একই। ব্যাপারটা নিশ্চয় কাকতালীয় নয়।

"আলো!" বিজয়ের চিৎকার শুনে এলইটির লোকগুলো এসে পাথরের পিলারের উপর আলো ফেলল।

"এটাকে নিশ্চয় বাঁকানো যায়" বেসের ঢাকনার দিকে তাকিয়ে আছে কলিন। যদি পিলারটাকে ঘোরানো যায় তাহলে নিশ্চিত ৯-এর গুহাতে ঢোকার কোনো একটা চিহ্ন পেয়ে যাবে।

"আমাদের দড়ি দরকার" ফারুকের দিকে তাকাতেই নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল এলইটি লিডার।

পাথরের ছিদ্রের ভেতরে দড়ি ঢুকিয়ে সবাই মিলে টানার পরেও নড়ল না পিলার।

আরও লোকজন এসে হাঁত লাগাল। সবাই মিলে সর্বশক্তি দিয়ে টানছে।

কিন্তু পিলারের নড়ার কোনো লক্ষণই নেই।

ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল বিজয়; খানিক পরে ঘোষণা করল, "এভাবে আসলে পিলারটা নড়বে না। খাঁজগুলো ধরে বিপরীত দিকে টানতে হবে।"

দড়িটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে টানতে লাগল এলইটির লোকেরা।

এবারে কাজ হল। ঝাঁকুনি দিয়ে মাটি থেকে উপড়ে উঠে এলো পিলার।

www.pathagar.com

পিলারের নিচে এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে ছিল ফাঁপা একটা পাথরের হ্যান্ডেল।

হ্যান্ডেলের সাথে দড়ি বেঁধে টানতে লাগল পুরুষদের দল। ধীরে ধীরে শত শত বছর ধরে জমতে থাকা ধুলা-বালি কিনার থেকে ঝেড়ে উঠে এলো পাথরের বেস। অবশেষে পুরোপুরি উঠে এলো। মাটিতে দেখা গেল অন্ধকার এক গুহামুখ।

সাথে সাথে ফ্লাশলাইটের আলো ফেলতেই দেখা গেল মাটির গভীরে অন্ধকারে নেমে গেছে থাক থাক সিঁড়ি। ফারুক তাকিয়ে ইশারা করতেই বাধ্য ছেলের মত অন্ধকার সিঁড়িতে নেমে গেল দুজন এলইটি সেনা। খানিক পরেই শোনা গেল তাদের চিৎকার। এবারে পথ দেখাল ফারুক আর মারফি। বিজয়, কলিন আর ডা. শুকলাসহ অন্যরাও পিছু নিল।

ফ্লাশলাইটের আলোতে সিঁড়ির দুপাশেই দেখা গেল পলিশ করা পাথরের মসৃণ দেয়াল। তবে বারাবারের মত এত নিখুঁত নয়।

জঙ্গলের একেবারে যেন মেঝেতে পৌঁছে দিল এ সিঁড়ি। সর্বশেষ ধাপ থেকে নামতেই পা পড়ল এক চারকোণা চেম্বারে। চারপাশে তাকিয়ে সবাইই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অন্তত একশ জন মানুষ একসাথে এঁটে যাবে এ কক্ষে। আর যে-ই এর নির্মাতা হয়ে থাকুক না কেন বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা কষ্ট করে দেয়ালগুলোকে এত মসৃণ করে তুলেছে। মাথার প্রায় ত্রিশ ফুট উপরে ছাদ।

ছড়িয়ে পড়ল এলইটির লোকজন।

চারপাশে তাকিয়ে বিস্মিত ডা. শুকলা ভাবছেন কেন তৈরি হয়েছিল এ চেম্বার? জানেন এর আর কোনো উত্তর পাবেন না। সময়ের কুয়াশায় লুকিয়ে আছে হয়তো।

খানিক এগিয়ে যাওয়া এলইটির একজন আবার চিৎকার করে উঠল।

লাফিয়ে ওর কাছে চলে গেল ফারুক আর মারফি। অন্যরাও দেখাদেখি পিছু নিল। টর্চের আলোতে পাথুরে সিঁড়ির ঠিক বিপরীতেই পাথরের দেয়ালের গায়ে দেখা যাচ্ছে আরেকটা প্রবেশ পথ।

"ওহ খোদা, আর যাতে কোনো ধাঁধা না হয়" গুঙ্গিয়ে উঠল কলিন।

সবাই হা করে দেখছে সামনের দৃশ্য।

পাথরের দেয়ালে ৯টা ধনুকাকৃতির খিলান কাটা হয়েছে। প্রতিটা খিলান দশ ফুট উঁচু আর মাথায় একটা করে লেখা। তবে এবার আর এই চাকা কোনো সাহায্যে এলো না।

কেননা প্রতিটি লেখার উপরে আবার খোদাইকরা হুইল আছে।

www.pathagar.com

"এর মানে কী?" রেগে উঠল ফারুক। নিজের ভেতরের টেনশন আর সহ্য করতে পারছে না। এতদূর এসে একেবারে শেষ পর্যায়ে আবার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ দেখে ক্ষেপে উঠল এলইটি লিডার।

তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এত সহজে নিজেদের গুপ্ত রহস্য উন্মোচনে রাজি নয় ৯। যদি কেউ একের পর এক সূত্র মিলিয়ে এত দূর এসেও থাকে, তাকে আরও কিছু পরীক্ষায় পাস করে তারপর পৌঁছাতে হবে গন্তব্যে।

ডা. শুকলা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে খিলানগুলো দেখেছেন, "এ ধরনের কৌশলের কথা আমি আগেও অনেক জায়গায় পড়েছি" উত্তেজনায় জ্বলছে চোখ। ২০০০ বছর ধরে যেখানে কারো পা পড়েনি এমন এক জায়গায় আসা, মহান অশোকের সময়কালে তৈরি একমাত্র স্থাপনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা আর ৯-এর গোপন রহস্যের এতটা কাছে এসে ভুলে গেলেন কন্যা শোক ও এলইটি-র হাতে বন্দি হবার আতঙ্ক। "এ ধরনের প্রবেশ পথ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্বল্পসংখ্যক লোকই এর মাঝে ঢোকার অধিকার পাবে। আর যদি ভুল পথে ঢোকে তাহলে ফাঁদে পড়ে কানাগলিতে শেষ হয়ে যাবে জীবন।"

"সঠিক দরজা তাহলে কোনটা?" ডা. শুকলা'র দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল মারফি। বিজয়ও তাকাল। আশা করল প্রতিটা খিলানের উপরকার লেখার মর্মোদ্ধার করতে পারবেন প্রাজ্ঞ এই ভাষাবিদ। কেননা সে নিজে কিছুই বুঝছে না।

"মগধী ভাষায় লেখা হয়েছে।" তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন ডা. শুকলা। ফারুক দেখতে পেয়ে ফ্লাশলাইটের আলো ফেলার জন্যে নির্দেশ দিল।

"আপনি পড়তে পারছেন?" জানতে চাইল। "মানে আমি বলতে চাইছি এখনো কি পড়া যাচ্ছে?"

স্বস্তি পেল শুকলাকে মাথা নড়তে দেখে, "বহু বছর আগে লেখা হলেও কোনো কিছুই এগুলোতে আঘাত হানতে পারেনি। তাই এখনো পাঠযোগ্য অবস্থাতেই আছে।" বাম থেকে ডানে পড়তে শুরু করলেন সব ইনস্ক্রিপশন।

"ঈশ্বর, জিহ্বা, প্রকৃতি, সময়, কর্ম, দুঃখ, সমুদয়, নিরুদ্ধ, মর্গ।"

ভ্রু কুঁচকে ফেলল কলিন, "প্রথম পাঁচটা তো বুঝলাম। আপনিই বলেছিলেন এগুলো হল ভগবৎ গীতার পাঁচটা মৌলিক সত্য। কিন্তু বাকিগুলো?"

ওর দিকে তাকালেন ডা. শুকলা, "বৌদ্ধ ধর্মের চারটা মৌলিক সত্য, দুঃখ (কষ্ট ভোগ করা), সমুদয় (কষ্টের কারণ সম্পর্কে সত্য), নিরুদ্ধ (কষ্টের অবসান সম্পর্কিত সত্য), মর্গ (সত্যের সেই পথ যা কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়)। একত্রে এই ৯টি শব্দই ভারতের প্রধান দুই ধর্ম হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের

www.pathagar.com

ভিত্তি। যদি এই স্থাপনা নির্মাণের সাথে অশোকের জড়িত থাকা নিয়ে কোনো সন্দেহ থেকেও থাকে, এবারে তা দূর হয়ে গেল ।"

"গুড" ডা. শুকলার কাছে এগিয়ে এলো মারফি। "তাহলে নিশ্চয় সঠিক পথ কোনটা সেটাও দেখাতে পারবেন।"

মাথা নাড়লেন শুকলা, কোনটা বেছে নিতে হবে এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এখানে আর কোনো সূত্র নেই।"

কঠোর চেহারা নিয়ে এবারে ডা. শুকলার কাছে এগিয়ে এলো ফারুক, "এতদূর কিন্তু ব্যর্থ হবার জন্যে আসিনি। ভেতরে ঢোকার পথ পেতেই হবে।"

তারপর হঠাৎ করেই কোনো রকম ওয়ার্নিং ছাড়াই হাতের অস্ত্র দিয়ে ডা. শুকলার মুখে মেরে বসল। বয়স্ক লোকটা গুহার মেঝেতে পড়ে গেলেন; রক্ত পড়ছে দরদর করে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল বিজয় আর ঠিক তখনি সাহায্য পেল একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে।

"না" দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে ফারুকের হাত ধরল মারফি। আরেকটু হলেই দুমড়ে মুচড়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ডা. শুকলার গায়ে লাথি দিয়ে বসতো ফারুক। সবচেয়ে দুর্বল লোকটার উপর নিজের রাগ ঝাড়ছে পাকিস্তানি বিজ্ঞানী; কিন্তু মারফি ভালোভাবেই জানে ডা. শুকলার প্রয়োজনীয়তা। "আমাদের উনাকে আরও দরকার হতে পারে" সর্তক করে দিল মারফি। "হয়তো এমন আরও লেখা পাওয়া যাবে যা কেবল উনিই পড়তে পারবেন।"

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে মারফির দিকে তাকাল ফারুক, কিছুক্ষণের জন্যে যেন সেয়ানে সেয়ানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল চোখে চোখে। তারপর বোঝাই গেল যে বেশ কষ্ট করেই নিজেকে শান্ত করল ফারুক।

"ফাইন; কিন্তু এক্ষুণি এই রহস্যের সমাধান করা চাই।"

এগিয়ে এলো কলিন, "আমার মনে হয় উত্তরটা আমি জানি।"

ওর দিকে তাকাল ফারুক; চেহারায় স্পষ্ট বিদ্রূপের ছাপ। ডা. শুকলার মত একজন পণ্ডিত যদি না পারেন তো এই আমেরিকান ছোকরা কী করবে? "তাই নাকি" বিশ্বাস করতে পারছে না, "তাহলে বলো, উত্তরটা কী। আর খেয়াল রাখবে যাতে উল্টোপাল্টা আর আজগুবি কিছু বলে না বসো; কারণ সবার আগে ঢুকবে তোমার বন্ধু। তুমি আর এই বুড়া আমাদের সাথে থাকবে। তাই ভুল কিংবা মিথ্যা যাই বলো না কেন বন্ধুর জান যাবে। কিন্তু সত্য বললে সে আমাদেরকে পথ দেখাতে পারবে।"

নিষ্ঠুর লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কলিন। জানে ফারুকের

www.pathagar.com

হুমকি মিথ্যে নয়। ঢোক গিলে বিজয়ের দিকে তাকাল। আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। যদি ভুল হয়? বন্ধুকে আশ্বস্ত করে মাথা নাড়ল বিজয়। তাই আবারো ফারুকের মুখোমুখি হল কলিন।

"আমি গীতা কিংবা বৌদ্ধ মতবাদ সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। কিন্তু বিজয়ের আংকেলের পাঠানো ই-মেইলগুলো মনে আছে।" এরপর বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "যদি আংকেল ই-মেইলে কোনো সূত্র দিয়ে গিয়ে থাকেন? এখন তো আমরা জানিই যে উনি নিজেও ৯-এর সদস্য ছিলেন। তাই যদি এ স্টেজের জন্যে তোমাকে কোনো সূত্র লিখে দিয়ে যান, কী মনে হয়?"

চিন্তায় পড়ে গেল বিজয়, "হয়ত তোমার কথাই ঠিক। ই-মেইলে এমন অনেক কিছুই যা প্রথমবার আমলে নিই নি। ভেবেছি কনফিউজ করার জন্যেই লিখে গেছেন। কিন্তু এর সাথে খাপ খায় এমন কিছু তো মনে আসছে না।"

"দ্বিতীয় ই-মেইল" তাগাদা দিল কলিন।

মনে করার জন্যে খুব চেষ্টা করল বিজয়; কী লেখা ছিল দ্বিতীয় ই-মেইলে?

সবকিছুকে যেমন দেখায় আসলে তা না। মাঝে মাঝে আরও গভীরে গিয়ে দেখতে হবে। ভগবৎ গীতা পড়ো, প্রভূত জ্ঞানের এক উৎস। গীতার বিষয়সমূহ একত্রে মিশে থাকলেও আমাদেরকে ভবিষ্যতে পথ দেখাবে আর তোমাকে জ্ঞানের দরজা অব্দি নিয়ে যাবে যা তোমাকেই উন্মোচন করতে হবে। মায়ার মহাসমুদ্রে সবসময় সত্যের দ্বীপ থাকে।"

মাথা নাড়ল বিজয়। "সেই একই সূত্র যা আমাদেরকে চাবিটার কাছে নিয়ে গেছে। একেবারে মাঝখানের খিলানের দিকে ইশারা করল কলিন। নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে যেন বিজয় ওর যুক্তিটা ধরতে পারে।

খিলানের দিকে তাকাল বিজয়। এখনো মাথায় কিছু খেলছে না। এর দুপাশের চারটা করে খিলান ছড়িয়ে আছে। ক্লান্তিতে বুজে আসতে চাইছে মন মাথা। তারপরও বহু কষ্টে কলিনের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। পঞ্চম শব্দটা যেন কী বলেছিলেন ডা. শুকলা?

ঈশ্বর, জিহ্বা, প্রকৃতি... সময়...কর্ম...

সাথে সাথে যেন উজ্জ্বল আলো এসে চিরে দিল ওর হৃদয়; যেন অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্যামেরার ফ্লাশ। মাঝখানের দরজাটাই আসল। কলিন সত্যি কথাই বলেছে।

চাঙ্গা হয়ে উঠল শরীর। কেটে গেছে সব ক্লান্তি।

"কর্ম" জোরে চিৎকার করে উঠতেই হেসে ফেলল কলিন।

www.pathagar.com

সামনে এগিয়ে ফ্লাশ লাইটের জন্য হাত বাড়াল বিজয়। একজন তার হাতে ধরিয়ে দিল লাইট।

দ্রুত পা ফেলে কাছে চলে এলো কলিন, "তুমি একা যেতে পারবে না।"

কৃতজ্ঞ চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল বিজয়।

মধ্যখানের খিলান দিয়ে দু'বন্ধুকে হারিয়ে যেতে দেখল ফারুক। পেছনে একবার তাকিয়ে গভীরভাবে দম দিয়ে অন্ধকারে পা দিল বিজয় আর কলিন।

www.pathagar.com

৪৩
একাদশতম দিন

সীতাগড় পাহাড়ের কাছের জঙ্গল

একেবারে নিঃশব্দে যার যার জায়গামত পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কমান্ডো গ্রুপ। দেখে তো রাধা মুগ্ধ। একটা কথাও বলতে হয়নি, এমনকি ফিসফিস করেও কোনো নির্দেশ দিতে হয়নি। কেবল সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে মুহূর্তের মাঝেই তৈরি হয়ে গেল নিখুঁত ফর্মেশন।

নিজ নিজ অস্ত্র চেক করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল পুরো গ্রুপ। উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা মিলে মিশে হার্টবিট হয়ে গেল দ্রুত। কেমন যেন এক অজানা শিহরণও জাগছে মনে।

কিন্তু কমান্ডোদের দেখে মনে হচ্ছে একেবারে আবেগ অনুভূতি শূন্য। বিপদ যেন তাদের কাছে কিছুই না, কেবল নতুন একটা দিন, নতুন একটা মিশন!

সবাই জঙ্গলের ভেতরে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখান থেকে তাদের গন্তব্য কাছেই হবে আবার একই সাথে কারো নজরে পড়ার ভয়ও থাকবে না। ট্রাকগুলোকে ছেড়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছে সবাই। কমান্ডোদের বৃত্তের একেবারে মাঝখানে রাধা আর ইমরান। অন্ধকারে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; কারো কোনো শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে পায়ের কাছে পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে। কোনো ফ্লাশলাইটও জ্বলছে না। কারণ প্রত্যেক কমান্ডোর কাছেই আছে নিজস্ব নাইট ভিশন গগলস্।

নিঃশব্দে। ধীরে ধীরে অসংখ্য মাথাওয়ালা প্রকান্ড এক দানবের মত নিজ গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে কমান্ডো ফোর্স।

এক প্রহেলিকা

ফ্লাশলাইটের আলো ফেলে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এলো বিজয় আর কলিন। সামনে অমসৃণ পাথুরে দেয়াল। তবে মেঝে একেবারে সমান।

হাঁটতে হাঁটতে ডা. শুকলার কথা স্মরণ করল বিজয়; চেম্বারে সন্ত্রাসীদের সাথে ভালো আছেন তো ভদ্রলোক! একটু আগেই এলইটি লিডার নিজের

www.pathagar.com

ক্রোধকে সামলাতে না পেরে যা করেছে তাতে তো ফারুককে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না। এও ভালোভাবে জানে যে যতক্ষণ তাদের প্রয়োজন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল তারা সুরক্ষিত থাকবে।

আবার দুটো খিলানাকৃতির পথ আসতেই থেমে গেল দুজন। প্রতিটা খিলানোর উপর আবার খোদাই করা লেখা। ফ্লাশলাইটের আলো ফেলে দেখল দুই বন্ধু।

ভ্রু কুঁচকে ফেলল কলিন। ডানদিকের পথটাকে মনে হচ্ছে পাথরের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। "এর মানে তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

সম্মত হল কলিন, "৯-এর এ পর্যন্ত যত কিছু দেখেছি, কেন এমন দুটো পথ বানাবে যেটির একটি কোনো কাজেই দেবে না? তবে যদি দুটো থেকে বেছে নেবার সুযোগ হিসেবে কোনো সূত্র রেখে যায়, তাহলেই বাঁচি।"

আস্তে আস্তে খুব সাবধানে বাম দিকে এগোল দুই বন্ধু। সোজা প্যাসেজটা খানিকদূর গিয়েই ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

আবারো চিন্তায় পড়ে গেল বিজয়, "মনে হচ্ছে আরও গভীর আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে গেছে। কিন্তু কেন?"

দেয়ালের সাথে ঘষা না খাওয়ার জন্য হাত আর কনুই বাঁচিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু। তবে আস্তে আস্তে সরু হয়ে আসছে গলি। নিজেদের সতর্কতা সত্ত্বেও অমসৃণ দেয়ালের আঁচড় থেকে বাঁচতে পারল না।

একের পর এক মোড় ঘুরে অবশেষে পৌঁছে গেল দরজার সামনে।

দ্বিধায় পড়ে গেল বিজয়। না জানি সামনে কী আছে!

ওর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারল কলিন, "কী ভাবছ? কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছি, না?"

হেসে ফেলল বিজয়, "বোধহয় মরা, পচা ইঁদুর। নিশ্চয় হাজারে হাজারে আছে। কিন্তু হ্যাঁ তোমার কথা মানতেই হবে; আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।"

"তবে কিছুতেই ফিরে যাওয়া যাবে না। ফারুক নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে। আর ব্যাটা যে তামাশা করে না তাতো তুমি জানোই।"

"যদিও আমাদের কেবল একটু কেমন কেমন লাগছে। কিন্তু দরজার পেছনে কিছু একটা নিশ্চয় আছে। কী বলো?" "বুঝতে পারছি না। হলিউড মুভিতে তো দেখা যায় এরকম কোনো খিলান দরজার পেছনে সাধারণত কোনো মমি অথবা ড্রাগন কিংবা এরকম কোনো ভয়ংকর জন্তু থাকে। আর তুমি যদি এখনো না বুঝে থাকো আমি বাপু জান হারাতে রাজি নই।"

www.pathagar.com

হেসে ফেলল বিজয়। এরকম একটা সময়েও কলিন মজা করছে। "প্রাচীন ভারতীয়রা কখনো মৃতদের মমি বানিয়ে রেখে দিত না। তাই মমি যে নেই সেটা নিশ্চিত। আর ড্রাগন তো চায়নিজদের ঐতিহ্য, ভারতীয়দের নয়।"

"তাহলে শয়তান?" পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল কলিন, "ডা. শুকলার মুখে মহাভারতের শয়তানদের কথা কী যেন শুনেছি।"

"ইয়েস" চিন্তায় পড়ে গেল বিজয়, "ভারতীয় পুরাণে অসংখ্য শয়তান আছে। সব ধরনের... অসুর, রাক্ষস..."

"ঠিক আছে। ঠিক আছে আর বলতে হবে না" তাড়াতাড়ি বন্ধুকে থামিয়ে দিল কলিন, "মনে হয় না জানাটাই ভালো হবে।"

দরজার পেছনে মাথা ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন দেখল। তারপর বের হয়ে দাঁত বের করে হেসে ফেলল, "দেখো, এটা কিন্তু তোমার দেখা উচিত।"

টর্চের আলো ফেলে ভেতরে ঢুকল বিজয়। বিশাল এক গুহা। কিন্তু এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ছাদের দিকে তাকাতেই ঝুলে পড়ল চোয়াল।

আঁধারে ঢাকা ছাদে জ্বলছে অসংখ্য ছোট ছোট আলোক বিন্দু। একেবারে গভীর আন্ডারগ্রাউন্ডে পাথর কেটে তৈরি একটা চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছে জানা না থাকলে সহজেই বিশ্বাস করা যেত যে খোলা আকাশের নিচে বের হয়ে এসেছে; মাথার উপরে তারায় ভরা অনন্ত নক্ষত্র বিথী।

খানিকক্ষণের জন্যে ফ্লাশলাইট নিভিয়ে উপভোগ করল এ অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য। মনে হচ্ছে যেন সুবিশাল কোনো পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে রাতের আকাশ; নেই কোনো মেঘ কিংবা ধোঁয়া অথবা শহরের বাতির কৃত্রিম আলো। "রাতের আকাশের হুবহু নকল" পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাত ইশারা করল কলিন, "দেখো, মহাসপ্তর্ষি শুকতারাকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর ওই তো কালপুরুষ। ওইখানে বেল্ট।"

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারকারাজি দেখল দুই বন্ধু আর বিস্ময় নিয়ে ভাবল এই গুহার নির্মাতার কর্মদক্ষতা আর কারুশৈলী! তাঁরা কে ছিলেন? রাতের আকাশকে এত সুন্দরভাবে কিভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন? আর কেনই বা করেছেন?

অবশেষে চোখ নামিয়ে চারপাশের দিকে মনোযোগ দিল বিজয় আর কলিন। তবে অন্ধকারের একটা পর্দা ছাড়া আর কিছু নেই। টর্চের আলো কেবল আঁধারের শরীরে আঁচড় কাটলেও মাংস ভেদ করে ঢুকতে পারছে না।

"কী মনে হয়, এটাই সেটা?" ফিসফিস করে জানতে চাইল কলিন। "৯-এর গুহা?"

www.pathagar.com

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আগে বাড়ল দুই বন্ধু। তবে খুব সাবধানে; ধীরে ধীরে। কে জানে নিজেদের গুপ্ত রহস্যকে সুরক্ষা দেবার জন্য ৯ আর কী কী করে গেছে?

কিন্তু হঠাৎ করেই আবার থেমে গেল। টর্চের আলোয় কিছু একটা চোখে পড়েছে। একেবারে স্পষ্টভাবে না দেখা পর্যন্ত আরও খানিক এগোল বিজয় আর কলিন, তারপরেও বেশ দূরত্ব রইল।

চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা কালো একটা পিলার। কৃষ্ণ বর্ণ হওয়াতে এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না এটা কী। গুহার অন্ধকারের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে টর্চের আলো না ফেলা পর্যন্ত বোঝার উপায় নেই।

কিন্তু পিলারের রঙ দেখে তারা অবাক হয়নি; গুহার মেঝে থেকে প্রায় চার ফুট উপরে পিলারটা বাতাসে ভাসছে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল দুজনে। উপরের দিকে আলো ফেলেও চেক করে দেখল যে ঝুলে আছে কিনা। কিন্তু না, পিলারটা না উপর থেকে ঝুলছে, না মেঝের সাথে আটকানো আছে।

চারপাশে টর্চের আলো ফেলল বিজয় আর কলিন। এরকম আরও পিলার আছে। পুরো গুহা জুড়েই মেঝে থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় জমে আছে যেন।

খানিকটা ভয় পেয়ে গেল বিজয়, "কোথাও কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে।"

"আসলেই। সিলিং-এর জায়গায় রাতের আকাশ আর ভাসমান কলামওয়ালা একটা গুহা! আমার তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।" মন্তব্য করল কলিন।

আরও ভালোভাবে দেখার জন্যে সবচেয়ে কাছের পিলারের দিকে এগোল দুই বন্ধু। আর হঠাৎ করেই বিজয়ের হাত ধরে ওকে ঝটকা মেরে পিছন দিকে নিয়ে এলো কলিন। পিলারের নিচে মেঝেতে টর্চের আলো ফেলাতে বিজয় বুঝতে পারল কেন পিলারটা ওদের কাছ থেকে প্রায় চার পাঁচ ফুট দূরে।

আর মাত্র এক কদম দূরেই তীক্ষ্ণভাবে বেঁকে উধাও হয়ে গেছে গুহার মেঝে। তাই পা ফেললেই বিজয় হাওয়া হয়ে যেত। ভাগ্য ভালো যে কলিন সময় মত দেখতে পেয়েছে।

মেঝের কিনারে কালো আর ভেজা কিছুর উপরে পড়ে চকচক করছে টর্চের আলো।

"ভূ-গর্ভস্থ লেক?" ধাঁধায় পড়ে গেল বিজয়। দুজনে মিলে সামনে আলো ফেলল।

www.pathagar.com

পানির উপরে মাঝ-আকাশে ভাসছে একগাদা পিলার। যতদূর চোখ যায় কেবল এরকম ভাসমান পিলার। কুচকুচে কালো পানি একেবারে শান্ত হয়ে আছে।

"কেমন যেন জায়গাটা, না?" অবাক হয়ে গেল কলিন, "আমার মনে হয় কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে।"

"সেটাই।" একমত হল বিজয়। "কিন্তু শত শত বছর ধরে এটাকে ভরে রেখেছে যেহেতু পানির কোনো উৎসও নিশ্চয় আছে। হয়ত আন্ডারগ্রাউন্ডের কোনো ঝরনা। "তো, এবার?" বিজয়ের দিকে তাকাল কলিন। "আমরা আগেও যেতে পারবনা; আবার পিছনেও ফিরতে পারব না। বেশ ভালো বিপদেই পড়া গেল। মনে হচ্ছে যেন যে কোনো মুহূর্তে লেক থেকে উঠে আসবে এক চোখওয়ালা দৈত্য তারপর "হালুম।"

"কেন ৯ এরকম বিকল্প সব রাস্তা বানালো, যেন তাদের ভাবনার সাথে পরিচিত কেউই কেবল তা পার হয়ে অবশেষে পাবে এই অহেতুক ফাঁদ?" উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে ফেলল বিজয়, "মনে হচ্ছে কি যেন বুঝেও বুঝছি না।"

"আমার মনে হয় জমে যাওয়া পিলারগুলোতেই লুকিয়ে আছে এই উত্তর। এ ধরনের বিভ্রম কিংবা মায়ার নিশ্চয় যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা আছে।"

কলিনের কাঁধ খামছে ধরল বিজয়, "তাই তো" উত্তেজনায় জ্বলছে চোখ, "থ্যাংক ইউ দোস্ত, কখনো ভাবিনি যে নিজের মুখে কথাটা বলব, তারপরেও শোন, তুমি আসলে একটা জিনিয়াস।"

"হাহ? থ হয়ে গেল কলিন।

"এই মাত্র তুমি ধাঁধার উত্তর বের করে দিলে।"

রহস্যময় এক নিস্তব্ধতা

হঠাৎ করেই থেমে গেল কমান্ডোদের দল। সামনে কোনো নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে; কিংবা কোনোকিছুর উপস্থিতি।

ইমরানকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছে রাধা আর অবাক হয়ে ভাবছে যে এ ধরনের কত অপারেশনের অভিজ্ঞতা না জানি তাঁর আছে।

চারপাশে তাকাল। পুরো রাস্তা জুড়ে ওদেরকে আগলে রাখা দলটা জঙ্গলের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কেঁপে উঠল রাধা। ওর দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসলেন ইমরান।

হঠাৎ করেই রাতের নীরবতা খান খান করে দিয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠল। আচমকা শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠল রাধা। আর তার পরপরই হাততালির আওয়াজ।

www.pathagar.com

সামনে এগোবার জন্যে ইশারা করল কমান্ডোদের দল।

খানিকটা এগিয়েই কারণটা বুঝতে পারল রাধা। ছয়টা ফোর্ডের পেছনে দাঁড়ানো এক্স ট্রেইলকে দেখে লাফাতে লাগল ওর বুক। কমান্ডোদের শিকার এলইটির সেনাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে মাটিতে।

জোর করে চোখ সরিয়ে বাবা, বিজয় আর কলিনের জন্য মনে মনে প্রার্থনা শুরু করল।

ডান দিকের কমান্ডোর ইশারা দেখে বুঝল আবারো এগোতে বলছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শুরু হল পুনরায় যাত্রা।

www.pathagar.com

৪৪
একাদশতম দিন

সীতাগড় পাহাড়

"কী বলছ তুমি?" গুহার অমসৃণ মেঝে ধরে লাফাতে লাফাতে বিজয়ের দিকে তাকাল কলিন।

"বিভ্রম। আংকেলের ই-মেইল মনে নেই? দুবার বলে গেছেন। আমরা আরও ভেবেছি দুষ্ট লোকের হাতে পড়লে দ্বিধায় ফেলার জন্য লেখা হয়েছিল শব্দগুলো।"

মনে করার চেষ্টা করল কলিন, "শুধু একটার কথা মনে পড়ছে। চার নম্বর মেইল, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তুমি ৯-কে খুঁজে বের করবে। যদি গভীর অর্থের খোঁজ করো, তাহলেই পাবে। দুই হাজার বছরের ইতিহাস যা আমি গত পঁচিশ বছর ধরে সামলে এসেছি এবার তা উন্মোচন করার ভার তোমার। সত্যের রাস্তায় এগোও, বিভ্রমেও পথ খুঁজে পাবে।"

"আরেকটা রেফারেন্স আছে। দ্বিতীয় মেইল" কলিনকে স্মরণ করানোর জন্য বলে উঠল বিজয়, "মায়ার বিভ্রমের মহাসমুদ্রে সবসময় সত্যের দ্বীপ থাকে। তো ধরো, পৃথিবী হল মায়া আর সত্য হল সত্য সেই পথ।" "রাইট।" এবার বুঝতে পারল কলিন, "তার মানে এই গুহাটাই হল মায়া, তাই না? তারা, ভাসমান নিরেট পিলার সবকিছু মিলিয়ে তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর এক বিভ্রম। তাহলে সত্যের দ্বীপটা কোথায়? আর সেই রাস্তা?"

"এখানে" অন্ধকার পানির দিকে ইশারা করল বিজয়, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে এই লেকের কোথাও একটা দ্বীপ নিশ্চয় আছে।"

বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল কলিন, "মশকরা করছো নাকি? কী মনে হয়। দ্বীপটা চোখে দেখা যাবে?"

মুখ থেকে শব্দগুলো বের হবার সাথে সাথেই যেন বাজ পড়ল কলিনের মাথায়। "হোলি ক্র্যাপ!" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে তুমিই ঠিক। আফটার অল এই লোকগুলোই তো অদৃশ্য হবার গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে

www.pathagar.com

রেখে গেছে এই পাহাড়ে।" বিস্মিত হয়ে চারপাশে তাকাল কলিন, "পিলারগুলোর ঘটনা তো বুঝতে পারলাম। এগুলো আসলে ভাসছে না নিচের অংশ নিশ্চয় অদৃশ্য ক্লোক দিয়ে তৈরি। আর সম্ভবত কোনো একটা দ্বীপও ঢেকে আছে; তাই আমরা দেখতে পারছি না।"

এবারে দেঁতো হাসি হাসল বিজয়। "বুঝেছ তাহলে বাছা। অদৃশ্য এক মায়ার পেছনে লুকিয়ে আছে সত্যের দ্বীপ। দেখো, আমার সাথে থেকে থেকে তোমারও মাথা আস্তে আস্তে খুলছে।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল কলিন, "ওকে পণ্ডিত, বলো তাহলে দ্বীপে কিভাবে যাবে? এটাও খুঁজে বের করো।" হাত বাড়িয়ে দিল, "না, না, দাঁড়াও, আমার মনে হয় আমিই জানি। যদি আমাদের থিওরি কারেক্ট হয়, তাহলে পানির উপরে নিশ্চয় অদৃশ্য একটা সেতুও আছে।"

"আমাদের থিওরি?" বাঁকা চোখে তাকাল বিজয়।

খুশি মনে হাসল কলিন। যদি তারা সত্যিই ঠিক হয়, তাহলে বোধ হয় গুহার রহস্যের সমাধান হতে আর বেশি দেরি নেই। "পিলারগুলোকে অনুসরণ করেই সেতুটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এগুলো নিশ্চয় পথটাকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে, তাই না?" "চলো" একেবারে কাছের পিলারের দিকে হাঁটা ধরল বিজয়। তীর থেকে দুই ফুট দূরে পানির উপর ভেসে আছে। পা বাড়িয়ে দিল ব্রিজের আশায়।

নাহ; কিছুই নেই।

কলিনের দিকে তাকাল, "এত সহজ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

তীরের কাছাকাছি আরেকটা পিলারের কাছে গেল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। পরের চারটা পিলারেও একই রেজাল্ট।

ঠিক যখন মনে হতে লাগল বুঝি ওদের ধারণা ভুল তখনই এটা খুঁজে পেল কলিন। হা হয়ে নিচে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে যেন পাতলা বাতাসের আবরণ। অথচ নিচে গাঢ় কালো পানিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। "অদৃশ্য এই শিল্ড তো সত্যিই কাজের তাইনা? এখন বোঝা যাচ্ছে যে ফারুক কেন এত হন্যে হয়ে খুঁজছে।"

ধীরে ধীরে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পানির উপরে উঠে এলো দুজনে। প্রতিবার পা ফেলার আগে আশে-পাশে ভালোভাবে দেখে নিচ্ছে। এরপর হঠাৎ করে ব্রিজের উপর অদৃশ্য একটা দেয়ালের সামনে এসে পড়ল দুজনে। "মনে হচ্ছে যেন প্লাস্টিক" হাত দিয়ে দেয়ালটকে অনুভব করছে কলিন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, এটা কী?" দেয়ালের মাঝে গোলাকার যেন কী একটা হাতে লাগল। "মনে হয় চাবি ঢোকাতে হবে।"

www.pathagar.com

মনে মনে নিজেকে গালি দিল বিজয়। চাবিটা দিয়ে নিশ্চয় এই দরজাটা খোলা যাবে। কিন্তু সেটা তো পাটনাতে ওর হোটেলের রুমে পড়ে আছে।

"মন খারাপ করো না, ডিয়ার বয়" পকেট থেকে চাবিটা বের করে হাসল কলিন, "ভুলে যাচ্ছো কেন তোমার সঙ্গী একজন জিনিয়াস। ৯-এর আস্তানায় আসছি তাই নিশ্চিত ছিলাম যে এটা কোথাও না কোথাও লাগবেই।"

জোর চেষ্টা করে অদৃশ্য দরজার তালা খুলতে চাইল কলিন; ক্লিক করে খাপে আটকে গেল চাবি। ক্লকওয়াইজ ঘোরাতেই হঠাৎ করে একেবারে যেন শূন্য থেকে উদয় হল একটা দরজা।

"চিচিং ফাঁক!" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল কলিন। নিজেদের ধারণাকে এভাবে মিলে যেতে দেখে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করছে। দরজা দিয়ে পা রাখল আয়তাকার একটা ধাতব প্লাটফর্মের উপরে; যেটির চারপাশে আবার অন্তত ত্রিশ ফুট উঁচু ধাতব দেয়াল। পিলারগুলোর মতই মেঝে আর দেয়ালের রঙও কালো। কোনো সন্দেহ নেই যে সেই মেটাল ডিস্কটাও এই একই ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে।

কলিনের পিছু নিয়ে বিজয়ও রুমে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। একেবারে মাঝখানে দুই ফুট উচ্চতার আটটা পিলার মিলে তৈরি করেছে একটা সার্কেল। তবে ধাতব দেয়ালগুলো শূন্য।

"এবার কী?" জানতে চাইল বিজয়।

মনে হল যেন ওর উত্তরেই প্রচণ্ড শব্দে একে অন্যের সাথে ঘষা খেতে লাগল ধাতব শরীরগুলো। মাথার উপর থেকে তৈরি শব্দ শুনে সিলিঙে আলো ফেলল দুই বন্ধু।

আতঙ্ক নিয়ে বুঝতে পারল যে সোজা ওদের উপর নেমে আসছে কালো আর তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা লাগানো ছাদ।

আর এর ঠিক সাথে সাথেই ঝাঁকুনি খেয়ে তীব্র গতিতে নড়তে লাগল ধাতব প্লাটফর্ম। যে দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সেটির দিকে তাকাতেই দেখা গেল যে বাইরের নিরেট পিলারগুলো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। "আরেকটা বিভ্রম নাকি?" ভ্রু কুঁচকে ভাবতে গিয়েই বিজয় বুঝতে পারল, "ওহ শিট! এবারে আর কোনো বিভ্রম নয়। সত্যিই এসব ঘটছে!"

প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে কলিন, "লেকের মাঝে দ্বীপটা ডুবে যাচ্ছে!"

আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল দুই বন্ধু। রুমটা আস্তে আস্তে লেকের ভেতরে নেমে যাচ্ছে আর ছাদের নেমে আসার গতিও কমছে না। যদি তারা কোনোরকমে বেঁচেও যায়; সোজা পানিতে ডুবেই মারা যাবে।

"নিশ্চয় কোনো একটা রাস্তা আছে" চারপাশে তাকাল বিজয়। "চাবিসহ কেউ এখানে ঢুকে মারা যাবে, ৯ নিশ্চয় সেটা চায়নি।"

www.pathagar.com

"পিলারস" রুমের মাঝখানের আটটা পিলারের সার্কেলের দিকে দৌড় দিল কলিন।

দুজনে আলাদা হয়ে প্রতিটি পিলারের এ মাথা থেকে 'ও' মাথা পর্যন্ত টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগল কোনো লেখা কিংবা চাবি ঢুকানোর স্লট; বাঁচার নিশ্চয় কোনো উপায় আছে।

একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে প্লাটফর্ম। নেমে আসছে ছাদ। সবকটি কলাম দেখে ফেলল বিজয় আর কলিন। কিছুই নেই।

দুজনে এত ভয় পেয়েছে যে সহজভাবে কিছু ভাবতেই পারছেনা। কিন্তু শান্ত হতে হবে। নয়তো মৃত্যু নিশ্চিত।

"ভাবো, ভাবো, নিশ্চয় উদ্ধারের কোনো রাস্তা আছে" বলে উঠল বিজয়।

মাথা তুলতেই দেখা গেল যে টর্চের আলোয় চকচক করছে তীক্ষ্ণ শলাকা; আর খুব বেশি হলে দুই ফুট উপরে আছে।

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগল কলিন, "পানি" লেকের সমান্তরাল হয়ে গেছে মেঝে।

কয়েক মিনিট পরেই দুজনকে গেঁথে ফেলবে তীক্ষ্ণ শলাকা।

অথবা লেকের পানিতে ডুবে যাবে চেম্বার।

যাই হোক না কেন হাতে সময় একেবারেই নেই।

"এক মিনিট দাঁড়াও" খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে বিজয়, "আটটা কলাম কেন? ভাবো তো। কেন ৯টা নয়?"

"কলামের সংখ্যা ভাবার সময় নেই ম্যান" খেঁকিয়ে উঠল কলিন।

"তবুও ভাবো" জোর দিল বিজয়। এ পর্যন্ত যা কিছুই দেখেছি সবকিছু ৯-কে ঘিরেই ছিল। কেননা ব্রাদারহুডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯। তাহলে এখন কেন প্যাটার্নটা বদলে গেল? আটটা কেন? কী আছে এই আট সংখ্যাতে?

কলিন নিজেও দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে যে বিজয়ের মাথায় কিছু একটা এসেছে, "আচ্ছা, রাধা না বলেছিল যে হুইল অব ল'তে আটটা খাঁজ আছে?" বিক্রম সিংয়ের স্টাডি রুমের পেইন্টিং-এর ভেতরে পাওয়া চাবি নিয়ে আলোচনার কথা স্মরণ করল।

উজ্জ্বল চোখে তাকাল বিজয়। "ব্রিলিয়ান্ট, শপথ নিচ্ছি এখন থেকে আর তোমাকে বুদ্ধু বলে ক্ষ্যাপাবো না। এটা তাই। হুইল অব ল।"

এখনো বুঝতে পারেনি কলিন, "ওকে, জানি আমি একটা জিনিয়াস। আর শপথ নিয়েও ভালো করেছ। কিন্তু তা আমাদের কী কাজে লাগবে?"

উপরের দিকে তাকাল বিজয়।

www.pathagar.com

আর মাত্র ইঞ্চি খানেক উপরে আছে লোহার শলাকা। তাই হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল। কলিনকেও বলল একই রকম করতে।

"আমার মনে হচ্ছে, যদি ৯ হুইল অব ল'কে বোঝানোর জন্যই নিজেদের ফেবারিট নাম্বারের সাথে আটকে বদলে নেয় তাহলে এ হুইলকে অবশ্যই নড়ানো যাবে।"

"শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে।"

দুজনেই একটা করে কলাম ধরে কাঁধ ঠেঁকিয়ে চেষ্টা করল ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে। কিছুই হল না।

এক ফুট উঁচু হয়ে গেছে মেঝের পানি আর লোহার শলাকা বলতে গেলে মাথা স্পর্শ করে ফেলেছে।

কিন্তু যদি এটা কাজ না করে তাহলে শিকে গেঁথে কাবাব হয়ে যেতে হবে।

"অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ চেষ্টা করা যাক।" হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কলিন। সর্বশক্তি দিয়ে বিপরীত দিকে ঘোরাতে লাগল কলাম।

এইবারে তীব্র ক্যাচকোচ শব্দ করে নড়ে উঠল প্রতিটা পিলার। আর হুইলটা নড়ে উঠার সাথে সাথেই থেমে গেল সিলিঙের পতন আর ঝাঁকুনি দিয়ে মেঝেস্বরূপ প্লাটফর্মটাও স্থির হয়ে গেল।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আবারো জোরে ধাক্কা দিল দুই বন্ধু। দুই হাজার বছর পরে নড়ে উঠায় যেন প্রচণ্ড বিরক্ত হল হুইল।

কাজটা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য। হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকায় মেঝের পানিতে ভিজে গেছে কাপড়। কিন্তু তারপরেও থামল না বিজয় আর কলিন। এটাই তাদের একমাত্র আশা।

ধাক্কা দেয়ার সময় খেয়াল করল যে প্লাটফর্ম কাঁপছে; কিন্তু নতুন করে আর পানি উঠছে না। অন্যদিকে মাথার উপরের ছাদও আস্তে আস্তে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে।

"ধাক্কা দিতে থাকো!" কলাম আর সিলিঙের মাঝখানে গুহা থেকে চিৎকার করে জানাল কলিন, "একেবারে আগের পজিশনে দিয়ে আসতে হবে। নয়তো অদৃশ্য ব্রিজটা পাওয়া যাবে না।"

মাথা নাড়ল বিজয়। পরিশ্রমে হাত আর কাঁধ টনটন করে উঠলেও ব্যথাও দমাতে পারল না তাদেরকে।

অবশেষে মনে হল অনন্তকাল পরে যেন থেমে গেল কলামের চক্র।

পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে দুই বন্ধু।

"একটা কথা বলব?" বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে দিল কলিন, দুর্ভাবনা কেটে যাবার পর আবার মাথার দুষ্ট বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, "নিউ জিল্যান্ডের বাঙ্গি জ্যাম্পিং এর মতো মনে হচ্ছে।"

www.pathagar.com

"ঠিক তাই" সম্মত হয়ে পাল্টা দাঁত দেখাল বিজয়। "চলো আর কিছু ঘটার আগেই বের হয়ে যাই।"

"কিন্তু কী করব? ফারুকের কাছে ফিরে যাবো?"

কাঁধ ঝাঁকাল বিজয়" সত্যি বলতে, আর কিছু করার আছে কিনা বুঝতে পারছি না।"

উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো দুজনে। একটুও না থেমে দৌড়ে টানেল দিয়ে বের হয়ে এলো; যেন কত যুগ পরে মুক্তি পেয়েছে!

মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। যাক; অতঃপর বিজয়ের হাত ধরে দ্বিতীয় খিলানওয়ালা দরজাটা দেখাল কলিন। প্রথমবারে এটাকে অর্থহীন বলে অবজ্ঞা করেছিল। বিভ্রমের গুহায় থাকাকালীন কিছু একটা ঘটে গেছে। বেশ বড়সড় একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। আরেকটা সুরঙ্গের প্রবেশ পথ। আগে বন্ধ থাকলেও এখন কোনো ভাবে খুলে গেছে দরজাটা।

"তোমার কী মনে হয়? হুইলটা ঘোরানোতেই কি দরজাটা খুলে গেছে?" সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কলিন।

মাথা নাড়লেও বিজয় নিজেও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, "জানি না কিভাবে কী ঘটেছে তবে এটা নিশ্চিত যে গুহাতে ঢোকার কারণেই এই দরজাটা খুলতে পেরেছি। নিজেদের গুপ্ত রহস্যের সুরক্ষার জন্যে আরেকটা টেস্ট নিল ৯।"

দ্বিতীয় ধনুকাকৃতির খিলান দিয়ে ভেতরে ঢুকলো দুই বন্ধু। এবারকার সুরঙ্গটা বেশ চওড়া হলেও অসমাপ্ত। একটু পরপরই এত তীক্ষ্ণ সব মোড় নিচ্ছে যে কোনদিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে দুজনের কোনো ধারণাই নেই। খানিক পরে উপরের দিকে উঠে গেল প্যাসেজ আর তারপরেই ছোট্ট একটা পাথুরে চেম্বারে এসে হঠাৎ করে শেষও হয়ে গেল। পাথর কুদে তৈরি হয়েছে সিঁড়ি।

খুব সাবধানে সামনে এগোল বিজয় আর কলিন। যেকোনো সারপ্রাইজের জন্যে প্রস্তুত; কিন্তু চেম্বারের চারধারে আলো ফেলে দেখা গেল কোথাও কোনো খোদাই করা কারুকাজ নেই।

গুপ্ত রহস্যের খোঁজে শুরু হওয়া ভ্রমণ কি তবে এখানেই শেষ হবে?

অদম্য আগ্রহে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো দুই বন্ধু। নিজেরাও জানে না যে কী পাবে।

হতাশ হয়ে দেখল আরেকটা সুরঙ্গ, যেটার একমাথা আবার পাথরের দেয়াল দিয়ে আটকানো।

"আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে যেতে মরে গেলাম" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল কলিন।

বিজয় নিজেও তিক্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর ভূমিতল থেকে এতটা নিচে এসে কারোরই ভালো লাগার কথা নয়; কিন্তু কী করবে, এগোতে তো হবেই।

www.pathagar.com

কিন্তু মাত্র কয়েক পা এগোতেই হালকা এক ধরনের আলোয় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল পুরো প্যাসেজ।

পরস্পরের দিকে তাকাল দুজনে। আঁচ করতে পারছে একে অন্যের উত্তেজনা। দুই বন্ধুই একসাথে বলে উঠল;

"এই প্যাসেজের কথাই লিখে গেছেন মন্ত্রী সুরসেন।"

"এই পথটাই পাহাড় থেকে ৯-এর গুহা অব্দি গেছে।"

"চলো দৌড় লাগাই। বাজি ধরে বলতে পারি আমি তোমাকে হারিয়ে দেব।" এড্রেনালিনের প্রবাহে বেড়ে গেল বিজয়ের প্রাণশক্তি। এতক্ষণ নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ভাবতেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সারা দেহ।

শারীরিক শক্তিতে দুজনেই সমান। তাই প্রায় একসাথে সুরঙ্গের শেষ মাথায় তৈরি ধনুকাকৃতির খিলান দিয়ে ঢুকে পড়ল দুই বন্ধু।

বিস্ময় তো যেন কোনো বাঁধ মানছে না। প্যাসেজের মতই মোলায়েম নরম আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সুবিশাল এক গুহাকক্ষ। আর ছাদ তো সম্ভবত তিনশ থেকে চারশ ফুট উঁচু হবে। গভীরতাও প্রকান্ড। চারপাশেই প্রায় সমান দূরত্বে ছড়িয়ে আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে যেন পুরো পাহাড়ের নিচে জুড়েই তৈরি হয়েছে এ কক্ষ। প্রাকৃতিক কিংবা মানুষের তৈরি যাই হোক না কেন, থ হয়ে গেল বিজয় আর কলিন।

কিন্তু শুধু যে গুহাকক্ষের পরিধি দেখেই অবাক হয়েছে তা নয়; চোখের সামনে পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে উন্মোচিত হল সেই মহাদুর্লভ ৯-এর গুপ্ত রহস্য।

বিমান পর্ব লোককাহিনি থেকেই এ সম্পর্কে জানে। এমনকি অদৃশ্য শিল্ডও চেনে। কিন্তু চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখছে তার জন্য কখনোই প্রস্তুত ছিল না। দুই হাজার তিনশ বছর আগে ঠিক একই দৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে উঠেছিলেন মন্ত্রী সুরসেন।

চরম হতাশা!

স্মৃতি স্তম্ভের নিচের চেম্বারে অপেক্ষা করছে ফারুক, মারফি আর এলইটির লোকজন। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে বিজয় আর কলিন ওদেরকে ছেড়ে গেছে। ফারুকের জন্য তো আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। খাঁচায় আটক বাঘের মতন ঘুরছে পুরো চেম্বার জুড়ে; রাগ আর টেনশনে থমথম করছে চেহারা; কিছুতেই মানতে পারছে না এসব ঘটনার উপর সে নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারছে না। সূত্র, পদ্য আর খোদাই করা লেখার মর্মোদ্ধার আর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বিজয় আর তার বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে ভাবতেই গা জ্বালা করছে। আর এই

www.pathagar.com

মারফির উপস্থিতি তো বিরক্তি আরও বাড়িয়েছে। কেবল পার্টনারদের কথা ভেবে এখনো সহ্য করছে এই উটকো ঝামেলা।

আর এখন লাপাত্তা হয়ে গেছে বিজয় আর কলিন। ছেলেগুলোর কী হয়েছে সেটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। দুশ্চিন্তা কেবল এর ফলে মিশনের সফলতা না ভেস্তে যায়।

"কোথায় গেছে ওরা?" ডা. শুকলার উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল ফারুক।

"ওরা ঠিকই ফিরে আসবে" শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন ডা. শুকলা; না জানি ওদের কী হয়েছে! আবার ফারুকের অধৈর্য ভাব দেখেও চিন্তা হচ্ছে, "যদি একটু ধৈর্য"

"আমি এখন একেবারেই ধৈর্য ধরতে পারব না। তুমি আর তোমার বন্ধুরা শুধু আমার ঝামেলাই বাড়িয়েছ।"

"হয়ত ওরা কোনো সমস্যায় পড়েছে" পাকিস্তানি বিজ্ঞানি যাতে রেগে না ওঠে তাই আস্তে আস্তে বললেন ডা. শুকলা। "সম্ভবত আমাদেরও সাথে যাওয়া উচিত ছিল।"

তার মানে লোকটা বলতে চাইছে বিজয়কে পাঠানোর ফারুকের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে! কত বড় সাহস!

"আমি ভুল করেছি অ্যা?" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফারুক, "ওরা উধাও হয়ে গেছে এর জন্য আমি দায়ী?" "না, আমি তা বলতে চাইনি" ফারুকের ক্রোধ বাড়ছে, বুঝতে পেরে কয়েক পা পিছিয়ে এলেন ডা. শুকলা।

কিন্তু ততক্ষণে বহু দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে কোনো মতে নিজর ভেতরের দুশ্চিন্তা, হতাশা আর রাগকে ঠেকিয়ে রেখেছিল ফারুক, তবে এখন মুক্ত হবার পথ বেয়ে যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হল। ডা. শুকলার দিকে তেড়ে এসে সামনে মুখে আর শরীরে বন্দুক দিয়ে মারতে আরম্ভ করল; যতক্ষণ না লুটিয়ে পড়ল বয়স্ক লোকটা। আর তারপর তো সোজা গুলি করার জন্যই তাক করল অস্ত্র। দেখে তো কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই পাথরের মত নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সবশেষে একেবারে আলৌকিকভাবে কেন যেন বন্দুক নামিয়ে সরে এলো ফারুক।

রাগ খানিকটা শান্ত হতেই কানে এলো মারফির কথা। যদি বিজয় ৯-এর পাতা কোনো ফাঁদে আটকা পড়ে তাহলে সঠিক দিশা দেখানোর জন্যে ডা. শুকলার প্রয়োজন হতে পারে। তাই বুড়োটাকে মারা যাবে না। অন্তত এখন নয়। তবে যখন একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে এর আর কোনো দরকার নেই; তখনই দুনিয়া ছাড়তে হবে।

www.pathagar.com

"চলো।" গর্জন করে উঠল ফারুক। "যদি ওই দুই ছোকরা ওখানে মরে পড়ে থাকে তবে সেটা তাদের ব্যাড লাক। আর যদি বেঁচে থাকে তো নির্দেশ অমান্য করার দায়ে আমার হাতেই মরতে হবে।"

ডা. শুকলাকে তুলে দাঁড় করাল দুই এলইটি সেনা; ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন বেচারা । মাথা আর মুখের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে ভিজে যাচ্ছে পোশাক।

অনুসরণ করার জন্যে ইশারা দিয়ে মাঝখানের ধনুকাকৃতির পথ ধরে ঢুকে গেল ফারুক।

www.pathagar.com

৪৫
সীতাগড় পাহাড়

ধনুকাকৃতি দুই দরজার সামনে পৌঁছে খোদাই করা লেখাগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে এলইটি-র লিডার পাকিস্তানি বিজ্ঞানী।

আরও ধাঁধা।

একের এর এক ধাঁধা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কখন যে গুপ্ত সূত্রটাকে হাতের মুঠোয় পাবে ভেবে হাসফাঁস করছে। কিন্তু প্রতিবার পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে বেহুদা সব ধাঁধা।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজের বিরক্তি লুকালো ফারুক। নিজে একজন বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও দশ বছর বয়েসি একটা বাচ্চার মতন গুপ্তধন শিকারের খেলা খেলতে হচ্ছে।

ঠোঁট কামড়ে নিজেকে এই বলে শান্ত করল যে এসব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। ডা. শুকলার দিকে তাকাতেই দেখল লোকটা নিজেও লেখা পড়ছে। "তো?" কোমরে হাত দিয়ে প্রাজ্ঞ ভাষাবিদের সামনে এসে দাঁড়াল ফারুক।

"এখানে লেখা আছে যে আমরা ফাইনাল টেস্টে চলে এসেছি। এবারে যদি পাস করা যায় তাহলেই যোগ্য বলে ধরে নেয়া হবে। তবে ব্যর্থ হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।" দেয়ালের গায়ে মাথা হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন ডা. শুকলা।

ভ্রু কুঁচকে ফেলল ফারুক, "তারমানে এবার আর কোনো সূত্র নয়।"

দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন ডা. শুকলা। একটু নড়লেই ব্যথা বাড়ছে, "আরও আছে, প্রতিটা দরজার উপরে পৃথক পৃথক নাম। বামদিকে মায়া, ডানদিকে সত্য।"

"আর?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. শুকলা, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে, "সোজা কথায় বলতে হলে মায়া মানে বিভ্রম। আর সত্য মানে সঠিক। বিক্রমের মেইল অনুযায়ী আমাদেরকে মায়া নয়; সত্যের পথেই এগোতে হবে।"

www.pathagar.com

বলতে বলতেই আতঙ্ক ভর করল ডা. শুকলার চেহারায়; কী যেন মনে হতেই ভুলে গেলেন নিজের ব্যথা।

"ওহ্ মাই গড" ফিসফিস করে বললেন, "আশা করছি বিজয় আর কলিন ঠিক পথেই এগিয়েছে।"

"না গেলে ওদেরটা ওরা বুঝবে।" দুজন মানুষ কমে গেল বলে খুশিই হল ফারুক। এর আরেকটা মানে হল কাউকেই আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। ফাইনাল ইনস্ক্রিপশন হলে শুকলাকেও নয়। আর বিজয় আর কলিনকে তো নয়-ই। নিজের লোকদেরকে ইশারা দিয়ে বলল, "একে এখানেই রেখে যাও। তোমরাও থাকো। আমরা সামনে যাচ্ছি।"

আর একটাও কথা না বলে ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ফারুক। অন্যরা পিছু নিল।

তারা জানে না; মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এ পথ দিয়ে চলে গেছে বিজয় আর কলিন।

খুব কাছ থেকে পিছু ধাওয়া

মাটিতে খোলা গর্তের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে কমান্ডোদের দল আর ইমরান।

ভার্মা ইশারা করতেই তৎক্ষণাৎ নতুন দল গড়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কমান্ডোরা। এখন এসে দাঁড়িয়েছে সেই চেম্বারে যেখানে একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিল এলইটির পুরো দল। ৯টা ধনুকাকৃতির খিলানপথের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ইমরান, ভার্মা, আর রাধা।

"কোন পথ?" ফিসফিস করে জানতে চাইলেন ভার্মা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ইমরান, "নো আইডিয়া।"

"আহারে পাপা যদি থাকত আমাদের সাথে" ফিসফিস করে জানাল রাধা, "উনি ঠিক পথটা বাতলে দিতেন।"

মাথা নাড়লেন ইমরান, "কোনো সন্দেহ নেই যে এলইটি তাঁকে দিয়ে ভালোই কাজ করাচ্ছে।"

"কিন্তু আমরা কী করব?" তাগাদা দিলেন ভার্মা, "উই আর লুজিং টাইম।"

বিজয়ের প্রথম আনন্দ

দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসে শারীরিক ব্যথাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করছেন ডা. শুকলা। তাদেরকে রেখে যাওয়াতে এলইটি সেনা দুজনেরও মন খারাপ।

www.pathagar.com

এই বুড়োটাকে যে কেন এখনো টিকিয়ে রেখেছে ফারুক সেটাই তাদের মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু লিডারের সাথে তর্ক করার সাহস কারো নেই। হঠাৎ করেই চোখ তুলে তাকাল একজন।

"কিছু শুনতে পেলে?" আরবিতে জিজ্ঞেস করল সঙ্গীকে।

"না, কি?"

"মনে হল যেন মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। কী মনে হয়? জঙ্গলে ঢুকে কেউ প্রবেশপথটা খুঁজে পেয়েছে?"

অন্যজন হেসে ফেলল, "এই সময়ে কে জঙ্গলে মরতে আসবে?"

"মনে হয় একবার গিয়ে দেখা দরকার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তার সঙ্গী "যা ভালো বোঝ করো নাসির; কিন্তু টর্চটা আমি রাখছি। অন্ধকারে এই ব্যাটাকে পালাতে দেয়া যাবে না। তাহলে ফারুক আমাদের চামড়া ছিলে নেবে।"

দুজনের কাছে কেবল একটাই টর্চ আছে।

সুরঙ্গ ধরে পিছনের চেম্বারে ফিরে গেল নাসির। হতে পারে মনের ভুল। তারপরেও নিশ্চিত হওয়া ভালো। আর যদি তার ধারণা ঠিক না হয় আর কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অতি উৎসাহের জন্যে ভালোই মজা বোঝাবে ফারুক।

খিলানাকৃতির দরজার কাছে এসে খানিক অপেক্ষা করল নাসির। টর্চটা সঙ্গীর কাছে রয়ে গেছে; আর আলোও এতদূর আসছে না। অন্ধকারে নিশ্চুপ গুহাটাকে দেখে মনে হচ্ছে শিকার ধরার জন্য ওঁত পেতে আছে কোনো দানব।

মৃত্যুভয় না থাকলেও চেম্বারে গাঢ় অন্ধকার দেখে নিজের কাঁপুনি আটকাতে পারল না।

যাই হোক পা বাড়িয়ে চলে এলো মেইন চেম্বারে। চারপাশের আঁধার যেন একেবারে ছেঁকে ধরল।

অন্যদিকে মাঝখানের দরজা দিয়ে এলইটি ফাইটারকে আচমকা উদয় হতে দেখে নাইট ভিশন গ্লাসের মধ্য দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কমান্ডোদের দল। কিন্তু অন্ধের মত দেয়াল ধরে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছে লোকটা।

খুব দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা।

ভার্মার কাছ থেকে ইশারা পেয়ে নিঃশব্দে উঠে দুর্ভাগা এলইটি ফাইটারের গলায় ছুরি ঢুকিয়ে দিল এক কমান্ডো। মুখে হাত চাপা দেয়াতে কোনো শব্দও শোনা গেল না। সেকেন্ডের মাঝেই সব শেষ হয়ে গেল।

এখন বুঝতে আর বাকি রইল না যে কোন পথ দিয়ে এগোতে হবে।

www.pathagar.com

তড়িৎ গতিতে সুরঙ্গে ঢুকে পড়ল কমান্ডোদের দল। টর্চের ঝাপসা আলো দেখে এগিয়ে যাচ্ছে ডা. শুকলা আর আরেকজন ফাইটারের দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই চলে এলো জোড়া দরজার কাছে। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডা. শুকলার দোমড়ানো দেহ আর দ্বিতীয় এলইটি ফাইটার।

বাবার অবস্থা দেখে নিজেকে সামলাতে পারল না রাধা।

মেয়েটার হাহাকার শুনে অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল এলইটি ফাইটার।

স্তম্ভিত হয়ে বুঝতে পারল যে কী ঘটছে আর তারপর পরই বন্দুক তুলে নিল।

কিন্তু এর চেয়ে দ্রুত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলইটি ফাইটারের বুকের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিলেন ভার্মা। টর্চের আলোয় ফলার ঝলকানি ছাড়া আর কিছু দেখার সুযোগ পেল না এলইটি ফাইটার। খিঁচুনি দিয়ে উঠল ট্রিগারে ধরা আঙ্গুল। পেছনের দিকে পড়ে গেল নিস্পন্দ দেহ। ঠং শব্দ করে পড়ে গেল বন্দুক। তারপর আবার সব চুপচাপ।

পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে কমান্ডোরা। সবার মাথায় একই চিন্তা ঘুরছে। বন্দুকের শব্দটা কি অন্য শয়তানগুলো শুনতে পেয়েছে? বাবার কাছে দৌড়ে গেল রাধা, "কী হয়েছে?" ডা. শুকলার হাল দেখে কেঁপে উঠল মেয়ের গলা।

রাধা আর কমান্ডোদেরকে দেখে উঠে বসলেন ডা. শুকলা। বুঝতে পারলেন যতই ক্ষীণ হোক না কেন ফারুককে রুখে দেয়ার জন্য আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেছে। ভাবতেই ফিরে এলো মনের জোর; গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনা সব খুলে বললেন।

"তোকে দেখে যে কত ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারব না; কিন্তু আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। ফারুক আর ওর লোকেরা এই পথ দিয়ে গেছে।" ডানদিকের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। "আর গ্রেগ হোয়াইট একটা ভন্ড। সে একটা গোপন স্পাই। ওর আসল নাম মারফি।"

"আমরাও ধরতে পেরেছি কিন্তু কেবল একটু দেরিতে।" স্বীকার করলেন ইমরান।

"বিজয় আর কলিনের কী অবস্থা?" উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রাধা।

চোখ ফেরালেন ডা. শুকলা, "আমাদেরকে বাইরের চেম্বারে রেখে ওরা এখানে এসেছিল। তারপর থেকে আর দেখিনি। নিজের কন্যাকে নিরাপদ দেখেও কণ্ঠের আকুতি লুকোতে পারলেন না প্রৌঢ়।

চারপাশে তাকালেন ভার্মা। "ওকে বয়েজ" নিজের কমান্ডোদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "লেটস, মুভ; এবারে আসল লোকদের সাথে মোলাকাত করতে হবে। আর ফাইট ছাড়া তারাও এত সহজে সিধে হবে না।"

www.pathagar.com

"আমরা ডা. শুকলাকে নিয়ে মেইন চেম্বার আর সিঁড়ি বেয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।" জানালেন ইমরান।

"আমি জঙ্গলে ফিরে যাব না।" প্রতিবাদ করলেন ডা. শুকলা, "কমান্ডোদের সাথে যাবে।"

ভাষাবিদের দিকে তাকালেন ভার্মা, "আমি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করতে চাই না ডা. শুকলা; কিন্তু এখন থেকে এটা পুরোপুরি একটা সামরিক অপারেশন হবে আর এক্ষেত্রে সিভিলিয়ানদের কোনো ঠাঁই নেই। আমার সৈন্যরা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তাই আপনাকে সামলানোর সময় থাকবে না।"

তারপরেও ভেতরে যাবার আশা নিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন ডা. শুকলা। ৯-এর গুপ্ত রহস্যের এতটা কাছে এসে নিজের চোখে দেখার সুযোগ ছাড়তে মন চাইছেনা। হাজার হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল এই গুপ্ত রহস্য। কিন্তু ভার্মার কথাও বুঝতে পেরেছেন। তাই অবশেষে মাথা নাড়লেন।

নিজের দুজন কমান্ডোকে আদেশ দিলেন ভার্মা, "তোমরা উনাদের সাথে যাও। জঙ্গলে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।"

কমান্ডো দুজন ডা. শুকলাকে ধরে সুরঙ্গ দিয়ে বাইরে বের করে আনল, সাথে ইমরান আর রাধা। পাথরের উপর সত্য খোদাই করা দরজা দিয়ে ভার্মার পিছু নিল বাকি কমান্ডোরা।

www.pathagar.com

৪৬
সীতাগড় পাহাড়

হা করে তাকিয়ে আছে বিজয় আর কলিন। ৯-এর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জানার পর ভেবেছিল বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টস আর ব্লু প্রিন্ট ভর্তি একটা লাইব্রেরি দেখতে পাবে; যেখানে লেখা থাকবে ফারুকের উল্লেখিত অদৃশ্য ক্লোক তৈরির রহস্য।

অথচ যা দেখছে তার সাথে এর কোনো মিল নেই।

বামদিকে, পুরো গুহার প্রায় অর্ধেক জুড়ে ছড়িয়ে আছে মেটাল সিলিন্ডারের সারি। দেখে মনে হচ্ছে পদ্য-খোদাই করা ডিক্সটাও এই একই ধাতু দিয়ে গড়া হয়েছে।

বিপরীত পাশে অর্থাৎ তাদের ডান দিকের গুহার অংশ প্রায় খালিই বলা চলে। কেবল পাথরের কয়েকটা ব্লক এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে। প্রবেশ মুখের পাশের দেয়ালের একটা অংশে বেশ কিছু ফাঁপা চেম্বার, যেখানে একই ধরনের কালো ধাতুর তৈরি পাত কিংবা ফলক স্তূপ করে রাখা হয়েছে।

সিগার শেপড মেটাল সিলিন্ডারের এক প্রান্ত ভোঁতা আর অন্য প্রান্ত ক্রমাগত সরু হয়ে তৈরি করেছে চোঙাকৃতির নাক। প্রতিটা সিলিন্ডারের পেটের কাছে ছয়টা চাকার একটা করে সেট। পুরো সিলিন্ডার জুড়ে জোড়ায় জোড়ায় পাখা। দুটো সমান্তরাল আর বেশ মোটাসোটা পাখার ন্যায় বহিঃসরণ (Protrusions)-ও দেখা যাচ্ছে ভোতা কিনারে।

সারি ভর্তি এ ধরনের অন্তত একশটা মেশিন আছে। নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না দুই বন্ধু।

"ওহ্ সুইট লর্ড!" কলিনের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

বিজয় নিজেও বেশ মুগ্ধ হয়ে গেছে। বিমোহিত হয়ে দেখছে সামনের দৃশ্য। বুঝতে পারল কোথায় এসেছে।

"দ্য বিমান পর্ব" মৃদু স্বরে জানাল বিজয়, "পাণ্ডবদের হারানোর জন্য এই এয়ার ক্রাফটের বহরই তৈরি করিয়ে ছিলেন মগধের রাজা।"

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কলিন। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। পরিচিত কী যেন একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না।

www.pathagar.com

মেশিনগুলোর সারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুই বন্ধু। হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলেও গায়ে একটুও মরিচা পড়েনি।

"ভাবতে পারো" উত্তেজিত হয়ে উঠল বিজয়, "কত পুরনো এই এয়ারক্রাফট। না জানি তখন কোন ফুয়েল ব্যবহার করত।"

হঠাৎ করেই কলিনের মনে পড়ল কথাটা, "কোনো ককপিট নেই।" একদৃষ্টে মেশিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, "ভার্টিকাল স্ট্যাবিলাইজারও নেই। কেবল মাঝখানে দুটো ছোট্ট আজব জিনিস।"

কৌতূহলী হয়ে কলিনের দিকে তাকাল বিজয়।

"বুঝতে পারছ না? রেগুলার এয়ারক্রাফটের চেয়ে বরঞ্চ পাইলটবিহীন ড্রোনের সাথেই মিল বেশি। ভেতরে নিশ্চয়ই বিস্ফোরকে ভর্তি।"

"হুম। ঠিকই বলেছ।" সবচেয়ে কাছের বিমনাটাকে পরীক্ষা করে দেখল বিজয়, "তো এভাবেই তারা পাইলটের সমস্যার সমাধানও করেছে।" কলিনের দিকে তাকিয়ে জানাল, "দুহাজার বছর আগের যুদ্ধক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোলড ড্রোনস? ইতিহাস পূর্ব যুগেও এ ধরনের প্রযুক্তির অস্তিত্ব কিভাবে ছিল বলো তো?"

"যাই হোক, মগধের রাজা অন্তত এই বিমানগুলোতে সেই সিক্রেট ওয়েপন (অস্ত্র) রেখে যাননি; বইতে যেটির কথা লেখা আছে; তাই না?" দাঁত বের করে হাসছে কলিন, "যদি অদৃশ্য ক্লোক লাগানো থাকত, তাহলে তো জানতামই না যে এগুলো এখানে আছে।"

"আসলে তা না।" ঘুরে তাকাতেই দেখল গুহার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে ফারুক। "খাপ ছিল কি নেই সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। শত শত বছর পার হবার পর এই টিনের ক্যানগুলো আদৌ উড়বে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।" চড়ে উঠল ফারুকের গলা, "জরুরি হল সেই নকশা; খাপটাকে তৈরির ব্লু-প্রিন্ট। এইসব অস্ত্র এখন এলইটির সম্পত্তি।"

সদম্ভে গুহায় পা রাখল ফারুক; মুখে উজ্জ্বল হাসি। বিজয় আর কলিনকে জীবিত দেখে অবাক হলেও হাবেভাবে সেটা প্রকাশ করল না। মনোযোগ কেবল নয়া আবিষ্কারের দিকে। অবশেষে কাজ করেছে তার প্ল্যান। মিশন সার্থক হয়েছে আর হাতে এসেছে। অন্যদিকে বিজয়ের মাথায় চলছে চিন্তার ঝড়। এখন নয়তো কখনোই নয়। ফারুককে উদ্দেশ্য করে তাই বলল, "এবার আমাদেরকে যেতে দাও। যা চেয়েছ তা তো পেয়েই গেছে।" শব্দগুলো বলতে গিয়ে যেন পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে; এলইটি সবকিছু পেয়ে গেছে। আর ও নিজে এ কাজে তাদেরকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আর তো কিছু করার ছিল না! হঠাৎ করেই কুঁচকে গেল ভ্রু, "ডা. শুকলা কোথায়?" এলইটির সব ফাইটার আর মারফিকেও দেখা যাচ্ছে; কিন্তু শুকলা নেই।

www.pathagar.com

"ভালই আছেন।" দেঁতো হাসি হেসে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল ফারুক, "লোডিং শুরু করার আগে সবকটি ধাতব ফলকের কমপ্লিট লিস্ট চাই। আর এখান থেকে বেরোবার আশা করলে দ্রুত হাত চালাও।"

নার্ভাস ভঙ্গিতে উপরের দিকে তাকাল কয়েকজন এলইটি। মাথার উপরে গোটা একটা পাহাড় ভাবতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে যে তাদের কেউ কেউ আন্ডারগ্রাউন্ডের আতঙ্কে ভুগছে; না জানি কখন ভেঙে পড়ে পাহাড় আর তারা আজীবনের জন্যে চাপা পড়ে এর নিচে।

কালো ডাফেল ব্যাগ তুলে গুহাতে ঢোকা আর বের হবার জন্য ব্যবহৃত একটামাত্র সুরঙ্গ দিয়ে উধাও হয়ে গেল এদের একজন।

আবারো কথা বলে উঠল বিজয়, "তো, এখন তো আর আমাদের প্রয়োজন নেই। এবারে আমাদেরকে যেতে দাও।"

নিষ্ঠুর এক হাসি দিয়ে বেঁকে গেল ফারুকের চেহারা।

হঠাৎ করেই সুরঙ্গের দিক থেকে ভেসে আসল জোর বিস্ফোরণের আওয়াজ। সাথে ছোট ছোট পাথরের টুকরা।

"বোমা মেরে অরিজিনাল প্রবেশমুখটা খুলে দিয়েছি, যেটা ৯ সিল করে রেখে গেছে।" সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে ফারুককে বেশ খুশি মনে হল, "নিয়ন্ত্রিত এই বিস্ফোরণে পাহাড়ও ভেঙে পড়বে না, আবার বোরোবার পথও তৈরি হয়ে গেল। যে পথে এসেছি সেখান দিয়ে এতকিছু নিয়ে ফেরা যাবে না।"

কে যেন চিৎকার করে উঠতেই লোকটার দিকে তাকাল ফারুক। সাথে সাথে আনন্দে ঝলমল করে উঠল চেহারা।

"খুঁজে পেয়েছি।" নিজের লোকদেরকে জানিয়ে দিল লিডার, "এলইটির ভবিষ্যৎ সামরিক বহরের নকশা।"

একসাথে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল এলইটির ফাইটারেরা। ফারুকের কাছে এগিয়ে গেল বিজয়, "এবার আমাদেরকে যেতে দাও। গুপ্ত রহস্যটা তো পেয়ে গেছ, আর তোমার পথে বাধা হতে আসব না।"

"আর হ্যাঁ, সেটা তো ঠিকই।" বিজয়ের আকুতি শুনে মজা পাচ্ছে ফারুক, "তোমরা কোথাও যাবে না। কিভাবে ভাবলে যে এত সহজে মুক্তি দেব?"

এতক্ষণ ধরে মনে খানিকটা আশা ছিল যে অন্তত গুপ্ত সূত্রটা হাতে পেলে হয়ত তাদেরকে ছেড়ে দেবে। অথচ এখন বুঝতে পারল যে প্রয়োজন ফুরোলে মেরে ফেলাটাই ছিল ফারুকের প্ল্যান।

"দেখো" জানাল এলইটি লিডার, "যখন বলেছিলাম যে তোমরা মারা যাবে তখন কিন্তু কোনো তামাশা করিনি। মেয়েটা তো গেছেই। এবারে বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে তুমি নিজেও পরপারে যাবে।"

ভেতরে রাগের হল্কা টের পেল বিজয়। পুরোটা সময় ধরে ভেবেছে যে বন্ধুদেরকে বাঁচাবার জন্যেই এলইটি-কে সাহায্য করছে। এখন তিক্ত সত্যটা সামনে

www.pathagar.com

এলো। আশা করেছিল কোনো না কোনোভাবে বেঁচে যাবে রাধা। অথচ নাহ্, ভুল ভেবেছে। রাধা আর নেই। যে মেয়েটাকে ভালোবেসেছিলা, সে মারা গেছে! বেরোবারও আর কোনো উপায় নেই। যদি থেকেও থাকে, তাহলেই বা কী হবে?

রাগ আর হতাশা মিলেমিশে মনের মাঝে যেন এক বিস্ফোরণ হল। যখন আর কিছুই হারাবার থাকে না তখন লোপ পায় সব সব বোধবুদ্ধি। বিজয়েরও এখন সেই দশা। গর্জন করে আচমকা তেড়ে গেল ফারুকের দিকে। কিছু বুঝে উঠার আগেই আঘাত করল পাকিস্তানি বিজ্ঞানীর শরীরে। এলইটি ফাইটারস্ আর মারফি সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কলিন নিজেও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। মেঝেতে পড়ে গেল ফারুক।

তবে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সাথে সাথে এগিয়ে এলো ফাইটারেরা। টেনে হিচড়ে বিজয়কে সরিয়ে লিডারকে সাহায্য করল।

একদল লোকের রাইফেলের বাটের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল বিজয়।

অন্যদিকে কলিন কিছু করার আগেই কানের কাছে শুনল মারফির কণ্ঠ, "ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট।"

দুজনের সহায়তায় উঠে দাঁড়াল ফারুক। নাক আর মুখ থেকে রক্ত ঝড়ছে; ছিড়ে গেছে শার্ট। রক্ত মাথা থুথু ফেলে হাতা দিয়ে মুছে নিল মুখ।

"দাঁড়াও!" বিজয়ের উপর চড়াও হওয়া এলইটি ফাইটারদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বলল, "ওকে এখুনি মেরো না।"

দৌড়ে বন্ধুর কাছে চলে এলো কলিন; বিজয়েরও মুখ মাথা বেয়ে রক্ত পড়ছে। শরীরের ক্ষত থেকে ঝড়া ছোপ ছোপ রক্তে ভরে গেছে শার্ট। কলিন ধরতেই ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিজয়ের কাছে গিয়ে আঙ্গুল তুলে শাসাল ফারুক, "এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে। নিজে মরার আগে বন্ধুদের যন্ত্রণাকাতর, ধীর মৃত্যু দেখবে তুমি। চিৎকার করে ওরা মৃত্যু কামনা করবে আর তখন তোমার আক্কেল হবে। আমার সাথে বাঁদড়ামির মানেও হাড়ে হাড়ে টের পাবে।"

এরপর নিজের লোকদের দিকে তাকাল, "ওদেরকে এনট্রি টানেলে রেখে এসো। বাকিরা দ্রুত হাত চালাও।"

বিজয় আর কলিনকে টানতে টানতে টানেলে নিয়ে গেল এলইটি ফাইটারদের ছোট একটা দল। এখনো মোলায়েম এক ধরনের আলো থাকলেও অন্য পাশে পাথরের দেয়ালের পরিবর্তে বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হওয়া প্রবেশমুখটা দেখা যাচ্ছে। মৃদু বাতাসে ভরে গেছে প্যাসেজ।

অন্যদিকে গুহার ভেতরে বিজয়ের উপর থেকে রাগ ঝেড়ে ফেলে নিজের সফলতার কথা ভাবতে শুরু করল ফারুক। অবশেষে পৃথিবী শাসনের অধিকার পেল এলইটি।

www.pathagar.com

৪৭
একাদশতম দিন

সীতাগড় পাহাড়ের অন্তঃস্থল

পাথুরে সিঁড়ির পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডোদের দল। আর একটু এগোলেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।

কিন্তু প্যাসেজ বেয়ে উঠতে যেতেই কানে এলো বিস্ফোরণের শব্দ সাথে অপরিচিত কিছু আওয়াজ। কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। পেছনের পাথুরে দেয়ালের অনেকটুকুও ভেঙে পড়েছে।

থেমে গিয়ে খানিক অপেক্ষা করে দেখল। কী করছে সন্ত্রাসীদের দল? নিশ্চয় পাহাড়টাকেই উড়িয়ে দিতে চায়না?

পাথুরে বৃষ্টি থামতেই ভার্মার ইশারা পেয়ে নিঃশব্দে সামনের দিকে দৌড় দিল এক কমান্ডো। কয়েক মিনিটের মাঝেই ফিরে এসে অল ক্লিয়ার সাইন দেখাতেই বাকিরাও পিছু নিল।

মেইন গুহার বাইরের সুরঙ্গের অস্বস্তিতে নড়ে উঠল কলিন। প্যাসেজের পাথুরে মেঝেতে বসে আছে দুই বন্ধু। নির্বুদ্ধিতার জন্যে মনে মনে নিজেকে গাল দিচ্ছে বিজয়। ঝামেলা শুধু বেড়েছে; কমেনি। তাই সহসা মৃত্যুর চেয়ে ধুকে ধুকে যন্ত্রণা পেতে হবে। ফারুক যে নিজের প্রমিজের ব্যাপারে কতটা শক্ত তা সে ভালোভাবেই জানে।

"আয়্যাম সরি, বিড়বিড় করে কলিনকে জানাল বিজয়, "কী যেন হয়েছিল বুঝতে পারিনি। সত্যি সরি।"

কলিন নিজের বন্ধুকে ভালোভাবেই চেনে। বুঝতে পেরেছে ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই অস্থির হয়ে এমনটা করেছে বিজয়। তবে সে নিজেও খুব ভয় পাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল কলিন। মেঝেতে পা মুড়ে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাঁটা ধরল প্যাসেজের খোলা অংশের দিকে যা বাইরের জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

www.pathagar.com

হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ চোখে ঘুরে তাকিয়ে বন্দুক তুলতে গেল এক এলইটি; তাড়াতাড়ি মাথার উপর হাত তুলল কলিন, "হেই, কেবল পা দুটো একটু ঝাঁড়ছি।"

আমেরিকানটা ভাগার চেষ্টা করছে না দেখে খুশি হয়ে সঙ্গীর সাথে গল্পে মত্ত হয়ে গেল লোকটা। মাঝে মাঝেই দুজনের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে হেঁটে প্যাসেজের মুখে চলে এলো কলিন। একটু আগে এখান দিয়েই ভেতরে ঢুকেছিল ও আর বিজয়। কিন্তু খানিক এগিয়েই থেমে যেতে হল।

কালো রঙ মাখা একটা চেহারা ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। লোকটার পোশাকও পুরো কালো।

বিস্ময়ে থ বনে গেল কলিন।

তবে তার আগেই নিঃশব্দে দৌড়ে ওর পাশে চলে এলো লোকটা। মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল কলিনকে। তারপর একের পর এক দ্রুত চলে এলো আরও অনেকে।

"ভারতীয় কমান্ডো" কানের কাছে হিসহিস করে কলিনকে জানাল লোকটা।

রিল্যাক্স হলেও দ্বিধায় পড়ে গেল কলিন। ইন্ডিয়ান কমান্ডো কিভাবে সীতাগড় পাহাড়ে চলে এলো তা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

কিন্তু যাক; খানিকটা আশা তো ফিরে এলো। এখনো তাহলে সব শেষ হয়ে যায়নি।

বিজয়ের দিকে তাকাতেই দেখা গেল ওরও একই অবস্থা। সেকেন্ডের মাঝেই এলইটি দ্বয়কে কুপোকাৎ করে ফেলল কয়েকজন কমান্ডো।

কলিনকে ছেড়ে দিল লোকটা। তারপর দুই বন্ধুকে নিয়ে কমান্ডোদের দল প্যাসেজের ঢোকার মুখে চলে এলো। ওদেরকে দেখে তো বেজায় খুশি কলিন; অটোমেটিক ওয়েপন, কালো পোশাক, আরে খোদা সাথে গ্রেনেড লাঞ্চারও আছে?

রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠেছে শিরদাঁড়া; সত্যিকারের কমান্ডো অপারেশন! টানেল দিয়ে দ্রুত ওদেরকে বাইরের জঙ্গলে বের করে দিল কমান্ডোদের দল। দীর্ঘক্ষণ আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে মুক্ত বাতাসে জুড়িয়ে গেল মন।

কমান্ডোদের দেখে বিজয় নিজেও যথেষ্ট উত্তেজিত। নয়তো সমস্ত আশা তো ছেড়েই দিয়েছিল। "কিন্তু ডা. শুকলা?" হঠাৎ করেই মনে পড়ল প্রৌঢ়ের কথা।

www.pathagar.com

সম্মুখ সমর

উপুড় হয়ে শুয়ে হা হয়ে তাকিয়ে আছেন ভার্মা। পুরো গুহা জুড়ে গিজগিজ করছে এলইটি ফাইটারস। ধাতব পাতগুলোকে জড়ো করে এমনভাবে স্তূপ বানাচ্ছে যেন শীতের জন্যে খাবার সঞ্চয় করছে পিঁপড়ের দল। অন্য কোনো দিকে আর মন নেই।

চিন্তায় পড়ে গেলেন ভার্মা। হেডকোয়ার্টারে যে ব্রিফিং পেয়েছেন পরিস্থিতি তার চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। উনার মিশন হচ্ছে সন্ত্রাসীদেরকে পরাস্থ করা। কিন্তু বিমান বহর সম্পর্কে তো কেউ কিছু জানায়নি। বাইনোকুলার চোখে দিয়ে মেশিনগুলোকে খানিক পরীক্ষা করে তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলেন খানিকটা নিচেই, টানেলে অপেক্ষারত নিজের লোকদের কাছে।

ইশারায় এলইটি ফাইটারদের অবস্থান দেখিয়ে জানালেন সেসব জায়গায় আগে অ্যাটাক করতে হবে। কমান্ডোরা মাথা নেড়ে তৎক্ষণাৎ তিনটি দলে ভাগ হয়ে যার যার পজিশন নিয়ে নিল। মাঝখানে বড় গ্রুপটাকে রেখে প্রবেশ পথের দুপাশে এগোল বাকি দুই দল।

ভার্মার নির্দেশ পেলেই দুদিকে গুলি ছুঁড়বে এরা, আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাবে বড় দল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাকি সন্ত্রাসীদের উপর।

তবে একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। মেটাল সিলিন্ডারগুলোর গায়ে যেন গুলি না লাগে।

নিজের টার্গেট হিসেবে মারফিকে বেছে নিলেন ভার্মা। তবে তার আগে ফাইনাল কাজটাকে শেষ করতে হবে।

সুখময় এক পুনর্মিলন

নিজের লোকদেরকে ব্রিফ করে কলিন আর বিজয়ের কাছে এলেন ভার্মা, "ডা. শুকলা আমার লোকদের হাতে নিরাপদেই আছেন। তবে এখন খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান।"

বন্ধুকে সাহায্য করে ভার্মার পিছু নিল কলিন।

বাইরে বের হয়েই দেখে যে স্মৃতিস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কারো চেহারাই বোঝা যাচ্ছে না। দলের কাছে পৌঁছে নির্দিষ্ট একজনের উদ্দেশ্যে ভার্মা বলে উঠলেন,

"...আমরা আসলে ঝুঁকি নিতে পারছি না। হতে পারে এই মুহূর্তে গানপাউডার ভর্তি ছোট ছোট পিপার উপর দাঁড়িয়ে আছি।" দলের সাথেই থাকা নিজের কমান্ডোর উদ্দেশ্যে বললেন, "চলো। তোমাদেরকেও লাগবে।"

www.pathagar.com

পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল তিনজন কমান্ডো।

দলটার সামনে এসে তো মনে হল বিজয় আর কলিন বুঝি দম বন্ধ হয়েই মরে যাবে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ইমরান আর রাধা। আনন্দে চিৎকার করতে করতে দৌড় দিল কলিন। আর বিজয়ের পায়ে মনে হল যেন শিকড় গজিয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছে না তো।

"আই কান্ট বিলিভ ইট" একটু পর পরই রাধা আর ইমরানকে জড়িয়ে ধরছে কলিন। এবারে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

মোহাবিষ্ট অবস্থা কাটিয়ে উঠে হাসছে বিজয়। আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে এলো। হঠাৎ করেই কেটে গেছে মনের যত দুশ্চিন্তা। রাধাকে সুস্থ-সবল দেখে উদ্বেগের কুয়াশা কেটে ফুটে উঠেছে সূর্যের হাসি।

মাত্র কয়েকদিন আগেই কেল্লায় আসা পুলিশ অফিসার ইমরানকে চিনতে পারল বিজয়। কিন্তু জানে না যে ইমরান এখানে কী করছেন কিংবা রাধা-ই বা তাঁর সঙ্গে কিভাবে এলো। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছে ঘটনাগুলোর মাঝে যোগসূত্র আছে।

এবারে রাধার দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখল বিজয়। বুঝতে না পেরে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল মেয়েটা।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আলতো করে রাধার চুলে হাত বুলিয়ে দিল বিজয়। চোখ ভর্তি জল। তারপর মেয়েটাকে অবাক করে দিয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বুঝতে পারল রাধা। ফিরে পেয়েছে ওর ভালোবাসা। তাই নিজের চোখের জল সামলানোও দায় হয়ে উঠল।

"কাবাব মে হাড্ডি হবার জন্য দুঃখিত; তবে আমাদেরকে জলদিই এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।" বলে উঠলেন ইমরান। "গুহাতে কী আছে আপনারা দুজন দেখেছেন?"

একসাথে মাথা নাড়ল বিজয় আর কলিন।

"কাম অন দেন। যেতে যেতে গাড়িতে শোনা যাবে সে কাহিনি।" তারপর বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ডা. শুকলাকে সাহায্য করছি। আপনি কলিনের সাথে আসতে পারবেন না?" মাথা নাড়ল বিজয়।

"তাহলে চলুন। ভার্মার কথা সত্যি হলে হাতে একদম সময় নেই।"

অ্যাম্বুশ!

এদিকে গুহার ভেতরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে এলইটির লোকজন। একদিকে স্তূপ বানাচ্ছে অন্য দিকে লিস্ট করছে। তবে অবাক ব্যাপার হল ধাতব হওয়া

www.pathagar.com

সত্ত্বেও পাতগুলো একেবারে হালকা। তাই দ্রুত কাজ সারতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না।

বেশ মজার একটা জিনিস পেল ফারুক। চারফুট লম্বা ধাতব বস্তুটা নাড়তেই অদৃশ্য হয়ে গেল। হাতের মাঝে এর শক্ত আর ঠাণ্ডা উপস্থিতি টের পেলেও জিনিসটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। এতদিন ধরে এটাই খুঁজছিল বুঝতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠল এলইটি লিডার। শতশত বছর আগে খাপের এই স্যাম্পল তৈরি করেছিলেন প্রাচীন বিজ্ঞানীরা।

তার মানে অদৃশ্য শিল্ডের ডিজাইন আর স্যাম্পল দুটোই এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিপুল পরিমাণে উৎপাদনে আর কোনো বাধা রইল না। এলইটির জন্য কতটা সম্ভাবনার এক দুয়ার খুলে গেছে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

কিন্তু গুহা জুড়ে গুলির শব্দ শুনে ছিড়ে গেল চিন্তার সুতো। রেগে উঠে শাপ-শাপন্তের জন্য তৈরি হয়ে গেল ফারুক। নিজের লোকদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এখন অনাবশ্যক গোলাগুলির সময় নেই।

তবে চোখ ঘুরিয়ে নিজের কয়েকজন ফাইটারকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই যেন জমে গেল লিডার। আর তার পরপরই শুরু হল আরেক দফা গুলি বৃষ্টি।"

এরই মাঝে বেশ কয়েকজন এলইটিকে মেরে ফেলেছেন ভার্মা আর তাঁর কমান্ডোরা। যেমনটা ভেবেছেন ঠিক সেভাবেই ঘটেছে সবকিছু। বিশৃঙ্খল হয়ে ছোটাছুটি করছে সন্ত্রাসীদের দল। বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে কোথা থেকে উদয় হল এই সশস্ত্র দল। আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্যে সবাই এলোপাথাড়িভাবে ছুটছে; হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিজেদের অস্ত্র।

চট করে একটা সিগার শেপড বিমানের পেছনে লুকিয়ে গেল মারফি।

ভার্মার সিগন্যাল পেয়ে গর্জে উঠা অস্ত্র হাতে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ল একদল কমান্ডো।

www.pathagar.com

৪৮
একাদশতম দিন

সীতাগড় পাহাড়ের কাছের জঙ্গল

ইমরান, বিজয় আর বাকিরা এরই মাঝে সীতাগড় পাহাড় থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে। স্মৃতিস্তম্ভ ছেড়ে এসইউভির উদ্দেশ্যে রওনা হবার পর থেকে কেউ কোনো কথা বলেনি। এবারে নীরবতা ভাঙ্গলেন ইমরান। জঙ্গলে গাছের সারির মধ্য দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে সামনে এগোচ্ছে এক্স ট্রেইল।

গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন কেমন করে ভীম সিংয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর খুঁজে পেয়েছেন রাধাকে; তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তো এবারে বলুন আপনারা ওখানে কী দেখেছেন?"

সবকিছু খুলে বলল কলিন। মাথা নাড়লেন ইমরান, "ভার্মাও বলেছেন যে গুহার চেম্বারে নাকি মিসাইলের মত দেখতে কিছু কন্টেইনার আছে যেগুলোতে বিস্ফোরকও থাকতে পারে। আর যদি তা সত্য হয় তাহলেও জানার কোনো উপায় নেই যে এত হাজার বছর পরে কেমিকেলগুলো কী অবস্থায় আছে। যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। তাই আমাদেরকে দ্রুত সরে যেতে বলেছেন ভার্মা।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নীরব হয়ে গেল সবাই। বিমানগুলোতে এক্সপ্লোসিভ ওরহেড (বিস্ফোরক) থাকলে কমান্ডোদের কী হবে? যদি ফেটে যায় কোনোভাবে?

"গুহার ভেতরে না ঢুকে শয়তানগুলোকে শিক্ষা দেয়া যায় না?" জানতে চাইল কলিন, "মানে যদি সত্যিই পিপাগুলোতে বিস্ফোরকই থাকে তাহলে তো ফায়ার করে ছাদ ধসিয়ে দিলেই ব্যাটাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।"

"আমিও সেটাই করতে বলেছিলাম" কমান্ডোরদের কথা ভেবে মন খারাপ করে ফেললেন ইমরান, "বিমানগুলোতে আসলেই এক্সপ্লোসিভ আছে কিনা তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার এমন একদলের বিরুদ্ধে লেগেছে যারা মরতেও রাজি আছে। সুতরাং এভরি সিংগেল টেরোরিস্টকে মারতে পারলেই কমান্ডোরা সার্থক হবে। এটুকুই আশা যে অন্য কোনো কিছু ঘটবে না।

www.pathagar.com

রাধার দিকে তাকিয়ে নিজের মোবাইল ফোন এগিয়ে দিলেন ইমরান, "চেক করে দেখুন তো সিগন্যাল এসেছে কিনা; জঙ্গলে তো পাওয়া যাচ্ছিল না।

সাইড রোডে উঠে এসেছে গাড়ি। সামনেই হাইওয়ে।

মাথা নাড়ল রাধা, "সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে।"

"গুড। শেষ ডায়াল নাম্বারে কল্ করুন, বিষ্ণু প্রসাদ।"

"ডিসি?" প্রসাদের নাম্বারে ডায়াল করল রাধা।

মাথা নেড়ে ইমরান জানালেন, "হাজারিবাগের চারপাশে দুটো বাঁধ আছে; তিলেইয়া আর কোণার। হাজারিবাগ থেকে দুটোর দূরত্বই সমান। কম-বেশি ৫০ কি.মি। উত্তরের তিলেইয়া সীতাগড় পাহাড় থেকে ৭০ থেকে ৭৫ কি.মি দূর। পূর্বদিকের কোণার আবার সীতাগঁড়ের পেছনে। পাহাড় থেকে ৩০ কি.মি গুহাতে যদি কিছু ঘটে। তাই বাঁধের ধারের গ্রাম আর নদীর তীরের বসতিও খালি করে ফেলতে হবে।"

ততক্ষণে বিষ্ণু প্রসাদের লাইন পেয়ে গেছে রাধা; স্পিকার অন করে দিল।

খুব দ্রুত পুরো অবস্থা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরকে বুঝিয়ে বললেন ইমরান। শুনে তো উনার ভিরমি খাবার দশা।

"পাহাড়ের চারপাশে তো বেশ কিছু গ্রাম আছে; কিন্তু ছোট। তাই খালি করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। তবে হাতে সময়ও তো বেশি নেই। গ্রাম্য প্রধানদেরকে ফোন করে দেখা যাক উনারা তাড়াতাড়ি করতে পারেন কিনা। ওয়ার্নিং-এর জন্য থ্যাঙ্কস।"

ফায়ার ফাইট!

গুহার চারপাশে দ্রুত একবার নজর বুলিয়েই ভার্মা বুঝে গেলেন যে এলইটির লোকজন তাদের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেই এখন আবার আক্রমণের জন্য একাট্টা হচ্ছে।

গুহার খালি অংশের দেয়ালের পাশে এতক্ষণ ধরে জড়ো করা পাথরের ব্লকগুলোর পেছনে চটপট জায়গা নিয়ে নিল। ফলে কমান্ডোদের চেয়ে তাদের খানিকটা বাড়তি সুবিধা হল। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান কমান্ডোদেরকে কাভার দিচ্ছে কেবল সুরঙ্গের কমরেডেদের গান ফায়ার।

নিজের লোকদের দিকে তাকালেন ভার্মা। এরই মাঝে তারা প্ল্যান মোতাবেক দ্বিতীয় অংশের অপারেশন শুরু করে দিয়েছে। প্রবেশ মুখে দেখা দিল রকেট প্রপেলড গ্রেনেড লঞ্চার কাঁধে একাকী এক কমান্ডো।

www.pathagar.com

বিশাল এক পাথুরে ব্লকের পেছনে একগাদা এলইটিকে বসে থাকতে দেখে সেটাকেই টার্গেট হিসেবে বেছে নিল। মার্ক খুঁজে পেয়ে সবকটাকে একসাথে উড়িয়ে দিল আর পিজি।

নিশ্চুপ হয়ে গেল এলইটিদের অস্ত্র। সমানে গালি গালাজ করছে ফারুক। ঠিক এই মুহূর্তে বেকায়দায় অবস্থায় পড়ে গেছে তার দলবল। তাই চিৎকার করে সবাইকে ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়ার জন্যে হাঁক ছাড়তে লাগল।

প্ল্যান মোতাবেক সবকিছু ঘটাতে এবারে সুবিধা পেল কমান্ডোদের দল। কয়েকটা পাথুরে কলামের সামনে যার যার পজিশন নিয়ে নিল। আর পিজি লাঞ্চার কাঁধে এগিয়ে এলো সেই কমান্ডো। এমন এক জায়গায় বসে গেল যেখান থেকে গুহার খালি অংশের গভীরে আরেকটা পাথুরে ব্লকের পেছনে জড়ো হওয়া এলইটি ফাইটারদেরকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই দুজন এলইটি ব্লকের কাভার ছেড়ে টানেলের মুখের দিকে দৌড় দিল। ঠিক তার সামনেই বসে আছে আর পিজি কাঁধে এক কমান্ডো।

এবার দ্বিতীয়বারের মত যেই না কমান্ডো আর পিজি ছুঁড়তে যাবে তখনই তার উপরে ডাইভ দিয়ে পড়ল দুই এলইটি। আচমকা আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল কমান্ডো; ধাক্কা খেয়ে হাত থেকে উড়ে গেল লঞ্চার।

দ্রুত দুই এলইটিকে ধরে ফেলল অন্য কমান্ডোরা। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেল। গ্রেনেড ছুটে গেল ঠিকই; কিন্তু টার্গেট মত পৌঁছালো না।

এলইটি ফাইটারদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল গুহার খালি এক কর্ণারে।

এলইটিদেরকে ছেড়ে নিচের দিকে আছড়ে পড়ল গ্রেনেড। আর এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল তারা। চিৎকার করে হর্ষধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে এলো কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য। হাতের অস্ত্র দিয়ে ইচ্ছেমত গুলি ছুড়ছে। আর পিজি লাঞ্চারের পতনের সাথে সাথে ঘুরে গেল আক্রমণের গতি।

গ্রেনেড বিস্ফোরণ ভার্মা আর মারফিও দেখেছে। কিন্তু তারপর যা ঘটল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না।

সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে আরেকটা বিস্ফোরণ হল। যেন বারুদের গোলাতে আগুন লেগেছে।

www.pathagar.com

৪৯
একাদশতম দিন

রাঁচি-হাজারিবাগ হাইওয়ে

গাড়িতে করে হাজারিবাগের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন ইমরান আর তাঁর দল। আশা করছেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই সীতাগড় ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে পেরেছেন। তবে অপারেশনের কথাও মনে ভাসছে। প্ল্যান অনুযায়ী সব হলেই বাঁচোয়া!

কিন্তু এর মাঝে যে আরও কত যদি আর কিন্তু আছে তাও ভালোভাবেই জানেন।

প্রভাতের প্রথম তুলির আঁচড় লেগে আলোকিত হয়ে উঠেছে আকাশ।

হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠল এসইউভি। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে চাকার নিচের জমিন। শুরু হয়ে গেল ঝাঁকুনি। হাইওয়ে ছেড়ে ছিটকে পড়ার হাত থেকে গাড়িটাকে বাঁচাবার জন্য হুইল নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করলেন ইমরান।

"কী..." কিছু একটা বলতে গিয়েও এসইউভি-র হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তাটা দেখে চুপ হয়ে গেল রাধা। বিশাল একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। উন্মাদের মত স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছেন ইমরান। কোনো না কোনোভাবে পার হতে হবে।

পেছনের উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকাল বিজয় আর কলিন। পেছনের রাস্তাটা এমনভাবে ভেঙে গেছে যেন বিশাল দুই দৈত্য মিলে বিপরীত দিকে টানছে পুরো হাইওয়ে।

"কী হচ্ছে? ভূমিকম্প নাকি?" কেঁপে উঠল কলিনের গলা।

মাথা নাড়লেন ইমরান, "সিসমিক শকওয়েভ। সীতাগঁড়ে কিছু একটা ঘটছে। এতটাই প্রচণ্ড তার শক্তি যে সিসমিক শকওয়েভ সৃষ্টি হয়েছে।"

এবারে বুঝতে পারলেন যে বিমানগুলো সম্পর্কে ভার্মার ধারণাই সত্যি। টেরোরিস্ট আর কমান্ডোদের ভেতরে এনকাউন্টারের দরুন বিমানগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

www.pathagar.com

গাড়ির মেঝের সাথে চেপে ধরলেন এক্সিলারেটার। গর্জন করে আগে বাড়ল এসইউভি। "এখনো শেষ হয়নি। এয়ারব্লাস্ট শকওয়েভ বাকি আছে। যদি সিসমিক এর সংকেত হয় তাহলে পরেরটা না জানি কী হয়।"

মনে হল যেন কোন ধরনের যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, এমনভাবে ইমরানের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল আকস্মিক বজ্রপাত। ভেঙে গেল গাড়ির জানালা আর উইন্ডস্ক্রিন। প্রচণ্ড জোরে লাফাতে লাগল এসইউ ভি।

হাত বাড়িয়ে উইন্ডশিল্ডের বাকি অংশও ফেলে দিলেন ইমরান যেন সামনের অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তার উপরে গাড়িটাকে সামাল দেয়ার জন্য প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য কোনো শক্তি গাড়িটাকে নিয়ে টানাটানি করে খেলছে। হাতের মাঝে স্টিয়ারিং হুইল তো বলতে গেলে কোনো কাজই করছে না।

একই সাথে কেঁপে উঠল নিচের মাটি। গাড়ির পাশে যেন কোনো উন্মত্ত দৈত্য উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছে। ধাক্কার চোটে ভেতরের দিকে বাড়ি খাচ্ছে দরজা। ছাদের উপরও প্রচণ্ড শব্দে বাড়ি খেল কী যেন। খানিকটা ডেবে গেল গাড়ির ছাদ। একটু পরেই সরে গেল বড়সড় একটা ডাল। একের পর এক আরও ডাল এসে বাড়ি মারছে ফেটে যাওয়া উইন্ডস্ক্রিন আর জানালার গায়ে। আরোহীদের শরীরে ঝড়ে পড়ছে ভাঙা কাঁচের টুকরা, ছোট ছোট ডাল, পাতা। ওদিকে এসইউভি-র নাচন তো আছেই।

রাধার চিৎকার শুনে আর সামনের রাস্তা দেখে আতঙ্কে জমে গেল সবাই। রাস্তার বাম পাশের একটা ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। সোজা এদিকেই এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই হাইওয়ে ভেঙে ওদের পালাবার পথ নষ্ট করে দেবে।

আবারো মেঝের সাথে এক্সিলারেটর চেপে ধরলেন ইমরান। হাঁক ছেড়ে ক্রমপ্রসারমাণ ফাটলের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করল ইঞ্জিন। পথের উপর ফোকাস রেখে মনে মনে প্রার্থনা করছেন আই-বি অফিসার। উইন্ডশিল্ড না থাকায় সমানে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ছে গাছের পাতা আর ডাল-পালা।

লাফাতে লাফাতে খুব চিকন, সরু একটা অংশ দিয়ে রাস্তার ফাটল এড়িয়ে এলো এস আই ভি। বামদিকের হুইল দুটো কোনমতে বেঁচে ফিরল।

শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা ধীর করলেন গাড়ির গতি। এক মুহূর্তের জন্য তো মনে হচ্ছিল এ নরক থেকে বুঝি আর উদ্ধার পাবার কোনো উপায় রইল না!

আর তারপরই শান্ত হয়ে গেল সবকিছু। নিস্তব্ধতায় ভরে গেল চারপাশ। কেবল এসইউভি-র তর্জন শোনা যাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল

www.pathagar.com

চারপাশের ধ্বংসযজ্ঞ। বেশির ভাগ গাছই মাটি থেকে উপড়ে পড়েছে আর যেগুলো কোনমতে খাঁড়া আছে সেগুলোতেও নেই কোনো ডাল কিংবা পাতা।

গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিনকে খানিক বিশ্রাম দিলেন ইমরান। কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বের হয়ে এলো সবাই। কারোরই চেহারা আর আস্ত নেই।

"ওহ্ মাই গড!" ফিসফিসিয়ে উঠল কলিন। ঘুরে পিছনের পাহাড়ের দিকে তাকাল। একটু আগেই তো ওরাও ওখানে ছিল!

সবাই এবারে কলিনের দেখাদেখি পিছনে তাকাল। হাইওয়ের চারপাশে পড়ে আছে বিধ্বস্ত জঙ্গল। এর পাশাপাশি সোজা যেন স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা; উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভোরের আকাশ।

তবে কী ঘটছে বোঝার আগেই সীতাগড় পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ।

আর তার প্রায় সাথে সাথে আগেরটার চেয়েও জোরে আর দ্রুত শোনা গেল আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ। যা জঙ্গল বেয়ে ধেয়ে এলো ছোট্ট দলটার দিকে।

"কী" কী হচ্ছে ওখানে?" ভয়ে সাদা হয়ে গেছে রাধার চেহারা।

"শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছোটে সিসমিক আর এয়ারব্লাস্ট শকওয়েভ" বুঝিয়ে বললেন ইমরান, "পাহাড়টা উড়ে গেছে।"

ক্রুদ্ধ আগুন

ইমরান আর অন্যেরা জঙ্গল ছেড়ে হাইওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পরপরই গুহার ছাদজুড়ে দেখা গেল কমলারঙা আগুনের বিশাল এক গোলা। এলইটি ফাইটারদের উপর ধুপধাপ করে ঝরে পড়ল শ্র্যাপনেল।

আতঙ্কিত ভার্মা দেখলেন, যে জায়গাটাকে এতক্ষণ ধরে খালি মনে হচ্ছিল সেখানে হঠাৎ কোথা থেকে যেন চলে এলো অসংখ্য বিদুঘটে কাঠামো। গুহার ওই অংশে দ্রুত আগুন ছেয়ে গেল।

মগধের রাজা নিজের বহরে অদৃশ্য খাপ লাগানোর কাজে কার্যত সফল হয়েছিলেন। অদৃশ্য এয়ারক্রাফটের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে পথভ্রষ্ট গ্রেনেড।

কেঁপে উঠল গুহা আর পাহাড়ের ভিত। এর ঠিক সাথে সাথে প্রথমটার চেয়েও বড় আরেকটা বিস্ফোণ হল। ক্রুদ্ধ আগুনে উড়ে গেল দৃশ্য আর অদৃশ্য বিমানের সারির পর সারি, বিস্ফোরণের পরে ছোট টুকরা হয়ে গেল পাহাড়ের উপরকার অংশ।

গুহা আর পাহাড়ের অবশিষ্ট বাকি অংশ দিয়ে ধোয়া উড়ছে; আকাশ থেকে পাথর ঝরে পড়ছে ভেতরে।

www.pathagar.com

পরবর্তী পরিণাম

হাজারিবাগের পরিত্যক্ত রাস্তা ধরে এসইউভি চালাচ্ছেন ইমরান। এই পথগুলোও হাইওয়ের মতই ভেঙেচুড়ে আছে। সীতাগঁড়ের বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে কোনোক্রমে টিকে গেছে।

দুপাশের দালানগুলোর দিকে তাকালো গাড়ির আরোহীরা। কয়েকটার পাশে বেশ বিশাল ফাটল, অন্যগুলোর দেয়াল আর ছাদের খানিকটা কিংবা পুরোটাই ধসে পড়েছে। আর একটা বস্তি দেখা গেল একেবারে মাটির সাথেই মিশে গেছে। একটা জানালার কাঁচও অক্ষত নেই। সারা রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাঁচের টুকরা। ইলেকট্রিকের তারগুলো ছিঁড়ে প্রাণহীন সাপের ন্যায় বিছিয়ে আছে রাস্তার উপরে।

দৃশ্যগুলো এতটাই মর্মান্তিক যে শহর খালি করে ফেলার জন্য ইমরানের সিদ্ধান্তের কথা ভেবে স্বস্তি পেল রাধা। হাজারিবাগের অধিবাসীরা যদি ঘরে আর শহরে থাকত তাহলে না জানি কতগুলো জীবন আর সম্পদ নষ্ট হত! বিষ্ণু প্রসাদের নাম্বার ডায়াল করলেন ইমরান। "বাঁধগুলো" বলে খানিক অপর প্রান্তের কথা শুনলেন। অবশেষে "থ্যাংকস" বলে কেটে দিলেন ফোন।

কৌতূহলী হয়ে তাকাল বাকি আরোহীরা।

"সবাই নিরাপদেই আছে।" জানালেও হাসতে পারলেন না ইমরান, "গ্রামগুলো খালি করে ফেলা হয়েছে। আর ভাগ্য ভালো যে বাঁধগুলোও অটুট আছে। আসলে সিসমিক ছাড়াও ভূমিকম্পের কথা চিন্তা করেই ওগুলোকে বানানো হয়েছে।"

কিন্তু কমান্ডোদের কথা ভেবে কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছেন না।

www.pathagar.com

৫০
দ্বাদশতম দিন

জোনগড় দুর্গ

দুর্গের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে গ্রামের দৃশ্য দেখছে বিজয়। দিগন্তে পাহাড়ের পিছনে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্য। চারপাশের দৃশ্য অসম্ভব সুন্দর হলেও দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। অস্তগামী সূর্যের আলোয় মাটিতে পড়েছে বিশাল সব ছায়া। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কেল্লা আর গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে; শত শত বছর ধরে যাদেরকে সুরক্ষা দিয়ে আসছে এই দুর্গ।

সীতাগড় থেকে পাটনা, তারপর মিলিটারি এয়ারক্রাফটে চড়ে দিল্লী চলে এসেছে সবাই। এরপর বিজয় আর ডা. শুকলাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে। সীতাগড় পাহাড়ের রহস্যময় বিস্ফোরণ নিয়ে রিপোর্ট করেছে সবকটি মিডিয়া। হাজারিবাগ জঙ্গলের অর্ধেকই মাটির সাথে মিশে গেছে। অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রাও ব্যাপক। আর বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন তো পাটনা থেকেও টের পাওয়া গেছে।

সীতাগড় পাহাড়ের ধ্বংসযজ্ঞ আর মাঝরাতে হাজারিবাগ শহর খালি করে দেয়ার মাঝের যোগসূত্র নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা। গভর্নমেন্ট কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হননি। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেবল বিজ্ঞানীদের একটা দল সরেজমিনে এলেই তিনি তাঁর মন্তব্য করবেন। পুরো মিশনে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর জড়িত থাকা নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করা হয়নি। এমনকি কমান্ডোদের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। যেন তাদের কখনো কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

গত কয়েকদিন ধরেই ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবছে বিজয়। শুধু আংকেলের ই-মেইলের সমাধা করে পথে নেমেছিল আর দেখো কত কী ঘটে গেল। ৯-এর গোপন রহস্য খুঁজে পেয়েছে, আরেকটু হলেই তা ফারুক আর এলইটির হাতে চলে যাচ্ছিল। যদি নিঃস্বার্থভাবে কমান্ডোদের দল ঝাঁপিয়ে না পড়ত তাহলে

www.pathagar.com

হয়ত এখন দুনিয়া অন্যরকম হয়ে যেত; যখন এলইটি এসব অস্ত্র দিয়ে নিজেদের হুমকি পূরণ করত।

কিন্তু এটা নিশ্চয় আংকেলের অভিপ্রায় ছিল না? উনি তো ফারুকের উদ্দেশ্য জানতেন। তাহলে বিজয়কে কেন এমন একটা মিশনে পাঠালেন যার ফলে এলইটির হাতে চলে যাচ্ছিল সেই গোপন সূত্র?

এর পাশাপাশি আবেগিক কিছু ঝড়ও সামলাতে হচ্ছে। এত গোলযোগের মাঝেই খুঁজে পেয়েছে নিজের ভালোবাসা। অথচ কী হবে তার আর রাধার ভবিষ্যৎ? দুজনের অ্যাম্বিশনই যে ভিন্ন...

দ্বাদশতম দিন

টিকে রইল ব্রাদারহুড

বিছানার উপর উঠে বসে বেডসাইড ল্যাম্পের সুইচ অন্ করল বিজয়। একটুও ঘুম আসছে না। আজ সন্ধ্যায় চলে গেছে কলিন। ও নিজে বন্ধুকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে এসেছে।

তাই এখন একেবারে একা। কেল্লাতেও আর কেউ নেই। বহুক্ষণ পড়াশোনা করার পর ঘুমানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। বিভিন্ন কিছুতে ভর্তি হয়ে আছে মাথা।

বিছানা থেকে নেমে ল্যাপটপ অন্ করল। মনের মাঝে কী যেন একটা খচ্ খচ্ করছে। এই কারণেও ঘুম আসছে না। শুধু টের পাচ্ছে যে ই-মেইলগুলো পাঠানোর পেছনে আংকেলের সত্যিকারের অভিপ্রায় এখনো জানা হল না।

আনমনেই তাই মেইলবক্স খুলে তাকিয়ে রইল ই-মেইলগুলোর দিকে। এখন তো আর কোনো প্রহেলিকা থাকার কথা নয়। মর্মোদ্ধার করে এগুলোর যথাযথ ব্যবহারও করা হয়েছে।

হঠাৎ করেই মাথায় এলো চিন্তাটা। এত কিছু ঘটার পরেও সীতাগড় পাহাড় ধ্বংস হবার পরেও মনের মাঝে কোথায় যেন বাজছে যে সবকিছু আদৌ শেষ হয়নি। কী যেন একটা বাকি আছে।

কিন্তু কী?

ই-মেইলগুলোর উপর নজর বুলিয়ে ভাবল এবার তাহলে ডিলীট করে দেবে।

গভীর দম নিয়ে খুলে ফেলল প্রথম ই-মেইল। দ্রুত একবার পড়ে নিয়েই ডিলিট করে দিয়ে খুলে ফেলল দ্বিতীয়টা। নাহ্, আবারো ফিরে এসেছে সেই খচখচানি। যেন অদৃশ্য একটা কিছু চালিত করছে তার চিন্তা ভাবনা।

কী? খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে পড়ে দেখল দ্বিতীয় মেইল। কিন্তু সবই তো জানা।

www.pathagar.com

সত্যিই কি তাই?

সবকিছু যেমন দেখায় আসলে তা না। মাঝে মাঝে তোমাকে আরও গভীরে গিয়ে দেখতে হবে। স্টাডি, ভগবৎ গীতা এসবই জ্ঞানের আঁধার। গীতার বিষয়সমূহ মিলেমিশে থাকলেও আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিদের্শনা দেয়। তোমাকে জ্ঞানের সেই দরজায় নিয়ে যাবে যা অবশ্য উন্মোচন করতে হবে। মায়ার মহাসমুদ্রে সবসময় পাবে সত্যের দ্বীপ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

কেন এই ই-মেইলটা তাকে এত ভাবাচ্ছে? সত্যিই কি এটার কোনো গূঢ় অর্থ আছে?

মাঝে মাঝে তোমাকে আরও গভীরে গিয়ে দেখতে হবে।

নাকি সেই বেশি ভাবছে? ই-মেইলের মাঝে লুকায়িত এত মেসেজের অর্থ উদ্ধার করেছে যে প্রতিটা শব্দের নতুন কোনো মানে খোঁজা আসলে অর্থহীন।

এবারেও হঠাৎ করেই মনে হল কথাটা। উঠে বসে ভাবল, সত্যিই কি তা সম্ভব?

এক মুহূর্তের জন্য চুপচাপ বসে তাড়িয়ে দিতে চাইল চিন্তাটা। মনে হচ্ছে পুরোটাই অবিশ্বাস্য। কিন্তু যতই সে ঝেরে ফেলতে চাইছে; চিন্তাটা ততই শক্ত হয়ে মনের মধ্যে এঁটে বসছে।

বেডরুম থেকে বের হয়ে কেল্লার করিডর ধরে হেঁটে চলল বিজয়। আস্তে আস্তে এগোতে গিয়ে অন করল একের পর এক সুইচ। একেবারে অন্দরমহলে পৌঁছে গেছে। অতঃপর পাহাড়ের পাশের একটা রুমে এসে থামল। রুমের মধ্যে বিশাল বড় মুর‍্যালের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দেবতা কৃষ্ণ আর পাণ্ডবদের একজন অর্জুনের কাহিনি। এর নাম ভগবৎ গীতা।

রুমের সবকটি আলো জ্বেলে দিয়ে তন্ময় হয়ে ম্যুরালটাকে দেখছে বিজয়। আর ই-মেইলের দ্বিতীয় লাইনটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছে।

স্টাডি, ভগবৎ গীতা প্রভূত জ্ঞানের আধার।

চিন্তার ঝড় বইছে মাথায়। এই লাইনেই চাবির লোকেশন হিসেবে স্টাডিকে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু এই একই মেইলে আরেকটা রেফারেন্স দেয়া আছে। এই লাইন আর পরের লাইনের গীতার মাঝে কি কোনো কানেকশন আছে? যেখানে জ্ঞানের দরজার কথা বলা হয়েছে? গীতার বিষয় হিসেবে প্রথমেই কাজে লাগানো কর্ম ব্যতীত কি আর কোনো রেফারেন্স আছে?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মনে হল যে সম্ভবত এই ম্যুরালটার কথাই বলা হয়েছে।

গীতার বিষয় হিসেবে হয়তো এই পেইন্টিংটার কথাও লিখে গেছেন আংকেল।

www.pathagar.com

কিন্তু জ্ঞানের দরজার মানে কী?

পেইন্টিংটার একেবারে কাছে গিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বিজয়। ভারতে অত্যন্ত প্রচলিত এ ছবিতে বিশেষ কিছুই খুঁজে পাবার নেই।

শুধু...

দেয়ালের আরও কাছে এগিয়ে রথটাকে পরীক্ষা করে দেখল। ছবিতে কেবল এই একটিই হুইল আছে।

চাকাটাকে কাছ থেকে দেখতেই নিঃশ্বাস হয়ে পড়ল দ্রুত।

রথের চাকায় ৯-টা খাঁজ।

তার মানে ই-মেইলে আরেকটা গুপ্ত মেসেজ আছে। এবারে তা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

মেঝের উপর বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বিজয়। ই-মেলের সূত্রকে সঠিক বলে ধরে নিল কেল্লার ভেতরে কিছু একটা লুকিয়ে রেখে গেছেন আংকেল। এমন কিছু যা ৯-এর গুপ্ত রহস্যের সাথে জড়িত, যেটিকে জ্ঞান হিসেবেই তুলনা করা হবে...আর তা ২০০০ বছরের পুরনো ইতিহাসের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

কী হতে পারে? আর আংকেল কোথায়ই বা লুকিয়ে গেছেন?

আবারো পরীক্ষা করে দেখল পেইন্টিং। হয়তো কিছু মিস্ করে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই আরও কিছু থাকবে যা ওকে পথ দেখাবে।

ঘোড়াগুলো? না, কোনো বিশেষত্ব নেই।

অর্জুন আর কৃষ্ণের ফিগার? না তাও না...

কি খুঁজছে জানা না থাকলে অন্বেষণ আসলেই অর্থহীন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো রথের দিকে তাকাল। কিছুই তো চোখে পড়ছে না।

চাকাটা? ৯টা খাঁজ ছাড়া আর কিছু কি আছে? একেবারে কিনারে গিয়ে খাঁজগুলো দেখল। কিছুই নেই।

এবারে চাকার একেবারে মাঝখানে মনোযোগ দিল।

প্রথমবার দেখার সময় মনে হয়েছিল চাকার মাঝখানে গাঢ় কালো রঙা সলিড একটা সার্কেল। এবারে উপলব্ধি করতে পারছে যে নিশ্চয় ভেতরে একটা গর্ত আছে। আর সাথে সাথেই পেইন্টিং এর মধ্যে চুলের মতো চিকন একটা ফাটলও চোখে পড়ল যা আগেরবার খেয়াল করেনি। খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। সার্কেলের গর্ত থেকে শুরু করে ফাটলটা মেঝে আর সিলিং পর্যন্তও পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

বেড়ে গেল বিজয়ের উত্তেজনা। এই ই-মেলটাকেই অনুসরণ করে গতবার চাবি খুঁজে পেয়েছে। সেই চাবি আর এই পেইন্টিং এর মাঝে কি কোনো যোগসূত্র আছে?

খুঁজে পাবার কেবল একটাই রাস্তা আছে।

রুম থেকে দৌড়ে বের হয়ে ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল আংকেলের স্টাডিতে। চাবিটাকে নিয়ে সেকেন্ডের মাঝেই আবার উড়ে চলে এলো এই রুমে। সত্যিই কাজ করবে তো?

আস্তে আস্তে ম্যুরালের চাকার গর্তে ঢুকিয়ে দিল গোলাকার চাবি। বিভিন্ন রকম সন্দেহে কাঁপছে হাত।

নিখুঁতভাবে বসে গেল চাবি। এবার তো আর তর সইছে না।

বাম দিকে চাবিটাকে ঘোরাতেই ক্লিক করে আটকে গেল। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে খানিকক্ষণ ঘোরালো।

একের পর এক ক্লিক ক্লিক শব্দের পরপরই ফাটল বরাবর দুভাগ হয়ে গেল দেয়াল। পেইন্টিংটা মৃদু ক্যাচকোচ করে দুপাশে সরে গেল।

পাহাড়ের দিকে পাথর কেটে তৈরি ধনুকাকৃতির খিলান পথে দাঁড়িয়ে যেন মেঝের সাথে আটকে গেল বিজয়।

জ্ঞানের সেই দরজা, যা তোমাকেই উন্মোচন করতে হবে। এখন বোঝা যাচ্ছে ৯-এর মানে।

অন্ধকারে পা দিল বিজয়। চৌকাঠ পেরোতেই চারপাশে দেখা গেল নরম একটা আলো। বুঝতে পারল পাহাড় কেটে তৈরি একটা সুরঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই চেম্বার।

ভেতরে ঢুকে তো বিস্ময় যেন আর কিছুতেই কাটছে না। পাথুরে দেয়ালে সারির পর সারি কেবল স্টেইনলেস স্টিলের তাক। সবকটি ভর্তি স্টেইনলেস স্টিলের পিপা।

একটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেইনলেস স্টিলের টেবিল। যেটির উপরে রাখা হয়েছে থার্মোগ্রাফ আর হাইগ্রোমিটার। থার্মোগ্রাফে দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর হাইগ্রোমিটার অনুযায়ী আর্দ্রতা ৩৫%।

গায়ে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেতেই কানে এলো এয়ার কন্ডিশনের মৃদু গুঞ্জন।

কী এই জায়গা? আর স্টিলের পিপাগুলোতেই বা কী আছে?

এই চেম্বার তৈরি করতে আংকেল যে কতটা পরিশ্রম করেছেন তা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কেন? কোন উদ্দেশ্যে?

www.pathagar.com

লম্বা লম্বা পা ফেলে এক সারি তাকের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল পিপা। প্রতিটার উপরে পৃথক পৃথক লেবেল। কিন্তু অদ্ভুত, অজানা একটা ভাষায় লেখা। খুলে ফেলল একটা পিপা। ভেতরে এক রোল মাইক্রোফিল্ম।

এবারে বোঝা গেল কেন থার্মোগ্রাফ, হাইগ্রোমিটার আর এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন সুরক্ষিত থাকে এই মাইক্রোফিল্ম।

কিন্তু এর ভেতরে কী আছে?

একেবারে কোণার দিকের একটা স্ক্রিনে চোখ পড়তেই দেখা গেল সামনে একটা মেশিনও আছে। মাইক্রোফিল্ম রিডার। ডেস্কের উপরে নোট লেখা একতোড়া কাগজ।

কাগজগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখল। আংকেলের হাতে লেখা নোট। একটা প্যারাগ্রাফে চোখ বোলাতেই বুঝতে পারল এয়ারক্রাফটের এমন এক ইঞ্জিনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেটি প্রচালন শক্তির জন্যে অ্যান্টি গ্রেভিটেশনকে (বিপরীতমুখী মাধ্যাকর্ষণ) ব্যবহার করে।

মাইক্রোফিল্ম রিডারের সুইচ অন করে দিল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল বিভিন্ন ইমেজ। দুর্বোধ্য সব স্ক্রিপট লেখা। আগে আর কখনোই দেখেনি এ ভাষা। কিন্তু জানে কী দেখছে।

৯-এর দলনেতা কিংবা সাধারণ এক সদস্য যাই হোক না কেন প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ হওয়াতে ৯-এর লাইব্রেরির মর্মোদ্ধারের দায়িত্ব পড়েছিল বিক্রম সিংয়ের কাঁধে। বৈরাতের গুহায় যে পরিত্যক্ত লাইব্রেরির তাক্ দেখে এসেছে, এখানেই আছে সেগুলোর নথিপত্র। পুরোপুরিভাবে সুরক্ষিত। প্রাচীন এই লেখাগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ করছিলেন আংকেল।

চারপাশে তাকাল বিজয় একেবারেই কাছের একটা তাকে ইংরেজি লেবেল লাগান পিপা। বুঝতে পারল ওগুলোতে কী আছে। আংকেল ইংরেজি অনুবাদগুলোকেও মাইক্রোফিল্মে ভরে রেখেছেন।

স্টিলের ডেস্কের ড্রয়ারে আটকে গেল দৃষ্টি।" খুলে ফেলতেই দেখা গেল একটা খাম ছাড়া আর কিছু নেই। অবাক হয়ে দেখল প্রাপকের জায়গায় ওর নাম লেখা আছে।

খুলে ফেলল কাগজটা। একটা চিঠি। বুঝতে পারল আংকেল নিজ হাতে লিখে গেছেন।

ছয় মাস আগের একটা তারিখ।

প্রাণপ্রিয় বিজয়,

এই চিঠি পড়ছ, তার মানে তুমি আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী বার্তাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পেরেছ। সাবাস বেটা! ৯ আর ২০০০ বছরেরও বেশি সময়

www.pathagar.com

ধরে এই ব্রাদারহুড যে গুপ্ত রহস্যের সুরক্ষা দিয়ে আসছে তাও এখন জানো। কিন্তু যেটা জানো না তা হচ্ছে, ৯-এর সর্বশেষ ব্যক্তি আমি একুশ শতকে তাদের দল নেতার দায়িত্ব পালন করেছি।

তোমার কাছ থেকে কথাগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু ৯-এর গোপনীয়তা রক্ষার্থেই এমনটা করতে বাধ্য হয়েছি।

মাইক্রোফিল্ম চেম্বারে তোমার উপস্থিতির মানে হচ্ছে এখন আমি আর বেঁচে নেই। একালের বিশ্বস্ত এক বন্ধু আর সহকর্মীই হয়তো আমার হত্যাকারী। একই সাথে ভঙ্গ করেছে ৯-এর নীতি। কিন্তু সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এখন থেকে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার জীবনও সর্বদা শঙ্কার মধ্যে পড়ে গেল।

যদিও আমি সর্বান্তকরণে আশা করছি যে তুমি সবসময় নিরাপদেই থাকবে। আর বুঝতে পারবে যে আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

এবারে শোনো আমার একেবারে নিজস্ব কিছু কথা। আমিই হচ্ছি ৯-এর সবশেষ জীবিত সদস্য। তাই বিশ্বস্ত কারো উপরে এই দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে। আর বিজয়, তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে এতটা বিশ্বাস করি না। গত ২৫ বছর ধরে আমি যে দায়িত্ব পালন করছি এখন তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হয়ে উঠো ৯-এর গোপন সূত্রের আজীবন রক্ষক।

২,৩০০ বছর আগে মহান সম্রাট অশোক যখন ৯ জনের ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করেছিলেন তখন এই গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা সবকিছুই জানতেন। কিন্তু ৯-এর পরিচয় আর গোপনীয়তা রক্ষার শপথও শত শত বছরে একের পর এক সদস্য পরিবর্তন হওয়াতে সবাইই ভুলে গেছে এর গোপনীয়তার সঠিক প্রকৃতি আর অবস্থান। কেবল ধাঁধার মাঝেই রয়ে গেছে এর অস্তিত্ব। এমনকি মাত্র কয়েক বছর আগে আমি নিজেও জানতাম না যে কী এই গোপনীয়তা।

এখন পর্যন্ত ৯-এর কোনো সদস্যই গুপ্ত সূত্রের ঠিকানা খুঁজে পায়নি; কারণ ধাঁধাটা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র কোনো একক সদস্যের কাছে নেই। মাত্র ছয় মাস আগে আমার কাছে এর সবকটি অংশ এসেছে যা পূর্বে সবার কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। নিরুৎসাহ হয়েই কয়েকটা সূত্রের সমাধানও করেছি। কেননা ছয় মাস আগেই টের পেয়ে ছিলাম যে অন্য আটজনকে হত্যাকারী সে বিশ্বাসঘাতক যাকে ব্রাদারহুড থেকে বের করে দিয়েছি সে-ই হয়ে উঠবে আমার হত্যাকারী। এমনকি নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্টকারে লিখে আমাকে একটা মেইলও পাঠিয়েছে। তখন থেকেই, গুপ্ত সূত্রটা খুঁজে পাওয়া নয় বরঞ্চ তোমার হাতে এর দায়িত্ব অর্পণ করাই হয়ে উঠে আমার প্রধান লক্ষ্য।

www.pathagar.com

২০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই গুপ্ত রহস্য। কোথায় আছে তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথাই নেই। আমি ছাড়া এখন কেবল তোমার হাতেই আছে ধাঁধার সবকটি অংশ। যার মাধ্যমে খুঁজে পাবে সেই গুপ্তস্থান। এবারে সিদ্ধান্ত তোমার। কিন্তু আমার করজোড় মিনতি হল যে ৯-এর গোপনীয়তাকে তার স্বস্থানেই থাকতে দাও। এটাই ছিল ৯-এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

যাই হোক, গুপ্ত রহস্যের আরেকটা অংশ সম্পর্কেও তোমার জানা প্রয়োজন আছে। চারপাশে যে লাইব্রেরি দেখছো সেখানে আছে শত শত বছর ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো করা সায়েন্টিফিক নলেজ। বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যরা ৯-এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের আবিষ্কৃত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও বাড়িয়ে গেছে। তাই একে ঠিক সেভাবেই গোপন রাখতে হবে যা শত শত বছর ধরে করে এসেছে গুপ্ত-৯। আর এই দায়িত্ব পালনে তোমার সক্ষমতার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে।

আমি সত্যিই দুঃখিত বিজয়। তোমার অনুমতি ব্যতীতই সঁপে দিলাম এ বোঝা। কিন্তু এই দায়িত্ববোধের জন্য যোগ্য তুমি বিনা আর কেউ নেই।

ঈশ্বর সর্বদা তোমার সহায় হোন।

চিঠিটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল বিজয়। মনের মাঝে খেলা করছে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি। তিক্ততায় উদ্বেলিত হয়ে ভাবল কেন আংকেল তাকে এতটা বিশ্বাস করেছেন।

কিন্তু তার প্রায় সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেল সব উদ্বেগ। গর্বে ভরে উঠল হৃদয়।

৯-এর সদস্য হবার জন্য আংকেল তাকেই নির্বাচন করে গেছেন; এমন এক ভ্রাতৃসংঘ যা রূপকথা হয়ে আছে। যত সময় যাবে বুঝতে পারবে এর বিশালত্ব।

কিন্তু আরেকটা কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারছে ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়াটা আংকেলের অভিপ্রায় ছিল না। বরঞ্চ এই চিঠিতে তা কার্যত মানা-ই করে গেছেন। ই-মেইলগুলো আসলে সেজন্য পাঠাননি।

আংকেল শুধু চেয়েছিলেন বিজয় যেন এই চেম্বারটাকে খুঁজে পেয়ে লাইব্রেরিকে সুরক্ষার দায়িত্ব নেয়।

মাঝে মাঝে তোমাকে খুব গভীরে গিয়ে দেখতে হবে। যদি গভীর কোনো অর্থ খোঁজো তাহলে তা অবশ্যই পাবে।

www.pathagar.com

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিজয়। ও আর ওর বন্ধুরা একটু বেশিই গভীরে দেখে ফেলেছে। এড়িয়ে গেছে সেসব সূত্র, যা তাকে এই চেম্বারে নিয়ে আসত। অথচ সূত্রগুলোকে অনুসরণ করে লাইব্রেরির পরিবর্তে সোজা সীতাগড় পৌঁছে গেছে। কতটা বোকামি করেছে।

কিন্তু একদিকে ভালোই হল। এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যা আর কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না। অদ্ভুত রকম শান্ত আর স্বচ্ছ হয়ে গেল ওর চিন্তা-ভাবনা। গোপন সেই গুহাকক্ষ আর নেই তো কী হয়েছে। এই চেম্বার, লাইব্রেরির মাঝেই আজীবন টিকে থাকবে ৯-এর গোপনীয়তা।

আংকেলের অর্পণ করা দায়িত্ব তাই আর অস্বীকার করতে চায় না বিজয়। কারণ 'ও' নিজেই তো এখন সেই ভ্রাতৃসংঘের সদস্য।

বিজয় এখন নিজেই রহস্যময় গুপ্ত-৯।

www.pathagar.com

২৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

প্রাচীন আর ভয়ংকর এক রহস্য আবিস্কার করেছেন মহান সম্রাট অশোক-মহাভারতের গভীরে লুকিয়ে থাকা এ গোপন রহস্য দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে; তাই পরবর্তী ২৩০০ বছরের জন্য লোক চক্ষুর আড়াল করে ফেলা হল এই গোপনীয়তা...

বর্তমান সময়

খুন হলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী। ভ্রাতৃস্পুত্রের জন্য রেখে গেলেন সূত্র-সম্বলিত কেবল কয়েকটা ই-মেইল। গুপ্তলিখন আর ২০০০ বছরের পুরনো ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে এগোল ছেলেটা আর তার বন্ধুরা। পিছু নিল আল-কায়েদার শক্তিশালী এক কালো হাত বা গুপ্তধন শিকারি; অতীতের সেই গোপনীয়তা আর বর্তমানের ষড়যন্ত্র পার হয়ে তারা কি পারবে দুনিয়ার উপর নেমে আসা অশুভ থাবাকে প্রতিহত করার জন্য গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে?

ISBN 978 984 91336 7 4
9 789849 133674